## অমনীভাব

#### স্বামী ধীরেশানন্দ

মনের বিচিত্র ধেলা, ভাছার অগণিত চাতুর্য, অফুরন্ত জাশা আকাজ্ঞা এবং বিবর প্রাথির নিমিত্ত বিবিধ কর্মের তুর্বার প্রেবণা—এ সকলের স্হিত সকলেই স্থপরিচিত। মনে কত ইচ্ছাই না জাগিতেছে ৷ কখনও ইচ্ছাপুরণে সে আনন্দে অধীর, কথনও বা ইচ্ছা প্রতিহত হইলে ব্যর্শতা-বিডখিত হইয়া ও নিরাশার ব্যাকুল হইয়া সে নিডাস্কই দুঃখী। একই বস্তুকে সুথকর বোখে তৎপশ্চাতে দে ধাবিত হুইতেছে, আবার কথনও বা সেই বস্তকেই হু:খদায়ক মনে করিয়া ভাতা পরিত্যাগ করিবার জন্ম দে বন্ধপরিকর হইতেছে। জাত্রৎ ও অপ্ন-এই উভর অবস্থাতেই মনের এই লীলা সমভাবে চলিখাছে। মনের আর শান্তি নাই। কিন্তু স্বৃধ্বিকালে বধন মন থাকে না, তথন কিন্ত ঐ সব হল্ব, ভাল-মন্দ, আশা-নিরাশা, স্থ-ছ:ধ কিছুই নাই। তথন আমরা বেশ আনন্দেই থাকি। স্থাপ্তিভকে জাগ্ৰৎ বা ষথাবস্থার ফিরির। আদিলে দেই পূর্বের বৈষ্ট্রিক
ম্বব্যুবের থেলাই পূনরার সমভাবে চলিতে
থাকে। এইডাবেই এই জগতে দকল জীবের
জীবনেই যেন এক অনির্দিষ্ট যাত্রা অনাদি কাল
হইতে জন্মজন্মান্তর ধরিরা চলিরা আদিতেছে।
কিন্তু এই যাত্রার শেষ কোথার, ভাহাই বিচার্য।

দেখা বার স্বৃত্তিতে কোন হল নাই, ত্রথ
নাই,—কারণ দেখানে মনই নাই এক দৃশ্যান
জগৎও নাই। সেধানে আছে একটা বিশেষ
নির্বিষ আনন্দ, যে আনন্দের সহিত জগতের
কোন আনন্দেরই তুলনা হইতে পারে না।
স্বস্থিতে মন নাই, ডাই বৈত নাই; কোন
বৈব্যিক স্থ-ভ্রথও নাই। অপব তুই অবস্থার
(জাগ্রৎ ও স্বপ্রে) মন উদর হইবার সলে সমেই
কোথা হইতে যেন এই বিচিত্র জ্বগদ্রপ হৈত
আদিয়া চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে এবং আবার স্থত্রংথাদি জীবকে ব্যাকুল ও বিধ্বত্ত করিয়া ফেলে।

জাহা হইলে বোঝা বায়, এই বৈভ মনেই ছহিয়াছে। মনেই ইহার উদয় এবং মনেতেই ইহার বিলয়।

জাচাৰ্য শ্ৰীগোড়শানও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন:

"মনোদ্খামিদং দৈওং বংকিঞ্চিৎ সচরাচরম্। মনসো হ্যমনীভাবে দৈওং নৈবোপসভাতে॥" ( মা: কা: ৩৩১)

—সচরাচর এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সব মনেরই বরনা। মনই এই বৈতরপে প্রতিভাত হইতেছে। মন হথন 'ক্মন' হইয়া যায় তথন লার বৈতের কোন উপলব্ধিই হয় না।

द्विकाल यन शेटक ना, यन ट्यम व्यम हरेश शांव वटि किस उपनाल यदनद नाण रव ना, छेरा चकात्र गण रच्छाद दिनीन रहेश शांक पाता। यदनद भूनक्षत हरेड उपना दाना गण । किस नर्वना स्वृश्चित बाका ७ उपनाल पाता। किस नर्वना स्वृश्चित बाका ७ उपनाल निव्य व्यानमाञ्च्य कता काराव प्राधायक नरह। कात्र व्यानमाञ्च्य कता काराव प्राधायक नरह। कात्र व्यानमाञ्च्य व्यान स्वर्थ व्यानमाञ्च्य कर्मा हरेट व्याचित्र व्यानमाञ्च्य व्यानमाञ्च्य कर्मा हरेट व्याचित्र व्यानमाञ्च्य व्यानमाञ्च व्यानमाञ्य व्यानमाञ्च व्यानमाञ्च व्यानमाञ्च व्यानमाञ्च व्यानमाञ्य व्यानमाञ व्यानमाञ्य व्यानमाञ्च व्यानमाञ्च व्यानमाञ्च व्यानमाञ्च व्यानमाञ

যদি জাগ্রতে বকারণ সহ মনের নাশ কোন উপারে প্রস্থানন করা যায় তবে জার হৈতই থাকিবে না। সর্বজীবেরই একমাত্র কামা সর্বজ্ঞানিবৃত্তি। সকলেই ইহাই চার। তাই পরম কুপাপর্যশ হইয়া আচার্য পরবর্তী প্রোকে বলিতেভেন:—

'আত্মসভ্যাস্থ্যোধেন ন সংকল্পতে যদা।

অমনতাং তদা বাতি গ্রাহাভাবে তদগ্রহম্॥

( মা: কাঃ এ৩২ )

— 'আজাই একমাত্র সত্য বস্তু, তদাতিবিজ্ঞ অন্ধ সর্ব পদার্থই অবস্তু, মিথাা', এই তত্ব শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ লাভের পর বপন নিলিডরুপে অহুভূত হয়, তথন স্থার কর্মার যোগ্য কোন বস্তুই থাকে না। বাত্তব বস্তুর অভাববশত্তঃ মন স্থার কোন কর্মা কবিত্তে না শারিষা 'অমন' হইয়া যায়। গ্রহণ্যোগ্য বস্তুর অভাবে মন তথন গ্রহণভাববিবন্ধিত চ্ইয়া নিবিশ্বন স্থায়ে স্থায় শাস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এখানে মনকে 'অ্যন' করিখার জন্ত একটি উপায় আচার্য বলিলেন—'আত্মসত্যাস্থ্বোধ।' অর্থাৎ দৃঢ় আত্মবিচারসভায়ে আত্মস্কর উপলব্ধি।

অবস্থাত্ররের ( জাগ্রং স্থপ ও স্ব্রির ) মধ্যে নিত্য স্ত্ৰাথ্যমাণ জীব এই ডিন অবস্থাৰ বিচাৰ দ্বাবাই ভব্বোপলদ্ধি কবিতে পাবে ও বৈদয়িক স্থ্য-দুঃধন্সদ বৈতের হাত হইতে নিম্কৃতি লাভ করিয়া আনন্দে খাকিতে পারে। অবস্থারত্ব পরস্পার বাভিচারী, কিন্তু এই ডিন অবস্থার মধ্যে সমভাবে এক 'আমি' বিজ্ঞান। এই 'পামি'র কথনও বিলোপ ঘটে না। দেছ মন বৃদ্ধি ও অভ্ংকার হইতে ভিন্ন এই 'আমি'ই দকিনানন্দ-স্বরূপ **আত্মা।** আধারই দতা, প্রকাশ এবং জানক অবস্থাত্ত সকত অনুভবগোচর হইতেছে। কিন্তু আমার এই রুপটি দর্ববস্তুদ্ধ কড়িত হইবা আমাকে বিভাস্ক কবিয়া ফেলিয়াছে। আমি নিজ বরূপটি ভূলিয়া গিয়া নিজেকে দেই খন বুদ্ধি আদি বিশিষ্ট শুত্র পরিচ্ছিত্ব জীবরূপে ভাবিতেছি ও যাবভীর বাহ্য প্লার্থে 'মুমুঝ' অভিমান করিছা ভাছাতে আগক্ত হইয়া নিজেকে নিজেই যেন বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। এথন এই আত্মদশোহন ভঙ্গ করিতে হুইলে আমাকেই ভাহা কবিতে হুইবে ও জল্বে দৃঢ় অপবোক্ষ জ্ঞান দহাবে এই থোহজাল ছিল-

করতঃ কুতকুত্যতা লাভ করিতে হইবে। অপর কেছ ঔষণ দেবন করিলে ব্যাধিগ্রান্ডের রোগনিবৃত্তি হইবে না।

শংকা হুইতে পারে বে, বিচারের **বা**রা আঞ্ব-নাক্ষাৎকার হইলে নেই নাধকের মনোনিবোধ হইবা সমাধি হইবে কিনা অর্থাৎ তিনি বাহ্যজ্ঞান-বৃহিত হইয়া যাইবেন কিনা। উত্তরে বলা ব্যয় বে, বিচারবান সাধক ইক্রিয়নিগ্রছাদির দাবা বাহ্য-জ্ঞানরহিত হইবার চেটা করেন না। তিনি কেবল জীব জগৎ ও জগদবিষ্ঠান ব্ৰহ্ম বিচাৱেই ব্যাপুত থাকেন। সর্বাধিষ্ঠান ব্রন্ধই নিত্য, নাম-রপাত্মক দৃশ্রপ্রপঞ্চ মিধাা, একটা সম্ভাবিহীন শ্রতীতিযাত্র, আমিই সেই ব্রন্ধ –এইরূপ বিচারেই তিনি কেবল ব্যাপ্ত থাকেন। ইনি উক্তয় অধিকারী। চিত্তা শুদ্ধ, বিষয়বিরত ও একাপ্স না **ইটলে এমণ নিয়ত** বিচার কাহারও **পক্ষে সম্ভ**ব হর না। ইংজন্মে বা পুর্বজন্মে সমার্ অনুষ্ঠিত নিচাম কর্ম, বোগান্ডাাদ বা উপাদনারই কল এন্ধপ চিত্তগুদ্ধি। বিষয়-ভোগবিয়ত চিতে ভীঞ আত্মজ্জাসাই চিত্তছির লক্ণ | वाहार्य মুরেশ্বর বলিয়াছেন :

'প্রত্যক্প্রবশতাং বৃদ্ধে: কর্মাণ্যৎপাদ্য ভদ্ধিত:। কুভাৰ্বাক্তমায়ান্তি প্ৰাবৃভৱে ধনা ইব॥° (रेबः कि: ५।३३)

—বৰ্ণাবিগমে (*শ*ৰৎ **ৰাণত হইলে** ) আকাশে যেমন মেগৰূল নিশ্চিক্ হুইয়া বার, বুদ্ধির ভদিৰ বাবা প্ৰভাগাত্মপ্ৰাৰণভা উৎপন্ন কৰিয়া নিকাম কৰ্মণ জন্তাপ কৃতাৰ্থ হইবা বিদায় গ্ৰহণ करव ।

বিচারবান লাধকের বিচারই প্রধান লাগন। ভবে বিচারপ্রস্থ জানসম্বালে চিত্তের একটা অতি পুদ্ম অবস্থাবিশেষ হয়, চিত্ত দেখানে বভাৰত ই নিক্ষ হইলা পড়ে ও ব্ৰহ্মকারাকারিত হইল। याय। नमाधित मृष्टिएक काशास्त्रहे निर्वाधनमाधि

বলা বাইতে পারে। বিচারের গভীর অবস্থারে এই সমাধি জাসিয়া বার। অভএব বিচারবার শ্বধকের বিচারভারাই মনোনিগ্রহরূপ স্থাধিরাভ হইবা থাকে। পূৰ্বোক্ত মা: কা: ৯০২ স্লোভ ইহাই বলা হইয়াছে। অৰ্থাৎ উত্তম অধিকারীয় শক্ষে মনোনিগ্রাহরণ সমাধি দৃঢ় জ্ঞানেরই কর। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপ ত্রিপুটি ভেল্ডান সৰু ঐরুণ ব্রদ্মাকারাকারিত চিত্তের অবস্থার নামই স্বিক্ষা সমাধি। পুন: ঐ ত্রিপুটি ভেদভান বহিত হইয়া কেবল জেগ বন্ধাকারা কিন্তু অজ্ঞায়দান চিত্তবৃত্তিত স্থিতিই নিৰ্বিকল্প সমাধি নামে গ্যাত। ইহাকেই অথপ্রাকারা চরম বৃত্তি বলা হয়, বাহা দাবা দুল অজ্ঞান ও তংকার্ব বিশ্বপ্রাপঞ্চ এবং ভরন্তর্গত নিয় <u>ৰেহেন্দ্ৰিবাদিও চিবতরে বাধিত অৰ্থাৎ মিখ্যারণে</u> পর্যবসিত হইরা বার। এই অবস্থা ভারেড-ভাবনারপ নির্বিকল্প সমাধি' নামে খ্যাত। জন্তান নাশের ( নাশ অর্থ বাধ অর্থাৎ মিধ্যাত্মিক্স) পর এ বৃত্তি নিজেও বিশীন হইয়া যায় ও তথ্ন 'ক্ষৈতাবস্থানরূপ নিবিক্য স্মাধি' অবস্থা আদিয়া উপন্থিত হয়। ইহাকেই ব্ৰাক্ষীস্থিতি, স্থৰপস্থিতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এত দনভর জানী স্বরপভূত জানে সদা অবহিত, স্প্রজি হন, যাহা হইতে জাহার আর কখনও বিচাতি পটে না। ব্যবহারকালেও ডিনি সেই জ্ঞানে সদা সচেতন। ইছাকেই বলে 'জ্ঞানস্মাধি' বা 'তৈভন্যস্মাধি' বা 'সহজ্ঞসমাধি'। এই সমাধি আর কথনও ভালে না। তাই জানী নদা স্মাধিস্থ। জ্ঞানীর চিন্তর্ত্তি সদাই চিদাকৃতি। 'সমাহিতা ব্যুম্বিতা বা বুদ্ধি: দৰ্বা চিনাক্ততি:'—( বুঃ বার্তিক-मात्र २ (8180 )

ি ৭৭জন বর্ব—১ন সংখ্যা

বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন:-'ভত্বাববোধ এবৈক: স্বাশার্ভণপাবক:। প্রোক্তঃ সমাধিশক্ষেদ ন তু তুঞ্চীমবস্থিতি:।' একমাত্র ক্রন্ধাইত্বর ক্রেন্স্র ক্রন্তাল নাসনারপ ভূণের দাহকারী অগ্নিসদৃশ, তাহাই সমাধি শব্দ দারা অভিহিত হইবা থাকে, কেবল নীয়ৰ অবস্থানমাত্রই সমাধি নহে।

দৃড় আত্মবোধই নিবিকর সমাধি। মহাবাকোর
সর্ধ—আথিই অবওাত্মা ব্রন্ধ। ব্যালার শ্বরণই
নিষের ব্যালা ইহা নিশ্চিত হইলে জানীর ব্যালাধিই হইরা থাকে। অর্থাৎ বেদান্তে ব্রন্ধ-সমাধি
কেবল জ্ঞানসহাবে জানিবার যোগ্যা, উহা যোগাভ্যানাদি প্রতিষ্টাসাধ্য নহে। স্তরাং ব্যালাপ
স্বাস্থিতিই নিবিকর সমাধি। আর ব্যালাপ ভান
হধরাই স্বিকর সমাধি।

কোন কোন আচার্য বলেন যে, মহাবাক্যবিচার বারা আত্মানাজাৎকার হইলেও নিবিকর
নমাধি বিনা অধৈতবস্তর বিশেবরূপে অভিব্যক্তি
হইবে না। এই জনা কণমাত্র নিবিকল্প সমাধি
হইলেও বোধের বিধন্ধ-বস্তুরূপ অবৈতের অভিব্যক্তি
পূর্বতরা নিশ্চিত হইয়া যার। আনই সমাধি
শব্দের মুখ্য অর্থ— এই বিবরে শ্রুতি ও
পূর্বাণের বহু বচন প্রায়ান্যবেশ বিভ্যান।

অধানে একটি বিষয় বোদ্ধবা। ব্যবহারদশাতে ক্ষেনকেই কোন আকল্মিক ঘটনায় ( যেমন হঠাৎ বিষয়ন বিয়োগ বা অর্থনাশ ইত্যাদি) যেন শুরু হুইয়া বান তথন, অথবা চুই বুজির মধ্যস্থলে (বাহাকে সন্ধিত্বল বলা হর) মন সর্ববিষয়নহিত হুইয়া বায়, উহা সাময়িক প্ররপস্থিতি হুইলেও নিবিকল্প সমাধি নহে। কারণ উহা আত্মবিমর্শনিক্টান টেই। চিত্তের একটা নিবিকল্প স্বস্থানার। নিবিকল্প স্বাধিতে আত্মকার জ্ঞায়নান বৃত্তি থাকিবে।

ব্ৰন্ধবিচাৰের উদ্দেশ্ত তত্ত্বদান্ধাৎকার, কেবল বাহ্যকানর হিত হওয়া বা নিরোধ-নমাধি নহে। বিচার করিতে করিতে দর্ব অনাজ্ম শদার্থ নিধ্যা-বোধে পরিত্যক্ত হইলে এক অপ্রকাশ ব্রহ্মই তথন অবংশয় থকেন এবং তথাপকপাতিনী বৃদ্ধিও তথন পূৰ্ণজপে আত্মাতিম্থিনী হইগা ব্ৰহ্মাকারাই হইয়া যায় অর্থাং সমাধিত্ব হইয়া পড়ে। উত্তমাধি-কারীর কথা বলা হইল।

পুনঃ যাহাদের বেদান্তদিদ্ধান্তে নিষ্ঠা আছে,
বেদান্তোক্ত সাধনে ক্ষতি ও আগ্রহ আছে কিছ

যল, বিক্ষেপ ও বৃদ্ধিয়ান্দ্য আদি প্রতিবন্ধবশতঃ
মহাবাকার্য্য বিচাবে অসমর্থ একণ নিয়াধিকারীদের
উপার হইতেছে খোগান্ড্যাসাদি সহক্ত বেদান্ত
বিচার। খোগান্ড্যাস সহাবে চিন্ত একাগ্রকরতঃ
তাঁহারা চিন্তবৃদ্ধিকে খ্যানে সাক্ষীতৈভক্তনিষ্ঠ
করিবার অন্ত্যাস করিতে করিতে ক্রমে পূর্বোক্ত
স্বিক্ল ও নিবিক্ল সমাধি অবস্থার আরুত হইরা
ভত্তবাকাৎকাবে ক্লডকুত্য হন। বিচার এখানে
অপ্রধান। এই কথাই মাঃ কাঃ এ৪০ স্লোকে
বলা হইরাছে:—

'মনসো নিগ্ৰহাবন্তমন্তন্ধ দৰ্বযোগিনাম্। দু:ধক্ষয়: প্ৰবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিবেব চ।'

— নিয়াধিকাবী যোগিগণের আত্যন্তিক
ত্বংথনিবৃত্তি, অভয়, তক্তান, অভয় শান্তি বা
মৃক্তি— এই দৰই মনোনিগ্রহরণ সমাধির দাবা
লভ্য।

ভগবান্ ভাস্ককারও বিষয়ছেন:—
'এভিরকৈ: সমাযুক্তো রাজ্যোগ উলাহত:।
কৈঞিৎ প্রক্ষারাণাং হঠবোগেন সংযুত: ॥
পরিপক্ষং মনো যেষাং কেবলোহয়ং চ সিদ্ধিন: গ'
—( অপ্যোক্ষামূভূতি ১৪৩)১৪৪)

— ( বাভিমত বিচারাত্মক সাল রাজবোদের বিষয় বলিয়া ভাত্মকার উপদংহারে বলিভেছেন যে, ) যাহাদের রাগাদি দোষ 'কিঞ্চিন্মাত্র দ্বীভৃত হইয়াছে ভাহাদের এই বিচার হঠযোগ' কর্ষাৎ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ সহ অভ্যাস করা কর্তব্য। আর হাহারা গুরুচিত্ত ভাহাদের পক্ষে

अविकार्गाविक विकासकरा।

কেবল আত্মবিচারই গিছি প্রানান করিয়া থাকে।

চিত্তবৃত্তি নিক্ষ হইয়া বিষয়োগরত হইলে
চিত্তত্ব হয়। অভ্য চিত্তে 'ব্দং অন্ধান্তি' এই
ফানোগর হইতে পারে না। 'অহং অন্ধান্তি' এই
বৃত্তিক্রানই অজ্ঞান ও তৎকার্য নিরসনের একমাত্র
নাধন। অতহাং চিত্তবৃত্তিনিবোধাত্মক চিত্তের
বিষয়োগরতি, ইহা যেন অভাবাত্মক নাধন, আর
স্কলপ্রাপ্তি-কলন অহং অন্ধান্তি' এই বৃত্তিক্রানাভ্যাস যেন ভাবাত্মক নাধন। এই উভয়
মিলিত হইয়াই নিয়াধিকারীদের অজ্ঞাননিবৃত্তি,
মঙ্কপজ্ঞান ও বাদ্মীহিতি লাভে কৃতকৃত্যতা
হইয়া থাকে।

চিত্তমলনালে স্বরূপপ্রতিষ্ঠা যোগ ও বেলাস্ক উভর দর্শনই স্বীকার করেন। যোগমতে চিত্ত-মলনাশ (চিজবুজিনিরোধ-ছপ সমাধি) স্বরূপ-ক্ষুতির দাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু বেদান্তমতে ঐ নিবোধনমাধি জ্ঞানের কারণ নছে। মলরহিত **ভঙ্**চিত্তে বিচারপ্রসূত 'অহং ব্রন্ধান্মি', এই বৃত্তিই আত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশ কবে। অজ্ঞাননাশেই বুজির সার্থকজা। তথন বরংপ্রকাশ আত্মা বরং প্রতিভাত হন। বেৰান্তে নাশ অৰ্থ বাধ অৰ্থাৎ মিধ্যাছনিশ্চয়, কার্বের কারণে বিলয়রপ নাশ নছে। জ্ঞানে বাধিত প্রকৃতি বা অজ্ঞান ও তৎকার্য দ্বগৎপ্রাপঞ্চ ত্রৈকালিক জনৎ-রূপে পর্ববসিত হইয়া য়য়। নাংখ্য ও যোগমতে প্রকৃতি অসং নতে, প্রকৃতি দং ও নিত্য এবং পুরুষও বহু, এক অবিতীয় নহে। স্তরাং উভয় মতে (বেদান্ত ও সাংখ্যযোগ) নি**দান্ত প** শাধনগত পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তের ব্ৰহ্মাইডাক্য-জ্ঞানমূলক বাধসমাধি ও যোগিদের সংস্থাধি বা সর্ববৃত্তিনিরোধমূলক অস্ভাভাভ নমাধি এক কথা নছে বা এক ছিভিও নছে।

অপর সকল মতবাদিগণই ঈশ্বর-প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি দাবা দশ্ব-লাক্ষাংকারের ফলে স্ব শ্ব মতাত্ব্যায়ী সালোক্য সামীপ্যাদি মৃক্তি শীকার
করেন। অবৈতবাদিগণও ভক্তিমূলক উপাসনা
নিমাধিকারীর জন্ম শীকার করেন। কিন্ধ দিশ্বন-প্রশান
অপিবানাত্মক একাপ্র সমাধি সহারে দিশ্বন-প্রশান
দিশ্বন-সালাৎকার ও শুদ্ধচিত হইরা দিশ্বন-প্রদেশ্ত
বৃদ্ধিযোগ-বলে প্রবল মনন ও নিদিগ্যাসনের সমাক্
অস্থানে ক্রমণঃ ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত নির্বিকর
সমাধিকাত ব্রন্ধাত্মিকারেবাধ দারা শ্বরণন্থিতি ও
ক্তক্রভাতা তাঁহারা অক্টীকার করেন।

প্রধানত: স্মাধিকে যোগদর্শনাক্ত চিত্তরন্তি-নিয়োধাত্মক লয়মুখ সমাধি ও অবৈভবেদান্তোক বাধমুখ নমাধি— এই তুই ভাগে বিভক্ত করা বাইতে পারে। এই উত্য প্রকার ন্যাধিয পার্থক্য বিচার করিতে হইলে 'বাধ' ও 'নায়' এই পারিভাষিক নংজ্ঞান্ত্রের অর্থ বিচার্ব। কার্য কারণে লয় হয়। কারণে কার্য সুম্বভাবে স্বপ্ত থাকে ও কালবলে সেই কার্যের পুনরুত্তব হর। স্বভরাং কার্যের পূর্ণভরা নিবৃত্তি হয় না। বোগ-দশত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লব-সমাধি। ব্যুখান-দশায় প্রকৃতি ও তাহার কার্য প্রয়ায় সত্যরূপে আদিয়া ছাজির হয়। সাংখ্যমতেও প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকখাতির কলে চিন্ত ভৎকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়, চিতের ধাংস হয় না। প্রকৃতিয়ও ধ্বংস হয় না। পুরুষ প্রকৃতি হইতে দল্পুর্ণ বিবিক্ত বা পুথক হইয়া যান, এই যাত্র।

বাধমুখ নমাধিতে চিত্ত ও তৎকারণ অজ্ঞান চরমর্ডিয়ারা অর্থাৎ অধগুরন্ধাকারা রৃত্তিয়ারা বাধিত হইয়া বার। লব্দে সব্দে চিত্তে চিং-প্রতিবিম্ব জীবও বাধিত হইয়া বার। বাধিত বস্তু অধিষ্ঠানকণ। আন্তিকল্লিত দর্শ বর্থন অধিষ্ঠানকল্পনারা বাধিত হয়, তথন ঐ দর্শ রক্ত্যুকপই হইয়া যার। তক্রপে তত্ত্ব্যানোদ্বের চিত্ত, জীব, অক্সানাদ্দি দব কিছুই বাধিত হইয়া অধিষ্ঠান-ব্রহ্মরূপই হইয়া যায়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মই অবিষ্ঠান-ব্রহ্মরূপই হইয়া যায়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মই অবিষ্ঠান-

থাকেন। জীব-জগতের কেবল একটা মিখ্যা,
সম্ভাবিহীন প্রতীতি যাত্র ভাষে। হতরাং
সাংখ্য ও যোগদর্শনোক্ত চিত্তের তৎকারণ
প্রকৃতিতে লয় ও ব্রশ্ধাবৈত্বকাবোধে বেদাস্থোক্ত
নাধ কর্থাৎ জীব জগৎ দব কিছুর তৈকালিক
জগতা ও মিধ্যাক্তিক এক কথা নহে।

প্রকৃতি জড়া। ক্তরাং প্রকৃতিলয়াত্মক সমাধি অজ্ঞানসমাধি বা মৃচ্দমাধি লামে অভিহিত ক্ইবার যোগ্য। এই জন্মই বৈদান্তিকগণ উহার জাদর করেন না। বিচারকেই প্রাধান্ত দিয়া থাকেন।

চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক বোগাভ্যাস উপেক্ষণীয় বছে। উহা পরম্পরাক্রমে মৃক্তির শাধন হইয়া থাকে। বিষয় হইতে চিত নিক্ষ না হইলে অৰ্থাৎ চিত্তের বহিম্পীনতা দুর না হইলে, চিন্ত অন্তমুথ না হইলে আত্মতত্ব-সাক্ষাৎকার স্থারপরাহত। ওওজানেই মৃক্তি। চিত্রনিরোধ যোগ বা বিচার উত্তয় প্রকারেই इटेट्ड शादा किहूंगे बस्त्र नागरकत नरक বিচারমার্গই উত্তয়। বিচার বারাই বহিস্থীনতা পূর্ণকলে দূর হুইয়া প্রভাগাত্ম-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। যাহাদের চিত্ত বহিম্প হইলেও মধ্যে মুখ্যে অন্তমুখি হয় তাহাদের উক্তিযোগ-সাধন সহায়ে ঐ বহিমুখীনতা দুর করিবার চেটা করা কউব্য। অভিশয় বহিমুখিচিত পুরুষের পক্তে অষ্টাৰ্যোগাভাগে কল্যাপপ্ৰ। কিন্ত আনই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, চিত্তভদ্ধির হেতুরূপে যোগ ঐ জ্ঞানের ও মৃক্তির প্রস্পরা কারণ মাজ। চিত্ত ওছ ছইলে প্রভ্যেক সাধককেই বেদাক্ষোক্ত প্রবণ মননাদি সাধন সহাবে তব সাক্ষাৎকার করিতে

হইবে ; অধৈতবেদান্তমতে ইহাই একমাত্র শব।

চিন্ত কেবল বিষয়বিরত হইরা একাগ্র হইবেই
বরপের ক্তি বা অভিব্যক্তি হয় না। বৃত্তি দারা
বরপকে চিন্ত যে পর্যন্ত বিষয়ীভূত না করিতেছে
ততক্রণ অক্সান নাশ হইবে না। স্বন্ধশকে
বিষয়ীভূত করা অর্থ পূর্ণ বর্ধগাভিমুখী হওয়া
অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত হওয়া। তথন চিন্তও
ব্রহ্মেপ বিলীন হইয়া যাইবে।

অধিকারীথিশেরে চিত্তভির অন্ত বে কোন
উপারে সমম্থনমাধি কর্তব্য হইলেও অন্তর্ভো
গত্বা প্রাপঞ্চমিধায়াবেশধরণ বাধম্থনমাধি ভিন্ন
কৈবল্যমৃত্তি অনুরপরাক্ত। বাধম্খনমাধি হইলে
তথন মন থাকিয়াও নাই। তথনই ঠিক
ঠিক অমনীভাব লাভ হয়। তথন প্রথ জীবদশাতেই মৃক্ত। সব কিছু করিয়াও তিনি
কিছুই করেন না, দেবিয়াও দেখেন না। ইহা
এক অপুর্ব ছিতি। মিখ্যা, প্রভীতিমাত্রশরীর
এই জগতের খেলাতে তিনি আর কোন
উদ্বেগ অশান্তি বোধ করেন না। পারমাধিক
দৃষ্টিতে তাঁহার নিকট বাত্তব হৈত বলিয়া কোন
বস্তুই তথন নাই। তথনই অনাদিকালপ্রযুক্ত
জীবের এই মিধ্যা সংলার-যাত্রার চিরনির্তি।
জীবশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন:—

'দৃষ্ঠং নান্তীতি বোধেন যনসো দৃষ্ঠমার্জনম্। দম্পন্নং চেৎ ভত্ৎপদা পরা নির্বাপনিস্থৃতিঃ।' (বোধবাশিষ্ঠ ১০০৬, বোগঃ বাঃ দার ৩২২)

— দৃশ্রপঞ্চ বস্ততঃ নাই (উহা একটা মিথা প্রতীতি বা প্রতিভাগ মাজ), এই বোধে ব্যবন মন হইতে দৃশ্রের সন্তাবোধ সম্পূর্ণ বিস্তুপ্ত হয়, ভবনই গোকস্কথের আবির্ভাব হয়। ইহাই অমনীভাব।

শ্রীবং জীধরামী বিরচিত 'সুমাধি' নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবংছর অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইরাছে।

# স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ

## यामी शेरतयानम

'নরেন্দ্রের উচু ঘর—নিরাকারের ঘর। ওর - ফেলিতেন—'ইহাতে আর মতো একটিও নাই।'—'অক্সরা বেন দশদল শতদল পদ্ম, কিন্তু নরেন্দ্র সহজ্ঞদল।' — 'অন্তরা কলদী, ঘটি, নরেন্দ্র জালা।' — 'নরেন্দ্র बड़ मीपि, बात्राहकू करे, वड़ कूटों बना वान। थानिक—हेलिबस्ट्रिश्च वन नव। — 'এवा ৰিত্যসিদ্ধের থাক্, সংসারে কখনও বন্ধ হর না। একটু বয়স হলেই চৈতন্ত হয়, আর ভগবানের मित्क हरण वाश । अता मः मादत चारम जीव-निकात क्छ।' — 'नदबद्धत उँठू चत्र, व्यवत्थत चद्र।'

निष्कत निश्रवृत्यत्र मरशा नरब्छ नर्दछ्छ-ইহা বোষণাকরত প্রীরামক্বঞ তাঁহার প্রশংসার শতমুধ। অন্তর্ম্ব প্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই णहे नरबस्रक चंग्रजार भिकामीकामारन শগ্রবর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, नरबन चरेषठरवनारस्य चि छेख्य चिवाती। ব্যানবিদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে তাই তিনি অবৈত-বেদান্তের প্তক্ষমূহ পাঠ করিতে বলিতেন। ব্রিরামক্ষ্ণ-জীবনবেদ রচবিতা স্বামী সারদানস্ লিখিয়াছেন :

नदबस्तनाथरक छेखन व्यक्षिकात्री कानिया প্রথম দিন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে অবৈততত্ত্ব विश्वागवान् করিতে প্রবত্ব করিতেন। দক্ষিণেশরে আসিলেই তিনি তাঁহাকে অষ্টাবক্র-সংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন। নিরাকার দণ্ডণ ব্রন্ধের বৈতভাবে উপাসনায় নিৰুক্ত নরেন্দ্রনাথের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ তখন नांचिकारमावञ्चे विनन्ना यत्न इरेछ। এकरू পাঠ করিবার পরই তিনি স্পষ্ট বলিয়া

নান্তিকতাতে প্রভেদ কি ৷ সংষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে ৷ ইহা অপেকা অধিক পাণ আর কি হইতে পারে ? তুমি ঈশ্বর, আমি वेषत्र, तकनरे वेषत्र--रेश यालका यातिकक কথা অন্ত কি হইবে । গ্রহকর্তা মুনি ঋষিদের নিশ্র মাধা ধারাণ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এক্লপ কথা লিখিবেন কিক্লপে ?'

ঠাকুর কিন্ধ প্রিয় নরেন্তের ঐ কথায় হাসিতেন এবং বলিতেন, 'তা তুই এখন ঐ কথা নাই বা নিলি। তাই ব'লে ঋষিদের নিশা করবি কেনা ঈশরীয় স্ক্রপের ইতি করিস্ কেন !'

পাকা খেলোয়াড় বেমন প্রথম শিকাণীর অৰচ্যুতিতে দৃক্পাত না করিয়া তাহাকে ধীরে বীরে পারদর্শী করিয়া তোলেন, ঠাকুরও তেমনি প্রির নরেন্দ্রের কথার হাসিলেন মাত্র ও ধীরে ধীরে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্ত নরেন্দ্রের মতো তেজন্বী, স্বাধীনচিস্তাশীল, বৃদ্ধিমান্ শিশ্বকে তিনি অপর সকলের ভার শীঘ বাগ মানাইতে পারেন নাই। স্থদীর্ঘ পাঁচ বংসর কাল ধরিয়া গুরু-শিয়ের বেন হম্মুদ্ধ চলিতেছিল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের कृषी विशान् नरत्रस्रनाथ मक्तिरगभरत्रत्र এहे নিরকর প্রারী আন্দণের চরণকমলে চিরতরে আজবিক্রর করিয়াছিলেন। সহিস জানে তেজৰী বোড়া বৰে আনিতে সময় লাগে।

গ্ৰীরামকৃষ্ণ প্রিয় নরেন্দ্রকে বাহা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি শিখিয়াছিলেন কি ? অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থে উক্ত বেদাল্পের অধৈতবাদ নরেন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন কি !
এবং ঐ অধৈতবাদ তাঁহার জীবনে পরিশৃত 
হইয়া উঠিয়াছিল কি !—এ-বিষয়ে আমরা
সংক্রেপে একটু আলোচনা করিব।

ত্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলির মধ্যে আমরা অধিকারিবিশেষে প্রদন্ত উহাদের একটা সম্পেট ক্রম দেখিতে পাই। উত্তম গুরু ত্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, সকলের জন্ত এক ব্যবহা কার্যকরী হইতে পারে না। তিনি বলিতেন, 'বার পেটে বা সহ'। তাই উত্তম অধিকারী একমাত্র নরেন্দ্রনাথকেই তিনি অহৈতবাদের উপদেশ দিতেন। অপরের জন্ত অন্ত ব্যবহা। সর্বসাধারণ ভক্তদের জন্ত তিনি—'ভক্তিন্বোগই মুগধর্ম'। 'ভক্তিপথই সহজ্ঞ পথ'। 'কলিতে নারদীয়া ভক্তিণ অর্থাৎ ভগবলামগুণগান কীর্তন—ইহাই একমাত্র কর্তব্য বলিরা নির্দেশ করিয়াছেন এবং নিজেও তদহরূপ হৈতভাবমূলক সাধনাদি আচরণক্রত সকলকে শিশা দিরাছেন।

আর এক শ্রেণীর লোকের জন্ত তিনি
বিশিষ্টাইছতবাদের কথা বলিতেন। হথা,
—'যেমন একটি বেল। খোলা, বিচি, শাঁদ—
সব একসঙ্গে ওজন করতে হয়। প্রথম
শাঁদটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয়। তারপর
বিচার ক'রে দেখে— যেই বস্তার শাঁদ, দেই
বস্তার খোলা আর বিচি। আগো নেতি নেতি
ক'রে যেতে হয়। ব্রন্ধই বস্তা আর সব অরস্তা।
তারপর অহতব হয়—হা খেকে ব্রন্ধ ব'লছ, তাই
থেকেই জীবজগং। বারই নিত্য, ভারই লীলা।
তাই রামাহজ বলতেন, জীবজগংবিশিষ্ট ব্রন্ধ।'
—(কথামৃত ১।১৪।৭)

আর এক আছে—বা কিছু দেখছ, সব তিনি হবেছেন—বেমন বিচি, খোলা, শাস তিন জড়িয়ে এক। বাঁরই নিত্য, তাঁরই শীলা। বারই লালা, তাঁরই নিত্য। —(ঐ ৩।২০,৩)

'প্রথমে নেতি নেতি ক'রে হরিই সতা আর সব মিগ্যা ব'লে বোধ হয়। তারপর সেই ছাখে বে, ঈশ্বই মাঘা, জীব, জগং— এই সব হয়েছেন। অহলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটি পুরাণের মন্ত। বেমন একটি বেলের ভিতর শাস, বীজ আর খোলা। বেলের ওজন জানতে গেলে কোনটি বার দিলে চলবে না।'—(এ তাদা)

'প্রাণমতে ভক্ত একটি, ভগবান্ একটি,

----ভক্ত তাই ঈশরীয় ক্লপ দর্শন করে।

--- ( ঐ ২।১৩১ )

ত্রীরামকৃষ্ণ বিশিষ্টাইছতবাদকে প্রাণের
মত বলিষা স্কুম্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। এ
মতটিও বহুলোকের উপযোগী। ত্যাগবৈরাগ্যাদি সাধনসহায়ে জগং ও তৎসহচারী
যাবতীর ভোগ্যবস্তুতে একাস্ত মিথ্যাছবৃদ্ধিপূর্বক তাহা ত্যাগকরত ধর্মজীবনে অগ্রসর
হওয়া সকলের সাধ্যায়স্ত নহে, স্তরাং
তাহারা এইরূপ একটা মতবাদে সাস্থন। পাইরা
থাকেন। সবই তিনি, কাজেই সংসার
ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই—এরূপ জানিয়া
তাহারা সম্ভাচতে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত
হইয়া পরম কল্যাণভাগী হন।

প্নঃ আর একজাতীয় অধিকারীর জয়

শ্রীরামক্ষ শাক্তাবৈতবাদ বিধান
করিয়াছেন। তাঁছার কথার মধ্যে এই মতের
কথাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 'মাতৃভাব
বড় ওছভাব'। এই মাতৃভাবের উপাসনার
বিশেব প্রচারের জয়ই তাঁছার আগমন।
কাম-কল্যিতবৃদ্ধি জীবগণের পক্ষে ইছা
মহোবধ। শক্তিবাদবিবদ্ধে তিনি এইরপ
বলিয়াছেন:

'ৰগতে একমাত্ৰ **ভ্ৰহ্মবস্ত** বা **এত্ৰিজগদসার নিশুণ ভাবই** কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।'—( সীলাপ্ৰসঙ্গ, গুৰুভাব, পূৰ্বাৰ্য, ৩য় অধ্যায়, পৃ:-১১৪)

'জগতে বিভামায়া ও অবিভামায়া ছই-ই আছে। কিন্তু ব্ৰহ্ম নিৰ্লিপ্ত।'—(কথামৃত, ৩১১৩)

'বিনিই ব্রন্ধ, তিনিই শক্তি। বিনিই নিও প্,
তিনিই সগুণ। ব্যন নিজিয় ব'লে বোধ হয়,
তথন তাঁকে ব্রন্ধ বলি। আবার ব্যন ভাবি,
তিনি স্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তথন তাঁকে
আভাণক্তি, কালী বলি। ব্রন্ধ ও শক্তি
অভেদ। যেমন অগ্নি আব তার দাহিকা
শক্তি।'—(এ তাঙাঙ)

'জগং মিগ্যা কেন হবে ? ও-স্ব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হ'লে তথন বোঝা যায় যে, তিনিই জীব-জগং হয়েছেন। আমায় মা দেখিয়ে দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন। সব চিনায়—প্রতিমা চিনায়—বেদী চিনায়—কোশা-কুশি চিনায়—চৌকাঠ চিনায়—সব চিনায়।'—(এ ৪।৩।৩)

'বিভামারা ঈশবের দিকে লয়ে বায়। অবিভামারা মাহুবকে ঈশব থেকে তফাৎ ক'রে লয়ে বায়। বিভার থেলা জ্ঞান, ভক্তি, দরা, বৈরাগ্য।'—(ঐ ৩।৭।৩)

'বিনি ব্রশ্ন তিনি কালী, মা, আভাশকি। বংন নিজিয়, তাঁকে ব্রশ্ন ব'লে কই। বখন স্কী-স্থিতি-প্রলয়—এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি ব'লে কই। হির জল ব্রন্ধের উপমা। জল হেলচে ছলচে শক্তি বা কালীর উপমা।' —(এ ১।১২।১)

'ভক্ত কিন্ত মায়া হেড়ে দেয় না।
মহামায়ার পূজা করে। বলে—মা, পথ হেড়ে
মাও। তুমি পথ হেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান
হবে।'—(ঐ ৪।৩২।১)

শক্তি-উপাদনার মূল দিছাত এই বে,
সচিদানন্দময় নিওঁণ ব্রদ্ধ ও তাঁহার গুণময়ী
মহাশক্তিতে কাল্লনিক ভেদমাত্র, বান্তব কোন
ভেদ নাই। শক্তি হখন ব্রদ্ধে অব্যক্তভাবে
থাকে, তখন তাহাকে নিওঁণ বলে; পুন: শক্তি
খখন ব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে সগুণ বলে।
'তুমেব স্ক্রা তুং সূলা ব্যক্তাব্যক্তস্তর্মপিণী।
নিরাকারাপি দাকারা কর্বাং বেদিত্মইতি॥'
—(মহানির্বাণ-তন্ত্র ৪)১৫)

—স্থা, ক্লা, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সাকার, নিরাকার—সবই তুমি। তোমায় কে জানিতে সমর্থ †

বৈতপ্রপঞ্চের অবস্থাতে তাঁহার স্ব-স্করপের অস্তব করাইতে সহায়তাকারিণী শক্তিকে শক্তমতে বিভাশক্তি বলে এবং স্থ-স্করপ বিস্মরপকারিণী শক্তিকে অবিভাশক্তি বলে। 'বিভাবিভেতি দেব্যা যে ক্লপে জানীহি পার্থিব। একয়া মৃচ্যতে জন্ধরন্তয়া বধাতে পুনঃ॥'

—( দেবী ডা: )

তান্ত্রিকগণ সংসারকে সত্য বলিয়া মানেন, কারণ শিব বা জগদমার সক্রির রূপটিই সংসার।
শিব চেতনের অব্যক্ত রূপ ও শক্তি উহার সক্রির রূপ। শাংকর-বেদাস্তমতে একই কালে শিবের সক্রিয় ও নিজির রূপ স্বীকৃত হয় না এবং জগৎও সত্য বলিয়া মানা হয় না। তাঁহারা বিভার মারা অবিভা বা মায়ার নাশ মানেন, কিন্তু তন্ত্রমতে মায়া ও বিভা একই বস্তর অভ্রম্ন ও ক্রমতে বিভার হারা মায়ার নাশ ও অথ্যাকারা ক্রম্ন সম্পুটিত হইলে মাক্রা বল্য ও অথ্যাকারা বৃত্তি অর্থাৎ ঐ বিভাও তৎক্ষণে বয়ং নই হইয়া য়য়, কিন্তু তন্ত্রমতে ভ্রম্নরণ মায়া নিত্যপ্রকাশসহ অভিন্ন হইয়া বর্তমান

শাংকর-বেদাক্তের ভার মহামায়া

চেতনস্বৰূপে আরোপিত বা অধ্যন্ত অর্থাৎ মিখ্যা নহে, কিন্ত উহা নিত্য, অনপায়ী ও স্ভাবভূত। তল্পে পরমাস্থা মাতৃক্রপে স্বীকৃত। এই कन्ननांव म्न (मवीच्क-(अट्यम, ১০।১২৫)। শাক্তরমতে মায়া ব্রের সমককা ও সমদেশ-विनिष्ठे। मयकका व्यर्थार मयमखाविनिष्ठे। ७ সমদেশ অৰ্থাৎ তুল্য ব্যাপকতাবিশিষ্টা। পারমার্থিক সভাবিশিটা যায়া ব্রশ্নসহ অভিন ও ভূল্য ব্যাপক। বেদান্তমতের মায়ারহিত ওদ্ধ ব্ৰহ্ম তপ্তমতে নাই। তত্ত্বের ব্ৰহ্ম সর্বদাই মায়া-শবলিত। শক্তি অন্তমুখ হইলেই শিব। শিবই বহিমুখ হইলে শক্তি। অন্তমুখ ও বহিৰুখ-উভয় ভাৰই সনাতন। শাভনতে অহৈতবাদসহ ভজি ও উপাসনার সমন্ব সংঘটিত হইরাছে। মারাক্রণ পরা শক্তি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। বথা-

'শক্তিক শক্তিমক্ৰপাৎ ব্যতিৱেকং ন বাঞ্তি। তাদাখ্যমনয়োনিত্যং বহিদাহকয়োরিব "-( मिकिनर्मन )

—শক্তিও শক্তিয়ান্ অভেদ। বেমন বহি ও তাহার দাহিকা শক্তি।

মোক্ষকালেও মায়ার সর্বথা উচ্ছেদ হয় না। উহা নিত্যা। বন্ধাবস্থাতেই মারা বহিমু থী ও (याकावजात व्यक्षी। हेहाहे दक्ष ७ मूकः পাৰ্থক্য। 'মুকাৰস্তমু থৈৰ তৃং অবস্থার ভূবনেশ্বরি তি**ঠি**গি।' —(শক্তিদর্শন)

মায়ানিত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ:

'মারা নিত্যা কারণক সর্বেলাং সর্বদা किन।'-( (नवी-छा: ) 'নিত্যৈব জগনা,তি:।'—(মার্কণ্ডের প্রাণ) 'প্রকৃতি অর্থাৎ মিধ্যা। পুরুষকেতি নিত্যে।'- (প্রপঞ্চনার-তত্ত্ব) আচার্য শংকর নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদী শক্তিবাদ সাংখ্যের বৈতবাদেরও আগে অগ্রসর হইয়াও মহামায়া, আদিশক্তি, জগজননীক্সপে ररेवाट थवः छेरा त्वनात्यत चरेकजवातन

জগদতীত ও জগৎই ঈশর—এই ছই সিদ্ধান্তের মূলরূপে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। শাংকর-বেদান্তও ব্ৰহ্ম এবং জগতের তাদাল্ল্য মানেন, কিন্তু উহা আধাাসিক। ভেদ কাল্পনিক, অভেদই পার-মার্থিক সত্য। রামাহজ বগতভেদ স্বীকার করিয়া বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ বলেন।

শক্তিবাদী তান্ত্ৰিকও অধৈতবাদী। ইহা বিলক্ষণ-অধৈতবাদ। ইহাতে প্রকাশস্করণ ব্ৰন্ধভিন্ন জগন্নিদান মায়াও আছে, পরস্ক ঐ যায়া ব্রন্ধের সভাবভূতা, অতএব অভিনা বলিয়া অদৈতের বিরোধী হয় না। ব্ৰশ এক ও অনেক। একছপক লইয়া জানহারা প্রমণ্তিক হইতে পারে এবং অনেকত্বপক লইয়া লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সম্ভব হয়। যথা-

'একহাংশেন জানাঝোকব্যবহার: দেৎস্তৃতি, নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাশ্রয়ের লৌকিকবৈদিক-ব্যবহারো সেংক্তত:' ইতি।

এই निषास मिटे जानिक गणहे वरनन, वाहार पद মতে ভোগ ও মোক উভয় প্রাপ্তিই ঈন্সিত।

শাংকর-মতে সর্ব বিকার অসত্য ও ব্রশ্বই একমাত্র সত্য—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। আচার্য শংকর বলেন, ত্রন্মের শক্তিও মিধ্যা এবং উহা অবিভাধ্যস্ত নামরূপ হইতে অতিবিক্ত কিছুই নহে। ভ্ৰান্তিবশতই লোকে শক্তিকে ঈশবের স্কলপ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ नकि स्थादित राखित यक्षण न तह जरा स्था হইতে ভিন্নও নহে ৰলিয়া উহা অনিৰ্বচনীয়া

क्षेत्रताभाजनात विशान निवादक्न। পৌছিবার শেব ধাপ বা সিঁড়ি। ঈশর তাঁহার সর্বব্যাপক অংগতসিদ্ধান্তে ব্যাবহারিক ষ্ঠিতে সর্ব কর্ম, উপাসনা ও ধ্যান সমাধি-আদির যথাবধ স্থান রহিয়াছে।

শাক্তদর্শন যদিও শাংকর-সিয়ান্তের তার অবৈতবাদী তথাপি শাক্তমতের অবৈতবত্ত্ব অকর্তা, অভোকা, নির্ত্তপ, নির্বিশেষ নহে—
উহা শক্তিময় ও বিমর্শক্ষণ। ক্রিরাশক্তির নাম বিমর্শ। এই ক্রিরাশক্তি উহাতে সদা বিভয়ান। উভয় মতেই প্রপঞ্চ কেবল প্রতীতিমার। কিন্তু বেদান্তমতে এই কৈতে-প্রতীতিমার। কিন্তু বেদান্তমতে এই কৈতে-প্রতীতি ভ্রমমূলক এবং শাক্তমতে উহা পরমার্থ-তিত্তের সহজ সামর্থ্য। বেদান্তমতে প্রপঞ্চের সাক্ষাৎকারণ অনাদি অনির্বহনীয়া মারা (প্রপঞ্চ মারার পরিপাম ও চেভনের বিবর্ত্ত), আর শাক্তমতে উহা পরমতন্তের মাত্রার্থক সংকল্প। উভয় মতেই দুক্তের কোন মত্রা সন্তানাই।

উভয় মতের সাধনেরও ভিন্নতা বিভ্যমান ! षरेश्व त्रमाय धक्याय विष्ठात्रदक्षे তত্ত্বোপলবির সাধন বলিয়া পাকেন। কারণ, এই মতে পরব্রদ্ধ সাধকের নিত্যসিদ্ধসক্ষপ। উহা নিত্যপ্রাপ্ত এবং অবিভাবশতই অপ্রাপ্তের ন্তায় শ্ৰম হইয়া থাকে মাত্ৰ। অতএক বিচারপ্রভব সমাগ্জানহারা অবিভানিবৃত্তি स्रोल निजानिष-यक्षभिष्ठि सप्रारे माथिज इत्र वरः वरे कण अक्रमूर्य (वनारकारू महावाक।।र्थ শ্বণের আবশুকতা আছে। কারণ যেন্থলে বস্তু অতি দ্বিহিত অধাৎ প্রত্যক্ষ—সম্পুৰে বিভয়ান ধাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানবশত: অপ্রাপ্তিম্রম হয়, **শেষণে সেই** বস্তুর পরিচয় কোন আগু পুরুষের কখন বিনা অন্ত কোন প্রকারে হইতে পারে না। বে ভ্রুচিভ জিজ্ঞান্ত্র মল-বিক্ষেপাদি কোন माय नाहे, अक्रव अभाग खर्गमालहे डाहाव অপ্রতিবন্ধ দৃঢ় জ্ঞান উৎপন্ন ছইয়া থাকে। চিৰগত মলিনভাবশত: বাহার সংশ্র-বিপর্যর

तिनिशामन कर्जा। छेरा भित्रभक हरेला व्यथ्णकात्रा वृद्धित छेन्य मान्यकत व्यथ्णकात्रा वृद्धित छेन्य मान्यकत व्यथ्णकात्रा वृद्धित छेन्य मान्यकत व्यथ्णकात्र वृद्धित छेन्य मान्यकत व्यथ्णकात्र वृद्धित थारक। अरे श्रकारक व्यक्षिक-त्वनाव्यस्य स्थाना अर्थ श्रकारक व्यक्षिणामनरे ब्रक्ष्णान्य स्थाना । विष्ठा व्यव्य स्थाना । विष्ठा स्थाना । व्

শাক্তমতে কিন্তু বিচার জ্ঞানের সাধন নহে। এই মতে শাত্র ও গুরুপদেশে কেবল পরোকজান-মাত্রই হইয়া থাকে এবং উচা शांतां ताक एवं गां। त्याकश्यवनादी অপরোক-জান পরিপক সমাধি হারাই হট্যা थात्क। देहात विस्थित कात्रण खहे त्य, खहे **শিদ্ধান্তে যদিও ব্রহ্ম নিত্যশিদ্ধ এবং সকলের** সক্রপ, তথাপি উহার তিরোধান অজ্ঞান বা অবিচারম্বনিত নহে, কিন্তু চৈতন্তের ক্রিয়াশক্তি দারা প্রতিভাগিত দৃশ্যবর্গই উহার কারণ। দৃত্য সত্য, অভএৰ উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সমাধি-ভিন্ন অন্ত উপার নাই। স্নুতরাং একমাত্র নিবিকল স্যাধিতে ভিত হইলেই পরমতত্ত্বে অপরোক সাকাৎকার চ্ইয়া পাকে। কুলকুগুলিনী জাগ্ৰত হইনা মট্চক্র-फिन पूर्वक महस्रादि यन छिटित की दाहा ७ প्रमाञ्चात मिल्न माधिल हरेया थाएक। हेहाहे এই মতের বৈশিষ্টা।

বেদান্তমতে ষ্টুচক্রের কোন ব্যাপার নাই।
শাক্তগণ এই বিষয়ে বোগমার্গের অন্তগমন
করিয়া থাকেন, উভয়েই দৈতসভ্যরবাদী।
কাজেই তাঁহাদের মতে সমাধি ভিন্ন জ্ঞানের
অন্ত কোন সাধন নাই। বেদান্তীরাও অন্তর্কুল
বিবেচনাকরত এই সাধনাটি অর্থাৎ যোগাভ্যাস
বিচারমার্গসহ মিলিত করিয়া লন বতে, কিন্ত

লে-কেত্রেও বিচারই মুখা সাধনরূপে অবলম্বন 'বেদাস্থ-বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে করিয়া থাকেন। বোগাভ্যাস চিত্তৈকাগ্রের সহায়ক হইয়া থাকে মাত্র। শ্রীরামক্ফদেব विशादक्य:

'खान र्यात लक्ष चारह। वृष्टि लक्ष -প্রথম অসুরাগ। ওধু জ্ঞান বিচার করছি, অসুরাগ নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ণ-কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী ্যতক্ষণ নিদ্রিতা থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ হ'লে তার ভক্তি প্রেম - এই-সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ। —( কথায়ত ২।১১।৪ )

क्छनिनी-कागद्रगानि-- এই नवहे यागमाञ्च ও ভন্তপাক্ষের কথা। তত্ত্বে মহাশক্তির উপাসনার পূর্ণ বিকাশ। উহার অন্তিম পরিণতি বেদান্তের নিবিশেষ অবয় ব্রহ্মবাদ।

শক্তিবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকক্ষের পূর্বোক্ত বচনসমূহ মিলাইরা দেখিলেই তাহাদের তাৎপর্য স্থুম্পইরূপে প্রতিভাত হয়। আচার্য শংকর বেমন ওম নিবিশেষ অধৈতের ভিত্তিতে কর্ম, বিবিধ উপাদনা ও সর্ব বৈদিক মন্তবাদের সমন্বয় করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তদ্রূপ নিবিশেন बक्रवानादनश्रतारे **गर्व देविषक ७ घादेविष**क ধর্ম দুহের সমর্য সাধন করিবাছেন। 'मीमाथमभ'-कात्र निविद्यादहन:

'हेमनामधर्य-माधनकारन ठाकूद अधरम এক দীর্বশাশ্রবিশিষ্ট, স্থান্তীর, জ্যোতির্যয় নিত্ত গত্রকো তাঁহার মন দীন হইয়। 'ব্রহ্ম আকাশবং। ব্রহ্মের ভিতর বিকার গিয়াছিল।'

ৰোদ্ধৰ্য। তাই তিনি ৰলিয়াছেন:

বায়। সে বিচারের শেব সিদ্ধান্ত এই<del>- এ</del>দ সত্য, জগৎ মিখা। হতকণ আমি ভক্ত -এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশরুকে वाकि व'ल (वाथ मछव रय। विरादित हर्क দেপলে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একট্ मृद्र दर्दश्ह । -- (कथामुक ১१७) ।

'দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আয়জানীরা বলে—সোহ্হম —অর্থাৎ আনি দেই প্রমালা। এ-স্ব বেলান্তবাদী সন্ন্যাদীদের মত, সংসারীর পকে এ-মত ঠিক নয় | ---- ' -- ( কথামৃত ১ ৭ ৭ ১ )

'লীলাই শেষ নয়। এ সৰ ভাবে বিচ্ছেদ चारह। यात्र विष्कृत नारे, अमन व्यवशा क'रत দাও। তাই কতদিন অবও সচিদানশ—এই ভাবে রইলুম।' —(ঐ ২।২২।৩)

'জ্ঞানী রূপও চার না, অবতারও চার না। ·····উ:, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অধণ্ডে লয় হয়ে বেত। সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম।' —( ঐ ২।২৪।৬)

'মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন বেদায়ের সার – ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিধ্যা।'

'বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মতো, সব মিখ্যা। যিনি প্রমান্ত্রা, তিনি সাক্ষিত্রত্প —জাএৎ ৰথ অৰুপ্তি, তিন অবস্থারই সাঞ্চি-বর্ষ। বল্প বত সতা, জাগরণও সেইরূপ সত্য।' 一( **達 313**014 )

'চাৰা জানী, তাই দেধছিল, বথ অবস্থাও পুরুষ-প্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। বেমন মিধ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিধ্যা, পরে সঙ্গ বিরাট্ ত্রন্মের উপলব্ধিপূর্বক তৃতীয় এক নিতা বস্তু সেই আরা। " —( এ)

—( সাধকভাব ) নাই। ব্রহ্ম তিন গুণের অতীত। নেতি এইরূপ তাঁহার সর্বধর্ম সাধন বিষয়েই নেডি ক'রে হা নাকি থাকে, আর বেখানে আনস্প – তাই ব্ৰহ্ম।' —( ঐ ৩)১)

'বে বলে—আমি নেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্রবং।' — (ঐ ৩াগা২)

'আমার তিনি দেখিয়েছিলেন—পর্মারা, থাকে বেদে তন্ধ আল্লা বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অউল—স্থাক্রবং। নির্লিপ্ত—আর স্বত্ঃবের অতীত।' —( ঐ গদাং )

'আমি আর পরব্রন্ধ এক। মারার দরুণ জানতে দের না।' —(ঐ ৩/১০/২)

'রাম ব্ঝালেন – লক্ষণ, এ বা কিছু দেখহ, এ-সবও স্বপ্তবং অনিত্য — সমুদ্রও অনিত্য —তোমারও রাগও অনিত্য। মিধাাকে মিধাামারা বধ করা সেটাও মিধাা।'

一( dolo ()

'কি জানো— জীবজগৎ-বাড়ি-ঘরদোর-ছেলেণিলে—এ-সব বাজীকরের ভেবি। বাজীকরই সতা আর সব অনিতা। এই আছে, এই নাই। জন্ম মৃত্যু—এ-সব ভেবির মতো। দেখরই সতা আর সব অনিতা।'

—( ঐতা১৭1২ )

'বেদারমতে 'ব্রহ্মই বস্তা, আর স্ব মায়া, স্বপ্লবৎ অবস্তা।' — (ঐ ২১১৩১) 'জ্ঞানী মারা ফেলে দেয়। মারা আবরণ-স্বরণ।' — (ঐ ৪।৩২১)

'বিচার করতে গেলে এ-সর স্বপ্রবং। ব্রমই বস্তু আর সর অবস্তা শক্তিও মপ্তবং অবস্তা।' —(এ১২৪)

অবৈত-বেদাত্তের উপদেশ এইরূপে ঠাকুর স্থানে স্থানে দিলেও পরক্ষণেই আবার স্কলকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছেন:

'কিন্ত বারা সংসারে আছে, বাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সোহহন্—এই ভাবটি ভাল
নয়। সংসারীর পক্ষে বোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত
ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য-

শেবক-ভাবে থাকবে।—হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য, প্রভূ—আমি সেবক, তোমার দাস।'

সর্বসাধারণের জন্ম ঠাকুর জগবয়ামগুণগানকীর্তন, সাধ্সঙ্গ, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা—এই
সবেরই বিধান দিয়াছেন। তাহাদের জন্ম জগৎ
মিথ্যা, স্থাবং—এই ভাব নয়। বড় জোর—
তিনিই সব, জীব জগৎ সবই তিনি—এই ভাব
লইয়া তাহাদের উপাসনা করা কর্তব্য।
রামাহজের বিশিষ্টাদৈতবাদ বা তল্পের
শাকাদৈতবাদ পর্যন্ত তাহাদের মন্ত ব্যবহা
করিতেছেন। পরবর্তী জীবনে সামীজী নিজেও
এই কথা স্বীকার-কর্মত বিশিয়াছেন:

'He (Sri Ramakrishna) used generally to teach dualism. As a rule he never taught Advaitism. But he taught it to me'. (C. W. VII. P. 400.)

বামীজীর স্থার বিরল উত্তম অধিকারীর জন্তই প্রীরামকৃষ্ণ বেলান্তের অবৈত উপদেশ করিয়াছেন। বামীজীকে প্রথম হইতেই ঠাক্র অস্টাবক্রসংহিতাদি বেলান্ত-গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছেন। অস্টাবক্রসংহিতায় বেলান্তের অজাতবাদ ও দৃষ্টিস্টিবাদ স্প্রতি। ইছাতে শিশু রাজবি জনক ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গুরু অস্টাবক্রের সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রস্থের বন্ধব্য বিষয়টি আমরা এখানে একট্ সংক্রেপে আলোচনা করিব। শিশু প্রথমেই জ্ঞাসা করিতেছেন 'হে প্রভো! জ্ঞানলাভ কি করিয়া হয়, মৃক্রির উপায় কি এবং বৈরাগ্যই বা কি প্রকারে লাভ হয়, তাহা বলুন।'

## গুৰু বলিতেছেন :

মৃক্তিমিচ্ছসি চেন্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যঞ্জ।
কমার্জবদয়াতোদসত্যং পীযুদবদ্ ভজ্জ। ১।২
—হে বংস! বলি আত্যন্তিক মৃক্তি কামনা
করিয়া পাক, ভবে বিষয়সমূহ বিষয়ানে

পরিত্যাগ কর এবং অমৃতজ্ঞানে কমা, সরলতা, সন্তোগ ও সত্যাদি সাধন অভ্যাস কর।—তীত্র বৈরাগ্যবান্ স্থামীজীর তায় মুমুক্ বভীত এইরূপ উপদেশ আর কে পালন করিতে সমর্থ ?

গুরু বলিতেছেন : যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্লিতং রজ্বপর্বৎ। আনন্দ পর্মানন্দঃ স বোধত্বং ভূখং চর ৷ ১৷১০ নিঃসঙ্গো নিজিয়েছিলি হং স্প্রকাশো নির্জনঃ। অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমহুতিষ্ঠি । ১।১৫ ত্মা ব্যাপ্তমিদং বিখং ত্মি প্রোতং ব্যার্থতঃ। ভন্ধৰূপৰং মাগম: কুদ্ৰচিত্ততাম্ । ১।১৬ --- হে শিশ্ব ! তুমি পর্মানম্ভানম্বরূপ, রক্তুতে কল্লিড<sup>্র</sup>সর্পের গ্রায় তোমাতে এই বিশ্ব প্রতিহাসিত, হইডেছে। निःगत्र, निक्तिय, यश्रकान, व्यक्तानि गर्द-মলিনতারহিত। তুমি সদামুক, সমাধি অবলয়নে তুমি মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিতেছ— ইহাই তোমার ভ্রান্তি। তু**মি স্বরূপতঃ বিশ্ব** পরিব্যাপ্ত হইয়া আছ, তুমি ওরবুদ্ধ-সম্বন্ধ, কেন নিজেকে কুন্ত পরিচ্ছিন্ন জীব বলিয়া ভাবিতেছ ?

প্রত্যক্ষণগ্রস্তহাদিশং নান্ত্যমলে ছবি।
বিজ্পের্প ইব বাজনেবমের লয়ং ব্রজন ৫।৩
শ্বপ্রেক্সজালবং পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা।
মিত্রক্সের্ধনাগারদারদায়াদিসম্পদঃ ॥' ১০।২
যত্র যত্র ভবেতৃক্ষা সংসারং বিদ্ধি তত্র বৈ।
প্রৌট্রেরগ্যমান্ত্রিত্য বীততৃক্ষঃ স্থী ভব ॥১০,৩
— শ্বস্তত্ত্র এই জগং প্রত্যক্ষগোচর হইলেও
ইহা ওক্ষম্বর্ধ তোমাতে কোনকালেই নাই।
জগং বজ্ল্সপ্রে প্রায় প্রতিভাসমাত্র ইহা
জানিয়া শান্ত হও। ক্তিপ্য দিবসমাত্র স্থায়ী
মিত্র, ক্ষেত্র, ধন, গৃহাদি পদার্থ স্থাসম ও
ইন্দ্রজাল-সদৃশ বলিয়া জানো। তৃক্যাই

সংসাবের কারণ, তীত্রবৈরাগ্য-সহাবে তুমি হফারহিত হইয়া সুথী হও। বত্বং পশাসি তত্ত্রকক্ষেব প্রতিভাসসে। কিং পৃথক্ ভাসতে স্থাৎ কটকাসদন্প্রম্॥ ১৫ ১৪

ন কদাচিজ্ঞগত্যশিংস্তত্তে। হয় বিশ্বতি। বত একেন তেনেদং পূৰ্ণং ব্ৰহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥

—হে শিয়! যাহা কিছু দেখিতে
পাইতেছ, তাহা ভোমারই রূপ। ভ্রণ
কি কখনও স্বর্গ হইতে পৃথক্ প্রতিভাত হয়!
স-সরূপ হারাই বিশ্বক্রাণ্ড পরিপূর্ণ,
ইহা জানিয়া তত্তুজ্ঞ আর এ সংসারে কখনও
কোনও খেদ প্রাপ্ত হন না।

সুযোগ্য শিশু রাজ্যি জনকের প্রতি ওত্তৃত্ব গুরু শ্রীক্টাবকের এক্ষিধ সুন্দর উপদেশেই গ্রহখানি পরিপূর্ণ। উপদেশলাভের পর শিশু জনকও আপন কুত্রকৃত্যতা আপনকরত বলিতেছেন:

তস্তমাতো ভবেদের পটো বহুছিচারিত:। আরতনাত্রমেবেদং তহুছিখং বিচারিতম্ ॥ ২।৫ প্রকাশো মে নিজং ক্লপং

নাতিরিকোহম্মাইং ততঃ।
বদা প্রকাশতে বিশং তদাইং ভাস এব হি।
অহো বিকলিতং বিশ্বমজ্ঞানামায় ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তো ফণা রক্ষো বারি স্থকরে ধণা।
মন্তো বিনির্গতং মধ্যের সম্মেশতি।
মৃদি ক্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা।

—পট বেরপ তত্তমাত্রই, বিচারবারা বিশ্বও
তক্রপ আর্রনপেই নিশ্চিত হইয়া থাকে। আমি
প্রকাশস্বরপ, ওাঁহা হইতে ভিন্ন নহি। বিশ্বে
যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে, আমিই
সেইরূপে প্রকাশিত হইতেছি। অলো

ভক্তিতে রঞ্জ, রজ্জুতে সর্প ও স্থরিথিতে এই অসমতে তাম অজ্ঞানবশতই আমাতে এই বিশ্ব কলিত হইয়াছে। যেরূপ কৃষ্ণ সৃথিকা হইতে, তরঙ্গ জল হইতে এবং ভ্ষণ স্থবর্ণ হইতে উৎপর হইয়া সম কারণেই সমপ্রাপ্ত হয়, এই বিশ্বও সেইরূপ আমা হইতে উৎপর হইয়াছে ও আমাতেই সমপ্রাপ্ত হইবে।

আহো চিনাত্রেবাহনিক্সজালোপনং জগং।
আতো মন কথং কৃত্র হেকোপাদেরকল্পনা॥ ৭।৫
কৃতং কিমপি নৈব স্থাদিতি সংচিন্তা তত্ততঃ।
তথা বং কর্মায়াতি তং কুতাদে বথাক্বং ঃ

— অহা। আমি তৈতন্তমাত্রস্কাপ, ইন্দ্রজালতুল্য এই জগৎ আমাতে প্রতিভাসমাত্র। এখন আর আমার কোন ত্যাজ্যগ্রাহ্ন কল্লনা নাই, তত্ত্তানপ্রভাবে ইহা আমি
নিশ্চিতরপে জানিয়াছি। হখন বে কর্ম
আধিয়া উপস্থিত হয়, (প্রার্ক্তালিত) আমি
তাহাই অস্টানকরত প্রমন্ত্রেষ্ঠ বাদ
করিতেছি।

মটারক্রশংহিতার সিদ্ধান্ত এই ধ্যে, এক
নির্ত্তণ নির্বিশেষ ব্রন্ধই পরমার্থতঃ সং ও চিরবিভয়ান, জীব জগৎ উহাতে শতর সন্ধাহীন
প্রতিভাসমাত্র। হৈত একান্ত মিথ্যা, উহার
কিঞ্চিনাত্রও শতর সন্ধা নাই। অবিভাপ্রভাবে এক সদ্ ব্রন্ধই দৃশ্যরূপে প্রতীত
ইইতেছেন মাত্র। শথ ও ইক্রজালসদৃশ এই
দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রতীতিকাল ভিন্ন বিভ্যান থাকে
না। চেতনরূপ অধিষ্ঠানেই এই দৃশ্যপ্রতীতির

উদ্ভব ও তাহাতেই বিলয় হইয়া থাকে। এক
অথও চিৎসমৃত্রে তরঙ্গ ফেন বুল্লাদির হায়
বিবিধ দৃশ্যবর্গ পরিদৃশ্যমান। তরঙ্গাদির মিথাা
নামরূপ পরিত্যাগ করিলে হেমন এক সমৃত্রই
অবশেষ থাকে, তেমনি দৃশ্যবর্গও নামরূপবিরহিত হইয়া এক চিৎসমৃত্রেই মিলিয়া যায়।
ব-শ্বরূপভূত সর্বরাপক এই চেতনকৈ বেদাশ্বনিষ্কারা জানার নামই জ্ঞান এবং দেই
জ্ঞানলাভ হইলেই সর্বানর্থ, সর্বসংসারত্থে
চিরত্রে নিরুত্ত হইয়া বায় ও পর্মানন্দ লাভ
হয়।

প্রামক্ষের প্রিয় শিশ্ব নরেন্দ্রনাথ—
ব্রামক্ষরের কৈতভাবমূলক সন্তণ নিরাকার
ব্রেম্বাপাসনায় বিশাসা নরেন্দ্রনাথ—কিস্ত
প্রথমে গুরুসমীপে এই সিন্ধান্ত মাথা পাতিয়া
গ্রহণ করিতে সমত হন নাই, ইহা আমরা পূর্বে
উল্লেখ করিয়াছি। জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম,
সংই জীব কিনা ব্রহ্ম। ঋষিদের মাথা বারাপ
হওয়াতে তাঁহারা এরপ লিবিয়াছেন এই সব
বলিয়া তিনি কটাক্ষণ্ড করিয়াছিলেন। প্রথম
জীবনে এইয়প বলিলেও তাঁহার পরবর্তী
জীবনে কিস্ত আমরা দেখিতে পাই, তিনিও
ঋবিদের ম্বেরই মুর মিলাইয়া বলিতেছেন:

'আমি আদি কবি, মম শক্তি বিকাশ রচনা জড় জীব আদি যত আমি কৈরি খেলা শক্তিরপা মম মায়া সনে, একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।'

( ক্রমশঃ )

# স্বামী বিবৈকানন্দ ও অধৈতবাদ

# [ পূৰ্বাহুবৃদ্ধি ]

### सामी शेरतमानम

আমরা সামীজীর দিব্য অস্ভৃতি-সম্জ্বল বাণী, বাহা তিনি নিজ হত্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই সংগ্রহ করিয়া বিচার করিব।

'সম্যাসীর গীতি'তেও তিনি বলিতেছেন:

Both name and form in Atman ever free Know Thou art That. Sannyasin bold say —Om Tat Sat Om.'

The Self is all in all none else crists;

And Thou art That.

There is but One - the Free

Without a name, without a form or stain.
In Him is Maya dreaming all this dream.
The Witness, He appears as nature, seul.
Know Thou art That......

\*Release the soul for ever.

Nor I, nor Thou, nor God nor man.

The 'I'

১৮৯৮ খঃ 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্ম লিখিত তাঁহার উদোধন-বাণীতে দেখিতে পাই সামীজীর বজনির্যোধে বলিতেছেন:

Awake, arise and dream no more!
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands

with our thought.

Of flowers sweet or noxious, and none Has root or stem, being born

The softest breath of Truth drives back to Primal nothingness. Be bold and face The Truth! Be one with it.

Let visions cease.

Or, if you cannot, dream then

truer dreams.

Which are Eternal Love and Service Free.

यामीकीत এই বাণাওলির মধ্যে আমরা অপ্তাৰক্ৰদংহিতাৰ স্ববেরই ঝন্ধার তুনিতে পাইতেছি নাকি ? দক্ষিণেশ্বরে তিনিই এক-निन ठाकूब्राक कड़ीक कविद्याष्ट्रिनन, 'घिडें। বন্ধ, বাটটা ব্ৰহ্ম – সৰ ব্ৰহ্ম, একি কখনও হ'তে পারে ? স্বষ্ট জীব—ব্রহ্ম, এক্লপ মনে করাও পাপ।' ভুদ্য সম্পেচে পতিত জনৈক শিয়কে স্বামীজীই পরবর্তী জীবনে অন্তর্মপ বলিয়াছেন। তথ্ন তিনি সংখয়াকুল সাধক নরেন্ত্রনাথ শাধনপ্রভাবে গুরুত্বপায় তখন লোকোন্তর তিনি শৰ্বভেঠ আধ্যান্ত্ৰিক তত্বাহভূতির অধিকারী-- সিদ্ধ আচার্য বামী বিবেকানস। অংশত-জ্ঞানের বিমল প্রভায় তথন ভাঁহার সমূজ্জল। সংশয়ের ভদয়াকা প তখন নাই। খামীজী শিখ্যকে লিখিয়াছিলেন:

I never taught

That all was God unmeaning talking !

But this I say

Remember pray,

That God is true, all clse is nothing!

The world is a dream, Thoughtrue it seem:

And only Truth is He, the Living!

The real me is none but He—

And never never matter changing!

'জীবন্ধক্তের গীতি'তেই সা**দী**জী আপন অস্তব অনম্মন্দর ভাষার ব্যক্ত করিতেছেন:

'Before even Time has had its birth, I was, I am and I will be.

'I am beyond all sense, all thought,
The Witness of the Universe'!
'From dreams awake, from bonds be free.
Be not afraid—this mystery,
My shadow cannot frighten me!
Know once for all that I am He!

**নিজের** দিব্য অ্যুভূতির **অহুপম** পরিচয় খামীজী তাঁগার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অবৈত অহতুতির চরম निथर्बरे जिनि चार्बाह्य किंद्राहित्नन এवः সেই ৰাণীই তিনি দিব্যভাবে অস্প্ৰাণিত হইয়া कीय-कन्यागार्थ अकाउदा मकनदक विनाहेश গিয়াছেন। স্বীয় গুরুর নিকট হইতে বেমন তিনি এই অলৌকিক বিদ্যা মুক্তভাবেই লাভ করিয়াছিলেন তেমনি মুক্তভাবেই তাহা শকলকে দান করিতেও তিনি কোন কার্পণ্য करवन नारे।

বেদায়োক অবৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অহুভূতি-শাভেকৃতার্থ হইলেও স্বামীজী কিন্তু জগতের প্ৰতি উদাধীন থাকেন নাই। সৰ্বভূতে এক ব্ৰহ্মদৰ্শনকৰত তিনি ওাঁহাৰই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন: ব্ৰহ্ম হ'তে কীউপরমাধু সর্বভূতে সেই প্রেমময়। মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সথে এ সবার পায়।

ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষাম কর্ম ও উপাদনাৰাৰা চিত্তভদ্ধ না হইলে এবং আয়-জিঞ্জাদা না জাগিলে বেদায়তত্ব সাধকহনয়ে শ্বুরিত হয় না—ইহা বেদান্তের স্বস্পষ্ট নির্দেশ। পূর্ব পূর্ব যুগে চিত্তভদ্ধির জন্ম আচার্যেরা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্রাদির বিধান করিয়া গিয়।ছেন। কিন্ত বর্তমান যুগে वर्गाद्यम-धर्म आद विनुष्ठ। এখन अधिरहाजानि ক্রিয়া চিত্তত্ত্বি ক্রিবার স্থােগ ও অবসর কোণার ! তাই সামীজী যুগোপবোগী সাধন করা হইল না কি ৷ তনিয়াছি সংঘের প্রাচীন विधान कतिरामनः

বহরণে সমুখে তোমার,

হাড়ি কোণা খুঁলিছ ঈশব ? बीदि (अम करत (वरे बन,

त्नहे कन क्रिविट्ड नेश्वर ।

জীব-শিব, শিববৃদ্ধিতে জীবের শেবাঘারা চিত্তভি কর—ইহাই বুগাচার্যের অভিনৰ वांगी। अथरब्रव्हात्र এहे स्प्यहान् सामर्गिहे ভাঁহার ভাঁবনে নিফাম সেবাঘারা ধন্ত হইবার মুখোগ প্রদান করত বিভিন্ন জীবক্সপে দীর ইউই সাধকসমক্ষে উপস্থিত—এই জ্ঞানে জনতা-জনাৰ্দনের সেবা করিতে পারিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তখন উপাসনায় পরিণত হয়। এইক্লপে <mark>শেৰা</mark> করিতে করিতে হৃদ্গত সমস্ত পাপ, ভোগবাসনাদি ও চিত্তচাঞ্চ্যা দূর হইরা বায় ও র্দাধকের চিত্ত ক্রমে সত্ত্তণের উদয়ে শান্ত, অন্তম্ব ও আহনিট হইয়া পড়ে। रेहाहै নিছাম কর্মোগের 'ক্সোটি' অর্থাৎ **'কষ্টিপাথর'**। তখন বেদান্তবিভা সেই ভঙ্ক-শরুগুণ-প্রধান চিত্তে সত্তর অতি অল্ল আয়াসেই বিকশিত হয়। এীওরুমুখে লব্ধ এই সাধন-রহস্তটিও তিনি সকলের কল্যাণার্থ श्रेको করিয়া গিয়াছেন। ইছা স্বামীজীর धकिष्ट বিশেষ অবদান।

স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার বিদয়ে একটি শহা হইয়া থাকে বে. জ্রীরামঞ্চ কত অধিকারী বিচার করিয়া তবে এই অধৈত বেদান্ত উপদেশ দিতেন। একমাএ প্রিয় নরেন্দ্রনাথকেই ভিনি বিশেষভাবে অধৈততত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্ত সামীজী অধিকারিনিবিশেষে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সকলকে এই উপদেশ দিলেন কেন ! ইহাতে ঐতরূপ্রদশিত পদার বিরুদ্ধে আচরণ সম্যাদিগণের অহরণ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীলী विषयाण्टिन :

'ঠাকুর লোক দেখিয়াই কে কিরুপ অধিকারী, তাহা বুঝিতে পারিতেন। আমাদের তো দেরপ ক্ষতা নাই ? আমি অকাতরে রত্ন বিলিয়ে গেলুম, যে অধিকারী, লে গ্রহণ ক'রে ধন্ত হবে। — কি ভ্ৰুত্ৰ সরল কথা! কি অপূর্ব হুদয়বস্তা ও নির্ভিয়ানতা! তত্ত্বজ্ব আচার্য ব্যতীত আর কে এক্লপ কথা বলিতে পারেন!

স্বামীজীর অহৈত বেদান্তনির্ঘোষ ব্যর্থ হয নাই। উহা পাভাত্য চিহাত্বগতে একটি स्र्वथनाती जालाएन स्रि कतिप्राट्। सगएं किशानीन वाकि भावरे धनन धरे उरवृद প্রতি আরুষ্ট হইতেছেন এবং নবযুগের উদ্গাতা শামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার মন্তক অবনত করিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁহার শিকা बर वाकित कीवरन चामून পরিবর্তন সাধন করিয়াছে ও বছভাগাবান পর্যতত্ত্ব উপলব্ধি क्रिया रच इहेबाइन । अशास अक्रि घडेना निविद्या यस हरेदर या। सामीकीय माहकदर्य তাঁহার প্রির ইংরেজ শিশ্য মি: সেভিয়ার অহৈত বেদায়ের একনিষ্ঠ অমুরাগী এবং খহৈত ভাবের চিন্তাতেই একান্ত অনুপ্রাণিত हिल्म। बी अक्रत रेष्टा प्राधी चरिष्ठ ভार्तत সাধনের অহকুল একটি কেন্দ্র তিনি নির্মাণ করিলেন। উহাই মারাবতী অধৈতাশ্রম। অসীয় পরিশ্রম সহকারে এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়িয়া ভূলিয়াছিলেন। কিন্ত গ্রারোগ্য बाधि-कवनिত इहेबा बाबीबीब बीवक्नाएउहे তিনি হিমালয়ের গভীর জ্ললে সেই আশ্রমেই দেহত্যাগ করিলেন। গুনিতে পাই, মৃত্যুর পূৰ্বে তিনি বলিয়াছিলেন,

'After my death, please cremate the hody and throw the ashes into the wind. Never raise any monument on that spot of cremation. I don't like to be remembered as an individual soul. I am one with the Universal Spirit.'—

—ফ্লীভূত অবৈত্বেলাত-নিষ্ঠার কি স্কর্মর অভিবাভি! বলা বাচ্লা সেভিয়ার

সাহেবের শেব অমুরোধ ধ্পাব্ধ রক্ষিত হইয়াছিল।

দ্ৰব্ প্রিচ্ছিল্ল বস্তা (ঘটি, ৰাটি) কিলপে बच्च हरेएंड भारत, এहे भद्दा अकतिन धुवक নবেন্দ্রনাথ গ্রীগুরু-সমকে ব্যক্ত করিয়াছি**লেন**। বেদান্ত যখন বলেন, 'সর্বংশহিদং ব্রহ্ম', তখন বস্তুত: অধিষ্ঠান-তত্ত্বে জ্ঞানে ধ্বন সর্ব নামন্ত্রপ ৰাণিত হইয়া যায়, তখনই সৰ্ব জগৎ ব্ৰহ্মাভিয়-ক্লপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। পুৰুদেৰ বখন সাণু ভ্ৰম হয়, তখন পুরুষবুদ্ধিশারা সাণুড়-বুদ্ধি বেরূপ বাধিত বা নিবৃত্ত হটয়া থাকে, তদ্রপ। रेशांकरे त्वलाख 'वाधगामानाधिकत्रगा' বলা হইয়া পাকে। উত্তরকালে সামীক্রী সর্ব নামরূপ বাধপুর্বকই ত্রেক্ষোপলত্তি করিয়াছিলেন ও তাহাই তিনি সীয় লেখনীমূখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বে তাঁহার রচিত কৰিতা-সঞ্চ 'বীৰবাণী' হইতে উদ্ধৃতিসমূহে সম্পট্টক্ষণে দেখিতে পাইয়াছি।

নরেন্দ্রনাথ একদিন সীয় গুরুর নিকট সদা নির্বিকল্প সমাধিক চ্ইলা থাকিবার বাসনা অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। ধ্যানসিদ্ধ মহাপ্রুদ নরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই কামনা স্বাভাবিক। কিন্তু গুরু উত্তর দিয়াছিলেন:

'তৃই অত বড় আধার, কালে কত লোকের আশ্রয় হবি। কেবল সমাধিক হইয়া ব্রহ্মান্তর্থ করবি কেন। তার চেয়েও বড় অবস্থা তোর হবে, ইত্যাদি।'

নির্বিকল্ল সমাধিই স্বৈচিচ অবস্থা, ইছাই অনেকের ধারণা। কিছু ঠাকুর এখানে তার চেম্বেও বড় অবস্থার কথা বলিয়া কি স্চনা করিদেন? বিচারাদি সাধনসহারে হখন এক অখণ্ডাকারা বৃত্তি অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উদয় হর, তখন সর্ব বৈত্তপ্রতীতি ও ভাবনারহিত হইরা চিত্ত নির্বিকল্প অবস্থাতে সমাহিত হইরা

भएए, हेरा मछा कथा। प्रवेशकात्रा देखिनादारे ব্ৰদ্বস্থন্নপাবৰক অজ্ঞান ( **আবরণশক্তি**) নানা হইয়া গেলেও প্রারকপ্রতিবন্ধবশতঃ অঞ্চানের বিকেপশক্তি ও তাহার কার্য (দেহেভিয়াদি ও ৰাম্ব পদাৰ্থ ) বাধিত ভাবে প্ৰায়ন্ধভোগশেষ পর্যন্ত অবস্থান করে, উহার জ্ঞানকালেই নাশ হর না। অতএব ভানের পরও তত্ত পুরুবের ব্যবহার দেখা বায়। তাঁহার এই ব্যবহারের নিয়ামক তাঁহার প্রারন্ধ लेबदब्रहा। खानी वादशंबकारण कि य-यक्रभ-বোধ ভূলিয়া বান ৷ অৰ্থাৎ কেবল সমাধি-काल्मरे कि उांशात ये अञ्चर रहेशा थारक? —এই मद्दाव উত্তরে বেদান্ত বলেন বে, क्यांनी व्यवहात्रकात्म अ नमानमाधिक है **থাকেন।** তাঁহার স্ক্রণের বিচ্যুতি আর কখনই হয় না। উঠিতে, বসিতে, খাইতে, গুইতে স্বাৰস্বাতেই জ্ঞানী স্ত্ৰপস্থ। ইহা এক অপূৰ্ব স্থিতি। ইহা সাধারণের বোধগম্য নয়। ততুল্য স্তানীই ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারেন।

অভবিকল্পুত্ত वहिः वष्ट्यगादिनः।

শান্ত দেশান্তান্তান্তান্ত্ৰণা এব জানতে ॥

--- অন্তবে আত্মদৃষ্টিসহায়ে নিৰ্বিকল নিশ্চর,
কিন্ত বাহিরে বেন অজ্ঞানী-তুল্য সক্ষদ ব্যবহার

--জীবসুক্ত প্রুণের এই অপূর্ব অবস্থা তন্ত ল্য
অন্ত জ্ঞানিগণই জানিয়া পাকেন।

তথন আর তাঁহার নিজের কোন কর্তবাই থাকে না। ধ্যান, সমাধি, বিকেপ—এই সকদই চিত্তধর্ম, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিলা তিনি স্বরূপন্থিতি লাভ করেন। তথন সর্ব-ব্যবহার করিয়াও তাঁহার সর্বদা ব্রাক্ষীস্থিতি। ইহাকেই আচার্যগণ—'জ্ঞানসমাধি' 'সবোধ সমাধি' বা 'সহজাবস্থা' বলিয়াছেন। এই সমাধি হইতে জানীর আর ব্যুখান হয় না।

खक चादानगारा निविक्त नमारि इहेटड

বোগীর কোন না কোন সময়ে ব্যুখান গাঁটা।
থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ প্রুষের আর ব্যুখান নাই।
এই স্থিতি লক্ষ্য করিয়াই ভায়কার ভগরান্
শ্রীশংকরাচার্য বলিয়াছেন (বাক্যস্থধা ৩০):
দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পর্মান্তনি।
যত্র বত্ত মনো বাতি তত্ত্ব তত্ত্ব সমাধ্যঃ।
—পরমান্ত্রজান উৎপন্ন হইলে বখন দেহাভিমান
নিশ্চিক হইয়া বার, তখন বে বে বিষয়েই

নিশিক্ত হইয়া বার, তখন বে বে বিষয়েই
মন ব্যাপৃত হউক না কেন, সেখানেই জ্ঞানীর
সমাধি অবস্থা। অর্থাৎ বিষয় ব্যবহারকালেও জ্ঞানী 'আনসমাধি' হইছে
বিচ্যুত হল লা। এই অবস্থা স্চনা করিয়াই
শ্রীরামক্ষ প্রিয়শিয় নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 'তুই কেবল সমাধিকালে কেন ব্রন্ধাহতব করিতে চাস্, উঠতে বস্তে সর্বব্যবহারেই
তোর ব্রন্ধাস্থভব হবে।' —ইহাই বেদান্তোক
অবৈত ব্রন্ধাস্থভব। বলা বাহলা এই অবস্থাই
লাভ করত স্থামীজী কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

दक्वम नमाधिकारम घरेषठामूछन, ইহা শাক্ত-অধৈতবাদের মত। নে মতে মন ষট্চক ডেদ পূৰ্বক সহস্ৰাবে উঠিলে জীবারা ও পরমান্তার একত্ব ঘটিরা থাকে এবং অভে ख्यान एव। निम्न চত्क यन नामिएन रेश्ड প্রতীতি উপস্থিত হওয়াতে সেই অভেদ আন বিচ্ছিন্ন হইয়া বায়। কিন্ত বেদাভের মডে জ্ঞান হইলে দ্বৈভসন্তার একাশ্ত অভাব ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ স্বদন্তাতিরিক্ত স্থা কোন কালেই নাই। স্বতরাং **ছৈভপ্রভীতি** বার। অবৈভান্মভবের কোন হানি হয় কারণ ঐ দ্বৈতপ্রতীতি একান্ত মিখ্যা। শাক্ত-মতে হৈতপ্ৰতীতি সত্য, আর বেদান্ত-মতে উহা মিখ্যা প্রভিভার माज-देशरे त्रश्य। धरे त्रश्यत तार না থাকাতেই অনেকে এই ভ্ৰমে পতিত হইৱা

পাকেন বে, কেবল একমাত্র নিবিকল সমাধিকালেই ব্রহাস্ভব হয়, অন্ত কালে নয়।
আনী সমাধিকালেও বেরূপ অহম ব্রহাস্ভব
করিয়া পাকেন, ব্যবহারকালেও তরূপ অহম
ব্রহাস্ভবই করেন। ব্যবহারকালে হৈতপ্রতীতি হইলেও তাহা হারা তাঁহার অহয়স্তব
ক্র হয় না, কারণ তাঁহার প্রান্দৃষ্টিতে হৈত
মিপ্যাপ্রতীতি মাত্র। হৈত বলিয়া কোন
প্রার্থের বাল্ডব সন্তা নাই।

সমাহিতা বৃাখিতা বা বৃদ্ধি: সর্বা চিদাক্বতি: ।
ন সমাহিত ধী: কল্চিৎ প্রতীচোহন্তৎ প্রপশ্যতি।
বৃাখিতায়াশি চায়ানং পশ্যমেবান্সদীকতে ॥

—( वृद्दः वार्षिकनाव २।८।८०, ८১)

ग्निमानि व। वृत्थान नर्वकात्मिरे खानीव
वृत्ति किनाकाव इरेवा थात्क। नमाधिक श्रूक्ष
खणुक्रिण्ण वाजीण यात्र किहूरे पर्नन करवन
ना, श्रूनः नमाधि इरेटण वृत्तिण इरेवा जिनि
चण्ण भनार्थ पर्नन कविर्मण नमा चाजाक्र खरे
कवित्रा थात्कन। कावण—

্ অদৃষ্টা দর্পণং নৈব তদক্তকেশণং তথা।

অমতা সচিদানশং নামরূপমতিঃ কুতঃ॥

—( পঞ্চদী ১৩।১০২ )

ন্দর্প্রথম দর্পণকে উপদক্ষি না করিয়া বেরপ দর্পণয় প্রতিবিধের দর্শন হইতে পারে না, সচ্চিদানশ্বরূপ আল্লার উপলব্ধি ব্যতীত তত্রপ নামরূপের বোধ হইবে কি করিয়া! —অর্থাৎ নামরূপাত্মক ব্যবহার, জ্ঞান-কালেও তত্ত্বের ব্রহ্মান্ত্রভূতিই হয়। বৈত্ত-সভাত্ববোধকারী যোগী ও উপাসক-

শরণ লইয়া থাকেন। বিচারমাট্রকশরণ, বেদান্তাহণ সাধকগণের পক্ষে তাহা

গণই হৈতপ্রতীতিতে ভীত হইয়া সমাধির

নিপ্রয়োজন। চিত্তগত মালিফাদি দ্র করিবার জ্ব প্রয়োজন হইলে তাঁহারাও সমাধি আদি অভ্যাস করিতে পারেন, সে-কথা ঘতর। সে-জন্ম উপাসনা ও বোগাভ্যাসাদির বিধানও বেদাস্ত দিয়াছেন।

আৰ একটি বিষয় এখানে বিচাৰ্য মনে হয়। ঠাকুর অনেক স্থলে আনের পর বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানীর অবস্থা বিষয়ে। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন:

'নারদাদি অক্ষ**া**নের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন —এরি নাম বিজ্ঞান।' —(কথামৃত ৪।১৯।১)

'কেন ভজি নিয়ে থাকা ? - তা না হ'লে মানুষ কি নিয়ে থাকে ? কি নিয়ে দিন কাটায় ? 'আমি' তো বাবার নয়, আমি-ঘট থাকতে গোহহং হয় না। বখন সমাধিয় হ'লে আমি পুছে বার—তখন বা আছে তাই।'

'বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভন্ন নাই। সে
সাকার নিরাকার সাকাৎকার করেছে।
তাকে চিন্তা করে অথণ্ডেমন লয় হলেও আনন্দ,
—আবার মন লয় না হলে লীলাতে মন
রেখেও আনন্দ।'
(এ, ৩)১।৩)

'বিজ্ঞানী দেখে—নেতি নেতি ক'রে বাঁকে ব্রন্ধ ব'লে বোধ হচ্ছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। তিনি দেখেন—যিনি সভণ, তিনিই নিগুণ।'—(ঐ, ৩)১/৪)

'বিজ্ঞানী কেন ডক্তি দয়ে থাকে? এই উত্তর—'আমি' বার না। সমাধি অবহার বার বটে, কিন্ত আবার এদে পড়ে।' (এ, ৩)১)৫)

'ঈশর আছেন—এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আক্ষপ্র, আনন্দ করা— বাংসল্যভাবে, সংগ্রভাবে, দাসভাবে, মধুর-ভাবে - এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগং তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।'

'বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে। চক্ষ্ চেবেও দর্শন করে। কখনও নিতা হ'তে লীলাতে থাকে—কখনও লীলা থেকে নিতাতে যায়। নিত্যে পৌছে আবার ছাখে তিনি এই সব হয়েছেন—জীবন্ধগৎ চতুবিংশতিতত্ত্ব।'

'আর এক আছে—বা কিছু দেখছ, দব তিনি হয়েছেন। বেমন—বিচি, খোলা, শাস তিন জড়িয়ে এক। বারই নিত্য তাঁরই লীলা, বারই লীলা তাঁরই নিত্য।' ( এ, তাহণাত )

- ঠাকুরের এই-সকল কথা হইতেই স্পষ্ট ৰুঝা ৰাইতেছে বে, তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা মারা ব্যবহারকালে শাক্তাবৈত্বাদ বা विनिष्ठोदेष्ठवाम्छाव लहेश्रा थाकात्र কথাই বলিতেছেন। এখানে ঠাকুরের একটি উক্তি বিশেষ প্রশিষান্যোগ্য। সেটি এই : 'ব্রদ্ধজানের পরও, থাঁরা সাকারবাদী, ভাঁরা লোকশিকার জন্ম ডক্তি নিয়ে থাকে। বেমন পূর্ণ কুন্ত-জল অন্ত পাত্রে ঢালাঢালি করছে।' (ঐ ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩৪ )। — এই বিবদ্ধে আমরা একটু আলোচনা করিব। অধৈতবেদান্তের অধিকারিগণকে আচার্যগণ মুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করিরাছেন। এক শ্রেণী কুডোপাসক ও অপর শ্রেণী **অকুতোপাসক।** ধাহারা উপাস্তদেৰতার সাক্ষাৎকার পর্যন্ত উপাসনা পূর্ণরূপে অস্ঞান ক্রিয়াছেন, এইক্সপ অত্যন্ত একাগ্র ও ওছচিত্র चिवादीनिगत्क, वर्षा९ वैद्यादा पूर्वक्रत्थ দৈতসাধনার সিদ্ধিল।ভ করিয়া অংকত সাধনার **প্ৰবৃত্ত হন, তাহাদিগকে কুতোপাদক বলা হয়।** তাঁহারাই বেদান্তের অতি উত্তম অধিকারী। আরু বাহারা কণঞ্চিৎ বৈত্যাধনা সম্পন্ন করিয়া অধাৎ কিছু উপাসনা করিয়া বা না করিয়াই বেদাত্ত বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে चक्रां शानक दना इद्र। देशां पिशतक निहाधिकातीक्राप गणा कवा श्रदेश थाक । ইহাদের জন্ত বোগাড়্যাস, বিভূপোপাসনাদি विहिष्ठ आह्र, कात्रण देंदाता विहाद व्यवसर्थ।

ক্তোপাসকগণ অতাল্লকালেই বিচারাদি সাধন সহায়ে তত্ত্বাক্ষাৎকার লাভ করেন ও নিবিকলভূমিতে আরোহণ করিয়া থাকে। এইক্লপ জ্ঞানিগণ কেহ কেহ চিন্তবিশ্ৰান্তির তারতমা অমুদারে পঞ্মাদি ভূমিত্রয়ে আরুচ চ্ট্রা প্রমান<del>্দে</del> ময় থাকেন। পুন: কেছ কেহ বলবাতী ঈশবেচ্ছায় প্ৰেণ্ডিত হইয়া লোক-শিকাৰ্থ পূৰ্বাভাাসবশত: ভক্তি ভক্ত দুংৱা ঈশ্রানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহারাই শ্ৰীৰামক্ষ্ণ-কথিত 'বি**জ্ঞানী' প**দৰাচ্য বলা বাইতে পারে! সে জন্মই তিনি 'ব্রশ্বপ্রানের পরও, ধারা সাকারবাদী, টারা লোকশিকার জন্ম ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে'—এইরূপ বলিয়াছেন । বাহা আচরণে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও কিন্ত তাঁখাৰের জ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই। দকলেরই এক আন। তাঁহাদের বাবহারগড বৈষ্ম্য প্ৰাৰ্থ বা ঈশবেচ্ছাৰ হাৰাই নিৰ্মিত इहेबा शास्त्र।

ভাগদখার একনিষ্ঠ ভক্তা, মাতৃগতপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণও কিন্তু বেদাকোক্ত অন্থিতীয় ব্রহ্মাহণ ভূতির পর মায়ের সঙ্গে তাঁর মধ্র সম্পর্কটুক্ অভ্যাসবশতঃ ভূলিতে পারেন নাই। সে সম্পর্কটুক্ বজার রাখিষাই তিনি ব্যবহারণ ভূমিতে মায়ের সঙ্গে দিব্য লীলা শেষ অবিধ করিয়া ভক্তগণের আনন্দর্ধন করিয়া গিরাছেন। খীর অনুষ্করণীয় কি স্মধ্র ভাবেই না তিনি তাহা বাক্ত করিতেন! নিজেকে মাতার একাষ্ণ নির্ভরণীল বালক ভিন্ন আর কিছু তিনি ভাবিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—

'তোমরা জাতা, জান, জের—গাতা, গান, গোম ইতাাদি যাই বল না কেন, আমি কি জানি, জানো! আমি জানি—তিনি মাও আমি ছেলে। বালকের মা চাই না!'—কি স্থার সরল কথা! একপ বাবছারেরও স্কার ষ্ঠ্রৈত অপেকাও হুন্তর।

মাধ্বমণ্ডিত মহিমা কে অধীকার করিবে !
তত্ত্বজ্ঞ প্রবের এবংবিধ লীলাদর্শন করিরাই
বোধ হয় কোন রসিক কবি গাহিরাছেন :
বৈতং বন্ধায় নুনং প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীবরা।
ভক্তা বং কলিতং বৈতমবৈতাদপি স্বৰ্মন্।
—জ্ঞানলাভের পূর্বে বৈতবোধ বন্ধনকারী
বটে, কিন্তু ভন্ন চিন্তে জ্ঞানোদরের পর স্বভাববশতঃ ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার বে কলিত
উপাস্ত-উপাসকাত্মক হৈত-ব্যবহার, তাহা

স্থানপ্রদানানন্তর প্রিয় শিশ্বকে নানা

মৃকি, নিয়াল্যবাক্য এবং বেদান্ত-প্রনিদ্ধ 'নেতি
নেতি'- উপায়াবলম্বনপূর্বক প্রন্ধন্তর করিপে

অবস্থানের জল্প প্রন্ধন্ত গুরু শ্রীমং তোতাপুরী
উৎসাহিত করিতে লাগিলে প্রীরামকৃষ্ণ কিছ

সহসাই নামরূপের গণ্ডি অতিক্রম করিতে
পারিতেছিলেন না। মনকে বিচারসহায়ে

একটু অন্তর্মুপ করিবামাত্রই চিরপরিচিত মারের
চিন্বনোজ্বল মৃতিটি জ্বলম্ব জীবল্পভাবে
প্রংপ্রং মনে উদিত হইতেছিল। প্রীশুরুর
বিশেষ প্রেরণায় মনকে একাগ্র করিয়া অবশেষে
তিনি দৃঢ় বিচারসহায়ে অতি প্রিয় জগদমার
শ্রীমৃতিটিও মিধ্যা নামরূপাল্লক-জ্ঞানে পরিত্যাগ্রকরত প্রাম্নীস্থিতি লাভে গভীর স্মাধিমগ্র

হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিদাযোক তত্ত্বাকাৎকার করিলেও তিনি

দীব্রেক্ছার লোকশিকার্থ প্নঃ ভক্তি ভক্ত-ভাব

দাইরাই 'বিজ্ঞানী'র দীলা করিয়া গিরাছেন।

দীর্রক্পায় এই 'বিজ্ঞানী'রূপে যদি আমরা
শীরামক্ষকে না পাইতাম—বদি তিনি ভক্তিভক্ত দাইয়া অমধ্র দীলা না করিতেন, তবে

আমরা আমাদের অপরিচিত দক্ষিণেশবের
প্রেমের ঠাকুর শীরামক্ষকে পাইতাম কি ?

তাঁহার কথান্তধারায় বিঞ্চিত হইয়া জগতের

অগণিত নরনারী শান্তিলাভের প্রোগ পাইত
কি । গুরুগতপ্রাণ শ্রীবিবেকানকও এ-বিষয়ে
শ্রীওরুরই পদাক অসুসরণ করিয়াছেন। সদা
সমাধিক হইয়া পাকিবার তীত্র ইচ্ছা ও সামর্থা
সম্বেও তিনি তাহা করেন নাই। কারণ
অলজ্যনীয় ঈশবেচ্ছায় তাহাকেও লোকহিতার্থ
বিবিধ কর্ম করিতে হইয়াছে। স্থানী হইয়াও
প্নঃ বিজ্ঞানী সাজিতে হইয়াছে।

যে-সকল জ্ঞানী প্রাড্যাসরশতঃ অপরোক্ষ
জ্ঞানের পর ভজি-ভক্ত লইছা থাকেন,
তাঁহাদিগকেই ঠাকুর 'বিজ্ঞানী' নাম
দিয়াছেন। ইহা কোন শান্তীয় পারিভাষিক
শব্দ নয়। ঠাকুর এইভাবে একটি বিষ্কের
স্বশ্ব অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন, একটি
ন্তন পারিভাষিক শব্দ স্থি করিলেন। গীতাদি
শাত্রে বিজ্ঞান-শব্দের অক্সর্রপ ব্যাখ্যা দেখিতে
পাওয়া বার। বথা—

'জানবিজ্ঞাননাশনম্'—গ্রীতা ৩।৪১ 'জানবিজ্ঞানতৃপ্তাক্সা'— ঐ ৬।৮ 'জানং বিজ্ঞানসহিত্যম্'—ঐ ১।১

এই সব স্থাপেই জ্ঞান অর্থ শাস্ত ও আচার্যমূপে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থ উহার বিশেষ অস্তত্ব অর্থাৎ অপরোক্ষ তত্ত্বসাকাৎকার। জ্ঞান-শব্দটি বেখানে একক ব্যবহৃত হয়, সেধানে অনেক সময় উহা অপরোক্ষাস্তব্বোধক হইয়া থাকে।

গেৰাহাই হউক, বিজ্ঞানীর অবস্থা বুঝাইতে গিরা ঠাকুর তাঁহাকে অপরোক্ষ ব্রহ্মাইরক্য-জ্ঞানের উপরে স্থান দিলেন, এরূপ ব্রিলে ভূল হইবে। উপর বা নিয়—এরূপ কোন বিবক্ষা এখানে নাই। তত্ত্বজ্ঞানীদের বাহু আচরণ জির জির প্রকার হইবা থাকে। তত্ত্বগ্রের বাহারা জক্তিভাবে দিশবের নামগুণ-কীর্তনাদি-সহারে জক্তগণসহ দিশবানক উপভোগকরত

শীর প্রারন্ধ ব্যতীত করেন, তাঁহারাই ঠাকুরের কথায় 'বিজ্ঞানী' পদবাচ্য। ইহাতে কোন ব্যর্পতা নাই। তত্ত্ব প্রবের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রারন্ধ বা দিবরেজ্যাবারাই নিয়ন্ত্রিত। এই বিষয়ে আচার্যগণ বলিয়া থাকেন: ক্ষম ভোগী শুক্তাগী নূপৌ জনকরাব্যে। বলিষ্ঠ: কর্মকর্তা চ ত এতে জ্ঞানিন: ন্যাঃ॥
— কৃষ্ণ কত ভোগ্য পদার্থ আসাদন করিয়াহেন; শুক সর্বত্যাগী, জনক ও রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াহেন এবং বলিষ্ঠদেব সদা বাগ্যক্ষাদি কর্মে তৎপর – বাহু ব্যবহারে ইহাদের এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইহারা সকলেই ত্ল্য জ্ঞানী। জ্ঞানের ইতর্মবিশেষ কিছু নাই।

ভানের কোন তারতম্য না থাকিলেও

চিত্তের সমাহিতাবস্থার তারতম্য-বপ্তঃ
বেদাতে ভূমিকাদি ভেদ কল্লিত হইয়াছে।
ভানের সপ্তভূমিকার মধ্যে পঞ্চমাদি শেনভূমিত্রম চিত্তে সমাহিতাবস্থারই বিভিন্ন তার মাত্র।
ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর বলিয়াছেন: কেছ
সচিদানশ সাগর দর্শন করিয়াছে, কেছ স্পর্শ
করিয়াছে, কেছ এক গগুন, কেছ বা তিন
গগুন জলপান করিয়াছে ইত্যাদি। এ বিষয়টি
এধানে আর অধিক বিস্তার করা হইল না।

শ্রীরামক্ক-জীবনবেদ-রচরিতা বামী সারদা-নন্দের রচনা প্নরার উদ্ধৃতিপূর্বক আমরা এই আলোচনার উপসংহার করিতেহি। তিনি শিখিষাছেন:

অবৈত ভাবভূমিতে আর্চ হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষরও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়লম করিলাছিলেন বে, অবৈভভাবে স্থাতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভলনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবল বন সাধন করিরা তিনি
ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উদ্বারা
সকলেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর
করে। তিনি আমাদিগকে বারংবার
বলিতেন—উহা শেষ কথা রে শেষ কথা। সকল
মতেরই জানিবি উহা শেষ কথা এবং যত মত
তত পথ। — লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ১৬ অ

ঠাকুর বলিতেন—'যে ঠিক ঠিক অবৈতবাদী সে চুপ হইয়া বায়। অবৈতবাদ বলবার
বিষয় নয়। বলতে কইতে গেলেই হুটো এসে
পড়ে।' অতএব দেখা বাইতেহে, ঠাকুর
বলিতেন—বতক্ষণ 'আমি ছুমি' 'বলা কহা'
প্রভৃতি রহিয়াহে ততক্ষণ নিশুণ সন্তণ, নিত্য
ও লীলা, ছই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে।
ততক্ষণ অবৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যে
ব্যবহারে তোমাকে বিলিপ্তাবৈভবাদী
পাকিতে হইবে। — ঐ, গুরুভাব। এয় অধ্যায়

পারমাথিক এক নিশুণ, নির্বিশেষ, অবৈত-বেদান্তের ব্রহ্মতন্তের ডিন্তিতেই প্রীক্রীয়ামকৃষ্ণ অন্ত যাবতীয় মতবাদের সমন্ত্র সাধন করিয়াহেন এবং গুরুগতপ্রাণ অশেবগুণাধার তাঁহার পরম্প্রিয়শিয় নরেন্দ্রনাথ (সামী বিবেকানন্দ) তাহাই অপরোক্ষ অমুভ্রম করিয়া জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াহেন।

শকল প্রকার ধর্মতে সাধন করিরা প্রীরামক্ষ ভাষাদের বাথার্থ্য নিজ জীবনে প্রভাক করিরাছিলেন, দেখিয়াছিলেন যে, উহাদের প্রভাকটিই অন্তিমে বেদান্তের নিওঁণ ব্রহাম্ভৃতিতেই পর্যবসিত হর এবং সেইজন্ত ভাষার মতে সকল ধর্মই বেদান্তোজ এই নিওঁণ ব্রহ্মে সমন্তি। প্রীপ্রামক্ষে এই বাণীই জগদ্বাসী বামী বিবেকানন্দের কঠে তনিতে পাইরা ধন্ত হইবাছে।

# নানা দৃষ্টিতে শ্রীরামকফ

#### স্বামী ধীরেশানন্দ

দ্ব নিধিয়াছেন :

'শ্রিরামন্ত ক্ষেত্র আপনার জ্বন জাল্পস্কপ রাথিয়া গিয়াছেন। তাঁহাতে সৰল ভাবেঃই পূর্ণ পৃতি দেখা যায়। তিনি এক জৰিতীয় রামঃফা তন্তাদি বিশেষতঃ উপর্যুধ ভাত্তর জতি ভীষণ রূপে, অধিতীয় রাম্<sub>ধ</sub>ঞ্ আকারে বৈদান্তিক অবৈভজ্ঞানের আকঃবিশেব ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদান্তিকের। তাঁহাকে পরমহংদ বলিতেন।

শ্ৰীরামককদেবের প্রিয় গৃহী শিল্প শ্ৰীরামচন্দ্র 'ভিনি দীলারদের অবিভীয় পক্ষপতী এবং থেমভিজর প্রজ্বব্ধিক্তে ছিলেন। এই নিমিক্ত ভক্তরা ত্রীহাকে অব্তার বলেন।

> 'তিনি তগ্ৰসাধনার অবিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। নাধনাদি যাহা ওদাধা, ভাহাও ডিনি নিজে আক্ষণীর সাহায্যে সম্পন্ন ক্রিয়া কোলকেন্ত বলিয়া ভাত্তিক সাধকনিগের হারা পরিক'ভিড হর্টগা**ছেন**।

'রামরুক্ট ন্বর্দের ঘনীকৃত দেবতা বলিয়া ন্বর্দিক সম্প্রদায় ভাঁহাকে বদিকচ্ছাম্থি বলিয়াছেন।

'তিনি বাউলের সাই, বৈক্তবের পোঁদাই, কর্তাগুঞ্চার আনেধ প্রভৃতি নামে উদ্ভিথিত ইইরাছেন।

'নিধেরা নানক, ম্নলমানেরা পরগংর, ঝীটানেরা বীল, বাজেরা ব্রশ্বজ্ঞানী বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতেন।

'তিনি এক অনিতীয় এবং সম্পথ ধর্মভাব ঠাছাতে বিকশিত হইয়া তাঁছাতেই প্রবসিত বহিয়াতে ।'

( জীরামচক্র দত্তের বকুডাবলী, ২র ভাগ, প্র: ৫০২)

ঠাকুর শ্রীরামক্ষ অনস্থভাবমন। তাঁহার
দীবনে সর্বভাবের পরিপুষ্টি দেখা যার। পর্ব
মন্তরাদই তাঁহার অন্তর্ভাব আলোকে সম্জ্জল।
নিজ জীবনে সর্বধর্মের সাধন করিয়া উহাদের
প্রামাধিকতা ও অধিকারী বিশেষে উহাদের
অস্পীন্নের সার্থকতাও তিনি দেখাইরা গিলাছেল
ক্রগতের ধর্মেভিহানে অত্ররণ দৃষ্টাদ্য আর নাই।
বুপপ্রয়েজনেই শ্রীরামক্ষ-পরীরাবলগনে ভগবনিক্ষায়
এই অপুর্ব সাধ্যমক্ষ অনুষ্ঠিত ইইয়াছিল,
সন্দেহ নাই। ঠাকুরের বাণী হইতেই আমরা
তাঁহার বিভিন্ন ধর্ময়ন্তর শ্রীকৃতি ও ভাহাদের
শাম্বক্ষের মৃদ্দ সূত্র খুঁজিয়া পাই। এই স্থ্রের
মৃদ্ধ ভাঁহার স্বনীর দিব্য অন্তর্ভিত

ঠাকুর আধিকারী বিচার মা করিয় কাহাকেও উপদেশ দিতেন মা। গুদ্ধবন্ধাইণ্ডবাদ একথার যোগ্য অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দকেই তিনি শিকাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে স্বামীন্দ্রীর নিজ্ঞের বাদীই প্রমাণ—

'Generally he used to teach Dualism

As a rule he never taught Adwarta. But

he taught it to me.' (C. W. VII. p. 400)

স্বামীজীকেই ঠাপুর 'অষ্টাবক্রসাহিতা' আদি
গ্রেছ পড়িতে বলিতেন এবং স্বার কেহ ভনিতে
না পার মে বিবৰে ঘরের চারিনিক্তে সভর্ক দৃষ্টি
রাথিতেন।

হাজ্যা এক্সিন ভাগী বাসক-ভন্তবের অবৈভভাবের কথা বলায় ঠাকুর তাঁহাকে ভিরন্ধার করিখা বলেন—'এ সব ছোকরালের কত ক'রে ভাব ভন্তি একট্ হচ্ছে, তুমি ওয়ের এসব কথা বললে ওবা দাঁড়ার কোধায় গ'

ঠাকুর কত যাদ্ধ বাদক-শিহাদের ভাষ রশা ক্ষিবার প্রায় ক্রিভেন, ইহা ভাবিলে আকর্ষ বোধ হয়।

হাজবাকে ঠাকুর আবার বলিলেম—'ওরা (লাটু প্রভৃতি) অমনি আছে। এখনও অত উচ্চ অবস্থা হব নাই। ওবা ভক্তি নিরে আছে। আর ওদের (সোহত্বং ইড্যাদি) কিছু বলো না .'

ঠাকুর—'নিরাকার পাধনা, জ্ঞানগোগের দাখনা ভক্তদের কাছে বদতে নাই। অনেক কটে একট্ ভক্তি হচ্ছে, দব কথেবং বদলে ভক্তির হামি হব।'

প্রসঞ্জনে ঠাকুর বলিভেছেন: 'এ বা বলস্থ
—সব বিচারের কথা। এক সভ্য হুগং মিবা।—
এই বিচার। সব অপ্পবং! বড় কঠিন পথ। এ
পথে লীকা অপ্পবং ফিবা। হয়ে বার। আবার
'আমিটা'ও উড়ে বার। এ পথে অবভারও বানে
না, বড় কঠিন। এ সব বিচারের কথা ভক্তদের
বেশী ভনতে নাই।'

তাই অধিকারীবিশেষে ঠাকুর বলিতেছেন —

'মাগং মিধ্যা কেন হবে ।' ও সব বিচারের কথা।
ভাঁকে । দর্শন হলে ওখন বোৰা বায় বে, তিনিই
জীবজগং হয়েছেন।'

'কথামত' প্রথম ভাগে শ্রীম স্থাডোজি করিডেছেন—"ঠাকুর এই জগৎ ম্বপুরৎ বলভেন না। বলেন, 'তাহলে ওজনে কম পড়ে।' মামাবাহ নয়। বিশিষ্টাবৈতধাছ। কেননা, জীবজগৎ অনীক কলছেন না, মনের ভূল কলছেন না। ঈশব সভ্য, আবার থাড়ুর সভ্য, কগং সভা। জীবজগং– বিশিষ্ট এল। বীচি লোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওৱা লায় না।"

বিশিশ্বীবৈত্নাদ সম্বাদ্ধ সাকুর বে সকল কথা বার বাব বলিয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়-র স্থগডোক্তি ছাডাবিক। শ্রীম ঠাকুরের মত, বিশিশ্বীকৈতবাদ ব্রিয়াস্ক্রন।

কিন্তু, এক সভা জগৎ নিখ্যা—এ দিছাভও ঠাকুরের অনহমেনিত নহে। পুন: 'কথামৃত' গ্রন্থে ঠাকুর বলিভেছেন:

"বেদান্তবিচাবের কাছে রূপ টুপ উড়ে বার।
সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রন্ধ সভা আর
নামরূপযুক্ত হুগং মিখা। যভক্ষণ 'আমি ভুকু'
এই অভযান থাকে, ততক্ষণই ঈপরের রুণদর্শন
আর ঈধরেরে বাজি বলে বোধ সম্ভব হয়।
বিচারের চক্ষে দেখলে ভুক্তের হাম অভিযান
ভক্তকে একটু দুরে রেখেছে।"

"দারা জানী অধায় জগংকে বাদের ব্রথবং মনে হ'বছে, ভাদের পক্ষে ডিনি নিরাকার। তর্জানী বেমন কেন্দ্রহাদী—কেবল 'মেডি নেডি' বিচাহ করে। বিচার ক'রে বোধ হর যে, 'আমি' মিধ্যা ছগংও মিধ্যা। ব্রথবং।"

"থামি জানি বেদায়ের সার—ব্রন্ধ সত্য ক্রমৎ মিথা। মা আধার ক্রানিরে দিবছেন বেনাস্তের সার—ব্রন্ধ সত্য ক্রমৎ মিথা। মা বরেন— বেদালের সার, ব্রন্ধ স্ত্য ক্রম্থ মিথ্যা। আমি আলালা কিছু নই – আমি সেই ব্রন্ধ।"

শীলাপ্দেদকার স্থামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন শীলিটাকুর সর্বপ্রকার জালের মৃতিয়ান দমষ্টি ছিলেন। ভ'লবাজের জাত বছ রাজা মানব-জনতে আর কথনও দেখা যায় নাই।' নিরন্তর ছব মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নির্নিকল সমাধিতে অবস্থানকালে ঠাকুরের ঐ কালের অনুজ্তির প্রস্থাপ তিনি লিখিবাহেন—"এ অন্তান পৌছিরা ঠাকুর অন্তত্ত্ব করিলেন—ক্রীন্ত্র, জ্বংগ্রত, একমেবাহিতীহং ইচ্চা ও ক্রিরামানেরই প্রস্তৃতি, অনস্ত কপান্নগ্রী জ্বগ্রুননী। আর নেথিলেন— সেই একমেবাহিতীহং নিস্তান ও সম্ভবভাবে আপনাতে আপনি হিন্তক—ইহাকে শাস্ত্রে স্বাপ্ত-জ্বে বলিয়াছে… ইম্মান্ত্রার এই নিস্তান্ত্র সম্ভব উভয়ভাবে ক্রিত ক্রপের প্রান্তন্ত্র আক্রান্ত্র ক্রিয়ার ক্রিত ক্রেপের প্রাক্রিয়ার পাইবার পরে ঠাকুর জান্তেশ পাইলেন 'ভাবস্থা থাক'…।"

নিষ্কির সমাধিতে সগুণ-নির্পণ উত্তর্জাব-ছডিত বগডভেন বশিষ্ট জ্গলম্বার যে নশন ঠাকুরের হইয়া ছল উহাই কি অবৈত-বেলাগ্রোক এম্বরণন ? —এই বিষয় শইরা আমরা কিঞ্ছি আলোচনা করিব।

ক্ষিত্রেশাসমতে নিশিকর সনা থতে জাত্রাদিবিপুটাশাস্থক অথথাকারাকাবিত চিত্তর্ত্তির
কেবল অথিতীর চিদান-লবস্তমাত্ররাশে অবস্থান
হইরা থাকে। তৎকালে ঐ চিত্তর্ত্তিরও প্রতীতি
থাকে না, অথিতীয় বন্ধবন্তরই কেবল্যাত্র প্রকাশ
বা ভান থাকে। এ মতে এই নিশ্রণ নিবিশেষ
বাজেন প্রতাদি কোন প্রকাশ ভোনই স্বীকৃত নহে।
দশুণ, উপাধিক রুপ, তাবিক নহে, উলা মিগা।
নিশ্রণ নিজ্পাধিক রূপই সত্যা, এইরুপ স্বীকৃত
হইরা থাকে।

শীলাপ্সন্ত্রে লাগত নিবিধন সমাধিতে ঠাকুরের যে প্রগতভেদ বলিষ্ট সভাব ও নিবাৰ উভারনপে বিভাক এক অহিন্তান জগনদার নর্মন হইন্নাছিল উহা অধৈতবেদায়ের মত নহে, কারণ এই মতে ভদ্ধ বদ্ধে প্রগতাদি কোন্ট ভোদ নাই।

তবে ঠাকুরের ঐ ক্সুস্তিটি তপ্রণাক্তায়ী মূল তবের জন্ত গুতি থলা বায়, কারণ তপ্রই বলিয়া থাকেন বে, চহুম তত্ত্বা জ্লাগছা একট কালে সঞ্চ ও নিওঁণ উভয়রশিলী হইবাও অবিভালা। ঐ
উভারণই তুলারপে সভ্য। শাংকর বেদান্তমতে
একই কালে শিবের বা অগদঘার সপ্তণ বা সন্দিন্তমশ এবং নিওঁণ বা নিজিয়রপ স্বীকৃত হয় না এবং
অগদঘার স্ক্রিরবপ সংসারকেও সভ্য বলিয়া নানা
হয় না। ভত্তের ব্রহ্ম সর্বদাই মায়া-শবলিত
বেদান্ত্যতের মাগাবহিত ভদ্দ ব্রহ্ম ভত্তমতে নাই।
স্তরাং লালাপ্রসন্কারের মতে ঠাকুর শক্তিবিশিষ্ট-অবৈভ্রনাদী ব শাক্তাবৈভ্রনাদী অন্তভাবম্য ঠাকুরকে ভিনি ঐ ভাবেই বুনিগ্রাছেন ক

প্রাচীন সাবুদের মুখে শুনিয়াছি যে, স্বামী প্রেমানন্দ বলিতেন—'ঠাকুর ছিলেন বিশিষ্টাহৈত-বাদী।' শুনিয়াছি স্বামী অভেদানন্দপ্ত কোন শ্বিজ্ঞান্ত ভক্তকে বলিয়াছিলেন—'ঠাকুর ছিলেন বিশিষ্টাকৈতবাদী।' কথামৃতকার শ্রীমন্ত যে এই মতই পোকা কবিতেন তাহাও পূর্বেই দেখান ছইয়াছে।

স্থানীকী নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন বে, ঠাকুর তাঁছাকে শুক্তব্দাহৈতৰ দই শিক্ষা দিয়াছেন। শুক্তবদ্বাহৈতবাদেই সর্বধর্ম, সর্বমতবাদ সম্বিত ইহাই স্থানীকীর স্মুম্পাই অভিমত এবং উহাই তিনি সর্বজ্ঞাৎসক্ষক প্রচার ক্রিয়াছেন।

নীলাপ্রদরে বর্গিত হইগাছে বে, শ্রীমৎ তোভাপুনী শক্তি মানিতেন না তিনি দীর্ঘ চলিশ বংসর সাধনার বেদাকোক্ত নির্বিক্স সমাধি সাভ করিয়া প্রক্রজান লাভ করিলেও তাঁহার জ্ঞান অপূর্ণ ছিল এবং রোগাকোন্ত হইয়া তিনি গন্ধায় দেহ-বিমর্জনের ব্যর্গ প্রয়াসের পর শক্তিতে বিশ্বাসী হম ও শক্তির সভ্যত্ব মানের এবং ভাহাতেই ভাঁহার জানের সম্পূর্ণতা শাধিত হইলে তিনি রক্তিণেরর পরিভ্যাপ করিয়া চলিয়া ধান, ইত্যাদি

কেছ কেই শকা করেন বে, ত্রীমং তোডা নিবিক্স সমাধিতে যে জান লাভ করিয়াছিলেন, গ্রাহা কি ভাছা হইলে ঠাকুরের নিবিক্স সমাধিশক জান হইভে ভিন্ন শক্তির সভ্যার মানার শব ভোডার জানের পূর্বতা তীকার করিলে অবস্থাই বলিতে হুঃ তাঁহার নিবিক্স সমাধিতে প্রজান লাভ পূর্বে হর নাই।

নিবিকর সমাধিতে তোভার ইইথাছিল সর্ব-ভেমবিরহিত এক অদিতীর ব্রহ্মজান ও ঠাকুরের ইইল অবিতীয় এক জ্ঞানহা বা ব্রহ্মের স্থাত ভেল-বিশিষ্ট সন্তা ও নিগুণ উভয়রণী ব্রহ্মজান! এই চুই অমূভবের পার্থক কেন ?

জগদপার নিশুপ ভাগটাকেই শংকরোক একানে বিদিয়া ঐ প্রায়ে বলা হইখাছে এবং জগদপার জানকেই চরম দিছাত মানিয়া তোতার জানকে অসম্পূর্ণ বলা হইয়াছে।

উপ্তবে বলা যায় যে, তন্ত্রের সিদ্ধান্ত শাব্দাগৈতবাগের পরিপ্রেশিকতেই এই পদ্ধান্ত সমাধান ইইতে
পারে বলিরা মনে হয়। তব্ধতে ভোতার পূর্বে
পূর্ব জ্ঞান হয় নাই, কারণ তিনি শক্তিও সত্য বলিরা
কানিতেন না। বেগাস্তমতের ব্রহ্ম সত্য ও ক্রম্থ
মিব্যা—ইহাই তিনি কানিতেন ক্রমেতমতে
শক্তিও মিথ্যা—ইহা ঠাকুরও বলিয়াছেন ধ্যানে
চিরাভান্ত কালীমৃতি, জ্ঞান-ম্নিধারা গণ্ডন করিয়া
ঠাকুর নিবিক্স সমাধিত হহাটাচিনেন—ইহাও

<sup>&</sup>quot;লীলাপ্সলে" দ্বামী সার্থানন্দ বাসংবার উল্লেখ করিবাছেন বে, জীরামকফদেব বলিতেন "অবৈভভাব শেব কথা", 'দেখানে সব শিয়ালের এক রা', 'অবৈভলিকান চরম' ইতা'দি। অধিক প্র, 'অবৈভ-ভাব কৃমিতে আরচ' প্রীরামক্ষদেবের একটি উপলব্ধির কথা দ্বামী সার্থানন্দ এইভাবে লিপিকে করিয়াছেন . 'ভিনি ক্রমক্ষ করিয়াছিলেন যে, অবৈভভাবে স্পতিষ্ঠিত হওয়াই সববিধ সাধ্যভভাগের চরম উদ্দেশ্য ।' স্থতরাং দ্বামী সার্দানন্দের মতে 'প্রিরামক্ষ শক্তাবিভবান'—এই সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না — সম্পাদক

শক্তির হিখাতেই প্রমণে শবিষা থাকে। স্ক্তরাং
শাক্তাবৈতথানকেই চরম সিছাত্র বুলিরা তোতার
বিষয়ে লীলাপ্রদরে এরল বলা হইবাছে বলিলে
বোধ হব কোন লোব হইবে না। কারণ অনতভাবন্য ঠাকুরকে স্ব স্থ ভাবান্ত্রগারে এক একজন
এক একরপ বুনিয়াছেন। লীলাপ্রসক্ষর ঠাকুরকে
শাক্তাবৈতবাদীরদেহ জানিয়াছেন ভার্তেই
প্রধান বলিয় মানিলে ডিনি বাহা বলিয়াছেন ভাহা
বলা ছাড়া জার কোন উপারেই সমন্বর দেখান
বার না।

<u>भाक्तादेवल्यान्हे यपि व्यदेवल्यस्य अनुस्त्र</u> একমাত্র মন্তবাদ হাইত ভাবে উহা সামীন্দীকে শিখাইকার জন্ত ঠাকুরের অভ সভক হইকার প্রাক্র ছিল না। অন্ত কেই আন্তেপালে আছে কিনা ভাহ: দেখিয়া ভারণর ঠাকুর উহা স্বামীশ্রীকে শিখাইবার জন্ম চেষ্টা করিতেন না। শাক্তাবৈতনার ভিনি দর্বজনসফক্ষেই প্রচার করিয়াছেন। কারণ ঐ বিবয়ক কথা কথামত-গ্রহে অজন্ম রহিয়াছে, বাহা ডিনি গৃহস্থাদর সন্মুখের নির্নিচারে অকাডরে পরিবেশন করিয়াছেন। সকলের জন্মই উহা বলির্ণাচ্ছের। কারণ ঐমতে জগংকে মিবাণ বলিতে হ্রণংমিখ্যারের ক্ষুণা উঠিলে, ক্যায়তে দেখিতে পাই, ঠাকুর উহা বেদান্তবাদীদের কথা, দুবের কথা, বলিকা চাপা দিয়া অক্স তুলিয়াছেন। কারণ গৃহস্ত ও সাধারণ অধিকারীদের নিকট ঠাকুর উহা বলিতে চাহেন নাই। এই জন্মই অভি সংগোপনে 'ব্ৰথ সভা স্কৰ্মৎ মিখা'---এই ভত্ব একমাত্র স্বামীজীকেই শিধাইয়াছেন।

"এক ব্যক্তি তাঁকে ( ঠাকুরকে ) বলেছিলেন, 'আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন।' তিনি বয়েন, 'ব্ৰহ্ম সভা জ্লাৎ মিধান'—এইটি ধারণা কর; ইহা বলিয়া চুণ ক্রিয়া বহিলেন।"

ন্ত্রাং কেবল শাক্তাবৈতবাদই ঠাকুরের মত নহে ক্রগন্মিগ্যার ও ব্রহ্মসভ্যবের কথাও ঠাকুর বলিয়াছেন ও উহাও উহারই অছুযোষিত এবং অগুভুত তব্ ঘলিয়াই উহা তিনি বামীকাকে শিখাইয়াছেন, কারণ আনাকীর কণ্ডে বলিয়াই ঐ সভা তিনি কণতে প্রচার কবিবেন এবং বেলাজেক । অবৈতবাদেই বে পরাক্ষাম সর্বধর্ম ও স্বমতবাদ সমন্বিত বা প্রবিদিত, এই অভিন্য তব ক্লগ্ডেন ক্রিয়াছেন—'বাণী তুনি, বীণাপাণি ক্সে যোগ। তরকে ভোমার ভেদে যান মরনাবী ॥'

পুন: 

শ্বে বিদ্যালয় পুণ কানই নিবিকর ননাধিতে লাভ হইরাছিল। 
হতরাং তাঁহার শক্তি দত্তা 

মানিবার কোন প্রায়াজন ছিল ন.। 

মহন্তাল করিতে চাহিলেও বা দেহতাল করিলেও 
তীহার জানের কিছু কর্মতি ছল না বা হইত না। 
কারণ অধৈতাবলান্তের দিদ্যালয়কে 

শ্বেন কেনাপি ভাবেন যুৱ মূতা জপি। 
বোপিনস্তর লীয়তে ঘটাকাশ্যিবলারে ॥

তীর্ষে চালাজগ্রে ব নইস্কুতিরলি তাজন্। 

সমকালে ভক্ত মূক: কৈবলাপ্রাপ্রে। ভবেং ॥

( অবঃ গীতা, ১৮৮৮, ৬০)

'ভীর্থে বান্দান্ধণেশ্ব বা খন কুর মূত্রাহণি বা। ন কোণী পশ্চতি গাটং পরে ব্রহণি লীমতে ॥' ঐ ২১২১ ।

আরও বলা যাইতে পারে বে, তিনি দেই ত্যাপ প্রেচ্ছায় করিতে না পারিষা ব্রিলেন বে, এসব যিখ্যা মারার খেলা। জলে কলে সর্বর এক মারিক রচনা। গদার চঙা পভাতে বেশী জল না পাইয়া অন্ধ্রনারে ভাবিলেন বে, গদার পর্যাপ্ত জলও নাই, এও মাধারই এক লীলা। 'মারামান সর্বস্তবঃ।' তিনি মাদাকে সত্য ঘলিষা মানিমা লইবা ভাঁহার ব্রক্তানের স্থতা সাধন করিলেন— এ শিক্ষান্ত পক্ষপাতহট বলিষ লেনাক্রানীর' মনে করিতে পারেন

পুনঃ অধৈতবেদান্তমতে শ্রীমৎ তোভার দেহ-ত্যাপ-স'কল এক তজ্জ গদায় বাওয়া ও দিবিয় শাদা—এ বব কিছুই দোৱাবহ নছে। কারণ এ সৰই জানীৰ দৃষ্টিতে মিখা। দেহেন্দ্ৰিয়া দিব ব্যাপাৰ। আজাব সহিত ইহার কোন সদত্র নাই। জাতা **মেহেন্দ্রিয়াতীত, অদ্বিতীয়, স্বগ্যাদি সর্বভে**দর্বিত ভদ্মচৈতভ্ৰম্বক্ৰণ এই শোধই বেগাম্বোক্ত নিবিকল্প সমাধিতত হউয়া থাকে। চল্লিশ বংলয় লাব**ার প্**র ভোডাপুরীর ঐ সমাধি হইগছিল বলিয়া শিখিত শাচে। ভাহা হইলে ভোতার বেদায়োক্ত পূর্ণ ক্ষানই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। অবৈতবেদান্তের দৃষ্টিভে তাঁহার জানকে অসম্পূর্ণ বলা বায় না ; একমাত্র শক্তিবিশিষ্ট অধৈতবাদ অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ক্রোক্ত শাক্তাৰৈতবাৰ মতেই তাহা অসম্পূৰ্ণ বদা যায় কারণ ঐ মতে সগুণ ও নিগুণি উড়বুড়ার মিলিড এক অধৈত স্বীকার করা হয় ভোডাপুরীর নিও'ণ-এমজান হইয়াছিল কিন্তু তুল্যরূপে জগদধার স্প্রভাবটিও সভা ইহা ভাঁহার জান হয় নাই -काद्रथ चरिष्ठारमाच्यारङ मध्यकाव देशाविक. থিব্যা। এ জন্মই ভন্তমভাষ্ট্রনারে ভোডার ব্ৰস্কঞানকে অসম্পূৰ্ণ বলা হইয়াছে এবং কথন ঠাকুরের সন্ধারণ বা উপ্তরেক্তার ভোডো জগদহার স্থাভাবকে সভা বলিয়া মানিলেন বা **অহ**ভব করিনেৰ তথন জীহার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল, এমণ খলা গুটল

এইরপে দেখা ধার নীমাপ্রসঙ্গে শান্তাবৈত-বাদই অবৈতবিধরে ঠাকুরের মত বলিয়া প্রতি-পাদিও ছইয়াছে। ইহা দোষাবহু মহে। কারণ অনস্কভাবমর ঠাকুরকে নীলাপ্রস্ককার ঐভাবেই দেখিনাছেন ও ব্রিয়াছেন তিনিও ঠাকুরের ভাবের কোন ইতি করেন নাই

শা ক্রাকৈ ত্রবাদের কথাই সাকুর সকলকে বিশেষ ক্ষরিরা অধিকাংশ সময় বলিয়াছেন; ভাগার কারণ ইগাই অসমতি হয় যে, সাকুর স্তানিয়াছিলেন যে, জগ্যকারণকে মাতৃভাবে উপাসনাই আধুনিক বৃশের বিক্ত কামকল্যিতিটিত্ত জনসাধারণের মৃতিশান্তের প্রকৃষ্ট উপায় বা শহা।

ঠাকুর বাদীজীকে অষ্টাবক্রসংহিতার থে অবৈতবার শিগাইবাছেন তাহ' তাল্লাক্ত ব্যক্ত কর্মকার তর মহে। অষ্টাবক্রস'হিতার বেদাকের প্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত কল্পট। বানীজীও উহাই শিবিয়া ও অফ্রতব কবিয়া উহাই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা ও প্রদার করিয়াছেন এবং শোপানারোহনক্তার-ক্রমে সর্বধর্মনতের উহাই সর্বশেষ পরিণতি এইকল অভিনত প্রকাশ করিয়াছেন। শাক্তাইব্রকাদও শর্বপ্রানী ভদ্ধবন্ধানিব্রখাদে বিলীন হইবার পর্বে শেপানারা বিশীন হইবার পর্বে শেব নাপ বা শোপানায়ার।

তোভাপুবীর বাহি, অসহনীয় দেহ্বরণ ও তীহার দেহতাশ্যের সংকল্প-এসব তীহার জ্ঞানেব অস্থিতার জ্ঞাপক নহে। ছার্মধানের ব্যবহারে ঠাকুরও বাহ্ল হইমা গলায় দেহ বিদর্জন করিতে মিরাছিলেন। উহা কি ঠাকুছের জ্ঞানের অপ্রভার গোধক ? ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'মা সেন, বাপ গেল, ভাই গেল শেষটায় কিনা মা ছালরের হাতে এত মল্লগা দিচ্ছিন ?'। দে বল্লগা ভোভাপুরীর পেটের বল্লগার মতাই ঠাকুরের অসহনীয় বেয়ধ হইয়াছিল।

ত ওক্ষানীর ব্যবহার তাঁহার প্রারকথারা নিয়ন্তিত হইয়া থাকে। জানসন্কালেই তিনি মৃক্ত হইলা যান। তাঁহার সেহে ক্সিং প্রারক্ষণে বিচিত্র ব্যবহার করিতে থাকে, কিন্তু তিনি ঐ স্ফলে সম্পূর্ণ নির্মিণ থাকেন।

'যোগিনো ভোগিনে' কাপি ভ্যাসিনো

শ্বাসিশোহলি বা।

জান নোকোন সন্দেহ ইতি বেলাফডিণ্ডিফ ॥' —ব্যবহাৰে জানী যোগী, ভোগী, ভাগী বা হাগী বনে হইদেও তিনি এসৰ কিছুই নন। তিনি জানেন, 'আমি ব্রশ্বরপ।' জানকালেই তাঁহার মোক অবধারিত হইয়া গিয়াতে এবং তাঁহার আর পুনর্জয় হইনে না।

'মুকক বাবহাবন্ধ আছিবাসনগা কতঃ। শ্ৰান্তিনাশেহপি সংবাবাধ্যন্তিদৃক্তিতে থলু॥' ( বৃহঃ বাঃ সাল )

— দেহা মুব্ছি দিয়হিত জী বমুকের ব্যবহার
আভ্যাদেশ তঃ প্রভাত্তির সংস্কার ছারা হাইবা
থাকে জান ছারা আছি মই হইছা গেদেও
তাহার সংস্কারের গ্রন্থান্তি দেখা বাহ , উহা ভর্জিত
বাজের আছে। উহা ছারা কোন ব্যবন উৎপন্ন হয়
না, কেবল প্রারহভোগনা এই স্পানিত হয়।
জানীর লৌজিক ব্যবহারও নানাপ্রস্কারঃ
রাগী কলিং বির্ভোহনতঃ

কুমোহতঃ শান্তিয়ান প্রঃ ৷ প্রাবহসভাগনানাত্য

কণং লক্ষ নিরুষক্তে 🖟

(বুহ: বা: সার )

— শ্রারকবৈচি এরবশতঃ কোন জানী রাণী, কেই বিগ্রন্ত, কেই জোগণরায়ণ, কেই বা শান্তিমানরপে পুতীর্মান হন! জ্ঞানীর সক্ষণ নিরপণ করণ যায় মা।

তবে একবিং কি প্রকার ?

'ব্রহ্ম যাদৃক্ ভাদৃংখন ভবেং বিহারিবােম্বতঃ।
বােধােহতঃ লকনং,ভক্ত বেধিক স্বাত্মসান্ধিকঃ ॥

বৃহঃ বাঃ সাগ্র

– চিদ্রেশ রেশ যে প্রকার, জানপ্রভাবে বিঘানও প্রেকারই চিদ্রেশ হইরা থাকেন। অতএব সমাগ্রভানই অর্থাৎ রেশাব্যভাবে সাহিতিই বিবারের একথার সকল আর ঐ জ্ঞান সলা সংক্রিকে অর্থাৎ ক্সংবেল।

প্রারঞ্চশতঃ জানীর রাগ্যদিই বা হইবে কেন, তগুরুরে জাগার্য বলিজেচ্ছেন :

'ব্ৰহ্মাত্ৰোধহাত্ৰেৰ শা**হ্ৰাৰ্থন্ত সমা**স্থিতঃ।

বংগাদ্বঃ সক্ক কামং ন ভস্তাবোহপ্রাধ্যতে ॥\* ( বৃহঃ বাঃ গাব )

— বৃদ্ধা থাকে ভাহাতেই জ্ঞানতারাই মোক্ষ,
এই শাস্ত্রার্থক হার্থক হার্থক বার্যার মোক্ষ,
আর্থক সার্থক হার্থক বার্যার আভাসরপ
আর্থান বাহিত ) রাসাদির ক্ষম্পুতি যদি হয় তো
হউক, ভাহাতে কোন ক্ষপরাধ হয় না, ক্ষথান উহা
আনের ব্যাধক নহে।

জ্ঞানীর দেহতাাগেগও কোন নিধ্ম নাই :
'নীকোপ উপবিষ্টো বা ক্ষাণ্ডো বা বিল্ডুন্ ভূবি
মৃচ্ছিতো বা ভ্যক্তবেষ পাণ্ডন প্রাতিন সর্বধা #'
(পঞ্চদশী)

—ব্যাধিপ্রস্ত হইয়া, মৃক্র্বিজ্বার, নীরোস
শরীরে, আসনে উপবিষ্ট হইয়া বা ভূল্পিত হইয়া,
বে ভাবেই তবজানীর মৃত্যু হউক না কেন. ঠাহার
আক্রজানের অভাব হয় না বা মৃক্তির কোন বাধা
হয় না, কারণ তবজালেও তাঁহার 'আমি এল্ব'—
এই জ্ঞানটি অভবে স্প্রশ্রে অর্থাব নংশ্লাবরূপে
থাকে এইছয় তথনও তিনি মৃক্র।

ন্ধনি ঠাকুর ছিলেন পর্বভাবের মৃতিবিগ্রহত্বরণ।

সর্বভাব ও সর্বধর্ম নিজ্ঞ জীবনে সাধন করিয়া, সর্বন্ধনিই অন্ধিনে এক অবি এই বিভান একায় লুভিডেই

পর্যবদিত হল —ইহাই তিনি স্বামীজীর কণ্ডে বসিয়া

সকলকে শুনাইরাছেন অভ্যান জীবতে হইলে

তাহা আমাদের স্বামীজীর মুখে শুনিতে হইলে

শাক্তাবৈত্বাদ বিব্যে ঠাকুবের বাণীও অন্তর্ভুতি

তলীয় প্রিত্ন লিজ স্বামী সার্লানন্দের লেখনীমুথে

লীলাপ্রস্ক্রণ গ্রেম ব্যিত হইয়াছে। অপরাপ্র

সকলেও আপন আপন গুনারাছন। অগ্রাহান্ধারী

ঠাকুবকে ভিন্ন ভিন্ন জাবের পতিপূর্ণ বিশ্রহ ক্রপেই

দর্শন ক্রিরাছেন বা ব্লিরাছেন। স্ব্রেই 'The

Master as I saw Han'—প্রভুকে বিনি স্কেমন

দেখিলছেন বা ব্ঝিয়াছেন তিনি দেইজপেই ভাঁহাকে বৰ্ণনা করিয়াছেন।

এইদ্বন্তই ভক্তপ্রবর বামচন্দ্র দর্বের সহিত কঠ মিলাইবা বলিভে ইচ্ছা হয়—

শ্রীষ্ট্রাপুর ছিলেন—

বৈদান্তিকদের পর্যাহংশ, ভক্তদের অবভাব, ভাস্ত্রিকদের কোলভার্চ, নবরদিকদের বৃদিকচ্ডামণি, বাউলের গাঁই, বৈষ্ণবদের গোসোই, কর্ডাভকাদের আলেখ, লিখদের গুরু নানক, মুদলমানদের পর্বাহর, গ্রীষ্টানদের বীশু ও ব্রাহ্মদের ব্রস্ত্রানী।\*

উল্লোখন ১০৬২, দাল্পন ও চৈত্ৰ সংখ্যার বর্তমান লেখকের 'কামী বিশেকানক ও অবৈতব্যাণ'-নীগক প্রথক্ষারি প্রিপুরক এই বর্তমান প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে 'পাক্রাকৈ করাম' সম্বন্ধে আলোচন। আছে। উল্লোখন পরি করিবার পর এই প্রবন্ধী পাঠ করিলে পাঠকবর্গের কুমিছা ইইবে।—লেখক

## **मृष्टि-**स्रष्टि .

#### স্বামী ধীরেশানন

মর্যালা-পুরুষোত্তম ভগব'ন শীরামচন্দ্রের একনিগ্রন্থক মহাত্মা ভূলদীলাদ কর্চিত রামারণে (বামচ্বিত্যান্সে) একটি স্বৰ চিত্ৰ উপস্থাপিত করিয়াছেন। মনোনিবেশপুকি দেখিলে উহার বিশেষ তাৎপর্য অন্নভূত হয়। দীতা উদ্ধার্মান্দে সাগ্রে সেতুংভনপূর্বক বিরাট বানব্যাহিনীসহ ভগ্যান লক্ষায় অপসিয়াট্ন ও শ্বেপ'সস্হ তিনি 'ছবেক' প্ৰতোপৰি বিরাজ করিতেছেন সময় রাজি। বন্ধ-প্রবর স্থগ্রীবের অঙ্কে শিবঃস্থাপন করিয়া ভগবান মুগচর্মোপরি শহান পার্যে উপবিষ্ট বিভীষণ কানে কানে মন্ত্ৰালানে বত বালিপুত্ৰ অসম ও ভক্ততে ভিন্ন ভাৰ বিষয় প্ৰায় পাদসংবাহনে ব্যাপ্ত। প্রাণের ভাই লক্ষণ হন্তে ধহুধারণ **ক্রিয়া বী**রাসনে ভগবানের প\*চ'তে উপবিই। উধের নীল মভোমগুল বিমল চক্রকিবণে

উদ্তাদিত ইঠাৎ চক্রের দিকে দৃষ্টি নিম্পে করিয়া চন্দ্রগণ্ডলে কলন্দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র সকলকে ভিজ্ঞাস। করিলেন, চন্দ্রে এইরপ কল্ড কেন, ভালা ভোমরা সকলে বল।

'কহ প্ৰভূ সসি মহঁ মেচকভাই। কহত কাহ নিজ নিজ মতি ভাল ।' — চল্লে কলম কি 'কবিমা হই'ল ভাহা ভোষৰা আগন আগন বুলি অভুগারে বর্ণনা কর

'কছ স্থাবি স্থনছ রঘুরাস সাস মত্ প্রগট ভূমি কৈ বাঁা দ্বী।' প্রথমেই স্থাবি বলিলেন—হে রঘুনাথ! চল্লের উপর পৃথিবীয় ছামা পড়াতেই এইকা দেখাইভেছে।

বিতীয়ণ বৃদ্ধিকন,

'মারেউ রাহু স্মিহি কং কোই !

উরু মই প্রী আমতা দোই ।'

ক্ষে অর্থাৎ বিজীবণ বলিলেন,—চক্রকে রাভ গ্রহাদ কবিবাছে, তাই তার হুদেশে কালে! ধার।

'কোউ কহ জব বিধি রতি মূপ কীনহা সার ভাগ সমিকর হবি লীবহ'। ছিন্তু সো প্রগট ইন্দু উর মাডী' ডেহি মগু দেখিঅ এত পরিছাই "।'

প্রকার কেই । অঞ্চল , ধলিতেন— কামনেবের বীর্তির ম্থনির্মাণকালে একা চলের সাজ্ঞাগ ধরণ করিয়া নিয়াছেন। উহাতে বতির ম্থ ফলব হইরাছে, কিছু ভাষাতে চল্মার কারে ছিত্ত হইরা স্থাওয়াতে ভাষার মধা দিয়া আকাশের কালো ছারা দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

'প্রেন্থ কর গরল বন্ধু সৃসি কেরা। অতি প্রিয় নিজ উর ধীন্ত বসেরা॥ বিষ সংজ্ত কর নিকর পদারী। জারত বিরহবন্ত নর দারী॥'

এইবার প্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলিক্ষেম তাঁহার নিকের দৈছান্ত,—বিষ চন্দ্রের প্রির প্রাভা (সমুস্তমন্থন-কালে উভরের উৎপত্তি, ইচা পুরাণপ্রসিদ্ধ)। ভাই প্রিয় প্রাভাতে স্বলম্যে স্থান দিয়া বিষয়ক কিরণস্থ স্থার, চল বিরহী নরনারীগণকে সন্তাশিত ক্রিয়া থাকে।

সর্বশেষে 'বৃদ্ধিমতাং ব্যক্তি' আজনের প্রন-কৃত শ্রীহন্তুমানের পালা জাসিল। তিনি ভগবানের একান্ত ভক্ত। তিনি ব্যান্তিন,— 'কৃত হতুমন্ত স্থান্ত প্রান্ত

স্সি ভূমহার প্রিয় দাস। ভব মুর্জি বিধু উর বস্তি

দোঈ স্থামতা অভ'ল।
— অৰ্থাং তে প্ৰভূ । চল ভোষাৰ বিশ্ৰে দান,
অতি থিছে ভক্ত। দে তোমাৰ মনোহৰ নবচুবাদলগ্ৰামল কৰা নিত্ৰৰ হলতে আন কৰিছ
থাকে। ভাই চক্তে এই স্থামতা (কন্তঃ) দৃই

ব্ইতে**ছে**।

কাহিনীটি বড়ই সুন্ধর ও কুতুহলোদ্ধীপক।

হাবীব, বিভাইং, ছল্পা, ভগবান দার্গাচন ছরং
এবং হর্মান সফলেই চলের কল্পাবিষ্যে স্বাস্থ্য
বিচার প্রকট করিলেন। সকলেই বৃদ্ধিপান,
বিচারশীল ও সভাবাদী। কিন্তু উপ্পান্তর
দিল্পান্ত পরক্ষর বিরোধ দৃষ্টিগোচন হইলেছে।
ইয়ার কার্ব অফ্সদ্ধানে বোঝা বাদ্ধ যে,
প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনা অর্থাৎ
সংস্থাবাদ্যায়ী চল্ড নর্শন ও বিচার করিয়া বিভিন্ন
দিল্পান্তে উপনীত হইগ্লাছেন।

বালিনিগৃহীত স্থাবি বাজ্যার। ছইর। বর কিন অংশব তংগ পাইর ছেন। সম্প্রতি বালি-বধ করিয়া ভগবান উঁহাকে স্বাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন এত। স্থাবি কিনিয়ার রাজ্য বটে, কিন্তু অধিক ভূমির প্রত্যাশা সর্ব রাজ্য বর্ণেরই সাধারণ তর্বল্ডা ভাই ভিনি চন্দে ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর ছালা দেখিলেন

বিভাষণ সর্বজনসমধ্যে র'জসভামধ্যে রাবণের পদপ্রভারে ধকরিত। অব্যানিত ও বিভাগিত ভইয়া তিনি ক্রায়ান্ত্র করণ লইষাছেন। অন্যান স্কেয়ে সেই অপদান, সেই তৃঃপ্রানের মত বিভ চইয়া রহিষাছে। তাই তিনি বিশালেন চত্তাক রাজ মার্লিয়াছে, স জন্মই চক্ষার জ্বারে সেই মারের কালো দাগ

বাহিপুত্র জ্ঞানত পিতৃত্ব ও বাহ্য সরো।
স্থানে ভাষার নিদাকণ তৃণধরপ ছিতা। তাই
স্কেনার ভাগ চন্দের স্থানরে ভিনিছিল ও তন্মধা
দিয়া আকাশের কালো ছালা দর্শন করিলেন
অধ্নের স্থান স্থানের ক্লেরের ক্লের স্থান্য দরাও
বৈরভাবের কালো হালা সন্মাসন্ম দ্যান্দর।

ভগবান ইংরামচন্দ্র প্রিরতমা রৌ সীভার বিরুদ্ধে নিজে জভীব স্থাভর। ভাই সীভাবিরহাভূর প্রভূচভকে বিবহবিষসভাপের প্রয়োভকনপেই দর্শন করিলেন।

নাস বহুখান নিজে ভগবাম শ্রীরাযচন্ত্রের একনিও ভক্ত। তাই ভিনি খ্যামল রামরগ হানরে ধ্যামকারী ভক্তরপেই চক্তকে দর্শন করিবেন।

দেখা ৰাইতেছে সকলেই ব ব ভাৰনা অৰ্থাৎ পূৰ্বসংস্কাৰ্থাৰ প্ৰভাবিত হইলা তদছুলপ চল দৰ্শন কৰিতেছেন ও তাহাই ভাষাৰ ব্যক্ত কৰিতেছেন।

ভাগবতেও দেখিতে গাই,—অগ্রন্ধ বলভত সহ ভগবান শ্রীক্লক মথুবান্ন মহারাজ কংসের বলভূমিতে প্রবেশ করিবার কালে সভাগত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন বটে, কিল প্রত্যাকেই ভিন্ন ভাবে। বথা—

শৈল্লানাখননি নৃশিং নর্বরঃ
ন্ত্রীপাং করে। নৃতিমান্
প্রোনাখন কলনোখনতাং কিভিত্তাং
শাতা ক্ষিত্রোঃ শিশুঃ।
নৃত্যুক্তিভিগতে বিরাভবিহ্বাং
তবং পরং যোগিনাং
বৃষ্টীগাং প্রদেবতেতি বিদিতো
রকং গতঃ নাগ্রজঃ॥' (ভা:—১০।৪৩.১৭)

—ব্রহালয়ে মল্লাকের নিকট যেন তিনি লাজাৎ
মাশনি অর্থাৎ স্ববিধ্বংশক বজ্লাপে প্রতীয়মান
হইলেন। স্বজনসাধারণের চক্ষে তিনি প্রক্রবশ্রেষ্ঠ, সমবেত নারীগণের দৃষ্টিতে তিনি অপূর্ব
রূপবান্ স্পরীর কামদেব, গোপগণের নিকট
তিনি ভালাদের অজন, চুইরাজকুলের নিকট
তীতিকর দুওবিধানকারী, পিতা ও ঘাতা—
বস্থদেব ও দেবকীর বাৎসভারসপূর্ব গ্রেহার্জ
দৃষ্টিতে কোমলাক শিলু, ভোজপতি কংসের
নিকট সাক্ষাৎ প্রাণান্তকারী মহরাজ, অবিহান্দিগের নিকট বিরাট পুরুব, যোগীদের দৃষ্টিতে
পর্মতত্ত এবং বৃভিদিগের সমক্ষে পর্দেবতারপে

আবিভ্তি হইয়া ভগৰান শ্রিইফা জাইবাল বলদেব সহ মহারাজ কংসের রুজভূমিতে এবেশ করিলেন।

বিষয়টি একটু বিচার কবিষ দেখা প্রায়েজন বভার আকাশে ভাগীৰ যে চন্দ্র দর্শন করিলে অপর সকলেও সেই চন্দ্রই মর্শন করিলেন কি! অথবা তাঁহারা প্রত্যেকে যে চকু দর্শন করিলেন অপর সকলেও সেই চন্ত্রই দর্শন করিলেন কি! না, ভাহা করেন নাই, কারণ প্রত্যেকেরই জি ভিন্ন চক্র দর্শন হইবাছে, তাহা ভাঁহাদের উল্লি হইতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। প্রজ্যেকেই বাৰ উত্তে সংখ্যার ও ভাবনা অহহায়ী তে দৰ্শন করিয়াছেন ও ভাহাই ভাষাৰ বাজ ভাঁহার। সকলেই বথার্জানী। মধুবার মহারাজ কংসের রজসঞ্চে স্যাগত সকলের প্রীক্ষঞ্দর্শনের ক্ষেত্রেও এইরূপ বল ৰাইতে গাবে। অৰ্থাৎ দেখানেও সকৰে আপন আপন ভাব অনুষ্যী ভিন্ন ভিন্ন প্ৰিক্ষা দর্শন করিয়াছেন ৷ স্কলে একই মুর্তি দর্শন করেন নাই।

देमनिक जीवत्मक चामवा दाशिक भारे दा-वस्रक चामि अक्कारन दावि, चभारत क्ष्मभ दार्थ मा । चारात्र रम बाहा दावि, चामि काहा दावि ना । अक्टे वस्र वा हाम अक्षिम दाकार दावि, दाटे वस्र वा दाम चभन्न ममहा चामत्रभ दावि।

পরক্ষর মিত্রভাবাপর হুইটি শান্তবভাব ভঙ্গননীল সাধ্ হুবীকেশে তপল্লা করিতেন বিন ভঙ্গন ধ্যান বেদান্তবিচারাদি-সহায়ে সেধানে ভাঁহারা কালাভিপাত করিতেছিলেন। শীতকান আসিল। ফুবীকেশে অত্যাধিক শীত। তথন একজন অপরকে বলিলেন, —'কি আছে এথানে? চলু দেশে (পাঞ্চাবে) যাই। এখানে সত্রে ভীড়। এক টুকরা ক্টির কলু সত্রে

কুরুরের মত দাঁড়িরে থাকা! হত কট! চল, দেশে মাধুকরী ভিক্ষা ক'রে থাব ও দান**ন্দে** গাসভজন করব। আহা । মাধুকরী ভিকার লঃ কত পবিতা। ওল আন না থেলে কি ভলনে ঠিক ঠিক মন সমাহিত হয় ? এখানে দৰে গৃহস্থদের দেওয়া কত বোর কামনা-র্ফনার আছ। 'ইভ্যাদি। ছই বদু পাঞ্চাবে চৰিছা গেলেন। শীতের সময় নলোভানে পুরিষা বেড়াইয়াছেন। মাধুকরী ভিকা কবিরা ধাইয়া ধ্যানভল্লনও কবিয়াছেন। এখন শীত শেষ হইয়া আংসিল। গ্রীয় সমাগত , এই সহয় পাঞ্জাবাদি দেশে ভয়ানক গরম পড়ে। তথন ঐ সাধৃটিই বভুকে বলিতেছেন, 'চল, এখান থেকে চলে মাই। কি আছে এখানে । কোন बाधुमच भाहे, किছू बाहे। हादिनिएक क्ल्य গুর্ছ। সাধুদর্শন করতেই পারা খায় না। চল রাই ধ্রবীকেশ। আহা । **ভাষীকেণের** মত রারণা আহে ; অমন অভ্যবিদা, পতিত গাবনী, কুলুকুলুনাদিনী গঞ্চাদশ্ন—দেবতাতা। হিমালয়দর্শন, পবিত্র উত্তরাধণ্ড! ফত সাধু দেবানে, তাঁদের সক, আহা! সত্তে ভিকারও ৰভাব নাই। মন সেখানে পভাবতই আপাঞ্ মা বাবে। চল হ্বীকেশে চলে ঘাই' ইত্যাদি। তথন আবাব হুই থকু স্বীকেশে চলিয়া আলিবেন।

দেখা যার, মনই ভাল-মন্ধ করনা করিয়া
আধাদের বাদরনাত নাচার। আর আমবা
দেই ভালে নাচিরা হয়বান হইবা পড়ি। সব
দনের থেলা। অ্থ-তৃঃখ, ভাল-মন্ধ, মান-অপমান,
আদা-মৈরাভা—সবই মনের্ই কর্ম-মাত্র,
ইন্নামকালীন মন বেরপে কোনত বল্ল
সামাদের সমুখে উপস্থাপিত করিতেছে, বেন
অবন হইরা আমবা তাহা সেইকপেই ধশন
করিতেছি বা ভানিতেছি। মন বধন নাই

(বেমন সুধ্থিতে ), ভখন সে সৰ ৰভ কে'থায় ? আবার জাতাং ও স্থপ্নে মন জাসিয়া হাঞ্জির হওয়, মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সব ভাল-ম<del>ন্দ্র</del> পদাৰ্থ বেন কোখা হইছে 'আ'সিয়া উপস্থিত হয়। তথন মন যে বস্তকে ভাল বলে, আমরা ডাহাই ভাল বলির গ্রহণ করি: মন ধারাকে মন্দ বলে, আমিরাও ভাল এরপই ভাবি। মন:কল্লনার স্থে স্থেই স্ববস্তার উলয় 😸 মন সি:সংকল্প হইলেই সর্বস্তাবিলয়। কল্পনার পূর্বেও বস্তা ন'ই এবং কলনাবিত্তির পর্ও ভাগা নাই কেবল কল্পনাক'লেই বস্তুর স্থিতি স্বপদ (র্থ ধেংবল এয়াতীতিক প্রতীতিকালমাত্রকায়ী। স্বপ্নে বিশ্বস্থাও, প্রহনক্ষর, চন্দ্রপূর্য, অগণিত জীবফল্প, কত কিছু আৰ্মবা দেখিও ভংকালে সেগুলি স্ব সত্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু অপুত্রকে উহার কে:পার মিলাইয়া যায়, উহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। স্বপ্রধার্থ স্বপ্রশানের পূর্বেও ছিল নাও অপুভাগের পর্ও থাকে না৷ উহা হতকণ দে<del>থা বাহ, ততকণই উহার হিতি। অর্থা</del>ৎ প্রতীতিকালদাত্ত্রায়ী। ইংগ্রেই বেদান্তের পরিভাষার প্রতিতিক বা প্রাতিভাসিক বন্ধ वना बहेश शहक ।

হপ্রবিচারে ভীত ষ্ট্বার কোন কারণ নাই।
কারণ তার। ইইলে স্টিরইস্থন্যাধানে
আনাদিগকে বঞ্চিত ইইতে ইইবে। নিজের
প্রত্যক্ষ অন্তর্ভ অবস্থাপ্তলি লইয়া বিচার
করিবার অধিকার অম্যাদের অবস্থাই আছে
নতুবা কে কি বলিয়াছে তাংগই "বাকা'-কাকাং
প্রমণ্ন্" বলিয়া মানিয়া লইয়া 'আয়েনিব নীয়মান গ্লারা। কাছে অয়ক্পে পড়িয়া
চর্ম দ্ধণাপ্রত ধ্ইতে ইইবে। অপ্রে এক দ্রেষ্টা
আমাতেই যাবতীয় দ্ভের প্রতীতি ধ্ইতেছে।
আপ্রতে আলিয়া কিয়ু আম্মারা সে অবস্থার দ্রা ও দৃষ্টের অধ্যক্তক (মিধ্যা আবেশিতক) স্পষ্টই ব্ৰিতে পারি। এইরূপে জ্যগ্রতের ভট্ত এবং দুখার্ডে বিচারণীয়

দেশ কাল বস্তা সবই আমাদের মনেরই কল্লা বা বিলাস্থাত। এই ভত্টি ব্রাইবার ক্ষমুই যেন করুণাময় ভগবান উ\হার অপূর্ব সৃষ্টি-इहमात्र भरता आमारतत कीवरन এहे अक्षावकांति ইফা নিঃস্কিন্ধরূপে সকলেরই প্রত্যক্ত বে, অথের দেশ কাল জীব জগৎ আং দি বৰ কিছুই আমাদের খাঁর সামর্থ্য নিমিত। স্বাংক্যোতি: স্কল্প এক আনিই তথন বিভাগন এবং আমার জ্যোতিতেই উদ্রালিত হইয়া বিখ-ব্ৰহ্মাণ্ড ইহকাল পরকাল, পাগ-পুণ্য, জীব-ঈশ্ব চিত্তপটে ভাগিয়া উঠে আনিই দেখানে বিহাট ব্ৰহ্মাণ্ডনিমাতা-ব্ৰহ্মা। স্বপ্নে আমার সাম্ব্যা কি অপরিসীম জাগ্রতে আদিয়া কিন্তু আমরা ঐ নিজ সামর্থ্য ভূলিয়া হাই। জারংকালীন স্টিব্রজ্ঞস্মাধানের চাবিকাটি ঐ স্বপ্রাব্যায় পাওয়া যাইবে জাগ্রৎস্থিও স্থের ন্যায় আখারই মনের বিলাসমাত্র অর্থাৎ আমাত্রই জ্ঞানের বিলাদমাত্র কারণ, আমার কলন হইতে আমি কথনই ভিন্ন নহি। এই তব্টি সভা হইলেও ধারণা করা কঠিন ৷ অন্যদিকাক পুষ্ট স্থদ্য হৈতডেদের প্রভাবে ( দংস্ক'রবশত: ) আমর৷ আমাদের সহজাত এই জাগ্রং-কৃষ্টি-কর্তত্ব কল্লিড ব্রন্ধাবিফুশিবাদির উপর শুন্ত কবিয়া নিশ্চিত ১ই ও সংকটকালে পরিজাগ পাইবার আশাম উচিচাদের আরাধন্যে ব্যাপ্ত হই অথবা ভবস্তুতি এবং বসনাপরিত্থিকর নানা ভোগ্য দ্রবাসভার উপল্য দিয়া তাংগদের धामक्रका नाएक द अस साजून हरे। कि अप वे नव দেবদেবী, একলোক, শিবলেংকাদ ক্লন্ত্ মুলেও (হ'আমি', 'চেডন আমি'। 'আমি' না দাকিলে এ স্কল কিছুই নাই। প্রমাতার প্রথম

অভিদ্ব স্থীকার না করিলে প্রথাণপ্রথেমবিবারক কোন অন্তসন্ধান ব প্রাকৃতিই হই তে পারে বা ('সিদ্ধে হ্যান্মনি প্রমাত্তির প্রথিথেসোঃ প্রমাণা- হেবলা ভবতি।' — (গীতা, শংকরজার প্রকাশ আমিই করিয়া থাকি ও স্বর্গিতেও স্বাভাবের আমিই জ্ঞাতা বা প্রকাশক স্বর্গিকোলে স্বাভাব হুইলেও 'অন্মি' থাকি। স্বভ্রাং আমা হইতেই স্বাক্তর উদ্ভব, ইহা সহতেই অন্মিত হয়। আমিই বহুরূপে প্রভীত হই।

'আনি' বাচেতন আগু হইতে এই জগং-প্টে হইল কি প্রকারে—এই শকার উত্তরে बाद्यन्तराष्ट्री देशकाश्चिक्त्रभ दश्लम (य, नित्रदृद्द পরমাণু হইতে ঈশ্বর এই ২েটি রচনা করিরাছেন কিছ নির্বয়ব পর্মাণু ইইতে সাব্রব গুল ক্ট অসম্ভব। উপাসক হয়তো বলিবেন ঈশ্বর স্বয়ং প্টিরণ হইয়াছেন। কিন্তু ভালা হইলে ঈশ্ব পরিণামী ও বিনাশী হইবেন। জড়বজর স্লায় পরিণামী ও বিনাশী ঈরার হইতে পারেন না অভএব চেতন হইতে সৃষ্টি কেবল ভানাস্থক, প্রতীতিমাত্র, ইহাই স্বীকার্য—বেমন এলে তবক, সূর্যে কিরণ ইন্ড্যাদি। সৃষ্টি চেন্ডনে কেবল একটা কুরণ বা প্রতীতিরণ, স্থান্ত্রণ নহে। সৃষ্টি চেতনের বিবর্ত, অর্থাৎ এক চেতনই সুর্বন্ধা প্রতীত হইতেছেন যাবা। এই প্রতীতি সভা বা অসন্ত্য কিছুই নহে—উহা অনিবচনীয় মিধা। হতরাং চেতনকে ঘটনির্যাতা কুলালের ন্যায় নিমিত্তকারণ বা মৃত্তিকার ক্লায় উপাদানকারণ বা উর্ণনাভির ভার অভিন্ননিয়ত্ত্বেগাণানকারণ —বস্তত:, এদৰ কিছুই বলা হাছ না। জিল্লাস্থকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সময় সময় এ সব কথার অবভারণা করা হয় মাত্র

স্থাকালে যেমন একই আগা স্থান্তী ও স্থান্ত্রালে প্রতিভাত চন, ও গতেও সেইপ্রকার

থক আত্মাই নষ্টা ও দুলাকারে প্রতীত हरेएएह्न। प्रायुक्त कीत, क्रगर ও द्वेश्वत এককালে মুগপৎ উৎপশ্ন হয় ও উহা সাজিচান্ত। ছাত্রংকালের জীব, জগৎ ও ঈর্বরও ৬জপ হুমুঠৈতন্যের উপর অবিস্থাবশতঃ যুগপৎ উৎপন্ন ও দ্যক্ষিয়ারা প্রকাশিত ভটতেছে, স্থের কাৰ্যকারণভাব, পিড়াপুত ইভ্যাদি এক্ট্কালে উৎপন্ন, জাপ্তাতেও তত্রগ। দেশ-কলৈ, পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল-সবই জাগ্রতে এক শাল্যার্ট বিভাব বা মাহিক স্পন্নমাত। স্থ বতক্ষণ দেখা বার ততক্ষণই সেই বল্প আতে বলিয়া মনে হয়, জাগুতেও ভাহাই। সর্ববস্তুই কাডদতা অর্থাৎ জ্ঞানকালেই উহাদের সন্তা, খনাকালে নহে। অৰ্থাৎ সৃষ্টি কেবল প্ৰতীতি-नानमाज्ञहादी नेधदुरुष्ठे कशर विजय किन्न बा**रे** धरे पृष्टिनोइडरे कारमञ्जू हरूप नार्थक्छ।। ইহাই অধৈতবেদান্তোক-

'দৃষ্টি'শষ্টিবাদ'

-দৃষ্টি অর্থাৎ মনের বৃত্তি বা কল্পনার

শমকালে ঐ কল্পনার অথকাপ কণ্য একট মিধ্যা প্রতীতিরূপ প্রতি এবং তদ্ধপ দর্শন ও কথন। বস্তুতঃ বাহিরে বস্তু কলিয়া কিছু নাই। স্থাপ্রেমন বস্তুতঃ কোন বস্তু না থাকিলেও মনই সব কল্পনা কপ্রিয়া থাকে ও দেখানে বাহির ভিতর বলিয়া অনুভব হইলেও দে সবই মনের কল্পনা-মাত্র, জাগ্রদ্ব্যবহারেও দেইরূপ।

'নান্তি প্রতীত্যবসরে ন পুরা ন পদ্যাদ্

আশ্চর্যমেতদবভাতি তথাপি বিশ্বম্।

যথ, কিমছুত্যিবেহ মহেলজালং

যায়াবিকল্লিডমপি প্রভিজাসতে হি॥'

দুখ্যম'ন বিষয়সকল প্রতীতিকালেও বন্ধত:
নাই এবং প্রতীতিব পূর্বে বা প্রেপ্ত নাই,
ভথাপি এই দৃশ্ব-প্রতিভাস হইভেছে, কি
আশ্চর্য মহ। ইকুজালসদৃশ এই জগং মারা হারা
কল্পিত হহলেও স্তাবন্ধর ন্যায় প্রতীত হয়,
ইহা কি অজুত।

মধ্যে তুলসীদাসকৃত হামায়ণের ও ভাগবতের পূর্বোল্লিথিত গুলে বেদান্তের এই অতি উৎকুত্ত সিদ্ধান্তই ধ্বনিত হইতেছে নাকি ?

#### বালাকির ব্রহ্মজ্ঞান

#### স্বামী বীরেশানক

শ্রীরমেকৃষ্ণ মঠের প্রকীণ বিদৃগধ সম্রাসী।

স্বামী ত্রন্ধানন্দ শ্রীরামকুক্ষের বাদীসমূহের একটি দংকলম করিছাভিজেন। উহা 'শীশীগাসকফ-छेनरमन भारत अवि (छा**हे शुक्काकार**व छक স্মাকে বছল প্রচারিত ৷ ৰোনা যায়, মধন তিনি ক্ষত উপদেশসমূহ নিপিবঙ কবিতেছিলেন তথন ব্ৰমবশ্তঃ কিছু খালন বা জ্ঞাট ঘটিয়া গাভিলে শ্রীরামকুঞ্জ স্বর্য উল্লেখক দর্শন দিয়া বলিতেন-'প্রে, ওরণ লিখেছিল কেন ? আহি তো ওরণ বলিনি, আন্ধি এইকপ বালছি' – এইকপে তাহ সংশোধন কবিয়া দিতেন ব্ৰভৱাং এই উপদেশ সমতের প্রায়াশিকতা সন্দেহাতীত। ঐ পুস্তাকের প্রথম অধান্যের নাম রাখ, হইমান্তে 'আ**স্থান্তান'।** ভাছাতে সর্বপ্রম উপদেশটি এই প্রকার — মাতৃৰ আপনাকে চিন্তে পাবলে ভগ্ৰান্তে চিনতে পাবেন' তৎপর ডিনি বলিয়াচেন -""আমি কে" এটি বিচার করতে আমি বলে কোন জিনিদ পাওয়া যায় না। শেবে বা গাকে ভাই আহা বা চৈড্য। আগর আমির দ্র ছলে ভগবাম দর্শন দেন।'

শ্রীরামরুক্ বলিয়াছেন—'মান্থ্য আপনাকে
চিন্তে পারলে ভলবান্তে চিন্তে পারে।'
বিষয়টি বিচাই। চিন্তে পারা অর্থ জানা ভালা
হইলে কথাটার অর্থ হইল এই যে, মান্ত্রম নিজেকে
জানিলেই ভলবান্তে জানিতে পারে। নিজেকে
জানা অপার 'আমি কে' ভালা জানা আর জগনানকে জানা অর্থ এই বিশ্বপ্রাপ্তের অন্যপতি
জগনতে গলমারকে জানা। প্রথমটিকে
জানিলেই ঘলি দিউ'স্টিকেও জানা যায়, ভাল্ হইলে এই তুইটির পরক্ষার সহস্ক কি দুইটি বক্ত যদি অপন্তি কানও হইবে, একথা কেইই দীকাব কবিবে না। একটি গকতে লানিকে তাই ইইবে ভিন্ন একটি নৃষ্ণেরও আনে ইইনা হাইবে, ইরা একান্তই অয়োজিক ও প্রভাক প্রমাণবিশ্ব কণা। কিন্তু বই ফুইটি বন্ধ অভিন্ন হয় তবে ভাব একটিকে লানিলে অপর্যাটিও লানা ইইন্ন মান্ত একথা বলিলে কোন দোব হয় না। একটা অভিন্ন বন্ধই কোন কাবণবলতঃ তুইবাপে প্রভীত্ত ইইভেছে মান্ত—এনপ ইইলে তুইবাপে প্রভীত্ত ইইভিন্ন মধ্যে একটিব বনাই ইইন্ন যান্ত ও কিন্তু বন্ধটিক জান সক্ষেত্ত ইইন্ন যান্ত ও কিন্তু বন্ধটিক জান সক্ষেত্ত হইন্ন যান্ত ও কিন্তু বন্ধটিক জান সক্ষেত্ত হইন্ন যান্ত ও কিন্তু হুজিলকত। শ্বিধানকৃষ্ণ ভালার এই বাণীভে কি ইহাই ইন্নিত কবিভেছেন যে, জীব ও ইশ্বে

'আমি কে গু' 'ঈশর বা এথ কি গু' 'লগৎটা কি'—এই দৰ প্রাথ্য দ্যাতন। উপনিবদে এই দব প্রশ্বে সমাধান ঋণিতা নান উপাত্থে কণিয়াছেন দেখা যায়। 'কৌবীতকী' উপনিবদে এই বিবছ-গুলির দমাধান মনোবম আখায়িকার দলায়ে কিরপে আলোচিত হইষাছে গুলা আম্বা

বালী ব্রন্থের বিলোকি বেলারি শান্ত যাগের অধারন করিবাছের। উপাণবাতের তিনি ক্রমিপুর। নিজের আন্নের গিলে তিনি যথেষ্ট সচেতন এবং শেজন তার যথেষ্ট গর্মক ছিল তথ্য, অধ্যাস ও উপাদনাবলে ব্যলাকির মন ব্যর্থনের। ইত হইর শুদ্ধ গানিসলক একটু গর্মক ক্রতিব্যক্ত বিভাগন ছিল ব্যলিয় তিনি ম্বার্থ ক্রভেত্ত্বক বিভাগন ছিলন। তিনি ছিলেন প্রাণোপাসক। সমষ্টিপ্রাণ ব প্রান্থাকেই তিনি মিবিলের এছ ও ব্যঙ্কি শরীরে নাসিকারি ছেহসঞারী প্রাণবাযুকেই ভিন্নি জ'বাল্যা বন্ধিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিত্ত ছিলেন। গবিত লোকের বভাবই এইবুল যে, সে সকলকে নিজের আানের উৎকর্ষ খ্যাপনের জত ব্যাকুল হট্য়াউঠে। বালাকির কেতেও ইহাত বাজিক্স ছিল না। দেই সময়ে কাশীরা**জ অ**জাভগক্রর দেশ-বিদেশে খুব নাম। ভিনি বিশ্বন্, অধ্যে শাস্ত্রপার্ক্স, বিনয়ী, সেবা-প্রায়ণ, সংস্কী, বিছোৎদালী, দর্বভূতহিতে রড ও ডছ্জ। তাঁর প্রশংগা সকলের মূখে। 🕮 🕸 🖲 ঈশ্বকুপায় মন্তৰ ও 'ন ও'ৰ ব্ৰশ্বজ্ঞান্ত কাশীবাজের ক্রয়ন্ত্র ছিল ভিনি ছিলেন সার্থকনামা। ব্ৰহ্মকৈত্বভাৱে স্প্ৰতিষ্ঠিত ছিলেন বৰ্ণয়া অন্তবেও কাম ক্রেধি মোহ অজানাদির কেশমান **ভা**হাতে ছিল না এবং অ্বপন পৌৰ্বীবাদি প্ৰভাবে ৰাহিবেও সৰ্বশক্ৰণকে ডিনি পদান্ত করিয়া রাখিগাছিলেন : ভাই বাহিৰেও ভাঁছার শক্র কেহই ছিল না। জাহার অজাতলঞ্নাম দ্বার্থ ই সার্থক হইয়াছিল।

পর্বলোজাৎপর প্রাণোপাদক এই 'দৃথ্য'
দীয়জান্থবিত ভবত বাশ্বন বালাকি একদিন
কাশীরাল অভাতন্ত্রর নিকট আদিয়া উপন্থিত
হইয়া বালকে—'মহারাজা ভনিয়াছি তৃষি
তত্ত্তান্থাতেজ্ব, আমি তোমাকে ব্রন্ধ বিবরে
উপদেশ প্রাণান করিব।' প্রন্ধা ও বিন্যায়িত
রালা বালাকিকে ম্থাম্থ স্মানপূর্বক আচার্বের
আসনে ব্যাইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।
বালাকি বলিলেন—'এই দৃশ্বনান আদিতামণ্ডলাত্বর্গত প্রবই ব্রন্ধ। তৃষি ভালার উপাসনা
কর।' বাজা বীয় হণ্ডোবোলনপ্রক বালাকিকে
নিরক্ত করিয়া বলিলেন—'এই উপাসনা আমি
পূর্বেই অবগত আহি ব্যার আলিভাপ্রবের এই
উপাসনাহ ফলও আমি স্বাপ্রবেপ জানি ইহা

এপালান নছে। অভংগর হলি আবে কিছু উদ্ভৱ বিষয় অপেনার জানা থাকে তবে ভাহ বলুন।\* ভগ্ন ব্লোকি আদিত্য, ১জুমা, বিভান, মেবমুখুল, বায়, আকাৰ, অন্ধি, জল, দৰ্পন, হাছা; প্ৰতিধনি, শব্দ, বলু, খেছ, দকিবাহিদ, বামাহিদ -এই বোড়শ উপাধিবিশিট একোলস্মার কথা পর পর বলিকেন। প্রাভবারই রাজা এই ওলাসনাও ভাহার ফল আমি পূর্ব হইতেই অংগণ আহি। অত্যপর যদি কিছু জানেন ভবে তাং বদুন'— এই বলিয়া ঠাহাকে নিজে ক'বলেন বালাকি কিন্তু এড়াড়ডিড়িক্ত আর কিছু ডল্ জানতেম মা। ভখন তিনি লজায় মাধা (ইট কৰিয়া ব্সিয়া বুট্লেম ৷ প্রএক্টির্ রাছ৷ অভাত-জ তথ্য বালাকিকে বলিলেল—'ছে আখণ খাপনি আমাকে বুধাই উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। আলালনাত ব্যক্তিরের অভিযান বুলা। আলেনি প্রমুখ্য না জানিয়াও 'ন,একে ভর্জ মনে কবিলা ৰূপাই প্ৰ প্ৰকাশ কবিলাছেন ও "আমি ব্রম্বিষ্টে উপ্লেশ প্রদান কবিব" এইরপ ইফ প্রকটাকিবিয়াছেন: ছে বালাকি ৷ ইহা নি।কঙ-হপে জানিবেন যে, জীব্জগতের কারণ একমাত্র ব্ৰদ্ব বালাকির মন্ত্র এক ছিল। ডিমি নিজের তুল বুরালা অত্তথ্য হট্লেন ও স্বিন্তে স্মান্তিতে বাধার নিকট ক্রজাপক্ষে কার্থনা ক্রিলেম : রাজা বলিলেম—'ভাহা হইজে পাবে না ৷ আপনি বৰ্ণশ্ৰেষ্ঠ কাৰ্যণ, আবে আমি 🖚 জিয়। আমি কখনই আপনায় ওজং আপন প্রাহণ করিতে পারি মা। কিন্তু হেথিতৈছি অপেনি স্বল, নিৰ্ণট ও তত্বজিজাত্ব। ভাই আপনাকে আমি ঐ বিষয়ে থলিব ছিব কবিয়াছি। ইহ যদিও বিপরীত ব্যাত, কৈছ যথাৰ্থ ঋষালু ছিজ্ঞালে কখনই প্রত্যাম কারতে না**ই।** সাপান আচাৰ হুইরাই থাকুন। আমি আপনাকে এক ব্যৱে ৰাল্য '

अज्ञानात विश्वाम छेरलाह्मार्च नकाकाकाङहरी বারংকিকে বাজা ছাতে ধ্রিয়া উঠাইলেন ও खाँहा(कं जहेंप्र। **चक्दःशूर्य टा्र्स् कविस्स्य।** বালাকির দ্যজান ছিল যে, সম্কী প্রাণ বা भूभाष्ट्राष्ट्र उस ७ वर्ष्ट कीव्यवस्य खानहे भीवास।। তাঁহার এই প্রম দূর করিব,র জন্ম বালাকিসহ রাজা অন্তঃপূরে একটি স্বয়ুপ্ত পুরুষের স্মৃশ্ उप इत व्हेंशा बजिल्ला -'दह बाला कि! श्रुख পুৰবের চকুবালি ইপ্রিপ্রমূহ বিদীন চ্ট্রা গেলেও তার প্রাণ িশ্ব থকা করিতে ধাকে, উহা विनीन इस ना। जी (१९४न, जह इसूश भूक्याँ। দৰ্শনভাদখন হত হট্যাও কেম্ন নিৰাণ প্ৰবাদ 'क्रेश' कविराजाह । यदि श्रीनष्टे सीद एव छर्टर ন্যম ধবির, ভা কিলে প্রাণ নিশ্চয়ই **অবাব দিবে** ট এই বলিরা বাজা প্রাদের শাস্ত্রপ্রদিদ্ধ নামদমূহ ( সোম, জাজন, বুহন, পাভয়বাস ইভালি ) দারা প্রাণক আহ্বান করিতে লাগিলেন। লো**কটি** কিন্তু ভালাতে জাগিল না, ববং পূর্বের ক্সায় নাসিক। গর্জন করিতে লাগিল। ওপন রাজা ভাহাকে একটি যাই হ'বা ভাতনা করাতে সেই বাজি বাযুর ভাভনায় ভন্মবৃত বৃহিৎ জনমের ক্লার শীরেই জাগিয়া উঠিল - রাজা বলিলেন---'দেখুন, প্ৰাণ বোধহীন, ভাই ভালাকে নাম ধবিহা ভাকাদের দে লাগিয়া উঠিল না ৷ ইন্দ্রির-সংখ্যা চেতন বাস্থাই শীব চিডের লাভাগ-সহ অংকারই জাপ্রতে সর্বশ্রীর বাপ্তে হ**ইরা** পাৰে। উভাই ই জিল বালা বিষয় ভোগ কৰিছা ধাকে। ভাহ ধেই আপনি কওঁ ভোকা জীবালা বলিয়া লাভুন।' প্রাণাল্ডবাদী বালাকি ইহা ভূমিয়া অভি বিভিত্ত ভূমিকতার হট্যা রহিলেন। ইহাই একজান এইরপখনে করিয়া আর কিছু ভিনি ভিজাপা করিলেন না গালা কিন্তু তাঁচাকে ছাড়িলেন মা। কারণ বালাকিকে রান্দাপদেশ কবিতে তিনি প্রতিশ্রণ **শ্রদাশু বি**নয়াগিত

মন্দ্রী নিজ্ঞাপ্ত কিছু নিজ্ঞালা ক এচে না পা হৈ**লও** ভা**ংকে হিছোপদেশ** কউন, হতা শান্তের বিধান।

বাজা নিজেই এখন প্রব উত্থাপন ক বিলেন—
'হে বালাকি! বে কর্ডা জোকা জাব স্বস্থিত
হইতে উপিড হইল, লে এডকন কোনায় ছিল
এবং কোপ হইতেই বা লে আগত হইল, সুম্বিতে
তো বৃদ্ধি ছিল না, কোণা হইতে ওহা দিবিয়া
আসিল?' বালাকি ইহার উত্তর আনিভেন না।
তথ্য রাজা স্বয় এই প্রপ্রের উত্তর দিতে
লাগিলেন:

(एहं अर्था कश्नाकांत स्वयानां स्ट्रेस्ड নিৰ্গত ক্ট্ৰান্ডিলমূক সৰ্বৰঙীৰ পাৱিব পঞ্চইয়া আছে। অহংকার উপাধিক আলা জীবরুণে এই হ্রদয়েতে অবস্থান করেন। তিনি নাড়ী महास्त्र नर्व≖दीद बाश्च इहेदा हिन्दिप किंव बाजा ভারাৎকালে বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। জাগ্ৰভের বাহ ভোগপ্রাণ কর্ম কীণ হইলেও সংবাবেশে কৃষ্ম ভোগদায়ী কর্মভাগ প্রদানে ভিনুধ হইকে উক্ত জীবই ৰগাবৰ আহি হন। প্রপ্রভাগপ্রত কর্মন কর হট্লে জ জাব পুনবায় ল্পরে শংকুটিভ ছট্য়া থাকেন ট্রাই স্ফুরি অবস্থ তথ্য ইক্রিকসমূহ নাড়ীয়ের প্রবিট হইয়া প্রমান্দ্রাতে বিদীন হইয়া পছে। প্রমান্যা বস্তুং স্চিলান<del>স</del>্থকণ। ডিনিট্ অজ্ঞানকাৰ অংকোর ৰারা পরিভিছের ছইয়া জীবকরেপ প্রভীয়মান হন। জখন দেই জীবই নানা কৰ্ম্য কণ্ড এফৰ ভাজা रुत्र । **काटार व प**रप्रश क्लान कर्य कत्र रहेरन जे **অহংকারই স্কারণ অ**জ্ঞানে বিলীন ধইয়া পড়ে এবং জীৰ প্ৰমাত্মদৃহ একডা প্ৰাপ্ত হয়।

সুষ্থিকালে সর্বায় ও অংসঃদৃশ প্রাণে বর হর, এরণও বলা হইয়া থাকে। প্রাণ শন্ম বায়ু ও পরমান্তা উজয়েরই বাচক। দৃষ্টিভেলে সর্বন্তু প্রাণ বা প্রমান্তাতে লয় হয়, এরণ বল,

মাইতে পারে। অুষ্ধ পুরুরে ইঞ্ছির ও বিষয় সকল প্রাণে লয় হয়, নিকটে উপস্থিত ব্যক্তি এটরণ দর্শন কয়েন। কারণ ভগন একমাত্র क्षार वहरे किया पृष्ठे रहा। किस इरक्ष चित्र वा कि খনে করেন যে, ঐকালে এক পদৈত পরহান্মাডেই স্ববিভ বিলয় ঘটিয়াছে। কারণ ভাষ্ট দৃষ্টিতে তথন প্রাণও ছিল মা। ক্ষুপ্ত পুরুষের অভিপ্রায়ক লক্ষ্য করিয়াই সর্বশাস্ত্রে পরমান্ত্রাতেই ষ্ণান্ডের লয়ের কথা বলা হইরাছে। হুডা 'इपृश्चिकारन कीर काशास दिलीव हहेग्राहिल এবং কে;বা হইতে আগত হইন'—পূর্বোক্ত প্রায়র ই ধাই উত্তর ষ্ট্ল যে, ক্রুপ্তি কালে জীব পরম জ্ব-স্হ একাকার (ভাগাক্যাপর) হইরাছিল শহংকারণই জগতের অন্তানে বিলয়ের নামই জ্মুখি ক্রুখিক লীন অভয়েনামূত প্রমাখা হইতেই পুনবার জীব জাতাদদশায় আলেখন ক্টিয় থাকে, মন্ত্ৰী হহতে বিচ্ছুবিত বিচ্ছুকাঞ্চল ক্তান আগ্রাজে সেই প্রমান্ধা হঠতেই প্রাণ, ইভিয়োদি, ইভিয়ে ডিখানী অহাাদি দেবত একল ও বিষয়সমূহ উদ্ভৱ হইর। থাকে। ইং ই প্রভি ষ্টীবের প্রাতিবিক ( মিল মিছ ) মৃষ্টী।

দর্শাধারণদীকৃত আব এক প্রকার কাইপ্রক্রিয়ার কথাও শ্রুতি বলিছা থাকেন , উইছা
আকাশাদিক্রমে বলিজ। প্রসংখ্যা ইইডে আকাশ,
বায়ু, ভেল, ছল, পৃথিবী,—এই জ্বেম ক্ষম ভূতক্তি
ভব্পর উইছারা প্রকারত ইইকে ছুল, ভূত ও
ভৌতিক বিষয় দকল উব্পর্য হল ইত্যাদি। দর্শপ্রাণীর কর্মক্রম মহাপ্রকর ঘটিয়া গাকে প্রবায়
জীবকর্মের সমূত্রম ইইলে প্রমেশ্র ইইছা থাকে
বিষয়ে জন্মত আছেন স্থাই ইইছা থাকে
ইহা এক মত। প্রশান্ধারণ এই প্রকার ক্ষিক্রমের
বিষয়েই অবগত আছেন —প্রোক্ত মতে প্রতি
জীবের লাগ্রত হপ্ন ভোগপ্রাদ কর্মের ক্ষর ইইলে
ক্ষুদ্ধি নামক প্রস্থা হত্যা থাকে ইহাই বেদ স্থা

শাল্লে নিভাপ্রলয় নামে কণিভ। পুন্রার ভোগপ্রদ কর্মের উদ্ধবে জাগ্রাদবন্ধ ও ভৎসহ সর্বলাধ্যের নিভাই ফ্রিছর

স্টিক্রম বর্ণনা আতিব উদ্বেশ নছে। মিধা।
স্টি কি প্রকারে হইল ডাছার প্রতিপাদনে শতিব
আগ্রহ নাই সর্বত্র আইছেকছ প্রতিপাদনেই
শতির তাৎপর্ব অহৈছেকছ প্রতিপাদনেই
স্টির কথা পূর্বোক্ত ছই প্রকারে কল্পনা করা হয়
মাজা। জীবের প্রাতিশিক স্টেই হউক বা মর্বসাধারণপীকৃত মহাক্ষিই হউক তাহাতে কিছুমাত্র
আগ্রহ শতিব নাই, অহৈশই এক্সাত্র ডব্ব, ইহাই
শতির প্রতিপান্থ বিষয়।

বিশাল রাজপুরীতে প্রবেশের জন্ত মত্ত্রে একটি বিলাট আকাববিশিষ্ট ফটক বা সিংহছাত্ থাকে। পুরীর পকাতেও একটি ছোট যার शास्त्र । अधूर्यत चात्र सर्वमाशास्त्रक छात्रास्त्र **জন্ম। পশ্চাতের ছোট খাবটি অভঃপুরস্থ বিবিট্ট** রাজন্থেরকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন পুরীর সংয়েগভাবে রাজদর্শনার্থ নিত, ব্রু জনস্মাগছ धनः अत्यन्तराय बानाकारन निवाहीसम्ब करतात्र নিয়ন্ত্ৰণ পাকায় অনেকের ভাগে,ই বাহ্যদৰ্শন সহলে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু সামিকক কেহ কেছ পুরীর পশ্চাতে অবস্থিত ছোট লাভাবসন্থনে অবিলখেই বাজদর্শনের দৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। সেইরল 'প্রাভিত্তিক হাট' ব। 'দৃষ্ট-মৃষ্টি<sup>\*</sup> প্রক্রিয়াবলম্ম স্থিতার অতি স্ক্রেই ভত্তানি ল'ভ কবিয়া ধন্ন হইয়া বাকেন। অপর পর্বদাধারণ পরিজ্ঞাত হাহাস্টি প্রক্রিয়াবলগ্নে প্রাথমত: 'জ্ং' পদার্থের ধোগন অর্থাৎ ভাৎপর্ক-নির্ণয় ও ভংগর 'ডং' পদার্থের শোধনানস্কর মহাবাকোর বিচার-সহাত্তে জাইলাভ বিশ্বন্থ খটির থাকে। হতথাং রাজা ল্রাড≃ক্র বালাকিকে অনায়াদে অভি অলকণ্ডের মধ্যে প্রভাগ, বন্ধ বৈদ্ধকর জ্ঞানে স্বপ্রতিষ্ঠিত করাইবার

উদ্দেশ্যে এই 'দৃষ্টিক্টি' প্রাঞ্জিয়াই অবলগন করিকেন।

দৃষ্টি—শর্থাৎ আহংকার মনোবৃদ্ধির উপরে
আজান ও পৃথিকারারবাদে আজার বিধয়াকার সৃত্তিব
উদয় ও তৎকালেই বাজদেশে প্রতীতিকালমাত্র
শারী ভূতভৌতিক বিষয় সকলের স্থাটি। সর্ব জগৎ
ও বিষয় সকল কেবল একটা মিগ্যা প্রতীতি মাত্র
সভ্য একমাত্র স্থাবিভামান জীবের স্থাভিদানন্দ
শরপটি যাহা জীব মন-বৃদ্ধি-আহংকারাদির বিলয়ে
পূর্বভাদারা অঞ্জব করিয়া থাকে।

বালা অঞা চৰক্ৰ বালাকিকে ব্ৰন্ধতন্ত বোধনের নিমিত্ত একমাত্র হৃষ্পু আবস্তার বিচারই পর্যাপ্ত হনে করিয়া লাকাৎ বাৰ ক্ষুত্ৰ প্রনগৰে जामग्रमपूर्वक हेशहें स्थाहेंसम स्व, युर्धकारन যে অজান বিভয়ন, সেই অজানেই ওৎকালে **मर्वमृत्र श्रार्थ (एड. हैं:श्रिय, यस, वृद्धि, का**हरकात প্ৰভৃতি বিকীন বা কথা চট্য়া খাংক। পুন: কোগপ্রদাকর্ম হার প্রেম্মিত হটয়া জারাতে সেই **महरकादाण्टिके भूनः धानिकान क्या। महरकात** ৰাবা অৰ্থজ্ব চেতন আকাও তথ্য কর্ডা ভোকা-রূপে প্রাকট হ্ন জোকা আলে, হইডেই ক্রণ: ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াভিয়ানী দেবত প্রুল, ভোলায়তন দেহ ও বাছ লগৎ বিস্তার লাভ করে। ইলাইট নাম প্রাতিশিক-ক্ষী বা 'দৃষ্টিক্টি' নিভাই এই ধ্টি কৃষ্প্তিকালে অফানাবৃত প্রমাক্ষাতে বিদীন চ্টতেছে ও জাবকর্বলে নিভাই উহ ভারতে भूमः ऋहे वां चाविष्ट्रंक इट्टेएएए। खुक्यार জীবই স্বয়ং এই স্বগতের স্বাই স্থিতি ও প্রানয়কর্তা। **रे**शरे (वनारवाक "नृष्ठिच्छिराम" वा 'अक्कीव्याम' ।

মুবৈশ্বৰালী অন্য একেখন পংযোগৰ জগৎ-কড়া, যিনি ফীৰ হট্ডে ভিছ ও সৰ্বজীবন্ধগড়ের মিয়াম্বৰ-পূৰ্ব পূৰ্ব সংস্থাৱ ক্ৰভাবে এটা ধাইশা ব্ৰহান বা কলংগত ১১লব বৰ্ণল হট্যা ধাকিলেও অজাতশক্ত ভাহার উল্লেখ মাজ না করিখা ওপু প্র অবম্ব কটা বাংমাজ্যাদের যালাকির পতি চর ৯৫ ইয় দিলেন প্রবুপ্তকা**লে এক** আঙ্কীয় অনেক্সর্প ৭ যুটে অকুভুত হন प्राधिक व्यक्तकात दावा व्यवक्रिय इट्ट्रेग्राट् দেই অংকা আগ্রেডে স্বন্ধারে ব্যাধা **চ্**ইয়া রাজা বলিলেন--ছমুত্তিকালে এই शाहकम । के'व वेश्यार्ख ব্বংকার, কণ্ডা ভোক্তা একাকার হট্রা, বিজীন হত্য গাকে ও বংহা হট্তে জাপ্রতে পুনরার অভিডি হয়, ভাষ্ট এক অভিতীয় ব্ৰহ্ম বা প্ৰথান্ত্ৰা, ইহাই দ্বীবের প্রেমাধিক স্বরুল। বাল্যাক্তের ভিত্রি এই ভত্তই নিশ্চিসকলে অনগত ২২.৩ উপদেশ দিলেন - এরং বালাকিও সীয় বিভাগৰ পৃথিভাগে পূৰ্বক নি:স্ক্রিয়ালে এই তত্ত স্থাক্ অবণত হইয়া কুডকুডা হইলেন।

দেখা যাইভেছে, শ্বিমান্থত এই কথাই বলিয়াছেন—'বিচার কলে "আমি" বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে, ডাই জ আন চৈতক। "আমার" "আমিছ" দূহ হলে ভগবান দেখা দেন।'

মন-বৃদ্ধি-আহংকাচাদির বিলয় ছটিলে এক অধিতীয় আখাই থাকেন। তাহাকে জানাই নিজেকে জানা। উহাই ভগবদ্দর্শন বা ক্রন্ধ দর্শন

### 'देश क्षिप्रदिवनीय . '

#### ক্রমী হীরেশান্ত

শ্তি নিজমুগে **পো**ষণা কবিয়াছেন— ইহ চেন্বেদীৎ অধ সভামতি, ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিন্তী: --' (কেন উপ: ২)৫)

—এই জীবনেই যদি একজান হয় তবেই
বান্বের সভাপতি হইপা, সে ধার ইইল
এই ক্ষেলাজ ন কইলে মহান বিনাশ অর্থাৎ
চলীর্ন সংলারগতি অব্যাহত বহিল ৷ সুভরাং
বিংকলী পুরুষণণ স্থাবরজন্ম সকলের মধে ই
এক ব্যাত্র সাক্ষাৎকারপূর্বক 'আমি অংশার্থরূপ সংলাবরস্কুন হইতে নিব্র হহরা অমুভবিজপ
হলই ইইয়া যান —ইহাই শুন্তি চান ৷

সংলার ভূথের আগেল। ইহা স্থ্তন-বিভিত। গু:খনিবৃত্তি সকলেবই কাষা। কিন্তু লে ছাংবনিবুলির উপায় কি ? সুবঁথ কৰি চুংব-বিষ্ট্ৰের জনুই খাসুষ লোকিক অলৌকিক ৰত ভাৰেট (ড ১৮১ট) কৰে, ভাৰ দ্বারা কিছু হুলংর ভাগত লক নির্ভিত কথন কথন **টে**লেও উহার অ বার আ**সিয় হ'ভির হ**য় ট্রানুর স্ট্রাও ্যন ভ্রান। অভ ১ব উস্থেক টুক্টিক ছংশ্মিপুতি ধলা যায় না। ছংখেব বিবোধী সুখ ভাই মালুব সুখপ্রাপ্তি ছারা হুংৰ , ব অ'ৱৰাৰী নানা উপ্তি মুধ্যবিং, লি কছা রাণ্ড বিষয়লাভ ও ভোগে সে সুখ পায়, কেইলনা হিখয় সম্পাদনে (স কভাই না উদ্**গ্রীৰ** ! কিন্তু বিষয়পুথ ও ডে ছ্ডাইয় না! কেণ্ gg ৬ পরঃ ডুংল আদিয়া ত'হাকে মুকামান স্বিচ ুল শ্ৰে সেই ভায়ে লে ল্ল কাভার। ৬ বু মাজ্বৰ পৰ্মহিতৈথিকী আছবিত ককণা-শন্বৰ চটায় সুখলাভ ও জুংখনিয়াভিয় উপায় বলিভেছেন -'ইছ চেদৰেদীৎ ।' এই জাবনে এই শ্বাবেই যদি একাকে জান তবেই বাজিও দুৰ্বপ্ৰাপ্তি ও দৰ্বদুংশনিস্তি ঘটৰে। কাৰণ একাই জীবেৰ স্বৰুণ।

ব্ৰহ্মজ্ঞানে তুঃখনিবৃদ্ধি হয় কেন ?
প্ৰশ্ন হইছে পাবে, ব্ৰহ্মকে জানিলে অৰ্থাৎ
ব্ৰহ্মত ন হইলে তুঃখনিবৃত্তি হইবে কেন ?
তু.খ বাজ্ঞব, কচ স্তা। ইহা সকলেবই
অহতুত। কোন স্তা ৰস্ত্ৰই তো জ্ঞানছাৱা
নিবৃত্তি দেখা বাম না স্মুখস্তি বৃহ্মটিকে
আমি জানিশাম। কিন্তু কই, সেই বৃহ্মজ্ঞানহ ব সেই বৃহ্ম বা অনু কিছুব নিবৃত্তি বা বিনাশ
তো ঘটিল না, বৃহ্মটিকে বিনাশ কৰিছে
ইইলে ভাহাতে অগ্নিশ্যোগ্রূপ কিয়াব
আবস্তুক হইবে, কৈন্তু যখন মন্তান্ধক'লে কৈ
বৃহ্ম আমাব পুরুহন্ম হয়, তথন জ্ঞানোকাদিব
স হায়ে কি বৃহ্মজ্ঞান হইলে সেই জ্ঞানের ছারা
০ পুরুষ-দ্রুভ্তি দ্র হুইয় হ কে, ইং, প্রত্ত শ্না

#### দ্রঃখ কল্পিড:

ততরাং জ্ঞানের হারা কল্লিড বস্থারই, আজিরই নির্নিত হইতে পারে, কোন বাশুব বপ্তর নহে। এইতি বলিয়াছেন এক্সজ্ঞান হার লুংখনির্ভিত্ত কথা। অভ্যান হুংখ আখাতে, অ মার কর্লে নি<sup>ন</sup>ি, ৬ই কড়িত, উহ বাশুব হুইডে পারে না।

'দাস্তারোপিত সংসাথে বিধেকার তু কর্মতি:
বজ্জ বোপিত সপে ১ ঘট খোষালিবর্ততে ॥
— ভ্রান্তিবশত: আস্তাতে জারোপিত সংদারতুং বিচারপ্রস্ত জান দ্বাই নির্দু হয় কোন

কর্মের ছারা নতে, কারণ ছফ্ডে কল্লিও স্প্
কি ক্ষনও ঘণ্টাবালনালি কর্মমারা নিবৃত্ত
ক্ইমা থাকে গ তাহা ক্ষনই হয় না।
এক্ষাত্র বজ্জনেই সেই কল্লিভ স্প্রেবি
নিব্তিক।

বক্ষকে অথাৎ আল্লাকে জানাই সংদাব-সুংশ হইতে শবিত্রাণ পাইবার একছাত্র উপায়

ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। এক্সকে নাজানিলে বিনাশ অর্থাৎ সংলায়চকে পুনংপুনং আবর্তন অংহশ্যস্তারী পুরাণ বলেন, চ্রাশীলক যো<sup>†</sup>ন ভ্ৰমণ কৰিয়া ভবে জীৰ মনুয়ালেই শাপ্ত ইয় আচার শৃহরও বলিয়াছেন—'জ্ডুনাং নরজ্যু চুল্ভ্য সুৰ্ব প্ৰাণিদেহের মধ্যে এই সমুখ্যনে হ আংপ্রিডই গুল্ভ মনুয়ুশরীর জণরিমিয়োব সংগ্ৰেট সৃষ্টি এই শরীরেট ভিনি জীককে बिटबक, जनमहिवहाटबद 🖜 फल्लूमाबी अर्थ ক্রিবার যোগ্যতা ধিয়াছেন, যাহার সম ক্ উপ্ৰোগণহায়ে জীৰ সংঘাৰবন্ধন হইতে মুক হট্য়া পুরুষ নক্ষয় স্বাহ্মপ্র অবস্থান করিছে শাবে একবার খান্ত যোগিতে জন্ম হইলে সংস্থেচকে খুৰিতে খুৰিতে খাবাৰ কৰে মনুয়ু(দৃত্ক) ভূত্ত(ব ভোছার (কান নিশ্চয়ত ২০ই , সেইজাৰুই 🖄 ভি বলিয়াচুন— 'ইছ ১৫৫ — অংথণিং যে মনুয়াশরীর জীব লাভ করিয়াছে ভিচাকে কথি ভোণবিলংসের যথে বিপর্ণামী ৰা ক্রিয়া এই শ্বীধেই ভক্তগৰলাভের স্থাক্ চেষ্টা কৰ্ত্তৰা

#### ভ্ৰদ্মন্থতা প্ৰান্তি কি প্ৰকার :

ক্ৰতি বলেন, বক্ৰ জোনলে ভাব বক্ৰণ হটনা হাল ইয়া কি প্ৰকাৰে দন্তৰ চইতে পাৰে। কোন বন্ধকে জানিলেই আমি ওো দেই বন্ধৰ কাশ ধাৰণ কৰি না। আমি একটি বুক্তকে আনিগ্ৰা, ভাষাতে গেই বৃক্ত ভো আমি কথ্ৰত চইন্ন কাই না। তবে বন্ধকে জানিলে জীব ব্ৰদ্ধ হইবে কিবাণে । ইগার উপ্তর প্রাই থে জীব প্রস্থাত: ব্রহ্মই। ভ্রাপ্তিবসভাই দে নিজেকে কুলু পরিজির সংসারী জীব মান কবিভেছে জ্ঞানখারা সেই ভ্রাপ্তিই নির্ম হয়। তথ্য জীব নিজেব দেই পূর্ব রগটা যেন কিবিলা পায় তাই বলা হয় জানহায় ব্ৰদ্ধপ্ৰান্তির প্রাক্তির ও নিত্যনির্ধের

পুল:লিবৃদ্ধি : ব্ৰহ্মপ্ৰায়ি কোন অপ্ৰাপ্ত বছৰ প্ৰাৰ্থ নহে। ইকা প্রায় বছরই পুন:কালি মান। প্রাপ্ত বস্তু হবন অজ্ঞানকশত: অপ্রাণ্ডের রাছ প্ৰভিভাত হয় তখন দেই ৰপ্তৰ জানংগ ल्ला क्षित्र क्रेंट्र के वे वचा लाख क्रेंन, बरेंट्र ভল্টার হয় মান্ত : কণ্ঠতিত হার জাছিবশ্য: मत्त्र क्ष छेवा कात्रावेष। शिवादक, नत्त्र गर क्छिहे बहिश्चाह्ड लिथिया लिएक बरल (बहार পাইয়াছি। বাস্তবিক উহা অপ্রাপ্ত হিল্ল। প্রাপ্তই ছিল, জান ঘারা কেবল ভালিমাঃ নিবৃত্ত হইল। অপ্রপ্রাপ্তিত ডজ্রণ। শ্রুছি ব্লেন এক পর্মানক্ষ্মাপ, কেইমগ্রহায় ছ:শেব গল্পেশযাত্র**ও** ভাতাতে নাই। কিলু ব্ৰহ্ময়কুণ হইয়াও জীব নিজেকে দু:থীবলিয় অনুভৰ কৰিতেতে, এবং সেই তুঃখনিস্থিয় কর খাশের চেষ্টার লে করিভেছে: তুং**র্বন্ধ**তঃ নিজে,ত কোমএকাপেই নাই, অথচ সে ভাগ অন্তৰ করিভেছে। সুভবাং এই চু: ४० এ৯ই দান্তি, টহাই অবশ্য বলিতে হইৰে ধে रख्डि नर्भ (कानकारलई नाहे, छाहाएँ की আনুষ্ঠি দশীন কৰি, ভাবে সেই দৰ্গি ত দ্বিধাক জানকৈ অবশুই অ'ভি বলিছে इहें(व : शूर्वहें वक्षा कहेशांच त्य, जावि

একমাত অংশহারা নির্দ্নীয়

পরস্পরবিরেগ্য বলিয়া একমার জালেকট

করে^

হত্তপ হত্তক'ও প্ৰ কৰিকে স্মৰ্থ, প্ৰস্প্ত কিবাৰী বলিয়া ভাত্তপ একমাত্ৰ জ্ঞানই অজ্ঞানের কিবল ভালমজ্ঞানীসূব নিবৰ্ভকম' -গ্লপাদিকা । এক্ডগ্ৰে স্ব্লুংগ নিব্ৰ গ্লেক্টা বলাও একটি উল্চাৰ মাত্ৰ নাবৰ হে দুখ এক্ছে কোনকালেই নাই, ভাহ গাবাৰ গুৱ হইবে কিৱাপে ই ক্ষত্ৰাং দুংগ প্ৰটিভ ভই আ্ৰিমাত্ৰ গুৱ কইল বলিতে টেৰে। এইরপে দেখা যাইভেছে কে, নিভা-

গুৰস্থাই পুন:প্ৰাপ্তি আৰং নিজা নির্দেষ পনানিবৃদ্ধি -ইচা একফাত্র জ্ঞান চারাই হয় বহুউলাগনা বা **অনুকোন** উপায়েই নকে লাচাই নবহুতি বলিভাত্তন :

'ছ'ন'ডি ব ন জানাতি **এক জীবস** জীবনন ছাৰাভি চেম হছাৰ্সাগেভাৰ জানাতি

মক্তুখন 🛚 —

নীৰ নদাই একমন্ত্ৰণ, ভাষা নে জামুক বা না লাদ্ক কৰে জানিলে মহালাভ, সংসাব কৰে হইছে মুক্তি, প্ৰমানক্ষ্যকপ্ৰাপ্তি। বাহুনা জানিলে মহাভগ কৰ্ণাং এই সংসাব-চক্ৰে বাহুবাৰ নিজ্পিউ হয়ে, এই জালিপতেওঁ প্ৰংপুনঃ প্তন।

রক্ষের স্বরূপ :

বক কিলেপ । উত্তাপ আৰু কিলেন ব্ৰহ্ম সন্কাৰ্থক । অৰ্থাং ব্ৰহ্ম সন্কাৰ, চিদ্ৰাপ ভাষানালক কৰা । তথাং ব্ৰহ্ম সন্কাৰ, চিদ্ৰাপ ভাষানালক ভাষানালক ব্ৰহ্ম না । বিষয়ে অনিবিচনীয় তালেক এই সংস্থানাল সংক্ৰিত আন্তৰ্ভা নিষ্ঠান অংশ কৰে প্ৰাণ

কংলা থাকিলে এক ফনিবচনীয় চইবেন কিপ্রকারে, এইরূপ শক্ষাও চইতে পারে না। কারণ প্রতিও বলেন -'অথান্ত আংগ্রেশা নেডি নেডীডি'। নিষ্ধেমার্গর্ট অক্ষলাভের একমার ইলায়, ইচাই শুইভির নির্দেশ। সর্ব সুল-সুক্ষ- কাৰণ প্ৰাপ্তের সবঁ দৃষ্ঠের নিধেনের অববীসূতি বৈ ফলিবিটা ভত্ত অবশেষ লাগকন, ভাচাই আজা ভবে অনিবিটা অজাকে সচিচদানন্দ বলা হয় কেন ? উভাৱে বলা যায় যে ইফারও নিবেকেই ভাৎপর্য। আজা কোন কভ পদার্থ নহেন, ইন ব্যাইবার জন্ম উভায়েক বলা হয় 'চিং'। পুনা ভিনি অসভারূপ নাহন, সেইজন্ম উল্লেক্তি বলা হয় 'দং' এবং ভিনি দুংবিদ্ধান্ত নহেন বলিছা উল্লেখ্য আনন্দ-হর্মণ' বলা হয় যাত্র

চিং: এই চিং, সং ও জানকের অনুক্ত কৈ করিয়া হয়, নে বিবাধ একণে বিচার করা যাউক এক চিদ্রুপ অর্থ ংসদ প্রকাশমান প্রবাহ্মণ। কিন্তু সদা প্রকাশমান বন্ধর জো স্দাই অমুক্তব হওয়া উচিত, ভাহা হয় না কেন ় উত্তরে বলা যায় যে, উহা সদা অমুক্ত করিণ—

'অদুই। দৰ্পনং নৈৰ ভদন্তকেশণং তথা অমস্থা স্তিদামলং ন'মক্ৰপম্ভি: কুড: ॥'— লক্ষন্ধী ১৬/১০২ )

—প্রথম দর্শনকৈ না দেখিয়া ভাষা,ত প্রভিবিম্ব বেরূপ কেছ দেখিতে পালে না, তত্ত্বপ সচিচদান্দ্রকৃপ প্রকাকেও প্রথম অসুভব না করিয়া নামর্কণাল্লক পদার্থ কেছ জানিতে পারে না।

সব'জ্ঞানে চিৎ-এরই অলুভব :

বৃদ্ধ বিষয়াসূত্ৰ কিছু দেই , অন্তব্ৰে বাম্য প্ৰাতিব্যাত বিষয়াসূত্ৰ বিষয়াসূত্ৰ বিষয়াসূত্ৰ কৰিছা মনে কৰি । সূত্ৰাং আমবা বৃদ্ধকৈ আনিয়াও বেন জানিছেটি না সৃদ্ধীয় সহায়ে ইছা বৃবিধার (৪ই, করা হাউক। আমি একটি পূলা দেখিতেছি। কেবল পূলাই কি দেখি। বা, ভাষা মহে আলোক বিনা পূলা দেখা হায় যা, কাবণ

অস্কারে সম্পত্ পুলাও দৃটিগোচর হয়ন 🦠 'ষৎমত্ত্বে বৎসত্ত্বং ফদসত্ত্বে ফদসভ্বনৃ'— মাত। পাকিলে অনু প্লার্থটির ধাকে, বালা না থাকিলে ঐ অৰু পদাৰ্ঘটিও থাকে না--দেইখানে ঐ অন পদার্ঘট পূর্বস্তর্গ। থেষন মৃত্তিকা থাকিলে ঘট আছে মৃত্তিকা না थाकिरन एटे नाहे, चळत्व एटे मृत्-कृत ৰ্তমান স্পেও আলোক থাকিলে পূঞা দৃষ্টি-গোচৰ হয়, আলোক না ধাকিলে হয় না অভত্তৰ আলোকাকার বা ভালোক-প্রিক প্র भूष्भदे चामना प्रति, उन्नू भूष्म प्रति ना। পূষ্ণবাণ উপাধি যেন আলোককে ভদাকার করিষা দিয়াছে। পুন: ঐ আলোক দেখি চকুর্ভিছার৷ সুভরাং আলোকাকার চকু বৃত্তিও অসুভব করি। চফু বন্ধ থাকিলে পুশ্প ৰ আংলোক কিছুই দেশ ৰাইবে ২ চকুরভির পশচাতে যম মা থাকিলেও অবার চলিকে না৷ মন অনু বিষয়ে হয় থাকিলে বেংলা চেংবেও আমর কোন বস্তু দেখিতে পাই না। মন বিৰয়াকার *হইলে* ভবেট শেই বিৰয়ের জ্ঞান সন্তব। এইরূপ ফালোক ৪ চকুর্তির মাধ্যে পুল্পাকার মনোরুত্তি ঐ পুশ্রুপ উপাধির অধিষ্ঠানটৈভরে কাপ্ত অংজান শাশ করিলে ভখন ঐ চৈওলোরই ভান হয়, ঐ চিদংশেরই ভান হয়, পুজোর নহে। ৰামকুণাল্লক পুজেগর একটা মিধা প্ৰক্ৰীতি বা অৰ্ভাণ্ হয় যাত্ৰ, বস্তুত: অনুভৰ এক চিং-ডম্বেরই হটয়া খাকে -ক্রেল দেখা যায় যে স্ববিষয়ে জানে এক হিং-অনুভ্ৰই ত্ইয়া খাকে। বুভি স্বল। সতা ও চিৎ-কেই বিষয় করে, নাম্রণক্ কখনই কৰে না। খটের নামরূপ কেছ কোন मिन कात्थ (क्टथ बाहै वा क्षिद्वक ना। মৃত্তিক'কেই সকলে দেখে। কিন্তু অজানী

এ বিবর জালে না। সে বনে করে হে, চ ঘট দেখিতেছে। ছৃ:খেব বিষয় এট হ আমবা এ বিষয়ে সচেতন নহি। কিছু এট অস্তব্ধ ঘেল খণ্ডখণ্ড বিষয়ে চিতেন ধ্ব খণ্ডকাপে অনুভব বাদ্ধ কুত্ব :

**अंबर यमन ७ जिल्लिशामनवाम हिं** যখন অথত প্ৰকাকার হাবণ কৰে, হল | সেই বৃহিতে প্রভিঞ্জলিত ব্রহ্মটেডর হয় ব্ৰহাবৰক ৰাণ্যক মূল অ্ভাৰ বা বাবে নাশ হইলেই ভখন পূৰ্ণ অৰও চিচ্ছায়ুছৰ হয় ৷ তংশকাং সঠবিষহু•জ্ঞান কালে*।* (ভখন) এক বাপক অৰ্থ চৈড্ৰুট অসুভৰ হইডে ধাকে। প্ৰাতি বলিয়াছো,— 'প্রতিবেণ্ধবিদিভং মতম' (কেন, টণ ১ ৭৪) অস্ত:কর্ণের প্রতি বিষয়াঝার হৃদ্ধি প্রকাশক এক বাসক হৈতবের অয়ুভরা ব্ৰসাপুত্ৰ | हेक्ट् राव्हां बका हरू ব্ৰহ্মানুভাৰ। আবাত চিত্ত নিৰ্বিকল্ল চুটাৰ न्याधि-व्यवज्ञाव क्रिहे खक्षामुख्यहे स्व। প্রভেদ এই যে, যাবহারকালীন **রমা**গুল্। নামর্বাহ্র হৈতের একটা এউডি ১ অভিভাস থাকে যাত্ৰ, সমাবি অবস্থার *ব্*ষণ্ড-ভবে সেটুকুও থাকে লা।

বৃদ্ধিতো বা স্মাধিব বুল্তি স্বা চিল ক'ত: — ইহারই নাম 'জানস্মাধি' বা 'সহজ্সমাধি'। জানীর স্মাধি স্বল স্বাবস্থ বর্তমান, ভাহার জন্ত আর (চল বা মজু করিতে হয় না

নং এক স্ব্বাপিক, স্ব প্রাণ অনুস্তেরপে তিনিই প্রতিভাত হন , মজিল নক্ষরপ এক এক্ষমুদ্রে মায়িক নামন্ত্রে বিচিত্র বিধানের নামই সৃষ্টি। তবস্তেন বৃদ্যুদাদিবিকারের মধ্যে মব্তু যেমন একমায়

হুলটু রভিয়াতে, সর্ব দুখোর হাংগ্র ভারাণ এক রক্ষাই বলিয়'তেল 'ঘট আছে', 'পট বাছে'-স্ববসূষ এইর,প স্কাসত মিলিড-इत्नहें अफ़िलाज हव पड़े कि बद्ध, हें हा ৰিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে উহা কপাল-ক্পালখণ্ডদমূহও মুক্তিক'চ্ৰ ৰভৌভ আৰু কিছু নহে। ঐ চুৰ্ণকলও শাৰ্ষিৰ অনুসমূহায়ত্ত্ৰ অনুসমূহত পৃথিবী-র্যাত। সং অভিন্ন পুথিবীওশারাও ভাল-কল্লাতা হটতে উৎপন্ন বলিয়া ডদ্ৰেণ এই-**লুণে উহাও** কাষে তেজ, বায়ু ও সর্বশেষে খাকাশতলু'এ'ৰ শ অ কাশতলু'এ'ও ৰ্হংকার হঠতে উংপর অভংকারও ক্রেমে **মুহত্ত** এবং প্রকৃতি ভিন্ন আনুব কিছুই নতে । **এই মুল** প্রতিত ব**ত্রসভা**রহিত বলিয়া মচন্ত্ৰজন্ত্ৰণ (—এটকুণে দেখা যায় যে, জগতে ধত বস্তুই আছে ভাষা সদ্ভাষাৰ।তীভ আৰ কিছুই নুহে এক ব্ৰফ্ৰণ্ড সৰ্বনাম্রপের যথা দিয়া অংমাদের নিকট প্রতিভাত **দিতেকে** কিন্তু আমরা মোহবলতা ভালা ধ্বিতে জপারণ - ঐ সত্ত, পৃথক পৃথক রত্ত্ব-<del>সমূহেরই হভ'ৰ বা ৪৯ মনে করিয়া আমের</del>। **ভ্ৰান্ত** হট্টা প্ৰণক

মানবাং বাজের সং-চিৎ রণটি স্বতি
স্বাবস্থায় সং-ভাগুলবে অনুগভরণে আমরা
ধন্তব করিয়া বাজি গল্পভরের পরিণাম
দান ক্ষা, গান্তি প্রভৃতি রুভিতে, কামকোগাদি রাজসিক ইতিতে ও অভতা, ভক্রাদি
কালে ভ্যোতনা নাজ চিত্রে সমভাবেই স্ভারত
ভূরণ ও অভিব কি হইয়া থাকে, কিছু বাজের
মানল রণটি সং বস্থায় ভান হয় না কেন গ উত্তে দুউলিভ সহায়ে বলা মাইভে পারে বে,
মারি আলোতে প্রকাশ ও উফ্তা উভয়ই
বিশ্বমান বালিলেও উহার প্রকাশ দূরব্তী স্থান ইই জেণ্ড উপদান হয়, কিন্তু অগ্নির উপ্রকার অস্তব করিতে ইইলে যেমন ছবিব নিকট ঘাইতে হয়, ছত্রপ ব্যান্তব সং ও চিং অংশের অমুত্রর সর্ব বৃহিতে ইইলেও আনন্দাংশের অমুত্রর একমণ্ড সাত্রিক, শান্ত চিওবৃত্তিতেই ইইলা ধার্কে, চিও শান্ত ইইলে তথনই অগনস্কারতের হয়।

বিষয়ান্তের সহিও সকলেই সহিচিত। বিষয়লাভের ঋণাপুক্র কভ ব্যাকুল। তখন ঐ চঞ্চ চিত্রে গুংখই আংকুভূত হয় সুখ নাহে। বিক্লণ, চাঞ্লাই ফুংগ। বিষ্ফো**ভ ব্ইলে** ভখন চিভের সেই চাঞ্জন কিছুক্ষণের জ্ঞ নাশ্ব হয় । ঐ শাস্ত অৰহা সভ্তাণের পরিলাম। এই অবস্থা অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে কংৰণ চিত্ত পুৰৱ য় অংশন অভাগৰণে বিষয়াভেবে ধাৰিত হইখা থাকে। **খে যাহা**ই হুউক, এ **হল্ল**ালিজ হী স্ত্⊗া ক্ৰ চিডে অরপানকা প্রতিক্লিত হয় উহাই বিষয়নক অংলক বাহা পদংহোঁন ই সংনক্ষ একেরই ধরপ। সূজরং বস্তুত, জীবের নিজের ধরণ इकेंद्र विभिन्न दाहा श्रुमार्क् व्यारदाशिक হইতেছে মাত্র। কিন্তু আদ্তিবশত: জীব উচা বিধয়ের সহিত মিলিট কবিয় কেলিভেছে। চিটের বিষয়াক রভা কৃষ্ণ হইকে অংগাং চিত্ত পূৰ্ণ নিবিষয় হইলে ভখন অভ্ৰে পৰিপূৰ্ণ আমিকের একাশ অনুভূত হট্য়া থাকে ইহাই যুৱাণালক ব ব্ৰহানকামুভব। বর্ডখান খ্রাভি বলিভেছেন যে এই স্কিলানৰ ষ্কুপ একুই আনি'— সংলয়বিশ্যয়রহিত এইকপ অভেদজান হইলে ভাষেট লাকে কৃতধৃতাভা লাভ কৰে ও সই সংসার্ধল্ল-স্বৃত্থে নিতৃতি হয়, নভুধা মছতী বিন্ধি:'- অনিবার্থ সংদার-দুঃধ অংসিয়া জীবকে চিরতকে অভিভূত क्षिया थाटक।

অভেগ জানেই মৃত্তি:

শ্ৰুতি প্ৰসাণ্ট্ৰকাজান স্বৰ্গৎ জীৰ ও ব্ৰক্ষের **অভে**দজানের কথাই মৃদ্ধিলাভের উপায়**কু**ণে ৰ্ণনা কৰিয়া,ডন - পুনং শভগুৰে কুছি ভেদ দর্শনের নিলাও বছ ভাল করিছাভেন। স্বথা---'মুকোঃ সমৃতু মাপুলেতি মুইছ নগমৰ পশাভি' —( কঠ উপ, ২১১১০ ১১ ) আপুণতে প্রেলকর্মী পুৰুষ পুন:পুন: স্বায়তাপ্ৰবাহে পতিত হয় : 'যানা কে বৈষ এড প্রিয়ুদ্ধমন্তরং কুরুডে. শ্বপ অন্য ভবং ক্ষবভি ,' ( তৈ উপ: ২।৭ )— মধনই মজানী এই র∵ক মলুমালে⊜ ভেলদৰ্মন করে, তথনই ভাষার ভত্ত হয় !-- ইভাালি মণ্ডেদেই *ভা*ভিত্ন ভাংপর্য না ভট্নে ভেন-क्रमीर्वेद अनेकान विका क्रियान श्रीकार्द्र है छन्ने स ₹ইতে পাৰে না, এইভয় জীবাতা ভ শ্ৰমণজ্ঞার বিজ্ঞান অভেদ বোধনেই সর্বঞ্জি লাক্ষাৎ বা প্রস্পারাক্রমে স্থয়িত 🔻 শিক্ষান্ত।

স্বাল্ধা কথা আমি। আমা হইতে তিয়
বাহা, ভাহ। আমি এই আমা হইতে অভিন
বাহা, ভাহাই আমি। বিচাহে উত্তে শপতী
কাভিজাত হয় যে, শরীর মন, ইল্রিয়ালি দৃশ্রী,
সূতরাং উহার আমা হইতে ভিন্ন এবং ভিন্ন
বাল্মাই নেগুলি অংমি নই আগ্রং মুধু
প্রশ্তী—এই শ্রশ্পরি ভিচারী অবস্থারের
মধ্যে এক বং, চিং ও আনলকাশে অনুগত্ত
আমিই স্বাধ বিশ্বমান। এক্ষের সক্ষণত প্রভৃতি
সং-চিং আনলকাপেই নির্বা কবিয়াছেন।
কোন ভেদক ধর্ম না ধাকাতে এবং জীব ও
ক্রিয়া একট সক্ষণবিশিষ্ট ছঙ্হায় উত্তেই

অভিনেবরপ, ইহা বীকার করা দাঙীত মাধ কোন গুড়ান্তর নাই

ভেদ সর্বলোকপ্রতাক্ষ। ক্ষমার্থি লোকে
ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিতেই অভান্ত তাই
ভেদসংস্কার সকলেবই এতি প্রবশ। ক্ষে
কাড়া লোকে কিছু ভাবিতেই পারে বা।
সর্বত্ঃখনির্যুত্ত ও প্রমানন্দপ্রান্তি সকলেবই
কাম্য। উত্তাপ্ত প্রের্থিক ভেদজান স্কারে
লাভ করিতে চায় জান ধারাই মুক্তি—এ
বিব্যু সকল দংশ্যিকই একমন্ত ইইলেও
এক আইন্ত ব্যক্তি অপর সকলেই
বলেন যে, ঐ জান ভেদ্ জ্ঞান মধা—

সাংখ বলেন বিচার সহায়ে প্রুটি ও পুরুষ এই উভয়ের বিবেক অর্থাৎ গার্থকা বোধই ত্রিবিংচ্থেধ্যমের স মুক্তির বেছু অক্তি ৪ পুক্ষ উভয়েই নিজা। অসম চিং ও বিভূপুক্ষ বহু।

পাভগ্নল মতে—নিৰ্দিকল সমাধি ধান।
পুক্ষের জা-ই মুক্তিহেতু অন্তাল বিহনে
ইহাব্য সাংখ্য সহ একমত, কেবল টব্ন অহিছ
বীকাল কৰেন।

ভায়, বৈশেষিক মতে—বাৰতীয় পদাৰ্থ ক্ষতি ভিন্ন অংল্ডাঃ জ্ঞান হইলেই একবিংশ্ড দুঃখ্যবংলর্গ মুক্তি লাভ হইছা থাকে।

পূৰ্বমী মাংসা মতে— বৈদিক ক্রানুটার বারা কর্মানিই মোক, একমাত উলা মী মাংসা বা বেদাকট বলেন যে, জীব ভ এক্ষের অভেল-ক্যানেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

# জীব কি স্বতন্ত্ৰ?

### শ্বামী ধীরেশানন্দ

জীব কি স্বাধীন? নিজের ইচ্ছামত কর্মাদি করিবার সামর্থ্য তাহার আছে অথবা নাই —এ-বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা সংক্ষেপে আমরা বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রে তিন প্রকার বচন পাওয়া যায়।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ বচনগুলি পরশ্পরবিরুদ্ধ। অতএব বিষয়টি বিচার্য, কারণ বিচার
ব্যতীত বিরোধ পরিহারপূর্বক সমস্বয় সাধিত
হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখা যায়, বেদাদি শান্ত জীবের জন্ম নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধের অবভারণা করিয়াছেন। যথা: 'অহরহঃ সদ্ধান্পাদীত', 'স্বর্গকামঃ অগ্নিহোত্রং জুল্থয়াং', 'কলঞ্জং ন ভক্ষয়েং' — নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা উপাসনাদি করিবে, স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র করিবে, কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না —ইত্যাদি। একজন কর্তা না থাকিলে বিধিনিষেধাত্মক শান্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যদি জীবের কিছু করিবার বা না করিবার স্বাধীনতাই না থাকে, তবে 'এটা কর', 'ওটা করিও না'—শান্ত্র এ-সব বলিতেছেন কাহাকে ? বিধি-নিষেধ পালন করিবে কে ? অতএব এই সমন্ত শান্ত্রবাকার দার্থকতার জন্ম জীবের কিছু করা বা না করা বিষয়ে স্বাধীনতা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ব্যাকরণেও বলে: 'কর্তা স্বতন্ত্রং' — কর্তা স্বাধীন।

ব্ৰহ্মস্ত্ৰেও আছে : কৰ্তা শাস্ত্ৰাৰ্থবিৱাং' (২।১।১১)।

—'জীবই কর্তা, কারণ তাহা হইলেই কর্তার অপেক্ষিত উপায়বোধক বিধিনিষেধ-শাস্ত্র দার্থক হয়। গাতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন: 'তত্মাদ্ যুধ্যম্ব ভারত' (২।১৮)

—হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ কর'। 'তত্মাত্তিষ্ঠ' (২।৩৭)

—তুমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। 'মর্মনা ভব মন্তক্তো

মদ্যাজী মাং নমস্ক' (৯০৩৪)—তুমি আমার চিন্তা
কর, আমাকে ভালবাস, আমারই জ্ঞা কর্ম কর
ও আমার কাছে নত হও অর্থাৎ অহংকারকে
নত কর। 'কুক কর্মের তত্মাৎ অম্' (৪।১৫)—

অতএব হে অর্জুন! তুমি কর্মই কর—ইত্যাদি।

জীবের কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এ-সব বাক্যের কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব জীব সভন্ন কর্তা এরং তাহা হইলেই স্বন্ধত শুভাশুভ কর্মের জন্ম জীব দায়ী হইবে। পরাধীন হইলে ভাল মন্দ কর্মের জন্ম জীব দায়ী হইতে পারে না—এইটি আমরা প্রথমপক্ষ-রূপে ধরিয়া লইতে পারি।

বিতীয় পক্ষে শকা হয়: জীব পরতম বা পরাধীন কি না? এই পক্ষে বলা যায়, সবই ঈশরাধীন। ঈশরের ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কিছুই হইতে পারে না। তিনিই সর্বভূতে অন্তর্থামিরপে বিভামান থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন। এই বিষয়ে শ্রুতি-বচন দেখা যায়:

'এষ হি এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে', 'এষ ফ্রোসাধু কর্ম কারম্বতি তং যমধো নিনীষতে'। (কৌ উপ.—এ৮)

— অর্থাং যাহাকে উর্ধবন্তন লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া দিবর শুভকর্ম করান, আর যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া তিনি অশুভ কর্ম করান। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শুভাশুভ কর্ম সব ঈশরই করাইতেছেন। জীব নিতান্তই যন্ত্রবং পরাধীন। অন্তর্থামি-ব্রাক্ষণে বৃহদারণাক উপনিষদ্ও বলিতেছেন—'যং পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্ · · · ·

· · পৃথিবীমন্তরো যময়তি' ইত্যাদি (তা গাতা২০)

— যিনি পৃথিব্যাদি সর্ব পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান
থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই
অন্তর্থামী।

ব্রহ্মস্ত্রেও বলিতেছেন, 'পরাত্ত্র তং প্রতে:'
(২০০৪১)—জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্রাদি সিদ্ধ হইতে
পারে না। সর্বকর্মাধাক্ষ সর্বকর্তা দিখরের ঘারাই
অবিদ্যাবদ্ধ জীবের কর্ত্রাদি সংসার-বন্ধন ও
তাঁহার ক্রপাতেই জীবের মোক্ষদিদ্ধি হইয়া
থাকে। অতএব দ্বরই কর্তা। গীতাতেও
ভগবান্ বলিতেছেন:

লশবঃ সর্বভূতানাং হদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রার্জানি মায়য়া॥ ১৮।৬১
—হে অর্জুন, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান
থাকিয়া স্বমায়াবলে ঈশব সকলকে যন্ত্রার্জ্বং
ভামিত করিতেছেন। পুনঃ

'ত্বয়া স্বৰীকেশ স্থদি স্থিতেন

যথা নিযুক্তোহন্দি তথা করোমি।'
—অর্থাৎ হে স্থাকেশ, সদয়ে বিদামান
থাকিয়া তুমি আমাকে যেমন করাইতেছ, আমি
তেমনি করিতেছি। আমি যম্বমাত্র, তুমিই যন্ত্রী।
ছুর্যোধনের এই উক্তিটিও লক্ষণীয়। ছুর্যোধনের
ভায় সংসারে অনেকে এইরূপ বলিয়া নিজের
দায়ির এড়াইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জ্ঞানকৃত
পাপকর্ম-ফলভোগ পরিহারের নিমিন্ত কোন
কর্ত্বাভিমানী পুরুষের দারা এই বাক্য কথিত
হয় নাই। মূলতঃ ইহা জ্ঞানলাভের ফলে নিজেকে
অকর্তারূপে অফ্ভবকারী কোন জ্ঞানী মহাজনেরই
উক্তি।

এইরূপে পূর্বোক্ত শ্রুতি-শ্বতি-আদির বাক্য-দারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বরই কর্তা এবং দ্বীব নিতাস্তই পরতন্ত্র বা পরাধীন।

जगर, त्रह, मन ७ वृक्षि-क्रि উপाधिमम्टर रा পর্যন্ত সভাত্ব-বৃদ্ধি জীবের বিদামান, ততক্ষণ তাহার কর্তৃত্ব-বৃদ্ধিও তাহার নিকট সতা। তথন ্দে কর্তা ভোক্তা—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যথন গুকু, শাস্ত্র ও সংসক্ষের মহিমায় ঐ উপাধিগুলি মিথা৷ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তথন ঐ বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশরই কর্তা, জীব তাঁহার হাতে যন্ত্রমাত্র। কথঞিৎ শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্ত কেহ, ঈশরই কর্তা ও কার্যয়িতা—এই তর ধারণা করিতে পারে না। কর্ম ঈশবের, কর্মজন্ত ঈশবের, আমি তার দাস, যম্মাত্র—এই বৃদ্ধিতে অহংকার-রহিত হইয়া এবং কর্মফলে আদন্তি ৪ অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে করিতে চিত্র যতই নির্মল হইতে থাকে, ততই সাধকের স্পষ্ট ধারণা হয় যে, সর্বকর্তৃত্ব ও কার্যিয়ন্ত্র ঈশবেরই, জীব মিখ্যাই কর্ত্থাভিমান করিয়া থাকে মাত্র। জীব ঈশবের অধীন।

ভূতীয় পক্ষতি ইইতেছে অবৈতবাদ।
শতিতে জীব ও পরমান্মার ঐক্যবোধক বহ
বাক্য দৃষ্টিগোচর হয়। যথা—'তত্ত্বমিন', 'অহং
ব্রন্ধান্মি', 'অয়মান্মা ব্রন্ধ' ইত্যাদি। এই-দকল
বাক্যের তাংপর্ম জীব পরমার্থতঃ ব্রন্ধই। ব্রন্ধ
অকর্তা, অভ্যাক্তা, নিজ্জিয়, নির্বিকার, আকাশবং
নির্নিপ্ত ও সর্বগত। ব্রন্ধের সহিত অভেদ বলিয়া
জীবও তাহা ইইলে অকর্তা, অভ্যাক্তা, নিজ্জিয়
ইত্যাদি অবশ্রুই ইইবেন। স্বতরাং জীবের
স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র কর্ত্বাদির কোন কথাই উঠিতে
পারে না। কারণ জীবাভিন্ন ব্রন্ধ কর্ত্বাদিরহিত।
জীব নিয়ম্য ও ঈশব নিয়ামক—এ-কথা আর
বলা চলে না।

এইরপে জীব-স্বাতয়া, জীব-পারতয়া ও অবৈতঞ্চতি—এই তিন পক্ষে পরস্পর বিরোধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এখন ইহার সমাধান কি? পৃথক্তাবে এই বচনগুলি গ্রহণ করিলে একের বারা অপরটি থণ্ডিত হইয়া যায়। অতএব সোপানারোহণ্যায়-ক্রমে ইহাদের সমন্বয় করাই বিধেয়।

ষাপাতদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এই তিন প্রকার শাস্ত্র-বাকাসমূহে কোন বিরোধ নাই। দৃষ্টাস্তম্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাচজন ব্যক্তি যখন অন্ধশশাদন করিবার জন্ম একত্র হয়, তখন কেহ জল আনিতে যায়, কেহ কাষ্ঠমংগ্রহার্থ অন্তদিকে গমন করে, কেহ স্থান পরিকার করিবার জন্ম সম্মার্জনী সংগ্রহ করিতে বাস্ত এবং দ্রব্যক্রয়ার্থ কেহ যায় দোকানে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল—বাহতঃ এইরূপই মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে। এ পাচ ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম একই উদ্দেশ্যে সমন্থিত। মামাদের বিচার্য স্থলেও তক্রপ।

প্রথম পক্ষে জীব কর্তা। অজ্ঞানী জীবের কর্ত্ত্বাদি-বৃদ্ধি রহিয়াছে। শুভাশুভ কর্ম সে নিজেই দায়ী ও তাহার কর্মাহুসারে ঈশ্বর তাহাকে স্থত্থ-ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অজ্ঞ জীবের পুরুষকার রহিয়াছে, কিছু করিবার সামর্থ্য তাহার আছে, ইহা সে ভালরূপেই জানে। তাই তাহারই কল্যাণের জন্ম শাস্ত্র তাহাকে 'এটা কর', 'ওটা করিও না' ইত্যাদি বিধিনিষেধ বলিয়াছেন। কিন্তু জীবের এই সামর্থাও দত্ত সামর্থ্য, নিরঙ্কুশ সামর্থা নহে।

দৃষ্টাস্তস্থরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোন বড় রাজকীয় কর্মচারী, তাহার কত ক্ষমতা! কিন্তু এ-সকল ক্ষমতাই তাহার রাজ্যসরকার হইতে প্রাপ্ত। সেই ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে সে অনেক কিছু করিতে পারে, নাও করিতে পারে। যদি ভালভাবে স্বকর্তব্য পালন করে, তবে সে প্রস্থার পায়, আর যদি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তবে সেও শান্তি পায়। তেমনি স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে জীব স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারে, নাও করিতে পারে—এটুকু স্বাধীনতা তাহার আছে। অহংকার- এবং কর্তৃত্ববৃদ্ধি-বিশিষ্ট জীব কিছুটা পুরুষকার প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তাই শান্তের বিধিনিষেধ তাহার প্রতি সার্থক।

দ্বিতীয় পক্ষে বলা যায়, বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই সর্বকর্তা আর জীব তাহার হাতে যন্ত্রমাত্র। যে মিপ্যা অহংকার ও কর্তৃত্বকুদ্ধির জন্ম জীব সংসারে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ দুংখাহুভব করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্তই পরম-কাকণিক শীভগবানের সাক্ষাৎ আজারণ শ্রতি-শৃতি-আদি শাস্ত্র বলেন : 'হে জীব, তুমি কর্ত। নও, ঈশ্বই প্রম কর্তা। তুমি নিজেকে তাঁহার অধীন জানিয়া তাঁহার শরণাগত হও এবং ভূতাবং তাঁহার কর্ম করিয়া যাও। তিনিই সব করাইতেছেন, আমি কিছু নই; তিনি যেমন করান, তেমনি করি--এইরূপ ভাব লইয়া কর্ম কর।' নিজের ব্যষ্টি অহংকার খর্ব কবিবার हेराहे अक्रुष्ठे উপায়। অধ্যাত্মপথের সাধনাদি দে পরিপূর্ণভাবে করিবে, কিন্তু অহংকার করিবে না। অহংকার আদিলেই দব মাটি হইয়া গেল। আমি এত কর্ম করিয়াছি, এত সাধনা করিয়াছি, তাহার ফল ঈশর দিলেন কোথায়?—এরপ অভিমান থাকিলে তাহার সর্বকর্ম ভন্মে দ্বতাহুতির স্থায় নিক্ষল হইয়া যাইবে।

তাই জীব অহংকার করিবে না। সাধনভজন সবকিছুই পূর্ণমাত্রায় করিবে, প্রযন্ত
কিঞ্চিন্মাত্রও শ্লথ হইবে না। কিন্তু অহংকার-রূপ
মলিনতা তাহার কর্মকে যাহাতে কল্থিত
করিতে না পারে, দে-বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে।
দে বলিবে—তিনি অন্তর্থামী, তাহার ইচ্ছায় সব
হইতেছে, আমি কিছুই নই। আমার সাধ্য কি
যে কিছু করি। তিনি যতটুকু আমান্বারা

করাইয়া লন, তাহাই আমি করিয়া ধন্ত হইতেছি মাত্র। ইনি পূর্বাপেক্ষা উচ্চন্তরের সাধক।

তৃতীয় পক্ষ সর্বোত্তম। সাধক অহংকার-রহিত ও ঈশবতংপর হইয়া সাধন করিতে করিতে যথন সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্র হন এবং তাঁহার প্রাণে তীব্রভাবে তবজিজ্ঞাসা জাগে, তথন তিনি গুরুর কুপায় বেদাম্ভের মহাবাক্যের তাৎপর্য হৃদয়ক্ষম করিতে সমর্থ হন। জীব ও ব্রহ্মপদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ তথন সাধক বুঝিতে সমর্থ হন এবং দ্বীব ও ঈশবের উপাধি অক্তান ও মায়া মিথ্যা-জানে বিচারসহায়ে ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ এক অথওচৈতন্য-বন্ধতেই তিনি মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ মননের ফলে সংশয় বিপর্যয়াদি সর্ব প্রতিবন্ধ-রহিত হইয়া অথগু এক সচ্চিদানন্দ বস্তু অপরোক্ষ সাক্ষাংকারপূর্বক তথন সাধক ধন্য, কৃতকৃত্য হন। তথন তাঁহার আর করিবার বা জানিবার কিছুই বাকি থাকে না। অকর্তাত্মজ্ঞানে তিনি তথন কুতার্থ। তথন তিনি প্রারন্ধবশে বাহত: শরীরমন-সহায়ে সব কিছু করিলেও অন্তরে অহংকার-রাহিত্যবশতঃ কিছুই করেন না। এই অবস্থার কথাই ভগবান্ ভায়কার বলিয়াছেন: 'তথা চ কুর্বন্নপি নিজ্ঞিয়ণ্চ যঃ স আত্মবিশ্লাগ্য रेजीर निक्तमः।'

— অর্থাৎ অন্বয়াত্মবোধ-সহায়ে যিনি সর্ববস্ত দর্শন করিয়াও তত্ত্বতঃ দর্শন করেন না, তদ্রপ সব কিছু করিয়াও যিনি তত্ততঃ নিক্সিয়, তিনিই যথার্থ আত্মতত্ত্ববিং, অপরে নহে। ইহাই শান্ত্র-দিন্ধান্ত।

গীতাও তববিদের নিশ্চয়-বিষয়ে বলিতেছেন:
নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তো মফ্যেত তব্ববিং।
পশ্যন্ শৃথন্ স্পৃশন্ জিজ্ঞন্ অশ্বন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বপন্।
—দেখা, শুনা, স্পর্শ করা, গন্ধ লওয়া, ভোজন,
গমনাগমনাদি সর্ব কর্ম করিয়াও তব্ববিদ্ দৃঢ়রূপে
জানেন যে, 'আমি কিছুই করি না'।

'কর্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং করোতি । ন:।'—কর্মে অহংকার-রহিত হইয়া ও ফলের । কামনা না রাখিয়া তিনি সর্বকর্মে প্রবৃত্ত হইলেও বস্তুতঃ কিছুই করেন না।

এই দৃঢ় অকর্তায়বোধ তাঁহার দৃঢ় অপরোক্ষ
ব্রহ্মসাক্ষাংকার হইতেই হইয়া থাকে। তথন
তিনি অজ্ঞানাদি সর্ববন্ধনবিমৃক্ত হইয়া জীবনুক্তিপদবীতে আরুঢ় হইয়া থাকেন। সর্ব দৃশ্য প্রপঞ্চ
তথন তাঁহার নিকট স্বপ্রদৃশ্যবং মিধ্যা ও অলীক
বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। এক ব্রহ্মই
সত্যা, সেই ব্রহ্মই আমি এবং সর্বদৈতের একাঞ্চ
অভাব—এই জ্ঞানে তিনি তথন স্বপ্রতিষ্ঠিত
হইয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা যায়, বিভিন্ন শ্রুতিবাকোর পরস্পর কোন বিরোধ নাই। সর্ব শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরস্পরাক্রমে এক অধৈত ব্রন্ধেই সময়িত।

# জীবন্মক্তিপ্রদঙ্গ

### यामी शीत्रभानम

### প্রস্তাবনা

সংসারে কেই দেই, যৌবন, পদমর্যাদাদি

লইয়া, কেই বা স্ত্রী-পূত্র-ধনাদি লইয়া, কেই বা
পোষা জীবজন্ত লইয়া মশগুল—আনন্দলাভের

আশায়। কিন্ধ বর্ষপানন্দের অভ্যুত্র না ইইলে

মানুষ যাহা চায় ভাহা পায় না ও অবিভাগ্রস্ত
ইইয়া অশেষ তুর্দশা ভোগ করে।

সংসাবে মাতৃষ কি চায় তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়, মাতৃষ প্রাপুত্র ধন বিষয়াদি কিছুই চায় না। চায় কেবল একটু স্থধ। আর চায় যাহাতে তাহার কোন তৃংথ না হয়। অর্থাং স্থধ-প্রাপ্তি ও তৃংথ-নিবৃত্তিই জীবের কাম্য। বিষয়-প্রাপ্তিতে স্থথান্ততন হয় বলিয়া জীব মনে করে স্থধ বিষয়গত, তাই বিষয় চায়। বিষয় বিনাশী বলিয়া বিষয়াবলগনে যে স্থথ অন্তত্ত হয় তাহাও বিনাশী। সে স্থধ দীর্ঘহায়ী হয় না। কিছু মাতৃষ ক্লিক স্থথে তৃপ্ত হইতে পারে না, তাই দে স্থগাভার্থে প্রায় বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। আলেয়ার আলো ধ্রিবার এই বার্থ চেষ্টায় গোটা জীবনটাই অবশেষে একদিন নিংশেষিত হইয়া যায়।

শারীরিক বাাধি আদি দৃংথ, মানদিক সম্বাপাদি দৃংথ, চোর বাাঘ্র আদি হইতে উংপর দৃংথ এবং অভিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক বিপর্যন্ধনিত দৃংথ—এই সব দৃংথ জাবের নিতা সহচর। তেমনি শারীরিক ও মানদিক হুথ, অহুক্ল অহা প্রাণী হইতে প্রাপ্ত রুধ ও প্রকৃতির আহুক্লালন্ধ স্থাও জাব ভোগ করিয়া থাকে। এই ছুখগুলিই জাব সর্বনা কামনা করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত দৃংখগুলি দে মোটেই চায় না।

স্থা ও ড়াথের শ্বরণ বিচার করিলে দেখা यात्र (य উशान्द প্রভাকটিই তুই প্রকার। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সহযোগে প্রথমে হুথের অহুভব হইল; তারপর আমি উল্লাসে 'আমি আজ ধকা, কৃতকৃত্য' এইরূপ মনে ক্রিয়া হর্ণে উংকুল্ল হইয়া উঠিলাম। তেমনি ছংখেব অফুভব হইল, তারপর আমি শোকে মৃহ্মান হইয়া পড়িলাম। এই ভাবেই সংসার-নাটক চলিতেছে। অনিচ্ছা-সবেও জীবকে দৃংখামূভব কবিতে হইভেছে আর ইচ্ছাদবেও নিতা নির্বচ্ছিন্নভাবে নে ক্থ প্রাপ্ত হইতেছে না। কিন্তু সকলেই চায়, দুঃথ চির-নির্ত্ত হউক এবং অদীম স্থ্য নিত্য অনুয় পাকুক। অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও নিরবশেষ, নিরবচ্ছির ত্থ বা আনন্দ-প্রাপ্তি— ইহাই সকলের কামা। এই আত্যন্তিক ত্ংথনিবৃত্তি ও নিরবশেষ, নিরবচ্ছিয় আনন্দ-প্রাপ্তিকেই শাল্রে মোক্ষ বলে। এই মোক্ষ যে চায় দেই মৃমৃক্। স্তরাং একভাবে বলিতে গেলে खगाउ मकलारे भूम्क ; कावन मकलारे কার্যতঃ এইটিই চায়। কিন্তু মোক্ষপাভের যথার্থ উপায়টি সকলে জানে না।

(वनास वत्नन कीव यक्रण मंकिनानम्यक्रभ भव्रक्ष रहेट जिन्न नरह। ज्ञास्त्रियण्डः कीव निष्क्रिक कृष, भविष्ठिन्न भर्म कविन्नां मःमादि नाना वाग-दिय, मान-अभ्यान, नाज-अनाज ७ रूथ पृःष्य अजिन् रहेगा करे भारेट्ट । এই वस्तनम्या रहेट भूक रहेगाव এक्याज जेभाव रहेट्ट आग्रयक्रभावद्याय। अज्ञानीव पृःथ-वस्तन रहेट भूक रहेवाव हैक्छ। थाकिटन मन বিষয়ক্থ হইতে পরার্ত্ত হইয়া অন্তর্ম্থ চিত্তে
আত্ম-তবাস্থানন করার পরিবর্তে সে দ্বায়ী ক্থের
আশায় ঐ বিষয়ভোগ-সম্পাদনের বার্থ চেটাতেই
অধিকতর কট পায়। কোন কোন ভাগাবান্
অন্তর্জন কাভ করিয়া জীবদ্দাতেই
স্বিদ্দান হইতে মৃক্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান
করিয়া পাকেন। ইহারাই জীবন্ত্তা। এই
জীবন্তি বিষয়েই আমরা এখানে শান্তদৃষ্টি
সহায়ে কিঞ্চিং আলোচনা করিব।

## जीवगू कि अ विस्वर्गु कि

জীবস্ক মহাপুক্ষ প্রারন্ধভোগাবদানে দেহ-পাতাম্বর বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

সমাক্ বিচার প্রভাবে উংপন্ন ব্রহ্ম ও জীবাত্মা বিষয়ক অভেদ জানই জীবন্যুক্তিরূপ ফল প্রদান করতঃ বিদেহমুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীবশিষ্ঠজী বলিয়াছেন—'জীবতো যুস্ত কৈবলাং বিদেহে স চ কেবলঃ।'

— যিনি জানধারা জীবদশাতেই কেবলভাব বা বান্ধীস্থিতি লাভ করিয়াছেন দেহপাতানস্তর তিনিই বিদেহকৈবলা লাভ করিয়া পাকেন।

'विम्कक विम्हादछ'—( कर्ठ शश )

'তশ্র তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎক্ষে'—( ছাঃ ৬/১৪/২ )

'জাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানি:'—(খে ১।১১)

'ইহ চেদবেদীদপ সভামন্তি'—(কেন ১।২।৫)

—ইভাাদি বহু শ্রুতি জীবন্স্তি পূর্বক

বিদেহস্তি প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

### আত্মজানের কারণ মহাবাক্য

জীবমুক্তি পূর্বক বিদেহমূক্তি সম্পাদনসমর্থ ব্রহ্মাইয়ক্যজ্ঞান বেদান্তোক্ত মহাবাক্য হইতেই অধিকারী পূক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। জীব ৪ ব্রম্বের একত্ব প্রতিপাদক বাক্যের নামই মহাবাক্য। যে বাক্য প্রবণের পর আর কিছু শ্রোভব্য থাকে না এবং যে বাক্য-জন্ম জ্ঞানের প্রজানের প্রজান্ত প্রকার ও পির্দ্ধের পর উপদেশে শিক্স মিথ্যাভূত উপাধির স্বরূপ জানিমা বিচার সহায়ে উহা ভ্যাগ করেন এবং লক্ষ্য হৈতক্তের অভিম্থী হইয়া অস্তে অথও-চৈত্ত শেরুপে অবস্থান করেন। মহাবাক্য গভীর ভাংপর্যপূর্ণ ও সর্ব বেদান্তের সার। উহার অর্থ গ্রহণে সামর্থা সম্পাদন নিমিত্ত পূর্বে শম-দমাদি বহু সাধন অভ্যাস প্রয়োজন। সমর্থ প্রকাই মহাবাক্য প্রবণ বা তদ্ধ বিচার জনিত জ্ঞানলাভে ক্বতার্থ হইয়া থাকেন। কারণ—

'অধিকারিণি প্রমিতি জনকো বেদঃ।'

—অধিকাবী পুরুষের প্রতিই বেদ প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকেন।

এই জ্ঞান অতি হুর্লভ। ভগবান গাঁতামুখে বলিয়াছেন—

'কশ্চিয়াং বেত্তি ভব্তঃ।' (१।৩)
'শ্রুহাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।' (২।২৯)
'আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলামূশিষ্টঃ।' (কঠ ১।২।৭)
—ইত্যাদি শ্রুতি- ও শ্বতি-বাক্যসমূহ

অধিকারীর তুর্গভত। জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।
বস্তুতঃ ঈশরকপা, গুরুকপা, আরুকপা ও শান্ত্রকপা ইইলে তবেই জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর।
অহেতৃক-কপাসিক্ক শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে
মহাবাক্য শ্রবণে যেরপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপর
ইইয়া থাকে, কেবল নিজে নিজে শান্ত পড়িয়া
ও বিচার করিয়া তাহা হয় না। বেদান্তবাক্য শ্রবণে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং
বোধমাত্র অবশেষ থাকে। উহাই আত্মবোধ।
উহা ইন্দ্রিয়-জন্ম জ্ঞানবিশেষ নহে; পপ্রকাশ
অপরোক্ষ আত্মবোধ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়।

মহাবাক্য এইরূপেই আয়্রজ্ঞানের জনক। ব্রন্ধ-দাক্ষাৎকার ঘারা জীবদশাতেই সর্ব কর্ত্ব-ভোকৃত্বাদি এবং অজ্ঞান ও তৎকার্য জীবজ্ঞাৎ বাধিত হওয়াকেই জীবন্স্কি অবস্থা বলা হয়।

আত্মাশ্রিত অজ্ঞাননাশ ত্রিবিধ। বরাহ শ্রুতি (২।৬৯) বলেন—

> 'শাজেন নজেং পরমার্থরূপম্, কার্যক্ষমং নশুতি চাপরোক্ষ্যাং। প্রারন্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশং, এবং ত্রিধা নশুতি চাত্মমায়া॥'

-- অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা শান্তবিচার বারা এইরূপ বোধ হয় যে জগতের পারমার্থিক সতা নাই, **उ**हा क्वल वावहात्रिक। हेहां क्व योक्किक वाध वना याहेट्ड भारत । भूनः ध्वेवनमनना मित्र দারা তত্ত্তানোদ্যে জগতের ঐ ব্যবহারক্ষ (কাৰ্যক্ষ) সতাও বাধিত হইয়া যায়। তখন বাধিতাহুবৃত্তিবশতঃ জীবজগতের সন্তাবিহীন প্রতীতি মাত্র বা প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র অবশেষ থাকে। এই প্রতীতি বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানের কার্য। ইহাও প্রারন্ধভোগাবদানে নিৰুত্ত হইয়া যায়। অপরোক্ষ জ্ঞান থারা व्यादवर्गम् कि-युक्क व्यक्तान नहे एय। উहार অপরোক বাধ। তাই অজ্ঞান-জীব-জগতের প্রথম হয় যৌক্তিক বাধ, দ্বিতীয়তঃ অপরোক্ষ বাধ বা সর্মপনাশ, তৃতীয়তঃ প্রারন্ধভোগাবনানে আতান্তিক নাশ বা অরূপ নাশ হইয়া থাকে। এইরপে অজ্ঞাননিবৃত্তি তিবিধ।

### বিভাধিকারী তুই প্রকার

কভোপান্তি ও অকতোপান্তি ভেদে আচার্য-গণ ছই শ্রেণীর বিল্লাধিকারীর কণা বলিয়া থাকেন। যিনি উপাস্তদেবতার দর্শন পর্যন্ত উপাসনা সমাপ্ত কবিয়া পরে তত্তবিচারাদি সহায়ে জ্ঞানশাভ করিয়াছেন, তিনি ক্তিপান্তি। আর যাহারা কিছু উপাদনা করিয়া বা না করিয়াই জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা অক্তডো-পান্তি। ক্তোপান্তি জ্ঞানীর উপাদনাকালেই মনোনাশ ও বাদনাক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানের পর আর তাঁহার কিছু কর্তবা অবশেষ থাকে না। কিন্তু যিনি প্রথমে উপাদনা করেন নাই তাঁহাকে জৌবনয়ুক্তি অবস্থার দৃঢ় স্থিতির জন্ম জ্ঞানের পরও মনোনাশ ও বাদনাক্ষয়ের সাধন করিতে হয়।

(এ বিষয়ের বিশ্বত বিবরণ 'জীবনমুজি-বিবেক' ও গাঁতা ৬।৩২ মধু: টাকা দ্রঃ )

## জীবন্মজির কারণত্তয়

তত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষ—এই তিনটি দুঢ় হইলেই যথার্থ তবজানোদ্যে জীবনুক্তি অবস্থা লাভ হইমা থাকে। অকতে।-পা**ন্তির** যে ত**বজা**ন উহা **অদৃঢ়।** উহা দৃঢ় ক্রিবার জন্ত মনোনাশ ও বাদনাক্রের আবশ্রকতা আছে। তত্তান স্বরপাবরণ নিবৃত্ত কবিয়া থাকে, বাসনাক্ষয় চিত্তের বিকেপ निवृद्ध करत अवः मनानाभ मन्द्राय प्र किया থাকে। এই তিনটি একত্র পরিপূর্ণভাবে প্রকট হইলে তবেই জীবদশায় জীবসুক্তি অবস্থা লাভ হয়। তথন **ভাঁহার আর কোন কর্তব্য অবশে**ষ থাকে না। তিনি তথন কুতকুতা, জ্রাতজ্ঞেয়, প্রাপ্তপ্রাপ্তর হতহের অবস্থায় সমার্চ। দেহেজির ও বাবহারে তাঁহার কোন অভিমান পাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এগুলিকে ত্যাগও করিতে পারেন না। প্রারন্ধচালিত হইয়া তিনি সৰ্ব ব্যবহার করিয়া যান। শরীর, মন, ব্যবহার—সব প্রারন্ধাধীন। তিনি নির্লিপ্ত. শ্বরূপানন্দে সদা বর্তমান। প্রারন্ধভোগাবসানে (एर्भाउ र्रेल जिनि विरार्भ्क र्न। প্রারকাতে তিপুটিরহিত ত্রাক্ষীন্থিতির
নামই নিদেহমুক্তি। জীবমুক্তি অবস্থায়
জ্ঞানদম্ম ত্রিপুটি সহায়ে সর্ব ব্যবহার
সত্ত্বেও বোধস্বরূপে অবস্থিতি—এই মাত্র
ভেদ। সংগার কারণ অজ্ঞান নাশ হইয়া
যাওয়াতে তাঁহার প্নর্জন্ম হয় না।

প্রথমাবস্থায় জীবস্ক যথন বোধবরণে

অবস্থান করেন তথন নিজেকে প্রদন্ধ ও রুভার্থ
বোধ করেন। বুরি বাহ্যবিষয়ক হইলে তিনি
উবিগ্র হন। অল সময়ই এই অবস্থায় তিনি

স-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। জগংকে

মিধ্যা বলিয়া জানিলেও ব্যবহারে বিক্ষিপ্ত ও
উবেগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তথন 'জগং মিধ্যা'

এইরূপ অথতিত বৃত্তি থাকে না। জগংদৃষ্ঠিও
নিবৃত্ত হয় না বলিয়া তথন তিনি উহা নিবৃত্ত
করিবার চেটা করেন কারণ জগংবৃত্তি হইলেই

ছঃথাস্থভব হয়।

মধামাবস্থায় তিনি জগংবৃত্তি নিরোধ করিতে করিতে অধিকত্তর সময় (ব্যবহারকালেও) সাক্ষীবহুপে অবস্থান করেন। সাক্ষীনিশ্চয় তথন সদা অক্ষাহয়। তিনি ব্যবহারে গ্লানি বোধ করেন এবং কর্ত্বাভিমানরহিত হইয়া যাহা করিবার তাহা করিয়া যান মাত্র।

উত্তমাবস্থার আর তাঁহার কোন কর্তব্য অবশেব থাকে না। তথন তাঁহার অথতিত সামাভাব। এই অবস্থায় বৃংখান ও সমাধি তুলা বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। তথন সর্ব-সংসার, মৃত্ত, অজ্ঞানী, চর, অচর সবই স্বস্থরূপ ভিশ্ন মার কিছু বলিয়া মনে হয় না। বলা বাছলা মনোনাশ- ও বাসনা ১য়-অভ্যাদের ক্রমবিকাশ সহ প্রেক্তি তিন অবস্থা জীবনুক্তের জীবনে আদিয়া থাকে। জীবনুক্তি অবস্থা সকলের এক প্রকার হয় না।

জাবমুক্তিতে শরীর, জীব, জগতাদি প্রতীতি-

সহ ব্রশ্বপ্রাপ্তি, আব বিদেহমৃক্তিতে শরীরাদি প্রতীতিরহিত ব্রাশী শ্বিতি— ইংাই বৈশিষ্টা। মৃক্তির দিক হইতে উভয়ই সমান। তবে শ্বীবন্সুক্ত না হইলে কেহ বিদেহমৃক্ত হইতে পাবে না।

विश्वतकाणि ও जनादकाणि जोश्यूक

জীবন্যক্ত ঘৃই শ্রেণীর হইয়া থাকেন।—

ঈশ্বকোটি ও ব্রদ্ধকোটি। প্রারদ্ধ-বৈচিত্রাই

এই ভেদের কারণ। তন্মধাে ব্রদ্ধকোটি জীবন্যক

জগংসমন্তরহিত, মৃক ও আত্মারাম হইয়া
থাকেন। ইহাদের দারা প্রভাক্ষভাবে সাধিত
না হইলেও, পরোক্ষভাবে জগতের সমূহকল্যাণ
সাধিত হইয়া থাকে। জগতে ইহাদের
অবস্থানই পরম ভভের জনক, (সন্ন্যানগাতা—
১১০২,৩৩)। ঈশ্বকোটি জীবন্যক্ত উপরের
প্রভিনিধির্দ্ধপি জগংকল্যাণে রত থাকেন,—

এইরূপ পুক্ষধ্রদ্ধরগণকৃত উপকার দ্বারাই জগংধ্য হইয়া থাকে। যথা—

'ব্ৰেশকোটিভেদেন জীবনুকো বিধা মতঃ।
প্ৰাৱন্ধৰ্কণাং তত্ৰ জীবনুক মহাম্মনাম্।
বৈচিত্ৰামেৰ হেতৃঃ শ্ৰাং প্ৰভেদে মিবিধে ধ্ৰুবম্।
ব্ৰহ্মকোটিং সমাপনা জীবনুকা ভবস্তাহো।
আহাবামাঃ সদাম্কাঃ জগংসমন্ধৰ্কিতাঃ।
জৈশকোটিং প্ৰিভা যে চ জীবনুকাঃ মবেদিনঃ।
ত ঈশপ্ৰতিমাঃ সম্ভো ভগ্ৰংকাৰ্যন্ত্ৰঃ মবেদিনঃ।
সংবক্তা বিশ্বকলাণে স্থিষ্ঠত্বে মহীভলে।
বিশ্বমেবংবিধৈবেৰ হেক্মাত্ৰং স্বধান্ত্ৰঃ।
ভবস্তাপকতং ধলাং জীবনুকৈৰ্মহাম্মভিঃ।

(শস্তুগীতা ভাচত-চঙ্ক)

ইশরকে। টি জাবনুক পুরুষের ক্রিয়াকারিত।
ত্ই প্রকারে হইয়া থাকে প্রথম আপন
প্রারম্বের ভোগ্যারা কয়; দিতীয়, বাষ্টকেন্দ্র
নিই হইয়া যাওয়াতে সমষ্টিকেন্দ্র অর্থাৎ বিরণ্ট্কেন্দ্র বা ইশরেচ্ছা ঘারা চালিত হইয়া।

স্থারকোটি প্রথম হইতেই পরোপকার করিবার অধিকার লাভকরত: জগদ্ভারপে অধ্যাত্মজানের প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। বিরাইকেন্দ্রচালিত এই মহাপুক্ষগণ বিরাইপুক্ষের ইন্ধিতে অনায়াদেই ভগবৎকার্য সাধনে সমর্থ হন। যথা—

'জীবনাক্তঃ স্নাকোটিঃ প্ৰশাদেৰ বন্ধতঃ।
প্ৰোপকাৰতবাধিকাবিত্বং বৈ সমাশ্ৰমন্। ৩৪
লগদ্ভকত্মাপন্নোহধ্যাপ্নজানং প্ৰচাৰমন্।
বিশপ্ৰভৃতকল্যাণং জনমতাবিল্পিতন্। ৩৫
সতঃ সম্চিতাৎ কেন্দ্ৰান্ত্ৰং ভগৰদিন্দিতৈঃ।
স কৰ্ত্বং ভগৰৎকাধং প্ৰভৰতাত্বপদ্ৰবন্। ৩৭
এতাদ্গেৰ প্ৰমহংসাদৰ্শে জগদ্ভকঃ।
জীবন্ত্ৰো হি সৰ্বেষাং কল্যাণং কৰ্ত্মহন্তি। ৩৮
লগতাং জীবনামৈৰ জীবন্ত্ৰক্ত কৰ্ম বৈ। ৭৩'
(সন্ন্যাসগীতা—১১শ অধ্যাম)

শ্রম্কোটি ও ঈশবকোটি জীবনুক্ত পুক্ষের
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক।
শ্রিরামচন্দ্রেরও এই শংকা হইয়াছিল। তত্ত্বের
শ্রিবলিষ্ঠজী বলিয়াছেন যে ক্রিগুণময় সংসাবদৃশ্যের
মিগ্যাত্ব নিশ্চয় পূর্বক অন্তঃশীতলতার নামই
সমাধি। উহা অনম্ভ তপস্থার ফল। অতএব
ব্যবহারে নানাকর্মে ব্যাপৃত জ্ঞানী ও সমাধিশ্বজ্ঞানী, উভয়েই সমান। যথা—

'ইমং গুণসমাহারমনাত্মকেন পশ্রতঃ। অন্তঃশীতলতা যাগো সমাধিরিতি কথ্যতে॥ দৃশ্রৈন মম সম্ম ইতি নিশ্চিত্য শীতলঃ। কশ্চিৎসংব্যবহারস্থঃ কশ্চিদ্ধ্যানপরাম্বঃ॥

বাবেতো রাম স্থসমাবস্তদেতভিস নীতলো।

অন্ত:শীতলতা যা স্থাত্তদনস্ততপংফলম্ ॥' (যোগবাশিষ্ঠ)

অন্তরের শীতলতা যদি ব্যবহারকালেও রহিল, তবে সমাধি অবস্থা হইতে ব্যবহারাবস্থার কোন

পার্থকাই বহিল না। যেমন নেশা হইলে তথন বাহজান থাকে না, তথন কেহ অপমান করিলেও সে তাহা বোধ করে না। সে আপন ভাবেই স্থিত থাকে। তাহা জ্ঞানবিচারের নেশাই হউক, মানপ্রতিষ্ঠার নেশাই হউক বা স্বা প্রভৃতি পানের নেশাই হউক, সব সমান।

জ্ঞানের গভীর নিষ্ঠা কিঞ্চিৎ হাদয়প্রমা করাইবার উদ্দেশ্যেই এথানে এইরূপ অভি-পরিচিত লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া হইল মাত্র। জ্ঞানের সহিত উহাদের তুল্যতা দেথাইবার জন্ম নহে।

# জীবন্মুক্তের ব্যবহারবৈচিত্র্য

সকল জীবন্যুক্তেরই নিশ্চয় জ্ঞান এক। কিন্তু প্রাবন্ধকর্মবৈচিত্র্যবশতঃ তাঁহারা নানারূপে প্রতীত হন এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং চিত্তের প্রশান্তিতেও ভেদ হয়। ব্যবহারিক কর্মে ব্যস্ত থাকিয়া বা না থাকিয়াও জীবনুক্তি হইতে পারে। জীবদ্বুক্তির হেতৃ তত্তজান, মনোনাশ ও বাসনাক্য—বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্মবাহিতা নহে। বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম চিত্তের সম্পাদক। ঐ চিতত্তি দিপূর্বকই জ্ঞান হয়। স্তরাং জানীর আর ঐ কর্মের কোন প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি প্রারক বর্ণাপ্রম ধর্মানুষ্ঠানের অণুকৃদ হয় তবে বিদেহকৈবলা পর্যন্ত তিনি वर्गाच्यमधर्माङ्ग्रीन करवन, चाव यि धावस ७९ প্রতিকৃদ হয় তবে জ্ঞানীর ব্যবহার বর্ণাশ্রম-ধর্মানুষ্ঠানবহিত হইয়া থাকে।

কোন আচরণই জীবসুক্তির বাধক নহে।

অবশ্য তিনি স্বভাববশে শুভাচরণই করিয়া

থাকেন; অশুভাচরণ করেন না বা করিতে

পাবেন না। মনের শুদ্ধি, নিলিপ্ততা, প্রসঙ্গতা,

নিম্পৃহতাদি সাধিক গুণসকল জ্ঞানীরই সম্ভবে

স্ক্রেপে থাকে। বাবহারকালে ঐ সকল গুণ বাহিরে দেখা যায়; কথনও বা দেখা যায় না বলিয়াও মনে হইতে পারে। জীবমূক কর্মকাণ্ডী, অতি তপন্থী, অতি ত্যাগী, বক্তা, মোনী, ঐশ্বর্ধানী, নিশ্বিদন—নানাপ্রকার হইয়া থাকেন। কোন বিষয়েই তাঁহার নিজের কোন অভিনিবেশ বা আগ্রহ নাই। প্রারন্ধবংশ আচরণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। সকলের একই প্রকার প্রারন্ধ যেমন হয় না, তেমনি আচরণও একই প্রকার হয় না।

### জীবমুজের লক্ষণ

গীতায় স্থিতপ্রজ, ভক্ত, গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণই দেখান যাউক না কেন, দে স্বই শ্বসংবেদ্য বলিয়া অপবের দৃষ্টির বিষয় নহে। স্থূল ব্যবহার দর্শনে ঐগুলি কেবল অহমিত হইতে পারে মাত্র। সাধক ঐ গুণগুলি আয়ত্ত করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—এই पश्च ই উহার উল্লেখ। উহা জানীকে পরীকা ক্রিয়া চিনিবার জ্ञ নহে। অজ্ঞাননিবৃত্তি भूल व्याकारत रम्था यात्र ना। रमर, रेस्प्रि, লগৎ, সর্ব দৃশ্রই অজ্ঞান-কার্য, কিন্তু উহা অজ্ঞান नरह। कावन এগুनि भाका मरबु छ छानीव অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জ্ঞানীর নিকট দেহ-জগতাদির প্রতীতি জানের বাধকরূপে প্রতীত হয় না। জ্ঞান কেবল অজ্ঞানেরই নাশক। 'क्षानमञ्जानदेश्वव नागकम्' ( পঞ্পাদিকা )।

### জীবন্মজের ব্যবহার বিচার

ব্যবহারকালে জ্ঞানীর বৃদ্ধি ব্যবহারের অনুকৃল হইরাই দব করিয়া থাকে কিন্তু আত্মভাব হইতে বিচলিত হয় না। নট যেমন অনেক বেশ ধারণ করতঃ স্থ-তৃঃথের ভাব প্রকাশ

করে কিন্তু নিজের নটভাব বিশ্বত হয় না, তদ্রপ। জ্ঞানী সকলের সঙ্গে মিলিত হইলেও তিনি কাহারও প্রতি আসক্ত হন না। তিনি षड्भमार्थ नन डारे गैड-डेकामि, প্রারম্বপ্রাপিত ত্থ-তঃথের সর্ব অমুভবই তাঁহার হয় কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন না। স্থপ্রাপ্তিতে তাঁহার আনশাসভব হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু হ্র र्य ना। र्वं এक अकात मन विरम्य। 'आहा, আমি কি ভাগ্যবান, এরপ আনন্দ नांच করিয়াছি!'—এরপ উল্লাসকেই হর্ষ তক্রপ হৃঃথপ্রাপ্তিতে তাঁহার হৃঃথাহুভবও নিশ্মই হয় কিন্তু শোক অৰ্থাং 'অহো আমি কি হতভাগ্য! এখন কি কবি, কোথায় যাই'-এরপ বিলাপ তিনি কথনই করেন না। কারণ ---

'বোধাং প্রাক্ ছিবিধং তৃ:খমেকং বৃদ্ধিস্বভাবদন্।
বোগাবমানদারিদ্রাপুদ্রহান্যাদিরপকন্।
অপরং ত্বীদৃশে তৃংথে ময়োহহং বহুজন্মর।
ইত উদ্ধর্ত সাত্মানং ন শক্রোমীতি মোহজন্।
তত্রাতাং কর্মজন্মেন নশ্রেমীতি মোহজন্।
হিতীয় ভ্রমজং তব্বোধাদেব নিবর্ততে।
হর্ষশোকো বিভ্রমোথো কর্মোশ্বর্থতৃ:থমোং।
বোধহেয়ো হর্ষশোকে ভোজব্যে তু স্বথেতরে।
(বৃহং বার্ত্তিকদার, ১ম অধ্যায় শ্লোক ৩২—৩৫)

—জ্ঞানের পূর্বে বিবিধ ত্ংথে লোকে সম্বর্ধ ।

হইয়া থাকে। একটি হইভেছে রোগ, অপমান,
দারিদ্রা, পুরনাশাদিরপ কর্মজ্ঞা ত্থে। অপরটি

হইতেছে ঐ ত্থে পতিত হইয়া 'হায়, কড

জন্ম এরপ ত্থে আমি পাইতেছি, কি করিয়া
আমি ত্থের হাত হইতে পরিজ্ঞাণ পাইব

তাহা বৃঝিতেছি না'—এইরপ শোক বা

বিলাপ। ইহা নোহজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞান হইডে

উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্মজ্ঞা ত্থে ভোগ

বিনা নাশ হয় না। মোহজ্ঞা বা ল্লাভিজ্ঞান্থ

ত্বজ্ঞানবারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কর্মঞ্জ স্থদ্বেপ প্রাপ্তিতে জীব যে হর্প ও শোক অফুভব
করে উহা বিভ্রম- বা অজ্ঞান-জনিত; জ্ঞানের
উদয়ে অজ্ঞান নাশ হইলে ঐ হর্ষ-শোক আর
পাকে না কিন্তু কর্মজ স্থ্য-তৃথ্য জ্ঞানী-অজ্ঞানীনির্বিশেষে সকল্কেই ভোগ করিতে হয়।

জীবস্ক সব কিছু করিয়াও, সব কিছু অহুত্তব করিয়াও, অহুবে অকর্তা অসঙ্গ আয়-বোধ বলে সর্বাবস্থায় নিবিকার থাকেন।

অজ্ঞানী শত চেষ্টা করিয়াও জ্ঞানী দীবসুক্তের নিষ্ঠা বুঝিতে অপারগ। তাই অনেকে জ্ঞানীর বিচিত্র ব্যবহার দর্শনে নানাবিধ আক্রেপ করিয়া থাকেন।

'অন্তর্বিকরশ্নাজ বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ। ভাতজ্যেব দশাস্তাস্থান্তাদৃশা এব জানতে॥'

— अखरत आयन्ति मशाय निर्विक निम्ह्य, किस वाहिरव यम अब्बामी ज्ञा खब्द वाहिरव यम अब्बामी ज्ञा खब्द वाहिरव यम अब्बामी ज्ञा खब्द वाहिरव ख्रियम अहे ख्रु ख्रिक उन्न मा अब्बामी गर्म विश्व क्रियम व्याप्त व्याप्त क्रियम व्याप्त क्रियम व्याप्त व्यापत व्याप्त व्यापत व्याप

সাধারণ জীব দৃশ্য-জগৎকে সত্য বলিয়া জানেন, আর জানী জানেন যে এ সব স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা—এই পার্থকা।

বাবহারিক শরীর-প্রতীতি সহ রাদ্মীন্থিতিব
নামই জীবন্ধকি; শরীররহিত হইনা ঐ
রাদ্মীন্থিতির নামই বিদেহমুক্তি। মৃক্তিতে কোন
ভেদ নাই। তবে শাস্ত্রে যে রন্ধবিদ্বর, রন্ধবিদ্বরীয়ান্, রন্ধবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যাদি স্তর কল্পনা
করিয়াছেন উহা চিত্রের সমাহিত অবস্থার
তারতম্য মাত্র। জ্ঞানের বা মৃক্তির ভারতম্য
কথনই নহে।

## চতুৰিধ জিজান্ত্ৰ

বেদান্তে চাবি প্রকার জিজ্ঞান্তর বর্ণনা পাত্রা যায়। প্রথম, যথা বিরাট্ আত্মা। তিনি জানিলেন যে তাহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, অতএব কাহার দ্বারা তিনি ভয় পাইবেন? এইরূপে সর্বপ্রপঞ্চ বিলাপন অর্থাৎ প্রপঞ্চাভাব জ্ঞানপূর্বক তিনি অভয় ব্রন্দ্ররূপ হইয়াছিলেন। (বৃহঃ ১।৪।২) জন্মান্তরশ্রুত বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ-বিচারের ফলেই বিরাট্পুক্ষের এই জন্মে জ্ঞান হইল।

'বিতীয় দৃষ্টান্ত, যেমন ভৃগু। তিনি পিতার
নিকট ব্রহ্মের ভটত্ব লক্ষণ জানিয়া নিজে বিচারের
বাবা তব্জান লাভ করিলেন। (তৈ: এ১—৬)
পিতা বলিলেন—'থাহা হইতে সব জাত হয়,
থাহাতে সব স্থিত এবং ধাহাতে সব লয় পায়,
তাহাই ব্রহ্ম। তুমি তপস্থা অর্থাৎ বিচার বারা
এইটি জান। ভৃগু লক্ষণ মিলাইয়া অন্ত্র, প্রাণ,
মন ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলে পিতা পুন:
পুন: বলিতে লাগিলেন যে এখনও হয় নাই,
আবার বিচার কর। অবশেষে শ্রুত পিতৃবাকা
পুন: পুন: অরণ করিয়া ভৃগু অনন্দ্ররূপ ব্রহ্মকে
জানিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, শেতকেতৃ। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত, বিভাযদগর্নী শেতকেতৃকে পিতা আক্রি তাহার বিভাগব দ্ব করিবার জন্ম জিজাসা করিলেন—'বংস, তুমি কি সেই বিদ্যা লাভ করিয়াছ যুংসহায়ে অঞ্চত বিষয়
শত হয়, অচিন্তিত বিষয় হানিন্দিত হয়।
প অনিন্দিত বিষয় হানিন্দিত হয়। কিন্তু
শ্বেতকেতু উহা জানিতেন না। তথন ঠাহার
গর্ব দ্র হইল। অতঃপর পিতা আকনি নিজেই
প্রকে প্নঃপ্নঃ নয়টি শর্যায়ে নানা যুক্তি
সহায়ে অপূর্ব উপদেশ প্রদান করিলেন এবং
তাহাতে অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা নিরাকরণপূর্বক পুত্র শেতকেতু 'আমি সাক্ষাং পরব্রহ্ম'—
এইরূপ দৃঢ় অপরোক্ষ সাক্ষাংকার লাভকরতঃ
কৃতক্বতা হইলেন (হাঃ ৬৮—১৬)। এথানে
দেখা যায় যে গুরু কর্তৃক প্নঃপ্নঃ স্থারিত
হইয়া শিয় জ্ঞান লাভ করিলেন।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত, পিশাচক। পিশাচক নামক কোন বাক্তি কার্যোপলক্ষে বনে প্রবেশ করিয়াছিল। সেথানে ঋষিগন গুরুম্থে বেদান্তোক্ত তত্ত্মক্রাদি মহাবাকোর ব্যাখ্যান গুনিভেছিলেন। দ্র হইতে পিশাচকও উহা সকলের অলক্ষ্যে প্রবন করিল। পূর্ব জন্মজন্মান্তর-কত অক্ততি-ফলে অভিজন্ধান্ত:করন মহাভাগ্যবান্ পিশাচকের চিন্তাকাশ ঐ মহাবাক্য প্রবন প্রভাবেই দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাবিত হইয়া উঠিল। পিশাচক কৃতকৃত্য হইলেন। তাহার অজ্ঞানাদি যাবভীয় বন্ধন নিম্পাহইল। বাক্য প্রবন মাত্রই জ্ঞান হওয়া বিরল কোন জ্ঞাগ্যবান্ প্রক্ষেই ঘটিয়া থাকে।

তাই আচার্য হ্রেশর বলিয়াছেন—
'রুংসানাত্মনিবৃত্তে) চ কশ্চিলাপ্লোতি নিবৃতিম্।
শতবাক্যমতেশ্চান্তঃ স্মার্যতে চ বচোহপরঃ ॥
বাক্যশ্রবশমাত্রাচ্চ পিশাচকবদাপ্লুয়াং।
বিষ্ যাদ্চিকী দিন্ধিঃ স্মার্যমাণে তু নিশ্চিতা ॥
সর্বোহয়ং মহিমা জ্রেমো বাক্যশ্রৈব যথোদিতঃ।
বাক্যার্থং ন হাতে বাক্যাং

কশ্চিজানাতি তত্ততঃ॥' (নৈঃ সিদ্ধিঃ ২।২-৪) অর্থাৎ কোন কোন বিমলমতি পুরুষ রুৎশ্ন প্রপঞ্চাভাব নিশ্চয়করত: তর্জ্ঞান বারা মৃত্তিলাভ করিয়া থাকেন—যথা বিরাট্। কেহ বা শ্রুত বেদাস্তবাক্য পুন:পুন: শ্রুণকরত: জ্ঞান হারা মোক্ষণদরীতে স্থারুত হইয়া থাকেন—যথা ভ্গু। পুন: কোন অধিকারী বার বার মহাবাক্য শ্থারিত হইয়া অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করত: রুতক্ত্য হইয়া থাকেন—যথা শ্রেতকেত্।

মহাবাক্য প্রবণমাত্রই আবার কেহ কেহ ব্ৰদ্মজান লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যথা— পিশাচক। বিরাট্, ভৃগু ও পিশাচকের যে জানলাভ তাহা যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ হঠাৎ, যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে হইয়া গেল। ঐরপ সকলের र्य ना। कारावर कारावर र्य किस मकल्व পক্ষে এই ভাবে জান হয় না। কিন্তু বাকা-সার্থমাণ হইলে জ্ঞান সকলের অবশ্যই হইয়া থাকে, যেমন খেতকেতুকে পিতা পুন:পুন: বিবিধ যুক্তি সহায়ে বুঝাইয়া সংশয়-বিপর্যা-রহিত তব্জানের অধিকারী করিলেন। এইটিই সকলের পক্ষে নিশ্চিত মার্গ। গুরুন্থে ও সংসকে পুন:পুন: বেদান্ত শ্বণ ও মনন অর্থাৎ বিচার ঘারাই সকলের নিশ্চিতরূপে তবজান লাভ হইয়া থাকে। অহো! বেদান্তবাক্যের কি অলৌকিক মহিমা! विमारशांक महावाका विठाव विना कह वाकाार्थ অবগত হইতে সমর্থ হয় না।

প্রসক্ষকমে ইহাও সিদ্ধ হয় যে থাছার
মহাবাক্য প্রবণমাত্রই জান হইয়া যায় তাঁহার
প্রার্থ মনন-নিদিধ্যাসনের কোন প্রয়োজন নাই।
শাবার থাহার প্রবণানস্তর মনন বা বিচার থারাই
জ্ঞান হইয়া যায় তাঁহার পক্ষে আর নিদিধ্যাসন
নিপ্রয়োজন। বার্ত্তিককার বলেন যে বিচারথারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই নিদিধ্যাসন।

নিদিধ্যাসন জ্ঞানরূপ; ধ্যানরূপ নহে। যাহারা বিচার-যারা জ্ঞানসম্পাদনে অসমর্থ তাহাদের দত্ত ধ্যান সমাধিরূপ নিদিধ্যাসন বিহিত রহিয়াছে।

বিচার করিতে করিতেও চিত্ত শ্বভাবতই
'একাগ্র ও সমাহিত হইয়া পড়ে। অতি অল্লকণের জন্ম হইলেও ঐ সমাধিখারাই বিচারলর
লানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এইরপে দেখা
মার কেহ কেহ জ্ঞানবারা সমাধিগ্রাপ্ত হন,
(মাঃ কারিকা ৩৩২-৩৪)। ইহারা উত্তম
অধিকারী। আবার কোন কোন মন্দাধিকারী
পুক্ষ মনোনিরোধ অর্থাৎ সমাধি সম্পাদন বার।
তর্মান, তৃঃথক্ষয় ও অক্ষয় শান্তি লাভ করিয়া
থাকেন। (মাঃ কারিকা ৩৪০)। বিভিন্ন
অধিকারীর জন্ম বিভিন্ন পথ। উপায় বিভিন্ন

হইলেও সকলেই কিন্তু জ্ঞানখারা একই জীবমুক্তি অবস্থা লাভ করিয়া ধল্ল হইয়া থাকেন। ইহাই মানবজীবনের চরম কামা। এ অবস্থায় জ্ঞানী সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত হন। যাবতীয় সাংসারিক হন্দের উপ্পর্ব আনাকে তথন তিনি অবস্থান করেন। নিতামুক্ত আত্মার মায়িক জন্মধারণের সার্থকতা এই অবস্থা প্রাপ্তিতে। তাই আচার্য নরহরি তদ্রচিত 'বোধসার' নামক গ্রন্থে লিথিয়াছেন—

'জাবন্স্ক্রিত্বথপ্রাধ্যে স্বীকৃতং জন্মলীলয়া। আত্মনা নিত্যমূক্তেন ন তু সংদারকামায়া'।

—(বোধদার। জীবমুক্তান্তাদশী-৩)

—জীবনুক্তি-অথলাভের জন্মই নিত্যমূক

আয়া মায়িক জন্ম শীকার করিয়াছেন, সংসারভোগের জন্ম নহে।

### উচ্ছিফ ব্ৰহ্ম

#### सामी वीद्यभागक

ঠাকুর শ্রীরামকক্ষ বলিয়াছেন: 'সব জিনিদ উল্লিষ্ট ছয়েছে, কেবল এক অন্তবন্ধ আলে পর্যন্ধ উল্লিষ্ট ছয়নি। বেদ পুরাধ ইত্যাদি সব মান্তবেদ মুখ দিয়ে বের হয়ে উল্লিষ্ট ছয়েছে, কিন্তু আল পর্যন্ত এক যে কি বন্ধ তা কেও মুখে বলতে পারেনি।' (শ্রীপ্রামকক উপদেশ, পুঃ ৪০) শ্রুতিও বলিয়াছেন: 'বতে। বাচো নিবর্তবে অপ্রাণ্য ক্ষমণ দহ' (তৈ উল:)—মনস্ছ বাণী ক্রমকে প্রকাশ কবিতে পিয়া বার্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়।—শ্রুতির এই কথাই ঠাকুর ক্ষমণ অন্তপ্য ভাষা ও গ্রন্থিত ব্যক্ত করিয়াছেন

বাকামনের অভীত তল্পক করানাপ্থক মন

শারা কথনও গ্রহণ করা যায় না, বাকা পাবাও
প্রকাশ করা যায় না। উহা একমাত্র অক্সবর্গমা।
ভাষার প্রকাশ করিতে গিয়াই মত মত মতান্তরের
কৃষ্টি হট্যা দলা তুঃমন্তারাক্রান্ত এই জগৎ আহও
কোলাহলময় হট্যা পভিয়াছে। শন্দার ওহা
প্রকাশ করিতে গোলেই কিছু না কিছু কগভার বা
মন্তানৈক্যের উপাধান আসিয় জ্বাট। ও ল ও
বোল মেন একই প্রকাবের বন্ধ উভয়েও মধেট
কাকে বিশ্বধান। ভাই কোন সহাত্যা ব্লিয়াতেন:

'(वाम भवकी' (हान दक्षावद,

গোল সবহীয়ে পূরা অধ্যোল ভেত্তকো সম্বাওত নহ**ী**,

জো সম্বাওত লো ক্রা॥'

—টোল ও বোল উভয়ই সমানধর্মী, উভরেও

মধোই কাক বিভ্যমান। বাদীর অভীত ভরকে

কৈর প্রকাশ করিতে পারে না বাহ প্রকাশ
করিয়া থাকে ভাহা বিবাধাশদ কর্মামান্ত—

মিবাা।

ঠাকুর পুন: বলিয়াছেন: 'জানী—থেমন

বেদান্তবাদী— কেবল "নে ড, মে ড" বিচার করে । বিচার করে জ্ঞানীর বোধ হয় বে, "আমি মিগা, জগৎও মিগ্য স্থাবং।" জ্ঞানী ব্রন্ধকে বোধে বোধ করে ভিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না …

'বেধানে নিজের আমি খুঁজে পাওরা যায় না
—আর খুঁজেই বা কে !—গেগানে বাদের অকপ
বোধে বোধ, কিরপ হয়, দে কপা কে বলবে !'
ইন্দিনাম্কুফাক্থায়ুল, ১০৪ 'বিচার করা
যভক্ষণ ন, শেষ হয়, লোকে সভ্ কভ্ করে ভর্ক
করে। শেষ হলে চুণ হয়ে যায় '

শ্বীরামচক ওক শ্বিনিট্ন কৰিত আছে ধে,
শ্বীরামচক ওক শ্বিনিট্ন কৰিত আছে ধে,
ভববস্তু যথন ভাষাত্ব প্রকাশ কবিবার নাই এক
মৌন শ্বেলখন কবিলেই যথন ভব ব্যাইবার
উদ্দেশ সিদ্ধ হর এখন আপনি আমাকে এও
উপদেশ প্রদান করিলেই তে, ইইড ; প্রত্যান্তবে
শ্বীব্যিষ্ট্রী ব'ললেন: '৬ হ' ইইলে লোকে
আমাকে মুর্ব মনে করিত। মনে করিত যে আমি
কৈন্ই জানি না। ভাই নানা কথা বলিয়া এখন
মৌন ধারণের বহন্ত ব্যাবার

আসল হতটি সুকে কণা গায় না। প্রাই আসামগণ স্থত, আব্হু, এখ্য, সভা হত্যাদি বিভিন্ন শব্দ, ৬জ বুঝ ইবারে সহপ্রকরণে কল্পনা করিসাপ্ত্রন

'ঋতম্, আৰু , পৰং এম সভাগ্যতা (দকা বুলৈ: , ক ইতি বাবহাৰ।বি স জ স্তম্ম মহ স্থান: ॥'

মহাব্যাং অবর্থ পরমাজার, অন্ত অব্ধ ক্ষিষ্ট ৰুম পুট কে ন পদ(স্থিকেট সংবারণতঃ 'ডজিটুট' বলা হয় সুক্তাৰশিট অনুকে ডজিট বা চশ্ভি ভাষায় 'এ'টো' বলে । ঠাকুর ভাই বলদেন যে, মুখৰায়। উচ্চারিত হওরাতে বেদ পুরাণ সৰ মেন মুখলপর্শে উচ্চিষ্ট হক্য় গিরাছে, কেবল এগকে কেব মুখে কাবিত শবহার। প্রকাশ ক কভে পারে নাই বলিয়া এক্ট জগতে এক্সাত্র অক্সন্তিই বঙ ক্ট ক্সন্ত কথাটিই একদিন ঠাকুরের শ্রিষ্ট্রেন : 'বাং, আছে একটা গৃহন কথা শিক্ষায়।' ঠিক এই কথাই 'জ্যান সংকলনী ভন্ন, হব' সুখেও আম্বা

'ওচ্ছিইং স্বলাছাণি স্ব বিজ্ঞা মূথে মূথে
নোভিইং বনগো জানমব্যক্ততেনাম্বস্থা'
স্বলাল ও স্ববিজ্ঞা মূথে মূথে উচ্চারিত হুইমা
ওচ্ছিই হুইরা গিয়াছে, কিন্তু অব্যক্ত হৈওল্লমন্ত্র জানস্বল এক ক্ষেই এয়াবং উচ্ছিই হন নাই।
অধাৎ ক্ষাকে কেইই বাকান হা প্রকাল করিছে
গাবে নাই

দেখা সেল ভয়ন ও ও ঠাকুর ইংগামকুফদের একাকে অফুডিছট বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি একটু বিচাৰ। ওচ্ছিট শদের প্রকৃত অব কি ? শাধারণ ১: অমেরা উ ক্রপ্ত বলিতে মুধস্ট কোন ভোজা পদার্থকেই বুঝি আমানের মানস্চকে সোলকরণ অন্তপুর্বপান্ত ও ঐ পাত্রস্ব ভূকাবলেনট্ বেন ভাসিয়া উঠে, ও তাহাকে আসরা 'এটো' ৰলি । **সুথম্পৰ্শ হস্ত**নাছে বলিয়া উ**হা অ**পৰিত্ৰ এবং ঐ এটো স্পর্শ ইইলে বগ্রাদি ধৌত করিয়া থাকি বিশ্ব বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা মায় উচ্ছিও অৰ্থ, যাহা অবংশণ থাকে। ডাছা খালুছবাট হওক অথবা আর যাচ।ই হতক। ৬৭ 🕇 শিটম্ = উक्टिइंग् ७९ ऍक्षरम् जमञ्चरम् 'मदंग् अदिमिदेर सर विश्वरक ७९ फांक्हर्य। (कान कार्रानस्त्र याहा অবশেষ গাকে ভাছাট ও জ্বর্ড কেখা যাউক শ্বীশীঠাকুর এ বিষয়ে কি বালতেছেন। । ডবি া (তেক্ন: "বিচার কললে "আহ মি" বলে কলু

পাইনে। শেৰে যা খাকে ভাই অ আঃ চৈত্ৰ 📭 ঠাকুরের 'শেষে ঘা থাকে' এই কথাপ্তলি গভীর ভা**ংপর্ণপূর্ণ, গভীর অর্থন্তো**তক, ঋঙ গ্রুলঞ্গীয় ঠাপুর বলিলেন 'লেবে'। কিনের লেবে ? ভাত্মও ঠাকুর বলিয়া আ দীয়াছেন 'বিচার করলে', অর্থাৎ विहारवद ब्लास । कि विहास ए जाहा है जिक्स দেখাইয়াছেন: ' "আমি কে" ভালকপে বিচার ক্রলৈ দেশতে পাওনা হাম "আ্ ম" বলে কোন জিনিদ নেই, হাত, প, বজ, খাংদ ইতা দি— এর কোন্টা আমি? ফেন্ন প্যক্তির গোস। ছাঙ্গাতে ছাড়াতে কেবল ধোসাই বেরোয়, সার কিছু ধাকে না, দেইরপ বিচার করলে "আমি" বলে কিছু পাইনে। "শেষে যা গাকে" ভাই আছা,— **হৈওয়া ' এথানে ঠাকুর শা**ন্ত উপনিষ্টের 'নেডি, মেডি' বিচারের কথা বলিলেন। ২ ড, পা, রক্ত, शास- अह त्कान्छ। यापि ? अहा नय, बहा नह, **এইর**পে অমাজুবোধে স্ব জড়পদার্ম ভাগেন স্বর অবশেষ বাকেন যে এক অন্যা, ডিনিই চৈওৱ বা ব্রন্ধ। ক্রণ্ডেখাং 'লেডি, নেডি' বিচারের শেবে **অবশিষ্ট থাকেন এক এল।** তিমিই ৩ % ই

স্তবাং ঠাকুরের মতে এখ উভিত এবং অফুডিছ স্বাহেদে উভচই স্ভা বল হাইতে পারে

বাধ কৰিবেন। কিন্তু অৰ্থনোধ হুইলে আন বাধ কৰিবেন। কিন্তু অৰ্থনোধ হুইলে আন বাধানিক কিছু ব কিবে না। এল উল্লিষ্ট এই কথা কেবল বাধানিকের বা বুলির বিলাসমান্ত্র নং বাং বেলও এই কথা পাই বলিয়াহেন। তাত হ আমার এখন দেখিব অথববৈদে বুলাকে উল্লেখ্য এখন দেখিব অথববৈদে বুলাকে উল্লেখ্য বুলাকে বিলামেন ভিন্তি প্রস্তাহত বিলামেন ভিন্তি প্রস্তাহত বিশ্ব অথববিদ বুলাকে বুলাক বুলাকা বু

"৪ উটিজ্ডে লামক পং (চাক্তিটে লোক আ ছঙ: ডটিজ ই ইজ-ডৌখিড বিশ্বস্থা সমূচি ধ্য উচিছটে ভাৰাপুৰিবী বৈহং ভূতং স্মাহিওম্। আন**ং সমুদ্ৰ** উচি**ছটে চক্ৰ**মাবাত আহিছে:। ২

हें खा कि বেদের ভারতার সামন চাই প্রথম অর করিয়াট্ডেন মে, কোমামস্থর হতাবলিষ্ট ওলন্ট ঔদন্ত। সেই স্বঁকারপড়ান্ত <u>ছতাব্ৰিট</u> ত্ৰহাতি# অন্তে নামরপান্ত্রক শব্দপ্রপঞ্চ ও অর্থপ্রপঞ্চ উভয়ই **আজিড হইয়া লক্ষ্যন্ত হেইয়া থাকে। অ**লখা -**'ঘৰা "অধাত আংশে নে**ভি নেভীভি" \*নেহ নানাভিভিজন\* ইডেবং দ্রতপঞ্চিবেধাৎ উৰ্বাং ভদবধিত্বেন শিগ্ৰতে ইণ্ডাক্ৰিষ্টা বাধ সমিত্বেন **বিশ্বসানা পরংক্রম ভাগেন শুক্র**াবলী রঞ্জান দিবৎ নামরূপং চেডি দ্বিধাভূতং স্মরুং জগৎ আহিতম অনুবাগিতম বর্ততে ইভার্ব: **শামান্তে**ন ঞ্চলাধারত্বর অভিধার বিলেয়তে মিদিশতি উচ্চিটে লোক আহিত ইতা দিনা।···' —'উধ্ব'দ' অর্থাৎ—'অধাত আরেন নেতি নেতীতি' নেহ মানাভি কিঞ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবারা দশ্রপ্রপঞ্চ নিবেধানন্তর দ্র্ব নিথে ধর অব্ধিব্লের যাচা 'শিয়তে'—অবশেষ গাড়ে ভাহাই উচ্চিষ্ট। উহাই দ্ববাধের অব্ধিভার বিচাল-**পরবৃদ্ধ। ভাঁহাভেট শুক্তিকা**তে বজত করনার ন্তায় নামরপে বিধাবিভক্ত জগৎ আরোগিত। এইরপে দায়ারভাবে একের জ্ঞান্ত বস্ত্র কথন কৰিয়া বিশেষ্ড: উচ্চার জগদাধারম নিরুপত হইতেতে। উচ্চিট একেই সর্বলোক, ইন্দ্র, **অগ্নি**,

শমপ্রবিশ, ছালোক, পৃত্বী, জল, দমুন, চক্রমা, বায়ু সবট আরোপিত।

শীশীগৈকুরও বলিয়াছেন 'দব নেহে ষা গাকে তাই আল্লা তৈতন্ত ' আচার্য দায়নের ভাষ্মের মধ্যে আমরা আমাদের ঠাকুরের স্পতিচিত স্থমিষ্ট কণ্ঠধনিই শুনিতে পাইতেছি নাকি গ

অতএব বেদান্তোক্ত প্রধান সাধন 'নেতি নেতি' বিচার সহায়ে কল্পিত প্রপঞ্চ নিধাাবোধে পরিত্রাগ হইলে এক সভাবস্থ ব্রন্ধই অবশেষ থাকিয় যান বলিয়া তিনিই 'উচ্ছিট ব্রন্ধ'। 'নেতি নেতি' লারা ইহাই ঘোষিত হইয়াছে। বৈজ নিবিদ্ধ হবার পর সর্ববাধের অর্থাৎ সর্বনিষেধের অব্ধিরপে যে প্রত্যাসভির ব্রন্ধ শেষ থাকেন তিনিই উচ্ছিট যেমন্ ভূকাবনিট অন্ধকে উচ্ছিট বলা হয় সেইরূপ বিচাবের গর অবনিট ব্রন্ধই উন্থিট। এই উন্থিট ব্রন্ধই বিশসংসার আপ্রিত ও আব্যোপিত। ইহাই অপর্ব বেম্বর 'উচ্ছিট ব্রন্ধ স্বন্ধের' বোহণা।

স্তরাং দেখা ষাইতেছে যে, শাক্তভান্ন শাক্ত ভাষায় বাসকে 'অসুচিটেও' বলিয়াছেন, আবি থেক ভাঁছাকে 'উচ্ছিও' বলিয়া বোষণা করিয়াছেন। সমন্বাবৈভার ঠাকুল শ্রীশ্রীরামঞ্জনদেব স্পার সামগুলে বিধানপূর্বক উভার স্বভাই প্রাহণ করিয়া সকলের স্বাবোধানাসে বিবয়টি আবিশু স্পারণ কলা উপস্থাপিত করিয়াছেন।

িত।শ্বেধ নিতঃপূর্ণ অপরিবাধী অপরিবতনীর এক আছেঃ আছেন; তাঁহার কথন পরিবাম হ্র নাই, আর এই-সকল বিভিন্ন সারিবাম সেই একখার আছাতে শ্বের প্রতীত হইতেছে। উহার উপরে নাম-স্প এই-সকল বিভিন্ন স্বতাতি বাহিকাছে। বুল বা অংকৃতিই তরজকে সমৃদ্ধ হইতে প্রকৃত্ব করিয়াছে।

न्यामी विद्यकानक

# বৈরাগ্য ও সম্যাস

### चामी बोद्धमानम

'কঠ'-শ্রুতি যথার্থই বলিরাছেন, 'পরাঞ্চিনানি' (২।১।১)—অর্থাৎ মানবের ইন্ধিনানি ব্যানির মানব ইন্ধিনানির ক্ষান্ত কালারিত। ক্ষান্ত ক্ষান্ত কালারিত। ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত কালারিত। ক্ষান্ত ক্ষান

বিষয়ভোগে তাৎকালিক তৃপ্তি হইলেও
নিরবছির প্রথ—মাপুর তাহাতে কথনই পার
না। জীবনের শত আশা প্রতিহত ও আকাজ্রা
বার্থতার পর্ববিষত হইলে কোন কোন
ভাগ্যবানের চিন্তে তথন এই চিন্তা জাত্রত হয়:
মু:ধ্বিরহিত যথার্থ প্রথ কোখার, নিরবছির
আনস্লাভের কী উপার শু

বদি নিরবচ্ছির প্রথ, নিতা প্রথ বদিরা বিছু
নাধাকিত, তবে মাছবের প্রাণে উহা পাইবার
ভার আকাজ্যা জাগে কেন ৷ কই একার
'অসং' বন্ধাপুরুদ্ধাতার কোন বস্তু লাভের
কামনা তো কাহারও হয় না ৷ প্রতরাং এমন
বন্ধ—হঃবসংস্পর্শবিরহিত শাশত প্রথ—নিভারই
আহে, যাহা পাইবার জন্ম বুগ বুপ গরিয়া

মানব-মনে আকুল আগ্রহ। এই নিত্য স্থব বা অনৃতত্ব লাভের কথাই পূৰ্বোক্ত শ্রুতি (কঠ ২।১।১) পুনরায় বলিতেছেন:

কভিদ্বীরঃ প্রত্যগাল্পানবৈক্ষ্
আর্ভচক্রমৃতত্মিজ্ন্।

—বিষয়বিষুধ চিতে কোন কোন অষ্তত্বা-ভিশাৰী পুৰুৰ প্ৰভাগাত্মজ্ঞান লাভকরত সেই নিতা স্থের অধিকারী হইলা থাকেন। মুমুক্র 'वानुष्ठकृः'—वर्षा९ हेल्यिममृट्टब्र विवत्र-विमूचला वा देवबागारे धरे चाचछानविकारभव দর্বপ্রবান দাধন—ইহাই শ্রুতির নিজ-মুখের বোৰণা। বিনা মূপ্যে জগতে কোন বস্তুই লাভ হর না। কিছ এই আত্রবস্তটি লাভের জন্ম क्षि उफ्रे क्षिन मृना निश्वात क्रिल्म । ৰে চিম্ব জন্ম-জন্মান্তর বরিয়া বিবয়ের প্রতি নিরভার ধাবনান, তাহাকে বিষয়বিষ্থকরত चयम् च कतिराज ६३८४। ध राम मागता छिम्रव প্রধাবিতা নদীকে ভাহার উৎসমুখে ফিরাইনা লইবার অ্কঠিন প্রয়াস। অভরাং মুমুকুর देवदागा-नाथनाव कीदन चादास्वत - भीदन वर्ष ।

অন্তরে আনক্ষরণ আত্মদেবের নিত্য অধিঠান, তাঁহাকে জানিতে হইবে; তবেই ছঃথের চিরনির্জি; 'আত্মা দেবং মৃচ্যতে দর্বপাবৈ:' (শে: ১০০) — আত্মজানেই দর্বহননির্জি।

'ত্যাল্লং বেছ্পশাতি বীরাজেবাং পুৰং
শাৰতং নেতরেবাম্' (খে: ৬/১২)—অভিতীর
আদ্ধাকে বাঁহারা ববুদ্ধিদ্ধাপে সাকাৎ অবগত
হন, তাঁহাদেরই শাশত পুৰ হর, অভ্নের নহে।

पहे श्रमात जार्मा श्राणिकान्त व विषय श्रमान। जार्माक ७ ज्यकारत्व महावहार्यत श्राम हिर्द्यत वाद्यविषयश्रश्यक्षण ७ ज्याद्यभूषीयला वक्ते कार्म हत्वा ज्याद्यव। विवयक्षिम् ना हत्ति हिल ज्याप् व हत्रे ज्यापत ना। ज्ञास मिला ज्याद्यस्मार्ट्य भर्थ देवागाहे मृत्यत्व। हेशर्व्य ज्याप्रश्रमार्ट्य भर्थ देवागाहे मृत्यत्व। हेशर्व्य ज्याप्रश्रमार्ट्य भर्थ रावनात श्राद्य वा ज्यमाल व्यस् हेहाहे रम्य भर्षत्व भादरक्त मिला महत्व वा ज्यक्त्व।

বৈরাগ্যের বর্ষণ, উহার প্রকারতেদ, তৎসাধনের উপার এবং উহার শাভাবিক পরিশতি সন্নাস—ইত্যাদি বিষয়ে শাল্লকারগণ কি বলিরাছেন, তাহা ব্যাযোগ্য শাল্লীয় প্রমাণাদি সহাবে আলোচনা করা হইতেছে।

### देवक्रांगा

'রশ্লুর উত্তর 'দঞ্' প্রত্যর প্রয়োগ
ছারা 'রাগ' শব্দ নিশার। অর্থ—ইপিড

হস্তে রতি বা প্রীতি। বি+রাগ = বিরাগ,

অর্থ—বিহরে প্রীতিরাহিত্য।

বিরাগ + ক্য → বৈরাগ্য, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট তোগ্যবিষয়ে দোষদর্শনাভ্যাদ্বশতঃ বিভূকা।

বৈরাগ্য বা বিবর-বিভ্ঞাই মোক্ষমার্গের প্রথম সোপান। বৈরাগ্য ছই প্রকার— অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য।

#### অপর বৈদ্বাগ্য

হুপর বৈরাগ্য নামজেদে চারি প্রকার হুইয়া থাকে, যথা: (১) খুড্যান, (২) ব্যতিরেক, (২) একেচিয়েও (৪) বশীকার।

- (১) সংসারে সার বস্তু কি ও অসার বস্তুই বা কি, ইহা শুরু ও শাস্ত্র সহারে জানিব— এই প্রকার উভোগের নাম 'বডমান বৈরাগ্য'।
- (২) চিত্তগত রাগ্রেবাদির মধ্যে বিবৈক সহায়ে এতঞ্চি দোব আমার নিমৃত হইরাছে

এবং এতগুলি এখনও বিজমান, চিকিৎস্কো সাম এই প্রকার বিচার-করত বিজমান দোহ-শন্থের নির্ভির জন্ত যে প্রচেষ্টা, তাহাকে 'ব্যতিরেক বৈরাগ্য' বলে।

(০) ঔৎস্কাৰশতঃ মনে বিষয়ত্ঞা বিশ্বমান থাকা সংস্বেও হৃঃধান্ধক্ষোধে সর্ব-ভোগ্যবিষয় হটতে বহিলিন্দ্রিপ্রপ্রতি নিরোধের যে অমন্ত্র, উহা 'একেন্দ্রিল বৈরাগ্য' নামে প্রাসিদ্ধ।

(ঐহিক ও পারশৌকিক ভোগা পদার্থ তৃষ্ণা বিভয়ান থাকা সম্বেও বিবেক-ভারভয়া-বশতই পূর্বোক্ত 'যভয়ানা'দি ত্রিবিধ ভেদ।।

(॥) ইহ ও পরলোকের বাবতীয় বিবয়ে। প্রতি সর্বধা যে বিভ্রুগ, জ্ঞানপ্রসাদরূপ সেই চিম্ববৃদ্ধির নাম 'বশীকার বৈরাগ্য'।

এই 'বণীকার বৈরাগ্য' সম্বন্ধেই ভগবান্
প্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'দৃষ্টামুক্রবিকবিষাবিত্ঞান্ত বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যন্' (বোগ প্র
১০১০)। এই বৈরাগ্য সংপ্রজ্ঞাত সমাধির
অন্তর্ম ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির বহিরস
সাধন। (গীতা, মধুং টীকা ভাতর তঃ:)

পূৰ্বোক্ত চারি প্রকার 'অপর বৈরাগ্যে'র শেষোক্ত 'বশীকার' নামক বৈরাগ্যও মন্দ, তীর ও তীব্রতর ভেদে তিবিধ হইয়া ধাকে। যথা:

- (১) স্থী-পূত্ত-ধনাদি প্রিন্ন পদার্থের নাশে সংসারে তাৎকালিক থিকার বৃদ্ধিপূর্থক ঐ বিষয়-সমূহের যে ত্যাগেচ্ছা—তাহা 'মন্দ বৈরাগ্য'।
- (২) বর্তমান জন্ম স্থী-পূত্র-ধনাদি আমার অভিলবিত নচে, এই প্রকার স্থিয় বৃদ্ধিপূর্বক বিবরত্যাগের ইচ্ছাকে 'তীত্র বৈরাগা' বলে।
- (৩) প্নরাত্তিযুক্ত বন্ধলোকপর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ভোগ-ভ্যাগেছা 'ভীব্রভন্ন বৈরাগ্য' নাবে অভিহিত।

#### সর্যাস

'মৰ বৈরাগ্য'-বাম্ প্রবের কোন প্রকার
স্থাবেই অবিকার নাই। প্রতি বলিতেছেন:
বদা মন্দি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তব্।
তবৈর সংস্থাপের বিদান্ অন্তথা পতিতো তবেং।
(মৈত্রে: উপঃ ২০১৯)

—वर्थार नर्वदिग्रहत व्यक्ति यथार्थ देवताशा जिल्ल बाध्यक हरेला कथनरे दिरवकी भूक्रव नर्वदर्यभन्नाम कथिरवन, देवताशा दिना नन्नाम ध्रद्य कथिरण किनि खड़े वा भक्तिक हरेरवन।

বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সম্যাস চারি প্রকার হইয়া থাকে। যথা: (১) ক্টাচক, (২) বছুবক, (০) হংস ও (৪) পরমহংস।

मन देवहागावान् वाकित त्कान श्रकाड मग्रारमहे व्यक्तित नाहे, जाहा प्रवेह कथिज हहेतारह।

তীর বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্ত 'ক্টাচক' ও 'বহুরক'—এই ছই প্রকার সর্যাস বিহিত।
যে তীর বৈরাগ্যবান্ পুরুষের শরীর তীর্থঘাত্রালি করিতে অসমর্থ, তাহার 'ক্টাচক'
সন্ত্রালে অধিকার; বাহার সেরপ সামর্থা
মাছে, তিনি 'বহুরক' সম্যাদের অধিকারী।

'কুটাচক' সম্যাদী তিমতী ও বপ্তগৃহে তিকাগ্রহণকারী।

'বহুরক' নর্যানী ত্রিবত্ত-, শিব্য- ( নিকে ), কলপবিত্র- ( জল ইাকিবার বত্র ). কৌপীন- ও কাগান্তবেশ-ধারী। ইহারা তীর্থাটন, ভিন্সাত্রে দীবনধারণ করেন ও আছোপাসনার রত ধাকেন।

তীব্রতর বৈরাগাযুক্ত হইলে পুরুষ 'হংস' সমাসের অধিকারী হইরা খাকেন। 'হংস' সমাসী একস্থী, শিখারহিত, যুজ্ঞাপ্রীত- शादी, निका- ७ क्यलन्-इस, आय्य ध्वसाधि-निवामी धवः कृकुठास्त्रावनामि-सम्होनए९भन्न ।

পূর্বোঞ্চ তিবিবসমাস-প্রাণক তীত্র ও তীত্রতর বৈরাগ্যই 'বোধদার'-ত্রছে আচার্য নরহরি কর্তৃক 'শিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে ক্ষিত হইয়াছে। যথাঃ

पाधिताधिष्टशास्त्रभाव छ। विश्वाधिष्ठाः। य भौने याक्रिक्षि विश्वाधिष्ठाः ह म।।

— শাহার। শারীবিক ও মানসিক ক্লেশ, ভঙ্গ, উদ্বেগ ও পরাধীনতা প্রভৃতি স্বায়া নিপীড়িত হইরা মোক্ষলান্ডের ইচ্ছা করেন, ভাহাদের বৈরাগ্য 'বিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হয়।

ठीजा । नः मात्रदेवतागाम् जन्न जिल्लामनः यपि । देवतागाः भूगमीवानाः विद्यामाम्यास्य ७९॥

—ভীত্র সংসারবৈরাগ্যহেত্ পুশ্যবান্ পুরুবের চিন্তে যে ত্রশ্বফিল্লাস। উদিত হর, 'শিহাসামুখ্যবৈরাগ্য'ই উহার কারণ।

वह देवबारणा विवयणारणकारे ध्रवान, दमकियामा উहारक चन्नत्र कतिया पारक याज।

### পরবৈরাগ্য

এখন প্ৰক্ষিত 'পরবৈরাগ্য' ব্ৰিড হইতেছে। এই 'পরবৈরাগ্য' প্ৰোক্ত সৰ্ব-প্ৰকার বৈরাগ্য হইতে উৎক্ট।

श्रुविशास्त्र विश्व विष्य विश्व विष

भूकत भीखरे जनः खाला नमानि नाल कृतिहा पारकत । এই 'भत्रदेवतागा' हे 'स्वानगात'-धार 'किसामाम्थादेवतागा' नाम चलिहिल रहेतार: एथा:

মাস্থাং হর্নতং প্রাপ্তং সজালো: সংস্কৃতা মতি:।

যদি ন বাদবিশাবিভদশাভি: কিম্কিত্র।

ইত্যেবং ব্যবসাধেন হাকাশকলপাতবং।

জিজ্ঞানববি যে বীরা জিজ্ঞানাম্থ্যতা তুলা।

—হর্ণত মহর্ত্তম পাইরাহি, বেদান্তবাকা শ্বণবারা বৃদ্ধিকে মাজিতও করিরাহি, এখন বিদ ব্রহ্মিন্তি লাভ করিলে না পারি, তবে আমরা কি লাভ করিলামণ এই প্রকার নিভয়করত বিকেলাদি-লাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আকাশ হইতে কলপতনের স্থান্ন অক্সাৎ তত্ত্বজিল্ঞানার প্রবৃত্ত হন। তাল্লাদের এই বৈরাগ্যকে 'জিল্ঞানামুখাবৈরাগ্য' বলে।

বিশ্বশিক্ষাসয়া তাত তীব্ৰহা যে। বিধীয়তে । বিয়াগো দৃক্ষভাবেৰু জিজাসামুখ্যমেৰ তৎ ॥

— जीव वस्रकारम्कारणं रावजीत पृष्णप्रार्थ र्य देवताश हत, जाहात नाम 'किक्कामाम्थादेवताशा'। अहे दिल वस्रकिक्कामाहे म्था,
विद्यकारणं जाहात चन्नामी। अहे
'किक्कामाम्थादेवताशा'युक चर्यार शबदेवताशायान्
शुक्रवहे 'शवसहरम' मह्यादमत चिद्यकाती।

### °পরমহংস'-সল্লাস

'পরমহংস'-সন্ত্রাদী একনগুধারী, মৃত্তিত-মন্তক, শিখাদজ্যোপরীত-রচিত, সর্কর্মপরি-ত্যাসী ও একমার আছচিত্তনপরাষণ।

পর্যহংস-স্মাস—'বিবিদ্যা' ও 'বিহুং'
তেলে ছই প্রকার। প্রভাগালাভিন্ন
ব্রহ্মজানদাভার্থ বিবেকাদিগারনচভ্টরসম্পন্ন
পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষ যে স্বক্র্য স্ম্যাস

করিয়া থাকেন, তাহা 'বিবিদিখা সন্নাস'। শ্রুতি ব**লিখাছেন** (বৃঃ ৪।খা২২ ):

'এত্যেৰ প্ৰভান্ধিনো লোক্ষিক্তঃ প্ৰভ্ৰন্তি'

—বৈরাণ্যবান্ প্রুবের প্রাণ্য আত্মলোকের অভিলাষী ইইয়া অধিকারী প্রুব স্নান্য অবলম্ব করিয়া থাকেন।

'न कर्मण न खन्ना न रतन जाणितर व्याप्त कर्मण न स्वाप्त कर्मण कर्मण

'বিবিদিয়া সন্ন্যান'-আশ্রম বিষয়ক আরও শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা: 'এতদ্ হৈ তমান্তানং বিদিছা আদ্ধা বুখোরাথ ভিক্লাচর্যাং চরন্তি' (বৃঃ ৩০০০)। এই শ্রুতি আপাত-বেদনবিশিষ্ট প্রুষের বিবিদিয়া-সন্ন্যান বিধান করিতেছেন। পুনঃ

'मछम् वाष्ट्रामनः दोशीनः श्रिश्हर (स्वः विश्वत्मरे (व्यादः ) — व्यर्थर मुद्रामी मछः गौउनिदातक कथाः, श्रिधात्नव दोशीन छ कमछन् व्यापिमाण श्रेश किरियन धवः छम्स्डि वशः गर्व स्वा श्रिष्ठांश किरियन । श्रेनः स्विः

নংশার্থের নিংশারং দৃষ্ট্র দারদিদৃক্ষণ।
প্রক্রজাকুতোখালা: পরং বৈরাগ্যমাখিতা:।
(নার: পঃ ০/১৫)

—ব্রহ্মপোকপর্বন্ধ সর্ব সংসার অসার

জানিবা সারতয় পর্যায়বর্ত্তবর্শন্মানসে পর-

रेखां श्राम् श्रुक्त विवाह ना कतिया 'विविधियां महाम' अहन कवियां शास्त्रन ।

ভগৰান্ ভাষকার 'কেন'-উপনিবদের ভাষপ্রার্থে বলিরাহেন, 'প্রভাগান্তমাবিশ্রানপ্রার্থ: সংবিশাসরাসি এব কর্ডব্যঃ'—ঐ
হলের টীকাতে টীকাকার প্রীমদ্ আনশাসিরি
হলিরাহেন, 'প্রমন্তানভাস্থতবাবদানভাসিরতে
পরোক্ষনিভরপূর্বকঃ সর্যাসঃ কর্ডব্যঃ। সিছে
চাত্তবাবদানে প্রশাস্তানে বভারপ্রাপ্তঃ
দ্যাস ইতি জইবাস্।'

— অর্থাৎ প্রত্যাগাল্পবিষয় জ্ঞান উৎপন্ন
হলৈ সবৈধনা পরিত্যাগাল্প সন্মাস বিধেন।
অপরোক অভতব-সিদ্ধির জ্ঞান ঐ পরোক
আনপ্রকই সন্মাস কর্তবা। ইহাই 'বিবিদিনা
সন্মাস'। অন্তাশ্রমীর অপরোক অভতবের
প্র সন্মাস শভাবপ্রাপ্ত। তাহার নাম 'বিহৎসন্মাস'।

ভগবান্ ভাষ্ট্রার 'মৃত্তক'-উপনিবদের
ভাষ্ট্রারত্তে বলিতেছেন, "আন্মান্তে বভাগ
দর্বাপ্রমিণামধিকারত্তথাশি সন্ন্যাসনিষ্ঠেব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষ্যাদনং ন কর্মসহিতেতি 'ভৈক্ষ্যচর্বাং
চাস্তঃ' (মৃ: উপ: ১৷২৷১১), 'সন্ন্যাস্থােগাৎ
(মৃ: উপ: ভাহাড) ইতি ক্রেবন্ দর্শরতি
[শ্রুভি:]।"—

— অর্থাৎ ব্রন্ধবিষ্ণার সর্বাশ্বনিধির অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসপূর্বক ব্রন্থবিষ্ণাই নোক্ষের সাধন, কর্ষণহিত ব্রন্ধবিষ্ণা নোক্ষের সাধন নহে, 'ভৈক্যচর্যাং চরত্তঃ' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য ইহাই প্রদর্শন করিষা থাকেন।

'এতং বৈ তমাল্লানং বিলিক্টা ব্রাশ্বণাঃ-----ব্যাল্লাথ তিক্লাচ্বাং চরন্তি' (বৃঃ তাঙাঃ)—
এই শ্রুতির ভাষ্টো আচার্য শংকর বলিতেছেন,
'আলানং বং তত্ত্বং বিলিক্টা আছা অন্তমন্মনীতি
পরং ব্রন্ধ --ব্যাল্লার -- দারবংগ্রন্ধক্টা ---ব্যাল্লার

কর্মভাঃ কর্মনাধনেভাল যজ্ঞোপবীতাদিভাঃ পরমহংদপারিব্রাজ্যং প্রতিপত্ত ভিকাচর্বং চরস্তি।

— অর্থাৎ আশ্ববিষয়ক পরোক্ষ বা অদৃচ্
অপরোক্ষ আনলাতের অনন্তর মৃমুক্ষ্ থাবতীর
কর্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগপূর্বক পরমহংস সন্নাস
গ্রহণকরত ভিকাচর্যা অবলখন করিয়া থাকেন।
— এই শ্রুভিটি সন্ন্যাস-বিধায়ক। পরোক্ষ
আনপূর্বকই সন্ন্যাস বিহিত। দৃচ্ অপরোক্ষ
আনের অনন্তর বে সন্নাস বতই আসিলা
উপন্থিত হয়, তাহা 'বিশ্বৎ-সন্ন্যাস'। তাহাতে
বিধি হইতে পারে না, কারণ উহা বিশ্বানের
অর্থাৎ জানীর বভাবপ্রাপ্ত।

#### বিশ্বৎ-সন্ন্যাস

विश्व कर्यंत्र वितिপूर्वक छा।गद्दाता।
'विति नया-मन्नाम'रे चाच्चळान नास्त्र छेभार,
रेहा পूर्व व्यक्तिमहास्य रुना स्रेशस्य। धरे
चल वक्तवा धरे रा मन्नामविशीन काहात्रथ
धरे चल्य बन्नारेषकाळान छे९भन्न स्रेल वृक्तिरु

दरेर रा, ष्याच्यीत 'विविधिन'-नम्मान'रे जाहात वर्ज्यान ष्या पास्कारनत रहण्। जीनवंखासमृति पत्रिष्ठ 'नरम्भ-भातीतक' अस्य धरे क्षारे 'भडेकर' विभिन्नारकन। यथा:

জমান্তবের্ যদি সাধনজাতমাসীং
সংভাসপূর্বক্ষিদং প্রবণাদিরূপন্।
বিভাষবাপ্ততি জনঃ সকলোহপি ব্র
ত্রাপ্রধাদির বসর নিবারমানঃ ॥ (৩।৩৬১)

— অর্থাৎ যবি অধিকারী প্রবের জন্মান্তরে সম্মানপূর্বক অবশাদি সাধন বিভয়ান থাকে, ভাহা হইলে তিনি যে-কোন আল্রমেই বিভয়ান थाक्न ना क्या, तारे ख्याखरीय नाग्रस राजरे छोशात अध्विष्ठा जाल रहेटा शास, रेश व्यायता निराय कति ना, व्यथार व्यायता रेश वीकात कतिया थाकि।

এই প্রকারে 'পর' ও 'অপর'-ভেদে ছুই
প্রকার বৈরাগ্যের বিষর এবং দেই প্রস্থে
বৈরাগ্যের তারতফ্রেশভঃ সন্ন্যাদের বিহি
ভেদ আলোচিত হইল। 'পরবৈরাগ্য'-সহরুদ্ধ
বিবিদিবা-সন্ন্যাদই আল্লোন উৎপাদনপূর্ব
মুমুসুর বৃদ্ধভাবাপভিত্রপ মোন্দের একষার
হেতৃ—ইহা স্বশালের শিক্ষার। (ক্রেশ্য)

# বৈরাগ্য ও সন্মাস

### স্বামী ধীরেশানন্দ

[ প্ৰাহ্যন্তি ]

निषद्यदिङ्का वा देवानाई म्यूक्त श्रम मार्य । इंटा बाजोफ खन्न पार्यकीय मार्य निष्मणा श्रम स्थान । द्याचानी विद्यान भ्रम स्थान । द्याचानी विद्यान भ्रम स्थान विद्यान द्याचान । द्याचान विद्यान द्याचान विद्यान स्थान व्याचान के विद्यान स्थान व्याचान के विद्यान स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

अमानित्यां दहिन्छाः शिव्याः कन्हारक्षः। मःश्वामित्यार्था पृत्राखे देववमःम्विजानग्राः॥

বৃহদারণ্যক-বাতিক—১।\$।১৫৮৪
—বেথা যার, চিত্তগত বিষয়-ভোগবাদনামণ কল্বতাবশতই বহু সন্মানী তব্বিচাররহিত, বহিমুখি, খল, প্রছিদ্রাথেশী ও
কলহণরাবণ। দেবতাদির স্মাকৃ আরাধনা
না করাতেই ভাহাদের চিত্ত ঐরপ দ্বিত।

विषय पायन्ति ७ विठात्रमहास देवतारगात हत्यादकर्य-माधनहे चाठ छानलारखत स्था छेनाव।

वीष्ठरमः विषयः पृष्ट्वा तक। नाम न विद्रकार्छ। मठाभूखमदेवदागाः वित्वकारमय काद्रछ॥

যোগবাশিষ্ঠ--২1>১/২৩

—वीखरन विषवनर्गतः नकत्नवरे यतः गामविक विवादगानिय स्व, किख विज्ञातमहारयः दे भूकत्यतः चांछ छेखम विवादा नांछ हरेश। धारक। শ্বশাননাপদং দৈছং দৃষ্ট্ৰ কোন বিরক্তাতে। তথ্যাগ্যং পরং শ্রেয়ঃ স্বতো বদ্**ভিকার**তে॥ ঐ—২৮

—শ্বশান, আপন ও দৈত দর্শনে কাহার
চিত্তে (সামরিক) বৈরাগ্যের উদর না হয়।
কিন্তু সেই বৈরাগ্যই উৎকৃত্ত ও পরমশ্রেরোহেত্,
বাহা (সর্ব ভোগ্য বস্তু বিজ্ঞমান সভ্যেও)
প্রেবের চিত্তে স্থাবতই আদিয়া উপস্থিত হয়।

অধ্যাস্থজীবনের প্রারম্ভ হইতে চরম সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত একমাত্র বৈরাগ্যই মুমুক্ সাহকের পরম হিতকারী বাশ্বব।

বৈরাগ্যসাধনের মুখ্য উপায়: সর্বদা
(১) মৃত্যুচিজন, (২) বিধরে দোধদর্শন,

(७) माध्मत्र ও (в) छशरवयूदकि।

### মৃত্যু চিন্তন

আব্দ্রতথ পর্যথ দকল বস্তই দংসারে
মৃত্যু-কবলিত। অকীয় অতিপ্রের দেহও প্রতি
মৃহর্তে বিনাপ বা মৃত্যুর দিকে অগ্রদর
হইতেছে—এই চিন্তা চিন্তে দদা জাগ্রত রাখিতে পারিলে নখর বিষয়ভোগের আকর্ষণ

মন্তক্ষারিনং মৃত্যুং যদি পশ্চেদরং জন:।
আহারোহপি ন রোচেত কিমৃতালঃ বিভূতর:।

—শিরোপরি আসর মৃত্যু বিভয়ান, ইহা
ভানিলে আহারেও ক্রচি হইতে পারে না,
অন্ত ভোগৈশ্বাদির তো ক্রাই নাই।
বিষয়াসক্রির মূল স্বদেহে গ্রীতি ও তাহাতে

সত্যত্ত্ব্দি। অতএব নিষ্ত দেহের বিনাশিতচিত্তন ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন
করিয়াথাকে। তথনই মাহুব ব্বিতে পারে
যে, এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সবই
বিনাশী। ইল্লিয়ভোগ্য বিষয়লাভের জন্ত
মাহুব পদা ব্যাক্ল। বিষয় নিত্য ও পরম
রম্মীন, এই ব্দিতেই চিতা সেইদিকে আর্
ইর। বিবরের বরুপ বিচার করিলে উহার
নশ্রতা চিতা দ্রু অবিত হয় ও বিষয়াগজি
ফেনে রাস পাইতে থাকে।

### विषयः (शायनर्गन

যৎ প্রাতঃ সংস্কৃতং চারং সাধং তচ্চ বিনশ্যতি তদীবরশসংপুঠে কারে কা নাম নিতাতা।

—প্রাতে প্রস্তুত অনু সাধংকালেই বিশ্বত ও বিনষ্ট হইবা বাব, দেই অন্নর্থে পুট শরীরের নিত্যতা কথনই হইতে পারে না।

বদেহাতচিগদ্ধেন ন বিরজ্যেত যং প্যান্। বৈরাগ্যকারণং তঞ্জ কিমন্তন্ উপনিভাতে । মূক্তিকোপনিবৎ—২।৬৬

—অন্তচি গন্ধপরিপূর্ণ খদেহে যে ব্যক্তির বিতৃষ্ণা হর না, তাহাকে বৈরাগ্যজনক আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে ? যাংশাস্কৃপুরবিদ্যুদ্ধসায়্যজ্ঞান্ধিসংহতৌ। দেহে চেৎপ্রীতিমান্ মৃঢ়ো ভবিতা নরকেহিশি সং॥ নারন-পরিব্যাজ্ঞক-উপনিবন্—৩।৪৮

—वाश्म, कृषित, पृंख, विद्या, स्व, साथ, मह्मा, व्यक्ति, प्राम, व्यक्ति, व्य

यमि नामास्य कावस्य यनस्वसम् विर्ध्धतः । मञ्ज्ञामात्र लाकार्थः सनः काकाःम्य वात्रस्य ।

--- এই দেহের অভারতে যে সমন্ত দুণা বস্ত বিশ্বমান তাহা যদি বহিদেশে পৃথক্ পৃথক্ शानन करा गार, उत्व क्कूर ७ काक श्रेष्ठ इहेट के नकम समा क्रियार कर श्रेष्ठ प्रश्रेष नमा नहिंदे हहेट इहेट ।

সর্বদা পূর্বোক্তব্ধশে বিচার দেহাদি খাবতীয় বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদক। অতএব মুমুক্র পূর্বোক্ত বিচার সদা কর্তব্য।

### <u>শাধ্সক</u>

সংসদ বিবাৰ ভাষাকার ভগবান্ শ্রম
সাধনপঞ্চক বলিয়াছেন, 'সঙ্গং সংস্থ বিধীয়তাং
ভগবতো ভক্তিদ্দা ধীয়তাম্।'—মুমুক্ সদা
সংসদ করিবে ও শ্রীভগবানে দৃঢ় ভক্তি সহকারে
চিত্ত নিবিষ্ট করিবে, কারণ—

মহাস্ভাবদশ্যক্ষ কন্ত নোরতিকারণম্।

অনুচাপি পদ্ধ প্রাপ্য গল্পাং ঘাতি পবিত্রভাম্।

—মহাপুক্ষগণের সঙ্গ কাছার না উর্ভি
বিধান করিমা থাকে । অনুচি জ্লমারাও
গল্মার পতিত হইয়া গুদ্ধস্যতা প্রাপ্ত হয়।

সংগদ ও ভগবল্লিছা বৈরাগ্যের একার
সহায়ক। সংসদে চিত্তে সারাসারবস্তাবিবেক
সদা আগ্রত হয়। সজ্জন-সমাগম অশেব
কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। সাধ্যদে ঈশরে
অহরাগ হয়, তাঁহার জন্ম প্রাণ ব্যাস্ক হয়।
সংপ্রদম তনিতে তনিতে বিষয়বাসনা ক্ষাণ হয়।
গোধামী তুলসীদাশকী বলিয়াছেন:

ৰিম্ম শতসঙ্গা বিবেক ন হোই।

প্ৰকাশিত হয়।

রামকিরণা বিহু স্থলভ ন দোই।

—সংগদ বিনা চিন্তে বিবেক অর্থাৎ সদস্দ্বিচার জাগ্রত হয় না। ঐ সংসদ্ধ ভগ্রংকুপাতেই লাভ হইয়া থাকে। বিবেক হইতে
বৈরাগ্যোদ্য হয় এবং তথন গুলুচিন্তে পর্ম ভন্ধ

'বৈরাগ্যের' অর্থ—বিষয়ে বিরক্তি ও শ্রীভগবানে অহুরক্তি। ঈশ্বরাস্থরাগ না হইলে কেবল বিষয়ে বিভ্ঞা অত্যন্ত শুক্তার পূর্ববিদত
হইবা থাকে। 'বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ং'
(গাংগ্যকারিক।—৪৫) কেবল বৈরাগ্য-অভ্যানে
'প্রকৃতিলয়' অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহা একটি
ব্যাবস্থা; দীর্থ সুমুপ্তিভূল্য অক্তানাবস্থা।

গংশসই বিষয়ে বিরাগ ও ঈশ্যে প্রীতির
প্রেরণা সম্পানন করে। শ্রীমন্তাগরতে ভক্তকুলপ্রেট প্রফাদ বৈলিয়াছেন, 'নাম্ব যতনিন
না সম্মেটিতে বিবয়ত্যাগী মহাম্ভবগণের পদধূলিতে পরিত্র হর, ততদিন অশেব শাস্ত্র
অধারন ও প্রবণ করিলেও তাহার বৃদ্ধি
প্রীভগবানের চরপক্ষল ম্পর্শ করিতে সমর্থ হর
না।' ভগবান্ শ্রীক্ষণ্ড বিশির্যাছেন:
ব হম্বানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে প্রভাক্ষালেন দর্শনাদেব সাহবঃ ॥

ভাঃ—১০।৪৮।৩১)
— দলময় সানবিলেনই একমাত্র তীর্ধ নহে,
অথবা মৃত্তিবিলেনই
একমাত্র দেবতা নহে; দীর্ঘকাল সেবিত হইয়া
তাহারা পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন, নাধ্গণের দর্শন কিন্ত তৎকালেই ছাছির হেতৃ হইয়া
থাকে। অভএব ভত্তমশী সাধ্যাবই যথার্থ
ভীর্থ ও দেবতা। শাত্রে সাধ্দিগকে জন্ম
ভীর্থ ও প্রিভগবানের চলবিগ্রাহ বলা হইয়াছে।

उत्तवा माध्यम मर्गम उपमा उपमा न कतिल उ गैशासित मम कता चरण कर्षता, कातम मथः मरेम्ब गग्नाः यञ्जभूभिमिश्च न। दा हि स्वितकथाराज्यसम्भरमभाः ज्ववि छाः ॥ —मामा९ उभरमन नाक ना श्रेरम् अमाध्यम मर्ग कर्षता। डांशासित वाज्यस्मिन कर्षाः ध्यम अस्त्रव भर्म अभरमम्बन्ध श्रेष्ट्रा शास्त्र। म्याण्य, ध्यमाणाचा, तांशास्त्रवानि-त्रश्चि, म्याणावी माध्यस्त असावक असाध्यस्त व्याणावि । उरखराग यथार्थ मृत्कृत हिन्न डीहारमत भागोकिक उद्याप्त्र मृद्धन खीरानत श्रीठ चाइडे ना हरेता थाकिएक भारत ना। के मिरा भीरानत श्रीकार मान्यत हिन्द उद्यन विमा-विमूच हरेता छगरमा श्री हथ।

সর্বদা সংপ্রদে সদ না পাইলেও অসং-সঞ্চ কথনই করা উচিত নছে, কারণ নিঃসদতা মুক্তিপদং যতীনাং

নঙ্গাদশেবাঃ প্রভবন্তি লোধাঃ। আরুচ্যোগোহিপি নিপাত্যতেহধঃ শঙ্গেন যোগী কিমুভাইনিধিঃ।

निःमञ्चारे महामिणाय मुक्ति-श्राक्षित पात । विषयामक विष्मू व दाक्तिणायत मन जाएगत नामरे पथार्थ निःगञ्जा। विषयामक श्रूत्वत मारुवार्य कामामि ज्यापन माग जेरपत रहेता पाद । ये मन दिदकी श्रूत्वत ज्याश्मािक्ड कविष्य पाक, मामाञ्च मारुक्त द्वा क्यारे मारे।

## সন্মাসীর সাধনা

তং-পদার্থবিবেকার সংস্থাস: সর্বকর্মণাস্। শ্রুত্যাভিধীরতে যুখ্যাত্মত্যাগ্য পভিত্যে ভবেং। (উপদেশসাহস্রী, ১৮।২২২)

—'তত্বমদি' মহাবাঝাগত 'তং' ও 'তুম্'
পদার্থ অর্থাৎ পরমান্ত্রা ওজীবারার স্বর্লপবিষ্যক
বিচার করিবার জন্তই সর্ব সকাম কর্মত্যাগরূপ
সন্মাস শ্রুতি বিধান করিয়াছেন। অত্তর্রের
সন্মাসী ঐরূপ করেন না, তিনি প্রতিত অর্থাৎ
আর্থপ্রিট হইবেন।

আহ্বেরামৃতে: কালং নহেদ্ বেদাশুচিন্তর।
দ্যারাবদরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগণি।
—প্রতিদিন নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত এবং
আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুপর্যন্ত সম্মাদী বেদান্তিভার
কালাতিপাত করিবেন, যাহাতে কামাদি দোদ
কিঞ্মাত্রও চিন্তে জাত্রত হইবার অবকাশ না

আচার্ব প্রিপ্রবেশরও তদ্বচিত 'সময়বাতিকে' বলিয়াছেন যে, সর্বস্কামকর্মত্যাগাঁ
সন্মানীরই বেদান্তবিচারে অধিকার। যথা—
ভাজাশেকজিরজৈব সংসারং প্রজিহাসেওঃ।
জিজাশেরের চৈকাল্ল্যং ত্রহান্তেদ্ধিকারিতা॥
—সর্বর্মপরিতাগি, সংসারবদ্ধন্দ্রাভ্রেদ্ধারিতা॥
এক আল্লভন্ত-জিজাল্লরই বেদায়-প্রবণানিতে
মুখ্য অধিকার। অভএন বেদায়োক তত্ত্বচিল্লনই সন্মানের অনুকৃপ।

দর্শন, প্রবণ, গমন, ভোজনাদিতেও সন্নাদী কি প্রকার আচরণ করিবেন, তাহাও লাত্র অভি স্থারন্ত্রেশ নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহল্য, এই সমন্তই ভাহার বৈরাগ্যের সংরক্ষক ও যোকপ্রাপ্তির সহারক। নারদ-পরিবাজক-উপনিবদে আছে (০)৬২—৬৮):

অভিনা বঙক: পশ্বদো বধির এব চ।

মুদ্ধত মুচাতে ভিক্লং বছ ভিরেতৈ ন সংশ্বং ॥

— অভিনা, বঙক, পশ্ব, অন্ত, বধির ও মৃচ—

धरे इत श्रकात याष्ट्रपत दाश श्राप्ट्र श्राप्ट्र विद्या निवामी क्रिय श्रीवश्कि-श्रवश नाल कित्रिया श्राप्ट्र विद्या श्राप्ट्र । ध्वाप्ट्र धर्मे विद्या श्राप्ट्र ।

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোহশ্রপ ন সজ্জতি।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজ্জিনং প্রচক্ষতে।
— অন্নাদিভোজনকালে যিনি ইহা অস্বাছ, ইহা
বাদবিহীন, এইজপ মনে করিয়া আসক্ত হন না;
বিনি দদা হিতকারী, সভ্য ও পরিমিতভাষী,
তিনি 'অজিজা' বলিয়া কথিত হন।

অভ-জাতাং যথা নারীং তথা কোড়শবাবিকীয়।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্রা নির্বিকারঃ স যগুকঃ।
— সভোজাতা বলিকা বা শতবর্ষা স্ত্রী দর্শনে
যেরুণ, যোড়শী নারী দর্শনেও যাহার চিম্ব সেই
একই ত্রপ অর্থাৎনিবিকার থাকে, তিনি 'বঙ্ক'
নামে অভিহিত হন।

ভিক্ষার্থমটনং যক্ত বিমা অকরণায় চ।

যোজনার পরং যাতি সর্বধা পঙ্গুরেব স: ।

— যিনি কেবল ভিক্ষাদি অহল ও মলমুজাদি
পরিভ্যাগনিমিত্তই আদম ভ্যাগ করত অক্সত্ত গমন করেন, এবং ভত্তেতেও যিনি কথনও এক

যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন না, তিনিই 'পঞ্'।

তিইতো বছতো বাপি যন্ত চকু ন দ্রগন্।
চত্র্গাং ভূবং ত্যক্ত্বা পরিবাট সোহর উচ্যতে।
—কোপাও অবস্থান বা ভ্রমণকালে যে সম্নাদীর
চক্ষর সংমুখে গোড়শহন্ত পরিমিত স্থান হইতে
দ্রে নিপতিত হল না, তিনি 'অর্থ'
নামে প্রসিদ্ধা।

হি তাহিতং মনোরমং বচং শোকাবহং চ যং।
ক্রাপি ন শুণোতি যো বহিরং স প্রকীতিতঃ।
—িধিনি হগোৎপাদক অহকুল বচন অথবা
হংকজনক প্রতিকুল বাক্য শ্রবণ করিয়াও

स्नित्रविषय (कान क्षकात विकात क्षाध समा, जिनि 'विषय' नाय थाज।
गितिषा विषयां भार ह ममर्था विकल्चियः।
पृथ्वत् वर्षा निजाः म जिल्मू क्ष जेहार ॥
--विषय जिल्मा प्राणी मर्विषयमण्य हहेता ।
विषय मन्द्र मासिष्य प्रवृध भूकर्षत काय निजा निविकात पार्कन, रमहे जिल्म महामीरक क्षेत्र ना हत।

### চিথাত্র-বাসনার অভ্যাস

पृत्तीक विषक्षाणि शर्मत वाण्यम मह

फियाबरामना'त व्यक्तामहे मद्यामीत म्या

हर्षिता। এই नामक्रणाञ्चक विश्वविषक— अक

पश्चिति, निर्विष्य, णियाव्यक्तल क्रिन्छ अ

हरः महाव्यक्रणानि-त्रिष्ठ; व्यक्षिण्य-टिज्यक्षत्र

हरः महाव्यक्रणानि-त्रिष्ठ; व्यक्षिण्य-टिज्यक्षत्र

हर्षा अव्यव वाताहे मर्व प्रग्रं मचा अ व्यक्ताम
हिनित्रे ह्हेशां पाद्यः। अहेक्य विण्यक्रमहाद्य

प्रशादनिक्ष्यपूर्वक विश्वा अल्लाक्ष्य प्रश्चम्यक्षत्र

हर्षायमिक्ष्यपूर्वक विश्व अल्लाक्षयः मर्वव

पश्चित्र विष्या, क्राञ्च अल्लाक्षयः मर्वव

पश्चित्र विष्या, क्राञ्च अल्लाक्षयः व्यक्तान्यक्षित्र

हिनाव्यक्षम्याः निर्वेष्य अहे हिनाव्यक्षित्र

हिनाव्यक्षम्याः निर्वेष्य अहे हिनाव्यक्षित्र

हर्षायम्याः वरमः। निर्वेषयः अहे हिनाव्यक्षित्र

हर्षायम्याः वरमः। निर्वेषयः अहे हिनाव्यक्षित्र

हर्षायम्याः वरमः। निर्वेषयः वर्षेष्यः वर्षः वर्षेष्यः वर्षेष्यः वर्षः वर्षेष्यः वर्षः वर्षेष्यः वर्षः वर्षः वर्षेष्यः वर्षः वर्यः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्यः वर्षः वर्यः वर्षः वर्यः वर्षः वर्षः

जयायतिवित्राष्ट्राचा ताम नः भावनः स्थितः।

मा वित्राष्ट्राच्छाद्याद्यम दिना न कीवट्ड कि हर ।

— जगवान दिन विकास दिना न कीवट्ड कि हर ।

प्रत्यत मीर्च व्यक्तामञ्जूष्ट मः काव-वानरे छहे

यिथा मः मात मानविद्यत में चार्च मीर्च माण्डाच,

द्याविवात दिना दिना न हरेतात नहि । चक्रविद्या

विकास व्यक्तिमान दिना न हरेतात नहि । चक्रविद्या

विकास व्यक्तिमान विकास हरेला माण्य

इंडक्टा हन । चात छोहात कि दिना वा

चानियात कि हरे व्यदस्य थाद्य ना । छिनि

পরমানশ্যাগরে ভাষমান হইছা প্রারন্ধচালিত দেহ ও ইল্লিয়াদির ক্রিয়া দাকী-দ্বপে অবলোকন করিতে থাকেন। ইহাই জীবন্ধকি-অবসা।

# জীবন্মুক্তের স্থিতি

সম্পূর্ণং জগদের নন্দনবনং দর্বেছপি কল্পফাঃ। গাঙ্গাং বারি সমন্তবারিনিচয়াঃ

भूगाः **गम्खाः** कियाः॥

বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো

বারাণদী মেদিনী।
সবৈব স্থিতিরক্ত মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে অম্বাণি।
—পরত্রন্ধ-দাকাৎকারবান্ দেই প্রব্ধানরর নিকট সম্পূর্ণ জগৎ নন্ধনকানন বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হয়। সর্ব বুন্ধই ওাহার দৃষ্টিতে কল্পন্ধর বাবতীয় জলপ্রবাহ তাহার নিকট সন্ধারীর-ত্ল্য ওল্প, সমন্ত কর্মই পরিত্র, প্রাক্ত অথবা সংস্কৃত—সকল শব্দই ওাহার কর্পে বেদবাণীক্রপে হানিত এবং সমগ্র পৃথিবীই ওাহার নিকট বারাণশীত্ল্য বলিয়া প্রতীত হয়। তথন যেরপেই তিনি অবশ্বান করন না কেন, তিনি সদা মৃক্ত।

প্রারম্ভন ক্ষাতে এই দেহাদি অগৎ-প্রতিভাস নির্ভির অনস্তর তিনি চিরতরে সম্মাণ প্রতিষ্ঠিত হন—অর্থাৎ তিনি 'বিদেহ-মুক্ত' হন। তাঁহাকে আর এই সংসারে স্বন্ধসূত্রপ্রবাহে কিরিয়া আসিতে হয় না। তথনই এই সংসার-যাজার চিরনির্ভি।

# ধীবছত্রান্তি ও ভন্নিবৃত্তি

জীবভাব অনাদি। কবে কিরুপে এই

মিথাা জীবছের উদর হইয়াছিল, তাহা মানববৃদ্ধির অগম্য, কিন্ত জীব সেই অরণাতীত কাল

হইতে ভাহার যাত্রার পথে ভাল-মন্দ, পাপপুণ্য নানা অভিজ্ঞতা জন-জন্মান্তরে সক্ষ

করিতে থাকে এবং পুণাপুত্র পরিপক হইলে দৈবাৎ কোন জন্ম দেবলনত্নতি বৈরাগ্য वाध रम। क्य मम्छक्त बिहदनक्यान শরণ লইয়া সম্যাস-অবলম্বনে আল্লভ্রাস্থীলন महारा भवनाम-खारनामय हरेरम के कीरहळाखि मन्त छेन्द्रित हरेश गाय। श्क्रगार्थत अथारिक नितिममाथि: नर्वमाधनात अहेथार्नाहे लिया मानद-खीनत्तव हेहाहे हतम छैक्षण, हेहाहे চর্ম কাম্য—'জীবাভিল প্রমাক্স-জ্ঞান' সহায়ে অবিভার চিরনিবৃত্তিপূর্বক ছীবমুক্তি-অবস্থালাভ। 'বোধসার' याद्य আচাৰ্য নরহরি বলিয়াছেন:

खीरब्कि-प्रथारिश वीक्टर खना नीनता। धाद्यना निर्श्यास्कन न क् भरमात्रकामाता। —खीरब्कि-प्रथणाणार्थरे निर्श्यक धाद्यात राष्ट्रात धरे वाखिनिक कीरकर्भ कम बीकात, मरमात्रणार्गत कामनावन्छः नरह।

এক নিতামুক্ত চিন্নাত্রশ্বরূপ অবিতীয় আল্লা পদা স্মান্ত্রির প্রতিষ্ঠিত। নায়া-রিচত দেকেন্দ্রিরাদি উপাধিসমূহ বারা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান। বিভাসহারে ঐ আজি বিদ্রিত হইদে তিনিই অনাদিসিদ্ধ নিতানুক্তস্বরূপে প্রাপ্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলা হইলাপাকে যাত্র। আজি একমান্ত জ্ঞান বারাই নির্ভিযোগা, অন্ত কোন উপাধে নহে; কারণ

আন্তারোপিত: সংসারো বিবেকার তু কর্মতি:।
ন রজ্জারোপিত: সর্পো ঘন্টানোনারিবর্ততে।
—জান্তি বারা আরোপিত এই সংসার একমাত্র

বিচারপ্রত জ্ঞান হারাই নিবৃত্ত হয়, অন্ন কোন জিয়াদি হারা নহে; কারণ বজ্জুতে কলিত থে দর্শ তাহা কথনও ঘটাবাদনাদিরপ কোন কা হারাই অপসারিত হয় না। একমাত্র অধিষ্ঠান-রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানই কলিত দর্শ ও তছ্তানো নিবর্তক।

প্রকাশ ও অন্ধরার পরস্পরবিরোধী।
প্রকাশ যেরপ অন্ধরার নিবৃত্ত করিয়া থাকে,
একশাত্র জ্ঞানই তজ্ঞপ বিরোধী অজ্ঞানের
নিবর্তক। ইহাই বেদাস্ত-শাস্তের স্থির সিদ্ধার।
ভানমজ্ঞানস্থৈব নিবর্তকন্'—কেবল জানই
অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া থাকে—(পঞ্পাদিকা)।

শুভ নিষাম কর্ম ও উপাসনাদি—চিত্তভ্তির যারা—ঐ জ্ঞানোৎপত্তির উপ-কারক, এরং বিবয়ে বথার্থ বৈরাগাই সাধনার আদি হইতে অত পর্যন্ত সাধকের অভত্য সহারক, সুহৃদ্ ও পরিচালক।

এই বৈরাগ্যই 'বৈরাগ্যশতক'- অত্থে বিশেষকপে বণিত হইয়াছে। বিষম্ভ্কার অনর্ধকারিতা, ভোগাবস্তা পরিত্যাগের কঠিনতা,
অধিছের ক্ষতা, আগতিক সর্বপদার্থের
অক্ষরতা, সর্বসংহারী কালের বিচিত্র প্রভাব,
নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ও পরমবৈরাগ্যবান্
তত্তিজননিম্ম প্রক্রপ্রবরের আচরণাদি ক্থনপ্রশঙ্কে বৈরাগ্যের অত্যক্তল মহিমা রাজ্যি
শ্রিভর্ত্তর এই গ্রন্থরচনাসহারে জ্যং
সমক্ষে প্রকৃতিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের
বিচার ও মনন যথার্থই বৈরাগ্যের উদ্বীপক।

•

## বেদান্ত-দাহিত্যের ভূমিকা

#### वामी शैरत्रभानक

বৈদিক সাহিত্য বিচার দাবা ইহাই নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় যে, স্ব সরপাববোহাই মানবদীবনের চরম লকা। মানব পরসেশবের
স্টেপ্রাদর্শনীর সর্বোৎক্ট শোভনীয় বস্তা, স্টের
স্থানসরপ। একমাত্র মহন্যকেই তিনি বিবেকবিচারাদি ওপে সমলংকত করিবাছেন, যাহার
সন্থাবহার করিব। মাত্র স্থাবিবলে শোঠতা
লাভ করিতে পারে এবং অতীলিং তভ্জান
লাভ করিতা দারে এবং অতীলিং তভ্জান
লাভ করিতা দারে হইতে চিরভারে মুক্তও
হইতে পারে।

মহবি যাক্ষ বলিয়াছেন, 'মঞ্চা কর্মানি নীব্যত্তি ইতি মানবং'— অর্ধাৎ পরিশাম বিচার-পুৰ্বক যিনি কৰ্ম করিতে সমৰ্থ, তিনিই মানৰ। বিচার ও নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছারা বাহুব জীবনের কোন-মা-কোন সময়ে বৃষ্ঠিতে পারে एक, पहिलाइम कृथ्याळन्यवनात्री ঐहिक ভোগনাত্রই ভাহার মুখ্য কাম্য বস্তু হইডে দারে না। তখন দে বিবয়ভোগের প্রতি আন্দাহীন হয় ও বৈৱাগ্যপ্রবণ চিন্তে ভতুজানী মহাপুরুবের মুখে পর্যভত্ত অবগত হুইবার ষত তাঁহার আচমণে পরণ লইয়া থাকে। একখাত বেদাগুই যাহুষকে দেই শ্বম ভড়েব্ৰ স্কান দিয়া ভাষার ভিজনাস্থর নিবৃত্তি করিয়া ওক্তদশী ভক্ন শ্রণাগত শিয়কে ভালার বাবতীয় ছংগমিঙুলির জন্ম বেলাফড়ড়ের উপদেশ দিহা গাকেন বেদাবোক তল্পানই বাগ্ৰেষমূল অজ্ঞান নিবৃত্তিকরও বানবকে দৰ্শাছভাবে স্বপ্ৰতিষ্ঠিত কবিশা থাকে বৃদিতেছেন ঃ

যস্ত দৰ্বাণি ভূতানি আ মুটেনাসুপভূতি ,

নর্ভতেষ্ চাল্লানং ততো ন বিভ্তগতে ॥
— ইপাবাজেগনিবদের এই মন্ত্রের ভালে
ভাগদ্ওক শ্রীমাদিশংকরাচার্য লিখিয়াছেন,
দিবী হি যুণা আল্পনঃ অন্তন্ হুইং পশ্রতো
ভবতি । — আপুন হইতে ভিন্ন কাহাকেও
দোধহুইরূপে দর্শনকারী প্রুবের চিন্তেই যুণাদি
উৎপদ্ধ ইইরা থাকে। কার্যকারণাত্মক দর্ব বৈতপ্রশাক্ষকে স্ব স্কুপজ্ত প্রস্কভাবে অবগত
হইলে শর্থাৎ দর্ব ব্যুই প্রক্ষর্থণ এই জ্ঞান
প্রিণ্ড হইলে চিন্তগত রাগ্রেষ চিন্নতরে
নিবৃত্ত হইয়া যার

আচার্য খ্রেশ্বর তৎকৃত 'নৈহ্মালিছিঃ' অংহর প্রারম্ভে এইভাবে লিভিতেছেন:

কগতে আ**রম্ভ**রপর্যন্ত সকল প্রাণীরই চিতে ছ:খ-পরিহাবের ইচ্ছা ও তৎপরিহারার্থ প্ৰবৃত্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিভয়ন সেহধারণ করিলেই ছ:খ অবশ্বস্থাবী জীব বঞ্ড পুৰ্বদক্তি পাপপুণ্ডক্ষলবদত্ই বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া পাকে, স্বরাং ঐ কর্ম ও তৎকল বিভয়ান থাকিতে দেহধারণ অগরিহার্য। কর্মাস্টান রাগ্ছেনস্লক। অস্কুল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকৃল বিষয়ে শ্বেষপ্রযুক্ত ১ইলাই সক**লে** বিহিত ও প্ৰতিহি**ছ** নানাবিধ ক্র্যাছটান করিলা পাকে। রাগ-ছেবের কাৰণ শোভৰ ও অশোভন অধ্যাস, অধাৎ অনিত্য ব্যভিচারী মিধ্যাভূত বিহরে রমণীয়তা- ও অরমণীয়ত,-বৃদ্ধির আরোপ (অভির বিব্রে এই বৃদ্ধিও ভির নচে, কারণ একট কিবয় কখন রমণীয় কখন বা অরমণীয়

ৰদিয়া প্রতীত হয়।) এই অধ্যাদ অবিচারিভনিম্ন হৈতবস্তুমূলক , হৈতবস্তু যে পর্যত্ত বলিয়া প্রভীত হট্বে, দে **পर्रय अहेक्य अक्षाम्छ हरे(वर्**। অদিতীয় হতঃসিদ্ধ আক্সার অনববোধ-বশুতট্ <del>উক্তি</del>কাতে রঞ্জাদির দ্বায় সর্ব থৈতের সভাবং প্রভীতি হইটা বাবে। এইরুপ দেখা যার, এক আছার অনেব্বোর বা অ্তরান্ট্ পরব্পরাক্ষেদ্ধ অন্ধের মৃদ্ হেড়। অভয়ন প্রস্থাবেই আল্লার প্রথক্ষণতা ও নিতামুক্ততা मानरतत थाओडि इस ना ७ खळानरह भीत নিকেকে কুত্ত দীনহীন ও ছ:খী মনে করিয়া ত্ৰাৰ চুইয়া থাকে। অভএৰ এই অ্জানের আতাত্তিক উচ্ছেদ-দাধনই ভ্ৰেপবিহাবেচ্ছ দকল জীবের একান্ত কাম্য। বিরোধিতারশতঃ প্রকাশ বেরুণ অন্ধকারের নিবর্তক, তদ্রুণ এই <del>মতানেরও বিরোধী ও ভবিবর্ডক একমাত্র</del> আত্মবিষয়ক সমাকৃ আন। আত্ম প্রতাকাদি লৌকিক প্রযাপের অবিবর প্রক্রাত্ত रानाचनाका सरेएउरे बोराद जे नशक् छान উৎপদ হটয়া থাকে। অতএব স্বহুংখনিবৃদ্ধির **অভ মুমুকুর বেদাত্ত-বাক্য হটতেই এই সম্যক্** ভান ৰম্পাদন করা একার কর্তব্য ।

'বেদাঅ' শব্দের অর্থ বিছান্গণ এরপ বলিয়া

থাকেন: 'বেল শৈক জানার্থক। বেদের অন্ধ

অর্থাৎ আনের পূর্ণতা বা পর্যবদান অথবা

পরনার্থিকেই 'বেদাঅ' বলে। অর্থাৎ যে
জ্ঞানের পর আর জাতব্য কিছু অবশেষ থাকে

মা, ভাষাই বেদাঅ। অল্পজ্ঞানে শান্তি হয় না,

স্বাধিটান সভিদানস্থরপ পরব্দের মুদ্

অপরোক্ত-নাক্ষাৎকারই পূর্ণ জ্ঞান। উছাই

যথার্থ বেদাতা।

পুনঃ একপ কথিত হয় যে, সমগ্র বেদে এক দক মন্ত্রের দংগ্রহ আছে। উহার নব্যে আশী হাজার মগ্র কর্মকাণ্ড-বিষয়ক, বোল হাজার উপাসনাত্মক এবং অবশিষ্ট চারি হাজার আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক। এই লেব চারি হাজার বেদের অন্তভাগে সহিবিষ্ট বলিয়াও এই অংশকে বৈদ্যতা বলা হয়।

বভ্দশনের মধ্যে বেলাক লবোভন।
হুপ্রদিন্ধ বিৰাশ আচার্য প্রীমধুহ্দন বলিয়াছেন,
'ইলমেব বর্গলালাশাং মুর্গ্জম্য লালাকরং
কর্ম অভৈব শেবভ্তমিতীল্যেব মুমুক্রভিরাদ্যশীরং শ্রীভগবংপাদোলিভকাকারেন
ইতি'—বেগাতই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত অভান্ত শাস্ত
ইলার অস্পান্ত অভক্র ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্যপ্রদ্দিভ-মার্গে বেদান্তপাঠ ও বিচারাদি
করাই মুমুক্রপ্রের ক্রান্থ কর্তব্য।

উপনিবদের অপর নাম 'বেলাক্র'। 'উপ' ও 'নি'-পূর্বক 'সদৃ' বাতুর উত্তর 'কিপ', প্রত্যের-যোগে 'উপনিবং' শব্দ নিশার হইয়া থাকে। 'উল' লক ছারা সভুর ও লামীপ্য, 'নি' **শক** নিক্তর বা নিঃলেক অর্থ বুঝার এবং 'লগ্' ধাতুর অর্থ বিশরণ, শিধিলীকরণ, গতি বা প্রাপ্তি ও অব্যাদন বা বিনাল। অভএব 'উপ্ৰিবং' শকের অৰ্থ—জীবন্তক্ষের ঐকাস্থ্য-জ্ঞানসহায়ে যে-বিভা সভ্র স্কারণ সংগার-বছন শিধিল করে বা বাহা সত্তর নিকিডরণে আত্মমীশে লইয়া যায় অপৰা ফে-বিভার অভ্যাস করিলে উহা নিংসন্ধিদ্ধরূপে দংবার-বস্বনকে বিনাশ করে, দেই বিভাই উপনিব্ধ। এইক্সে বেদাস্ত- বা উপনিবৎ-শক্ত ব্ৰহ্মবিভাকে বুরাইলেও উপনিবদ্রূপে কথিত এখনমূহ সাহায়ে ঐ বিভা লাভ হয় বলিয়া গৌণভাবে গ্রন্থ 'উপনিষদ্বা বেদার' বলা হয়। অসমভয়াচারী শ্রেড্যগভিন্ন ব্রহ্ম-বিবয়ে এই বিভার উপদেশ ব্রশ্নিষ্ঠ শুল্ল বিবেক-বৈরাণ্যাদি সাধনচভূত্রনশ্পন্ন প্রপন্ন শিশুকে কেবল কল্পা-প্রশোদিত হইরাই প্রায়ন করিরাথাকেন।

কিছ বেদায়োক তথ্ট অতি হল ও

হয়ং । উহার মর্যার্থ সরলভাবে সকলের
বাধগ্যা ও প্রতিবাদিগণের বিক্ত মতসমূহ

হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্ন প্রাচীনকাল

হইতেই ঐ বিষরে বহু গ্রন্থ হটিত হইয়াহে।
উপনিবল্, ব্রহ্মহন্ত ও প্রিমন্তগ্রন্থীতা—এই
তিনটিকে 'প্রস্থানালয়' বলা হয়। এই তিনটি
প্রস্থানাই বেদানালয়' বলা হয়। এই তিনটি
প্রস্থানাই বেদানালয়েশনের তিন্তি ব্রহ্মহন্ত
পরমত্থতনপূর্বক উপনিবদ্বাক্যম্প্তের মর্যার্থ

সংক্রেপ ত্রাকারে প্রথিত হইয়াহে। ইহা
ভাষাপ্রস্থানা নামে ব্যাত। গ্রীতাকে 'মৃতি-প্রস্থান'
বলে।

वाष्ट्रात धक्षहे छेशनिवन्त्रवृत्हह मून বক্তব্য , অধিকারতেদে অপর সমন্ত বিভিন্ন **উ**श्रमण-याङ्। छेणभिष्य मृद्धिरशास्त्र हहेव। षात्क, लाहां के वक्ष-ताधरमञ्ज नहानकमाज। এইরপে নর্ব বৈদিক মতসমূচের স্মন্ত স্থাপন-করত উদার অধৈত্যত গ্রহণ করিলাছিলেন বলিয়া সমন্বাচার্য খ্রীশংকরত্বত প্রস্থানতায়ের शतमप्रदे नर्दारकृष्टे। अ-विवस देवस्मिक পণ্ডিডপণ্ড একমড়: দক্ষ উপনিষদ্ই একবাক্যে এবং নিবিরোধে জীব ও ব্রন্ধের একত্ব এবং জগতের মিশাতি ঘোষণা ক্ষিতেছেন: ওরুগরক্ষরাগত এই বিভা ব্রুমুখে লাভ করিলে সর্ব বিরোধের অবসাম আচার্য শ্রীশংকর প্রধানতঃ প্রভিবাক্য-সহাবেই পৌৰাপৰ্য নিৰ্ণয়ক্ষত শ্ৰুতি-ব্যাখ্যানপুৰ্বক খমত অহৈত্বাদ ভাপন ক্রিয়াছেন, ইহা তাহার একটি धरान रेवनिष्ठे । श्रृतः कर्म, शृकः, रगान, উপान्ना প্রভৃতি অধিকারীর কৃচি ও যোগ্যতাপুৰামী

এই মতে বিশিষ্ট শান অধিকার করিয়া চ
কিছুই অনাৰ্ভ হয় নাই। বস্ততঃ অবৈত্যাদ
নবংসহ। ইতিসমূত্র মহনপূর্বক শিবাবভার
আচার্য প্রীশংকর এই অবৈভান্ত জগতের
হিতের জন্ম সকলকে পর্মকর্কণাপরবলচিত্তে
নাদ্রে পরিবেশন করিয়াছেন।

আচার্য শ্রীশংকর-প্রচারিত অহৈতবাদই বে ব্রহ্মপ্রে বিচারিত এবং গুগ্রহান শ্রীবেদব্যাস সম্মত ও সর্ব উপনিবদের হুগাওঁ তাংপর্ব—ইহা নিঃসক্ষেহ।

পরস্পার-বিরুদ্ধ মভমতাত্তরসমূহ্বারা বিভ্রাত্ত, শাবিপিপাস্ শ্লীবলগুকে অধিতীর আত্মতন্ত্র-র্হত বুঝাইবার অভ পরম্ভাক্রণিক मर्दछ छशवान छित्वस्याम मह्तानिधः-বিদ্বাস্থের সাবস্থুত 'ব্ৰহ্মপ্তা'-নামক গ্ৰন্থ রচনা कतिमारहत । देशाहे 'रामाञ्चननंत्र', 'नाजीवक एए', 'উड्डब्रेसीमारमा-प्रर्नम' हेल्डापि नाट्य মুগ্রসিদ্ধ মান্ত্-কলাপের নিহিত প্রকট শিবাৰতার আচার্ব শ্রীশংকর স্বীয় স্কাৎ অপরোক্ত অস্থ্রর ও লোকোন্তর প্রতিভা-নহায়ে অভি প্রসত্র ও গভীর বাকারচনায়ারা উক্ত 'ব্ৰদ্ৰস্ক', 'দুশোপনিবং' ও 'গীতা'র উপর অপূর্ব অনবত ভবের রচনা করিবাছেন। উহাতে ভগবান্ ঐবেদবাাস-সম্বত তাংপধ ত্রনিনীত হইরাছে। আচার্যনিয় ঐত্রেখর, পদ্মপাদ ও তৎপকাৎ দ্বঁলান্ত্ৰ্দি, প্ৰকাশ্-স্ক্ষতি প্ৰভৃতি ভববেতা বিধান্গণও বেদায়-বিষয়ক সাম্প্রচনাসমূহখারা বেলাভ শাভের 🕮 বৃদ্ধি লাখন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে শশুক-ধুরম্বর শ্রীবাচম্পতিহিতা প্রভাবের উপর 'ভাষতী'-নামক এক অপূর্ব টীকা রচনা করিয়া দর্বলোকের কুভজ্ঞতা-ভালন হইয়াছের। প্ৰভাষ্টের উপর আরও বহু টীকাদি রচিত হইগাছে 📑 আচার্বপদ,তুল স্বন্মধ্য ত্রীমধুস্তন

সরস্থা 'অবৈদ্ধনিদ্ধি', 'অবৈত্যন্ত্রকা'
প্রভৃতি, অন্ধাপন প্রীচংপ্রনাচার্য 'চিংপ্রবী',
অলৌকিক প্রান্তিভালালী প্রীহর্ষ 'বজনহস্তপান্ত' প্রভৃতি প্রহর্তনা হারা প্রতিশান্তর
কৃতর্কসমূহ প্রথমকরত অবৈত্তভূবিবাধ অধিকত্র প্রথম করিয়াছেন। অবৈত্রনিদ্ধাবের হন্ধংতা অনুষান করিয়া সর্ববিদ্যাপারন্তত প্রীবিদ্যারণ্যবামী 'লক্ষণী' আদি ও মাজিক প্রথমরাজ 'বেচাস্তাগ্রিভাষা'-নামক মনোহম প্রস্কর্তনা হারা সাধার্ণ সংস্কৃতাভিজ্ঞা প্রস্করে অনেম কল্যাণ সাধারণ সংস্কৃতাভিজ্ঞা প্রস্করে অনেম কল্যাণ সাধারণ করিয়াছেন এইরূপে আরও বছ বিধন্ত্রের রচনাভারে সমূষ্ট মইষা অবৈত্রেরার সাহিত্য কালক্রমে এক

সংস্থানতিক চিনিভাষাভাবিগণের ভয়
সর্বদর্শনগুরুত্ত বৃদ্ধনিষ্ঠ প্রীনিশ্লদান লোক
কলাপেজাপ্রণোদিত হইয়া 'বিচারসাগর' ও
'বৃত্তিপ্রভাকর' নামক ছইখানি গভীর
দিল্লান্তপূর্ব বলান্তপ্রস্থার করিয়াছেন। স্বামী
চিদ্দম নন্দ কর্তৃক অনুদিত 'ভব্তেমন্থান',
'আ্মপুরাণ' আদি গ্রন্থ বছলোকের অধ্যান্ত্রজান-পিপানা নিবৃত্ত করিয়াছে। পভিত
শীভামরকৃত 'বিচার-চল্লোদর' প্রভৃতি ও
'পঞ্চনদী' আদি গ্রন্থের হিন্দী অমুবাদও
মুমুকুগণের দ্যাদর লাভ করিয়াছে।

বদভাবাতেও শ্রীকালীবর বেদায়বাগীশ, ছুর্বাচরণ সাংখাবেদায়তীর্থ, রাজেল্রনাথ খেশে (বামী চিল্বনানন্দ), বামী গল্পীরারক্ষ ও অভান্ধ ক্লভিড লেখকগণ বহু বেদান্ত-শার বন্ধভাবালাবিগণের নিকট স্থাবোধ্য করিয়া জনশাবারণের কুডজ্ঞতা ভাকন হুইরাছেন।

সংসারে আবন্ধ হইরা জীব করে ভূ:খ পায়

এই ছঃথের কারণ দে অল কোন বাজিক বাবস্ত বিশেষের উপর আরোপ করিয়া **গাকে**। অজ্ঞান-রোগে আক্রান্ত হইরাই লে সংলারে शायुक्त शाहेराजाह, कड शाहेराजाह-हेश ल জানে না বা বুৰিতে পারে না। ভাগ্যবশে দংদক্ষ লাভ হটলে তখন জীবের লক্ষ্য বস্তুর উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়। **সংসলের মহিমানদেই** জীব নিজের রোপবিষয়ে শচেডন হয় ও তারি-বৃত্তির ছম্ম ক্রমশঃ দচেই হয়। তথনই এই বিচার চিতে জাত্রত হয় যে, রাগ্যেকাদিপুর্ব বহিষ্থ জীবনে যদি নির্তিশয় স্থঞাপ্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে এডদিনে উহা **অবশৃই লাভ** হইত : অভএব বহিষ্থ জীবনে শাস্ত প্লণ-লাভের আলা ছুৱালা মাত্র। বিবয়ে দোব-দৃষ্টিপূৰ্বক বাজ্যবিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া অশ্বযূৰ হইতে হইবে বেদাভ মাসুৰকে এই আল-মুখীনডাই শিকা দেৱ। কিন্ধ ভোগবাসনা দারা চঞ্চল ও কলুষিত চিতা সহসা অনুমূপ হইয়া আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হহতে পারে না। ভাই শাল নিছাম-কর্ষ ও উপাদনাদির বিধান করিয়াছেন। ঈশ্বর শ্রীভারের নিভাম কর্মের ছারা চিত্তগত ভোগবাসনা বিন্তু হুইলে ও উপাসনা ছারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইরা একাঞ্চল নাবিত হইলে দুঢ় আংকাঞিজাদ। উদিত হয়। তথ্ন তাহার ক্সেই উপনিবদ বলিয়াছেন,—'প্রাণ্য বরান্ নিৰোধত'—ল্লেট তত্ত্বলী আচার্যাণের মিকট উপদন্ন ছইয়। সেই পর্যতম্ভ অবণত হও। ভগৰতী শ্ৰুতি ভগু 'বোৰত' বলেন নাই, কিছ বলিবাছেল 'মিবোণত'—অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে অবগত হৰ। পুন: পুন: প্ৰবৰ ও মননাদি সংক্রে ভন্তাবগতির নিষিত্ত ক্রতি সামরে দকলকে আহ্বান করিয়াছেন। এই বি**ভা** अक्रमू(अरे लक्का। विवान्तन व्यानः উপনিষদ্ অধ্যেন হারা ওকুমূপে ব্রহবিভালাত

উত্তম কল্প, কালি-প্রক্তিত ইতিহাস-প্রাণালি অধ্যান কারা শুরুমুখে ব্রাবিভালাভ মধ্য কল্প, এবং ভাষা-প্রক্তিকি ভাষাহন ভারা শুরুমুখে ব্রাবিভালাভ ভারম কল্প বিভিন্ন ভাষিকারীর ভাতই এই বিভিন্ন ব্যাব্রা, ইয়া বলা বাছ্লা;

বেদার পতিত জীবনকে উন্নত করে । ইং।
আনাদিপকে কোন অভিনব অপুর্ব বস্ত প্রদান
করে না। যে খ-খন্তপ আগরা অভ্যানবশতঃ
বিশ্বত চইয়াহি, বেদার তাহাই আনাদের
আনহিরা দের বাজ। বিবেক বিচারাদিসহায়ে
আননের প্রশ্নটিত হইলে জ্যানবান্ প্রদ্রহ
ভগংকে অঞ্চাইতে অবলোকন করিঃ। থাকেন ,
আশাত-প্রতীধ্যান ক্লপরস্থানি-বিষ্ণা তিনি
আর আবস্ক হন না। সর্বপ্রতীতির অঞ্চিতিত

দত্য-বন্তটিকে দাকাং অগরোক- ও বাভিন্তরপে বারকরত তিনি বন্ধপনিট হইবা থাকেন।
আনী দংগারে থাকিয়াও দদা ব-বন্ধপে থাকেন।
আনী দংগারে থাকিয়াও দদা ব-বন্ধপে থাকেন
অর্থাৎ বন্ধপকে ক্রনও বিশ্বত হল না।
দাংদারিক স্থ-ভূংথকে খেলামাত্র জানিছা
তিনি দংগারে বিচরণ করেন, কারণ তিনি
আনেন স্থ দুংথ বন্ধপে নাই, উহা প্রান্তিবন্ধতঃ
জীব নিজেতে আরোপ করিয়া থাকে মান।
আনী দর্বসংগার-দুংখ-রহিত বন্ধপন্থিতি দাকেকরত প্রমানন্দ-দাগরে দছা নিম্ম থাকেন।
এই অবন্ধা-লাভ্র মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।
অতএক মুমুক্র দদা বেদাস্থ-অবদ-বিচারাদি
হারা স্থীয় কল্যাণ-লাখনে খ্র্যান্ হওয়াই
দর্বতোজারে কর্তবা।

### '**গ্ৰাৰয়েং চ**ভূৱে ৰণিন্'

স্বামী বীরেশান-দ

ভগৰান্ খীকে গাসেরচিত 'প্রকার্মে' অপন্ত অফিরবের অন্তিম ক্রের ১১ লক্ত ভালে ভগবান্ শীক্ষেরচেন্য দিবিভাছেন :

" 'শ্লাবয়েজভুবে ধর্ণান্' ইতি চেতিহাসপুরালা দিছে চাতুর্বাশ্রাধিকায়স্থবশাং বেদপুর্বকর নামাধিকার: দুর্গোচিতি ক্তিম্ ।"

—ইডিছাদ পুরাধানির অধ্যয়ন সহাবে তথা

আমনান্তের অনিকার চতুর্ববৈধই বহিবাছে

অভ্যুক ঐ অনিকার পুরোরও আছে, ইছাই

কেব্য বেলপুর্ব অধ্যুক ব্যায়রমাদি বারা

আন্নাতের অধিকার জাতি পুরোর নাই, ইছাই

দিয়ার ।

এই সিদ্ধান্ত্রের পরিপোচক্রলে ভার্তার মহাভারত শান্তিশর্কের

আক্ষেত চতুৰে। বৰ্ণান্দ্ৰৰ আগ্ৰণমন্ত ভঃ বেৰ্ডাগ্যনৰ ভীগং ভাত ভাগং মহুৎ স্বভন্ন। মহাং গাং ৩২৭ ৪৯

তে লোকটি প্রমাণ্যকণ উদ্ধৃত করিয়াছেন
কানেটির পর্ব: ব্রাপাণকে প্রপ্রাভাগে রাধিন: চারি
কানেটির পর্ব: ব্রাপাণকে প্রপ্রাভাগে রাধিন: চারি
কানেটির পর্ব: ব্রাপাণকে প্রপ্রাভাগের ভারিব মহুব
কর্ম এখানে কিছু প্রের বেষ্প্রবংশন কথা পর্বেই
প্রতীত হইছেছে। কিছু আচার্য উল্লোব ভারে
ক্রের বেরাধিকার নিষেধ করিয়া মহাভারেতের এই
কনে-সহারেই প্রের কেবল ইডিহ্লাস পুরাবাদি
কানেই প্রিরার বহিরাছে, ইহা বলিলেন
ইলাতে প্লোকটির প্রবিধিকার বিরোধ প্রভিত্তাত
কইতেছে না কি গুলোকে বহিরাধ প্রভিত্তাত
কইতেছে না কি গুলোকে বহিরাধ ক্রিয়াছে—
ক্রেপ্রাধ্যার ইডিহ্লাস-পুরাত-প্রায়ার বিষয়ক
ক্রিকের ইছিক্লাস-পুরাত-প্রায়ার বিষয়ক
ক্রিকের। মহাভারত ওপরান শ্রেবিবারের

রচনা, ক্রম্ম বর্ত্ত উপ্রতিই বর্চনা মার্চারতের থে শ্লেকে পরমন্তক প্রতিক ব্যাস প্রের ক্রেমিকারের কথ বলিতেন্ডন, ভর্তাস ক্রের ভারো আর্থাস প্রীপ্রের সেই স্থোকের হারাই প্রের ক্রেমিকার মিষেস করিয়া শ্রের ইভিকাস প্রাণ-অধ্যান আধিকার স্থাপন করিভেড্রেন, ইক্ট স্থাকারে ও ভারাকারের মধ্যো স্থাপন বিরোধ। ইক্টা

আপাতদ্ধীতে মনে বহু ভাজকার প্রোক্তিক প্রক্রপবিক্স অর্থে ই লাগাইখাচেন, কাংণ নকা-ভারতের পারিপথের দর্বর শেন-অধাধ্যের প্রায়ন্তই ব্যক্তিয়ে তাকে কি দায়াকার স্থানকারের শিল্পান্ত সিন্তা আচার্য প্রপাদের সাক্ত স্থান বিল্পানীয়া ইলাই ব্যক্তিক ইচ্ছা ক্য,—

লংকর: শংকর: নাজ ২ লাগ্য নারাকার বৃথম্ তথ্যেদিশানে সম্প্রাধ্যে এ জানে কিং করোমারুম। —লংকর সাক্ষাৎ নিবাৰভার ও ব্যাসন্দেব বৃথ

—লংকর সাক্ষাৎ নিবাৰভাৱ ও ব্যাস্থ্যের স্বর্থ নারায়ণ এই উভরের বিবাদে ক্ষামি কি করি কিছুই বৃদ্ধির উট্টিভে পারিভেছি না

পূর্বোক্ত নিগতে আমতা থকটু নিগার কার্যা কর্ম-নির্বার চেটা করিব শুলের সেলা করে আছে কিনা ভাষা আমরা বিচার করিব না। আমরা কেবস মধ্যভারতের ঐ স্লোকটির বলার্থ ভাষকারের মধ্যে এই প্রভীর্মান নিরোগের একটা সমাধান পাওয়া যাইতে পারে।

শৃদ্রের ক্ষেত্রগরে বিষয়ে কোন কোন বিষ্ণান্ বংশন যে সংধারবিশ্বীন বলিয়া শুদ্র প্রাক্তরের পিছনে বসিরা বেদ শুনিবে। প্রাক্ষণারি বাসকের স্থাৰ বিদিপ্তক শ্ৰণণে ভাছার অধিকার নাই, ইত্যাদি কিন্তু লাজ্য বীকার করিলে বেদবাাদের অবচন সহ নিবোধ হটবে। কারণ তিনিই শুমধ্যাবদ্য বলিয়াচেন:

'ষীশ্ডৰিজবৰ্দাং অহী ন প্ৰতিগোচরা'

-ER 218124

— ত্রী শূর ও বিশ্ববন্ধন অর্থাৎ পতিত বাদ্যাদি বর্ণএছ বেদ প্রবণ করিবে না।
বদস্তের পূর্বাক , ১,৩০০৮) স্তের ভাগ্রে
শতিবলে ইছাও বলা ছইহাছে বে, শূর মনীলে নেদ অধ্যান করিবে না, শূর বেদ ওনিলে ভাহার কালে গলিত দীলা ও লাখা দিলে, ইভাাদি। বেখানে এরপ কঠোর বাবহা, দেখানে রান্ধণের পিছনে বনিভাও শূরের বিশ্বা মনে ভো হয় না ইছার উত্তরে পূর্বোক্ত বিশ্বামন বলের বিশ্বিপ্রক অক্ষুণ্ড বর লহাদি বহু শেলাঠের নামই মধার্থ বেদাধ্যরন আমনি শোনা উহা ইতিহাপ পূরাণ প্রবণেরই ভূল্য। উহা বথার্থ বেদাধ্যরন আমনি শোনা

একবাও অবক্স বীকার্ধ বে ক্সমণত প্রতিভাগ মানিশেই এই দ্বং অধিকার বিচারের প্রশ্ন আগিরা পতে। গুল্পত ক্রিভাল বীকার করিলে এই সব কথাই উঠে না। বা সুং ১০০০৮-এর ভারে কিন্তু ভারুবার 'বেদপূর্বকরা নাল্যদিকারঃ শুদ্রাপাম্'—প্রধানে কেবল 'পূদ্র' এই পদ বাবহার ক্রিয়াচেন। চীকাকার আনঅসিরি উহার উপতে লিবিয়াচেন—'ন আভিশ্নতা বেদবারাধিকারো বিভারাম্'—অর্থাৎ ক্ষমণত শূদ্র বাহারা, ভারাদের বেদবারা আনে অধিকার নাই মনে হব ইহারা সকলেই জন্মগত বর্গনিভাগেরই পক্ষপাতী। দীতাতে ভগবান প্রিক্স বলিকান—

'চাতুৰ্বৰ্ণাং মরা ক্ষাং গুণকৰ্মবিভাগদঃ'---

(8818130)

মর্থাৎ শুণ- ও কর্ম-বিভাগ অঞ্চলারে চতুর্বন-বিভাগ আমিই করিলাছি। তবে গুণকর্মান্থলারেই ব বর্ধ-বিভাগ মানা বাইবে না কেনা ? পুরে কালে একপাই ছিল, ক্রমশঃ বিভিন্নকালীন বিদ্যি লামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে দীর্মকাল বাম শুরুণাড বর্দবিভাগই সমাজে প্রচলিত হাঁম পতিরাছে নে ধাহাই ছউক, ইছার বিচার না করিলা আম্বা পূর্ব কথার ধিবিলা ঘাই।

মহাত্যরতের 'প্রাব্বেৎ চতুরো বর্ণান্'—ঐ লোকটিয় ভাংপধ-নিৰ্ণয়ই **আ**য়াদের বিলা মহাভারতের 💐 প্রকরণ দেখিলে মনে হয় বাচ দেব শুয়ের বের শ্বণের কবাই বলিভেছেন, বিশ ক্ষেন্তার্য ( : ০০০৮ ) দেখিলে মনে হর **ইয়া** ইতিহাস পুরাণ প্রবেশর কথা, বেদ্রপ্রবর্ণর 🛶 এছে। ব্যাসদেশের স্থেরর ভাৎপর্য নির্ণয় করিবা। অক্সই ভাষ্টকার পুত্রভাব্য বচনা কবিরাছেন। काश न्।ान्द्रपद्भव चयक्रनमिद्रदाशी इश्वदा देकिय মতে ভাষা হইলে মুলেই কুঠারাখাত কর হুইবে যদি মহাভাবত পভিলে মনে হব বে व्यान्तरक न्यरमञ्ज्ञत्वर (अम्ध्यत्वर अभिकात विद्याहरू, ভাৰা কুটলে বলিতে হয় ভাক্তকার **আ**নিয়া <del>বু</del>লিয়া ঐ লোকের ভাগর্থ কবিহাছেন। ভাকা বলাও টিক নহে বিধিবজিভভাবে শুদ্র বেদ প্রথম করিছে পারে ইহাই যদি ভারকারের অভিপ্রেভ হইড ভাষা হইলে ভিনি ভাষাই দিখিতেন। ভাষা না বলিয়া ভিনি ঐ স্লোকার্থ ইতিহাস পুরাণ-এবং নিবৰে লাগাইখেন কেন ৷ বে লোক বেলগাই বিষয়ক ভাৰা ইতিহাস পুৱাণ-পাঠ বিষয়ক বলায়ে ক্লিইকল্লনা এবং প্রাক্তবর্গতিকল্প অর্থান্তর কল্লনা হইল না কি ?

এই শংকার এক সমাধান:—ভাল্পকার কঠোর সনাত্রনপদী ভিলেন দক্ষিণ দেশে বিশিষ্ট নৃদৃদ্ধি রাখ্যনস্থানে উচ্চার করা স্বত্তবাহ ঐ সমাক্ষের অধ্যাত্ত ক্রিক্টিডিড প্রভাবে উচ্চার ভিত্তবাহা

परकारन श्रकावित इस्ता पुरुष्टे पाछाविक, বৈ। নিঃসম্বেদে খীকার করা বাইতে পারে। र्**डे तपद्र**म यहा थार (यस्त छात्रकात अक्र ৰাজীত অ'ব ক্ৰিবেও সন্নাস্মান্ত অধিকার बौशव करतन मार्चे ( मृः छेनः )। । २ छात्र , क्ष देश अर ), शराध काम हा:) विद স্থানিক আচাৰ্য প্ৰৱেশৰ ভাষা মানিসেন না ডিনি শাল্লীয় প্ৰাথাণ বলে ত্ৰেবৰ্ণিক সন্থাসের লিনি দিবাছেন এবং উত্ত দুশনামী সন্তাসি-স্প্রবাহে অভাশনি প্রচলিত সেইছয়া মনে हर कांक्रवात मुद्दात (कांन श्रीकांत रामश्रदण-অধিকার বিস্থেট রাজি হইবেন না, মহাভারতের 🕽 লোকে কেন্যাস শৃত্যের বেলপ্রবণাধিকার নিবাছেন, ইহা যদি বীকার করাও বাব, ত'হা হালে বলিতে হহ'বে প্রতি ও স্বতি সহ বিরোধ **ল বলিয়া** ভাষ্যক র আমিব্রন **যান্তিভেনে ম**ে। **নিম্বের** সামর্থো প্রোকের অন্ত **অর্থ** কবিয়াছেন। **মার্থ পুরুব** সব করিছেভ পারেন :

'তেজীবদাং ন নোম র ব্রেছ: দর্বভূজে। ২খা' —( ভাঃ ১০(কজকে)

—বৃদ্ধি দৰ্বভোদী হইলেও উহা বেমন ভাছাত নোৰ বৃদ্ধি দলা চল্লা, ভদ্ৰশ্ব সংৰ্থ পৃষ্ঠদগণেও ব্যবহাৰও দোধানক নহে .

কিন্তু পূবে প্র সমাধানে আচ্ য শংকরতে বাসিবৈধানী মতের প্রচারক স্বীকার করিছে এর বিনাটিছা আমাদের মন্পুত নছে। এবন আমারা ক্ষেত্র উহার অন্ত কোন সমাধান ছইতে পারে কিনা। প্রথমেই দিচার করা যাউক, মহাভারতের ব প্রকরণে, শান্তিপর, ২২৭ অন্যায় ব্যাস্থানের কি বিসিবছেন । উক্র অধ্যায়ে যে ট এএটি লোক আছে ভ্যাংগ ২৬ নং হইতে এও নং শ্লোকের মধ্যেই বিচার্য বিদ্যানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। প্রথমেই দেখিতে পাই মহাত্রপা প্রাভ্রন্তন ব্যাধিন, বৈশম্পাহন, বৈশম্পাহন,

**ধ্যৈমিনি ও পৈল** এই চাবিটি শিল্পকে সেন লগ করাইতেছেন ও অথপুরক সেট মালুনে 🛷 করিটেছেন ৮ ( এখানে ২৬২ং স্থোকের ১৯৮৮ অধ্যাপরাহাদ', এই বেদ শত্র লক্ষণীর )। ১৮ সময় আহকাল-মাৰ্টে মহাত্ৰী কুন্ন বিভাৰ চু লা**লপুর ভক্তেবে** অধিকাল, ভিন্ন নিংটো আগমন করিয়াপিত বারেন বন্ধনপুর্বক ভাতর আ(লি সভীৰ্যনুত্ৰীয় সহ মধানিদি নিলিভ ২০) ন পুত্ৰমন্ত্ শিক্ষাচভূট্বকে ব্যাস্থানের সেই আ প্রায়ে লেড পাঠ কৰা**ইভেডিলেন**। ("এলম্ধ্যাপয়ন" - ৩০নং (श्राम ) । अवस्थत (काब मद्दर (कानारब-मण्डह, শাস্তবিত্ত, জিতেন্দ্রিত এই কিয়ুলত সংস্কৃতিকলাই সমাধা করিয়া গুল বাস্তেরে নিক্ত প্রকা করিলেন—চার শিল্প ও ওরুপুত্র গুক্তদের, এই পাঁচ জনের মধ্যেই বেন বেল প্রতিষ্ঠিত খাকে এবং ৮৯ **অঞ্চ কোন** বিভাগেন খাডি লাভ নাকার। ( अवटिम "ट्विशिशाहसम्मन्ध्रम् " अर्थाः (इ कः 'বেদেরু নিষ্ঠাং সংপ্রাণা স ক্ষেত্র 📩 ২৫৯৭ (চু ক '**ইব বেলাঃ প্রতি**টেরম ... ' ৮১নং প্রোক সক্ষরি .) : **শতংশর ব্যাদদের প্রীত হুইরা বরপ্রদান করিয়া** শিক্সগণকে বিভাসন্তাদান বিধি বলিতে ন প্রায় क्सान नवादि भनम् এই विश्वक्रिक्त विश्वहे ৰলা হুইয়াতে হধ্য—এলামরা এলে ক-বালাকাংকী কেমপ্রকরেন্দ্র আগতে বেল প্রার্গ ব তেমিটেশর স্থারা এই বেলের মুগ প্রগের ১উক, ইতয়দি ('অ'দ্বার সদা দেখে অভাভান্ত তথা : ১৯ বং লোক , ব্ৰন্ধলোকে নিবাসং যো জবং সম্ভিকাংকটেড - ভবজো বছলা; সন্ধু ,পদে বিভাষেত্রামধ্যমুখা ৪৪না লোকে লাক্ট্রিয় চা আন,পর ৪৮ নং ক্লোক পথন্ত কাহাতে কাহাতক দিল্ল প্রধান করিবে মা সেই অমধিকারীদের বিধর কর্মি করিবং ध्रम्भः (द्वाटक क्षणवान् (अध्याम (महे (क्षण्या) বলিজেছেন ধাকা ভালুকার ( একে 👚 উল্লেখ করিয়াভেন : -

#### শ্ৰাব্যেৎ চতুৰো বৰ্ণান্ কথা আখনময়তা। বেদভাগ্যৱনং হীনং তক্ত কাৰ্বং মহৎ স্বতম্ ।

( बहार हरा अहा अहा )

থবালেও বের শক্ষণ্ট লক্ষণীয় । বাংগদেব বলিতে-চ্ছেন আন্ধান্ত পুরোভাগে বাংগিয়া চ তি ববকেই বের শুনাইবে। বেরাগ্যান ছ্যাহ্ম কর্মা অভ্যাপর দেবভাগপের স্তান্ত কর্মা ক্ষাহ্ম আন্ধান্ত ক্ষাহ্ম ইছা উল্লেখ করিয়া ( 'লুভাগান্ত ক্ষানাং বেরাং ক্ষাহ্ম অংক্রা।' একবং লোক লক্ষ্মীয় ) স্বাধ্যাহারিধি ক্ষান্ত্রক ভগরান্বেরব্যাস এই ক্ষাব্যের প্রিস্থাপ্তি ক্রিশেন।

কল্য করিবার বিধর এই বে, মহাভারতের এই
অধ্যানে সর্বত্র বেশের কথাই উল্লিখিত হুইরাছে
ভাতকারণ্ড্রক উদ্ধৃত পূর্বোক্ত লোকের তৃতীর
চরণেও বেশের কথাই আছে, ইতিহাস-পূরণের
কথা কোখাও নাই। মহাভারতের এই অধ্যানে
বিভিন্ন স্থান আহবা বেদ শক্ষের প্রযোগ এইরপ
দেখিতে পাই, বথা—

- (क) 'বেদান্ অধ্যাপরামান ত তহ । ২৬) :
  বেদান্ বহু ৭চন, অত এব ব্যাসদেব দিখাপনকে বৈদ্সকল পড়াই রাছিলেন—ই হৃষ্টে অর্ধ। এগানে
  বেদ শব্দ চতুবেদ-বিহরক ইতিহাস-পুরাণ বিহয়ক
  বহে।
- (খ) অভ্যথমিছ দেবানাং বেলা: স্টাঃ
  অংকুবা' (১২৭ ৫০ : 'বেলাঃ' বর্ণচন, ক্তবাং
  ইয়াও চতুর্বেদবিবনক, ইতিহাস-প্রাথবিবয়ক
  নহে। কলাগলৈ আছে অন্যাকভূক প্রকটিত বেদ
  ক্ষনত বেলবাাসরচিত প্রাথমি হইতে পাবে না,
  তথ্য বেদবাব্যক কর্ম হল নাই।
- (গ) 'বেবের্ ··· লাছের' ৩২৭/৩৫):
   সাক বেদদকল অবছাই মুধ্য বেন , বেনের স্থার
   ইতিহাস পুরাধের অন্নকল প্রশিদ্ধ নতে।
- (ম, 'ইছ বেষাঃ প্রতিষ্ঠেরন্' ০২ গা৪১ : থানেও বেষাঃ বছবচন, চতুর্বেদবিষয়ক ,

ইভিহান-পুরাগব্বিত্তক নহে।

- (উ, 'ব্রান্ধণার সদা দেবং ব্রন্থ-শুশ্রবৰে ভবা ( ৬২° ৪০ ) : অর্থাৎ বেলগ্রবনেলুকেই টে বিকাদিবে এবানেও ব্রন্থ কর্থ স্থ্যবেদ, টা ইতিহাস পুরাণ-বিষয়ক নহে। ( বেসক্লে জবে ব্রা—অথবকোল )।
- (5) 'क्षमा गांद क निवास (या अनर मर्थाक्षण कर । जनत्वा वहनार मक दिना विद्यांका महा । जनत्वा वहनार मक दिना विद्यांका महा ॥' ( ७२ "। ॥ ८) । मृत्रा दिन व्यक्ति क्या व्यक्ता विद्यांका क्या व्यक्ता व्यक्ता विद्यांका क्या व्यक्ता व्यक्त
- ভি ' স্বাধ্যারশ্ব বিধিং প্রতি' (৩২৭।৫২)।
  বাধ্যার কলটির মুধ্য কর্ম—কেল অধ্যয়ন, ইতিহাসপূরাণ পাঠ নহে। এখানে স্বাধ্যারবিধি বলা
  হইছাছে, এজকুও এই প্রকরণ মুধ্যুক্ষেবিষয়ক, ইতিহাস-পূরাণবিষয়ক নহে।

এই প্রকারে বলা বাইতে পাছে দে শান্তিপর্বেও এই অধ্যায়টি মুখাবেদবিধয়ক, ভাল্তকার কৰিও ইতিহাস-পুরাণবিহতক কথনই নহে।

আর একটি বিষয়ও এখানে চিন্দনীর।

১২ ".৪০.৪১ প্লেকে — "সষ্টা লিক্সোন তে গ্রাফি

গচ্ছেং ' ৪০ , 'ইছ বেশা প্রান্তিটেরন্ এল না
কার্থক্তিতের বরঃ' ৪১ — শিক্ষণণ প্রার্থনা করিবেন

বৈ কোনকল আমাদের পাঁচন্ধনের মধ্যেই

(। শিষ্ক ও ওমপুত্র ভকদেব, এই পাঁচ ) প্রতিষ্ঠা गांच सक्क, रहे भार दकान निश्च द्यम द्यमदिगाह প্রতিষ্ঠা লাভ না কংখন। ব্যাসংঘৰও ফেই বর क्रिका जाक विभागिक्यामानविधि । प्राथायविधि বলিকের এগানেও যদি 'বের' অর্থে ইতিহাস पुराम पुरी क कर करन वाम्यानवाक विशासानी रनिष्क क्टेटन, कायन जिनि यारे नीवसन हारे एक শতিবিক ভতপিতা হোমহর্ণকেও ইতিহাস-बुत्तंगविशा (व्यर्थ १ (वन विशा)) मियारकुन अवर (द्राय-**ধা**ণ ও তংগুর হাত ইতিহাস পুরাণ-বভারণে गाडिक बाठ कविदादहन । 'हेडिशाम-नदानानाः শিক্তা যে ব্যোহহর্বং: (ভাগ: ১/৪/২২ জ: )। হুজাং ঐ লোক চুইটিও মুগাগেদবিদাক, ইতিহাদ **बृह्माप**विषयक महरू । धट्टे प्यशास्त्र व पूर्व छ भरत छ स्यूत पृथाटकारे श्रेशकि व स्रेशक्

अहेक्टल (प्रथा याव, महासावत महिलादंत ०२९ वर व्यक्तांत्रहित उत्तामत्त्व मुशास्त्रक विषयहे ব্যিবাছেন, ইভিকাস-পুরাধের বিষয় বলেন নাই। ভাষা ছইলে ভাস্তকার 'আবরেৎ চতুবো বর্ণান্' ৩২৭ ৪৯ এই লোকে ইতিহাদ-পুরাণ খবদ ক্ৰাইবার কথা বলিয়া ব্যাস্থিকাক সহ স্পট বিরোধ করিলেন না কি ৮—এই পর্যন্ত শংকাটির বিভার করিবা এবন উহার সমাধান বলিত खेरकर :

नाञ्चिमर्दर ७३९ कशास्त्रित २७,०४,६५,६०, 📭 পূর্বে উদ্ধৃত এই স্লোকগুলি সবই মুধা চমুর্বেদবিষয়ক, ইছা নিঃদব্দেহরণে বিচারপুর্বক (स्थाद क्टेबाट्ड) कि छ गांगरामय कांकात (श्वा-চৰুটা ও পুত্ৰ শুকদেব, এই পাঁচজনকে কেবল মুখা-নেখবিষ্কাই পড়ান নাই, মহাভারতও (ইভিহান) ক্টাইবাছেন বণা—বৈশক্ষায়ন বলিভেছেন— 'বুলম্ব বৈদিনি, পৈল, জামি আৰ গুৰুদেৰ এই ৰাচ দিয়াকে আচাণ ব্যাস্থেৰ চাত্ৰিবেল ভেগা শ্বংশে মহাভারত পড়াইয়াছিলেন '—

' -- বেশান্ অধ্যাপ্রাথাস মহাভারতপঞ্লান' গ ( শারিপর্ব ৩৪০|১৯-২১ খ্রোক জঃ )

(तरम व्यवधिकाती खीनुकामित व्यक्तरे नागरभव মহাভারত ও পুরাণ বচনা করিয়াছেন একথাও শ্রীমদভাগণতে প্রদিদ্ধ আছে (ভাগ: ১৪)২৫ দ্র:) শিশ্বপণ বর প্রার্থনা করিকেন, মুগাবেদসকলের আচাৰ্যত্ব এশং আৰু কেচ ধেন খ্যাতি লাভ না কৰে ইভ্যাদি (৩২৭ ৩৮-৪১)। বালক বেমন অনেক किहुरे थारेट हाय, किह हिटेडिंग्से शाहा প্রিরপুত্রকে ভার অভুকুর থাতাই পরিবেশন করেন, গুরু ব্যাস্থেরও ভদ্রপ বরপ্রনান করিয়া ভংগপ্রাং তাহাদের বর্তমান কওবাও নিগারণ করিলেন ভিনি শিক্তদের কল্যাপকর, ধর্মাসুকুল বচন বলিলেন, 'উধার শিক্ষাল ধর্মান্তা মর্যাং লৈভেম্বসং সহ:' ( 029,80-88 )

—"ভোষরা এই বেদবিল্পা ক্রমলোকবাদাক। ⇒ী, বেল্লব্রেক্ রাক্ষণকে দিবে, ভোমরা শিকু-প্রস্থার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ইড্যাদি, (এগন ভোমাদের বাহা কউবা ভাহাওখোন--, এখন ভৌম্বা 'বেলেবিভাগতাম্বম্', অধ্য এগন ভোষৰা এই বেদ অধাৎ পঞ্চাবেদ মহাভারত অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিখারা বিভার কর।" এখানে বের শব্ব একবচনান্ত। মুখ্য চারি বেদ বিবন্ধিত হইলে উচা অন্ত ক্স হলের ক্ষার বহবচনার হইও মহাভারতকে (ইতিহাল) পঞ্চাবেন বলা হয়, বৰা 'ইভিহাসপুরাবং চ পঞ্চয়ে বেন উচ্যতে' (ভাগ: ১ ৪।১০), 'ইভিছাসপুরাবং পঞ্চমং বেলানাং বেলং' (ছা: উপ: ५।১,২)। এই লঞ্মবের महाञ्चाब करके हैं अहर नामहाने निर्माय कर প্রচার করিতে বলিভেচেন। কেন বলিভেচেন ভাষার উত্তর পাওল যাইবে ব্যাসদেক্ষে क्रेट्ड . यहास्त्राव्हकाव नि**रक्षश्रद्धे** २५२ বলিতেক্তেন:---

ইডিহাসপুরাশান্ত্যাং কেং সম্পক্ষেত্রং। বিজ্ঞোদ্ধর্কার্ডাং বেলো মামরং প্রান্তরেদিভি । মহা: ভাঃ ১৮১২২২

—ইতিহাস-প্রাণ বারাই কোর্থ বিজ্ঞার ও
সমর্থন করিবে। ইতিহাস-প্রাণে জনভিজ্ঞ
বাজিকে বেদ এই মনে করিয়া ভর পান বে, এই
বাজি জামাধ প্রভারণা জর্থাৎ জামাধ কর্মর্থ
করিবে। ধিনি এই মহাবারতরূপ বেদ জপরকে
প্রবণ করান ভাহার মনোবাছিত ফল প্রাপ্তি হব
ইত্যাধি।—

ইতিহাদ পূরাণ বিধরে অভিন্ন না হইলে বেগার্থ ঠিক ঠিক করা বাইবে না, এই অন্ত পরবর্তী অধ্যারে আসদেব শিল্লদিগকে সাবদান করিয়া দিকেছেন—'অগ্রমাদক্ষ বঃ কার্যো ক্রন্ধ হি প্রচুকছেলম্,' (শারিপর্ব ও২৮৮৬)—'ক্রম হি প্রচুকছেলম্,' (শারিপর্ব ও২৮৮৬)—'ক্রম হি প্রচুকছেলম্,' এই বাকো ব্যাসদেব ধনিতেছেন বে, বেগার্থ-নির্বাহ করা বড় কার্ট্রন ব্যাপার। অত্এপ তোমরা মংপ্রদীত পঞ্চমেরেছ এই মহাভারতের বিজ্ঞান প্রথম করা (ওমগ্রহের)। ইহার পর ওমগ্রহের এচ লোকসমূহে বিদ্যাপ্রসানশিধি বর্ণন করিয়া ব্যাসদেব আমানের বিচার্য সেই লোকটি বর্ণিনলন :

আবিষেধ চতুরো বর্গন ক্রয় রাহ্মসমগ্রত: বেদসাধ্যমনং হীবং ডজ্জ কার্য্য মৃহৎ সূত্র । শাঃ ৩২৭,৪২

এবানের বেদ শক্ষ্যি একবচনার, কারণ ইছা শক্ষ্যবেদ মহাভারত-বিষয়ক। এইরণে দেখা বার বে এই আধ্যায়ে বজ্বদুদার 'বেদ' শক্ষাকৃতি (শ্লোব নং ২৬ ৩৫, ৪১, ৪৩, ৫০) ৰুখ্য চতুৰ্বেদ-বিষয়ক এবং একৰচনায় 'বেদ'লক (শ্লোক বং ৪৮, ৪২) মহাকারও বিষয়ক।

এই ভাবে বিচাধ করিয়া সিদ্ধান্ধগ্রহণ করিছে ব্যাস্থ্যের প্রভারকারের মধ্যে কোন মন্তবিরো প্রতীত হটবে না, কারণ প্রকৃত 'প্রাব্যেংক' দ্বলৈ ভাষা হটকে ব্যাস্থ্যেরও মন্ত্রিয়া ইতিহাস পুরাং প্রবন্ধ করানোই হয়। এবং ভাষ্কারও গ্রহ্মকারের প্রকর্মসভ মন্ত্রার্থ হন করিয়াহেন ব্যাস্থা স্ববিরোধের পরিহার হয়।

স্মানার ও ভারকারের মধ্যে বে মানবিলাং প্রাডীত কইডেছিল, ভারার পরিহার করাই আমানের উদ্দেশ্য চিল আশা করি পূরোত্ত বিচারণত যে উলা স্থানার কইবে। কিন্তু এই বর আতিক্সের আর কহন্ত কোন অনিকারই হিল না। বেনপার বা কেল্ডাবদ ভো দ্বের কলা, ইতিহাল (মহাভারত) প্রাণাদিও ভারাকে ব্রাথাণের পিছনে বনিয়াই শুনিতে ক্টারে সনাতনী কের নীভিই যে এইকপ।

কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে জাগে। পুরাক্তবজ্ঞা ভো বংশ কর। জাতি ছিদাবে তিনি বর্ণসংকর। ক্ষত্রিয় পিডা ও আখনী মাতা কইতে উৎপর পুরই হত মানে প্রসিদ্ধ। তিনি ওাহা কইকে পুরাক্ ইতিহাসনকা কইকেন কি করিয়া। তাহার ভো প্রাক্তিন পদ্বীগণের বিনান অমুধারী রাজ্মণের পিছনে বৃত্তে বসিমাই প্রাক্তবিহাস প্রক করিবার কথা এক্টেক্তে তাহার ব্যক্তিক্রম কইন কেন । এই প্রস্তেক্ত তাহার ব্যক্তিক্রম কইন কিন্তেন ।

<sup>•</sup> হরিষার : কনপদ ) নিবাসী অধুনা একসীন ব্যাহণী একনিও শ্রমণ ধানী শহরানক মহাবাহ-কবিত বিচারের আলোকে প্রথম্বতি লিখিত মহাভারতের লোকসংখ্যাগুলি 'পুনা চিত্রশালা প্রেস'

#### 'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'

আমা ধীরেশানক 🗸

শীর দিধালীলা-মাটকের শেব অক কাশীপুর উত্থান-বাটীতে ছ্বারোগ্য বোগদীর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্বন কথা বলিতেও অক্ষম তথন একলিন ইক্ষিতে লিখিয়া সমূবেত ভক্তগণকে সানাইয়াভিলেন— মাহেন্স শিক্ষা দিবে'

িপ্র বিষা মধ্যেমাথের বিষয়ে জীবায়কক र्रामिट्डम - 'महराम स्थारकर प्रत्ये' क्रीप শিশ্বগণের মধ্যে একমাত্র নরেল্রকেট চিহ্নিড করিয়া তিনি একথাও বলিয়াছিলেন 'এক লোক এখানে আমিল, নাবেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আৰু আসিল না।' ভাই কেখিতে পাঠ নিজের ভাবনশাদের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁচাকে গভিয়া ডুলিবার জন্ম ঠাতুবের কি বিপুর আগ্রহ **च श्राइटा ।** जिमि शृह्ये सामित्त्व, महत्रस्य দিয়া অগতের অনেক কাল চটবে। ভাট व्यक्तिसंबद्धभ नरवस्त्रमाध्यक निर्वाउडारव शहिए। তুলিতেও ওঁলোকে কম বেগ পাইতে হয় নাট नरवस थाएं अकश्चार इहेबा यात, देवरवत শনম ভাববাশির ভুটি একটি ভাবনাত্র লইয়াট পাছে নবেন্দ্ৰ স্বীয় অসংধারণ ব্যক্তিত ও বিষ্কা <del>প্রভাবে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাবিত হ</del>ইছা একটা সন্ধার্থ দল সৃষ্টি কবিহা বদেন, দেওজ ঠাকুবের ভশ্চিত্তার অস্ত ছিল না।

নবেল শক্তি মানেন না। ভগবানের না ম প্রেমাশ্রমিন্সনালি পুক্রপ্রবর নবেলের নিকট পুক্রথের অবস্থাননা বলিয়া প্রতিভাত হং এ নবেলে তথন প্রাক্ষমালের ভাবে অনুপ্রাণিত ভিনি নিবাকার সপ্তব রক্ষের উপাদক। এদিকে শ্রীবামকৃক কাশীয়নিক্রে যান, 'মা'-'মা' করেন মার দিবার্গনের কথা ভক্তগ্রস্থকে ব্লেন। নংগ্ৰহ কিন্তু এগৰ বিখাপ কৰেন মা বলেন : — ও সৰ মাধাৰ থেৱাল : খেয়াল্বশড়: অনেকে উপ্পাদৰিলাদি কৰে

জাতার এবেল কি শেষটার একবেলে চটার যাইবে ৷ কেবল নিত্ততার অথ্য সভিয়োলন বরপেট লীর হত্যা ব্যক্তির ? ভবে ভাতার ছারা লোকশিকা চচ্চত্র কি কবিয়া > ভগতের সকলেই তো আৰু নিৱাকাৰ জ্বাপেলভিব অধিকারী নয় ৷ জীৱামকক তাই মাৰে হাবে একট চিন্ধিত হল, কিছ বেণী নৱ , কাহণ অতীন্ত্ৰিয় যোগপকি-প্ৰভাবে তিনি পূৰ্ব হইতেই ভানিত্তে পাবিচাছিলেন যে 🖺 🕮 লগাংখার ইচ্চার মধ্যের বিশেষ খক্তিনম্পর হটয়া কোক-কল্লাণাৰ্থ জগতে অবভীৰ্ণ। প্ৰভবাং কালে এবেন্দ্র লোকশিক্ষক হর্তবেট ভাট ভিনি সময়ের প্রতীকা করিতে লাগিলেন । সাধারণ দুল লীমই কোটে এবং শীমই ৰাভিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু পদাদৰ কেইছিড ফোটে এক पारक क परमकतिन। नरवक स्व श्रीवाप्रवर्क কৰিত সহত্ৰহল পদ্ধ'। ভাই দে কুলটি ফুটভে একট সময় লাগিবে বৈ কি 1

ত্থেপ পঞ্চিলেই মান্তবের প্রকৃত জীবন গড়িছ।

উঠে। শত ত্থেবে পেষরে নিশিপ্ত মানব সীয়
পুক্ৰকাৰসহায়ে যথন জীবনমুদ্ধে জয়ী হয়

উপনই তাহার অভানিহিত শক্তিব সমান্ত্ বিভাগ

ঘটিয়া থাকে। অলেহ তুংখ লাবিত ই জীবনের
প্রকৃত শিক্ষা। উহাতেই বৈষ্, সহনশীলভা,
আদর্শকনিয়ভা ও হ্লম্বে সদ্ভাগরাজির
পবিপূর্ণ প্রকাশের পরিচয় পাওরা ধায়
স্বশ্বকার শ্বের ম্যো বাস করিয়া স্কৃতেই

উচ্চতত্ব আলোচনা করিতে সমর্ব । কিন্ত ছুংথ মধন মানুষকে দিশহোরা করিয়া দেলে, চানিদিকে কেবল ছভাশার করুণ করেই যধন কর্ণগোচর হয় তথ্য কর্মন জীবনের উচ্চত্য লক্ষাটকে ক্রির রাখিয়া গল্পবাশ্বধ অগ্রসর হটতে পাবেন দ—নবেজের জীবনেও বেংগ হয় মুখের পীন্তন এই জন্তই প্রয়োজন ছিল। ইহা অন্ত প্রয়োজন ছিল। ইহা অন্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার অন্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার অন্ত প্রয়োজন ছিল। ভবিরতে যিনি আচার্গ হটবেন, মানবলীবনের সর্ববিধ অবস্থার সহিত ভাষার প্রিচর থাকা আব্দার

ন্রেন্দ্রনাথ আছর স্থাথ লালিভপালিভ হঠাৎ পিতবিয়োগে নরেছনাথের পরিবারমগ অশেষ মারিন্ডোর সম্বাধি হাইগেন সা, ভাই, र्वामस्य प्रमार्वाटमद रकाम छेलाव माहे বিশ্ববিভাগনের কড়ী ছাত্র নবেজনাথ শত চেটা কবিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত একটি কর্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। कुमप्रस्त् बद्धवान अहे मः कडेकाटम माहावामास्य পুরাক্স। জনেকে শক্রডাচরণ করিভেও ক্ষিত হটল না। জাতিবা পৈতৃক ভিটাটুকুও কাডিয়া নিডে বছপ্রিকর। সংসার যে কড নীচ, দুশিও, মাছৰ যে কত ভার্থপর, এইকণ অবস্থায় পড়িয়া মরেজনাথ ভাতার পরিচয় नाहेरजन । अन्त श:श-करहेद बरका नीकृता, অনাহাৰে দিন কাটাইয়াও কিছ ডিমি বীয় चार्क् इट्रेंट यहे इन नाहे । बोबानद अच्या ভগ্রান লাভ – ইহা ডিনি কথনও বিশ্বত হন নাই। অপরের শত সমালোচনা, কটাক্ষ এবং প্রানেন্ডেন্ড ভাঁহাকে প্রয়ষ্ট করিতে পারে নাই ব্যাত্র করে বিভাগাগর মহাপ্রের প্রাম্বাজার কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্মটি জুটিল কিম ডাহাও বেলীদিন বহিল না

অবশ্বে নরেজ একদিন ঠাকুব্বে ধরিয়।

विशित्तम, एं। हार मा-छारे सिव व्यवस्थान हाराएउ रम स्वक्त वा-काली स्व विश्व रहे हैं। ते तृत्व विल्लान — 'पूरे वास्य मानिय ना, छारे स्व एका वा व्यव कहे।' ते क्रिय क्या व्यवस्थ रहे मा नस्यक्त मा-काली व अस्थित विभाध माव निकते व्यवस्थि सार्थना क्यिए भारतन नारे, कान क्रिक हे छाति श्रार्थना क्रियारे फिरिया व्यामिशाहिस्लन।

यिक्त मरदक्ष माकाद विधामी हरेलान,
गारक प्रानित्नम, मिक्त ठीक्तन कि स्नामम ।
पूनःपूनः मगरदे छक्तम येनिए नागिरणम "मरदक्ष प्राव्क प्रात्मह, द्यम हरप्रह, ना १
कान माना वार्ड 'काषात गा कर हि छाना?"— अहै
भागि गार्द्रह । अथन प्रमुक्त " ठेक्दव अख स्नाम्मय कार्य मरदक्ष अथन माकाद्रक विधामी हरेग्रह्म। ठीक्त एक प्रतिवाहक मरदक्षमाथरक मर्थकार्य याभा क्रिएंड हरेद .
मास्रात्न निवासक छिला छारदह विधाम क्रम्म अख स्नाम्म।

শ্রীম বলিতেন, "নরেশ্র কড কাল করলেন। বকুতা, প্রচাব, মটবাপন, কড কি। কিছুতেই আবদ্ধ হন নাই। কেন! প্রমান্তাকে লেনে করেছেন ডাই। জাব হাতের যন্ত্র আন্তর্ভাকেও তিনি ইন্ডামত কালে লাগাতে পাবেন নরেশ্র যদি সমাধিত্ব হয়েই থাকতেন তবে মায়ের কাল করত কে? ভারত ও লগতের কলাবেগ্র কর্মই টাকুর ভাকে কালে লাগাতেন।…

মঠ করা কেন? গুরুতাইবা কেউ কেউ এ প্রশ্ন করার ন্যেপ্রনাধ বলেছিলেন, 'এই মঠকে কেন্দ্র করে ভারও ও জগতের Regeneration হবে।' আমেরিকার ভিনি যা কংগ্ৰেছন তা ঠাকুরের**ই কাল।** ভারতের ধর্ম, ধর্মন ও সভাতাকে তিনি বীর্মপৌ কায়তে এচার করলেন।

ঠাকুর থাকভেও নবেক্রের ছংগ গেল না।

দুখ শরীবের ধর্ম। উচা থাকবেই। তবে
বিষয়ীদের হত কাব্ করতে পারে না। অও
দুখে পেয়ে তবেই না তিনি মহাপুক্ষ হলেন দ ভাই পরে নবেক্র বলেছিলেন। যারা দুংথকট পার নাই, ভাবা কি আবার মাহ্য দু ধনী,
বিধান, বুড়ো হলেও ভারা Babies, Little
babies, কত কই ভিনি পেরেছেন। আলমোড়ার
ডপজায় বনেছেন। থবর গেল ভন্নী আন্মহত্যা
করেছে। ভাকে পুব ভালবাসভেন ক্রীকেশে
প্রাণ যায় যার হয়েছিল। কিছুতেই ক্রকেশ
ছিল না।"

নবেজনাথ বলিয়াছেন যে, দ্বেথৰ আগুনে
না পৃত্তিল মাছৰ মহৎ হয় না। তিনি নিজেও
দ্বাধের আগুনে পৃতিয়াছিলেন। দ্বাধের আগুনে,
তপজ্ঞার আগুনে পৃতিয়া ঘাঁটি সোনা হইরাছিলেন বিলেশেও তিনি মখন একাকী, সাহায়া
কবিবার কেছ নাই—তাহাহ বিক্তম্বে শত
বড়য়ন্ত এবং নানা কৃথনিত অপবাদ বটনা
কবিজেও বিশনারীবা কৃতিত হয় নাই। বন্ধুরা
দে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলে তিনি
বলিয়াছিলেন: আমি বি এ সব ভয় কবি দ
আমি জানি সংসারটা গোলাম্যন্তন্ত্রা অভি
দৃষ্ট, মিনাা, এ সব শিশুরা আমার কি কবিবে দ
সভাই জনী হইবে।

এই চুক্তর সাহস, অপবিদীয় মনোবল তিনি
কোৰা হইতে পাইলেন ? ইহা তাঁহার
আক্ষায়ভুতির শক্তি সাধনসহায়ে ও ওক্তরপার
তিনি অপথোক আব্যক্তানলাভে কুতার্থ হইবা
ছিলেন এবং পদা সর্ববাণী চেতন সমুদ্রেই খেন
ভিনি ভ্বিয়া থাকিতেন অগৎটা একটা মিধা

চারার মত তাঁহার কাছে ভাসিত , তাই কোন
আঘাতেই মৃষ্ডাইয়া পড়িতেন না। উহাতে যেন
ভাহার অভাবের শক্তি আবিত অধিকতর বেগে
প্রকাশ শাইত। ডাই নিভীক অভবে তিনি
বলিয়াছেন—

'ভাৱো মানা মূক হও বছন হইছে, ভীত নাহি হও—বুক বহল প্ৰম : নিজ প্ৰতিবিদ মোনে নাবে সম্লাসিতে, জেনো স্বিদ্—কামি সেই, 'মোহহুং সোহহুম্।'

মৃক্তির পথে সহস্র প্রতিবন্ধক স্থানিয়া সাধককে পথস্থ কবিয়া ফেলিডে চার। চুবল মানব বাহাতে জীও না হয় সেকস্থ ডিনি বলিডেছেন—

'বোৰদীর মৃতি ধরি' আহ্ব লগং
চুণিতে ভোমায় —তবু লানিও নিচৰ,
হে আদ্বা, ভূমি হে দেব—ভূমি সে মহৎ
মৃঞ্জিই গল্পবা ভব—অন্ত গতি নহ।'

হন্দ্ৰহন চলে আনিবার

পিত। পুজে নাছি দের মান ; 'দার্থ' 'হাথ' দলা এই বব,

হেশা কোণা শান্তির আকার (

সাকাৎ সরক অগ্রয়—

কেবা পাৰে ছাড়িতে সংসাৰ ? বড ভাগে ওপদ্যা কঠোৰ,

সৰ সৰ্ম দেখেছি এবাৰ; জেনেছি হুথের নাচি জেল, লরীবধারণ বিভ্যন; যাত উচ্চ ডোমার হুলর, তত তুঃথ জানিহ নিশ্য। इंक्रियोन् नि:श्वार्थ ८ श्वीयक ।

এ জগতে নাহি তব শান ;••• হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মূথে মধু অন্তরে প্রস – সভাষীন, স্বর্ধপরায়ন,

তবে পাবে এ সংসাবে খান '
সংসাববিদ্যে কি নিয়াকৰ ডিজ অভিজ্ঞতা !
যনে বাণিতে হলকৈ এই অভিজ্ঞতা তাহাব
তথনই হইবাছিল স্থান তিনি ২০২১ নছবের
খ্বক্মান্ত ভাবপর আনিয়াছিল তাহাব তীব
সাধনার জীবন । অনশনে অর্থাশনে অলৌকিক
তীব বৈধাগাবান্ নরেক্সনাথ তথন সাধনার
ব্রুমাতে ভীবনত্রী ভাষাইয়া দিয়াছিলেন।
সে মাধনার বর্ণনাও তিনি মর্কশেশী ভাবার বাজ্ঞ
ক্রিমাছেন—

'বিল্লাহেত করি প্রাণপ্র,

অর্ধেক করেছি আযুক্ষর—
প্রেম্বেছতু উন্নাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছারাছ,
ধর্মতেরে করি কত মত, গলাতীয় বালান আলার,
নদীতীর পর্বতগহরে, ভিকাশনে কত কাল হার।
অসহার—ছিল্লবাদ ধারে বাবে বাহে উদরপুরণ
ভরনেই তপ্রানা ভাবে, বি ধন করিছ উপার্জন গ

এই অলোকদামান্ত তপদ্যাপ্রভাবে নবেশ্রনাথ

কি তথ উপ্লক্ষি করিলেন প তাঁহার নিশ্র

মুখেই তাহা স্থামরা শুনিতে পাইরাছি,—

'শোন ধলি মরমের কথা,

**জেনেছি জীবনে স্তঃ সাত্—** ভ**রজ-অ**কুল ভবছোর,

এক তবী কলে পারাপার— মলতঃ, প্রাণ-নিল্মন, মডামড, দর্শন-বিজ্ঞান, ভাগা-ভোগ— বুজির বিজ্ঞান,

'প্রেষ' 'ক্রেষ'— এই যাত্র ধন। শীব তক্ষ, সামধ ঈশ্বন,

ভূত-প্ৰেণ্ড-আছি দেবগণ, পণ্ড-শক্ষী, কীৰ্ট-অপুকীট,

**अरे ८क्षत्र सहस्य गराव**े

সর্বন্ধতে এক শেষমায়ের সাক্ষাংকারে নারেন্দ্রনাথ কতার্থ হইমাছিলেন , উপন-লাভের মন্ত্র বালাবিধ উল্লেখ্য তীয় আকাজ্যা ও আকৃল বাল্ম্লভার পর্যবসান এইজপেই ঘটিয়াছিল। যে ব্যাক্ষ্ণভা একদিন উল্লেখ্য দলিবের উন্নামক্ষের প্রদর্শন উল্লেখ্য দলিবা দলি। সিরাছিল উহাই উচ্চাক্তে এক প্রেমমন্ত্রের দর্শন—এক প্রস্থাপন—ইহাই স্বদাধনার শেষ্ কথা ইহাই শ্রন্থিন ক্রিয়া থাকেন ।

প্রোতিষ্ম ভংগৎ বিবিধ শাহ্রজান, বিশস্তা অলোকসামাল মেধাবী মরেন্তানাথের পূর্ব হটভেই ছিল। এখন ভিনি বন্ধনিঠন্তা দাভ করিলেন। খ্ৰীবাসকৃষ খাহা চাহিয়াছিলেন ভাহা পূৰ্ণ হটল। লোকলিক। দিবার আধারটি স্বাল-चन्नद रहेन। नरवक्तनाथ अथन चाहार्यश्रमवीराउ আরুত হটলেন সংধক মধেন্দ্রনাথ এখন আচার্য বিবেকানদ হইলেন মৃত্য রোগ, শোক, ধাবিতা, ধর্মাধর্ম দবৈতেই এক প্রসামার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আচাধ বিবেকানক এখন কুডকুডা, থকা আৰু কোন কণ্ডবাই ভাঁচাৰ এখন অবশেষ নাই। ভাট ভখন ভিনি <del>ইব্যেক্তা বা</del>রা চালিত চ্ট্রা জীব্লিকালানে এতী হইলেন উদ্বৰণুজন— এই বৃদ্ধিপুৰ্বক সৰ্য-বার্ষচিস্তারহিত হর্তা সবভূতে দেই প্রেম্ময়ের সেবা, ইচাই প্রমার্থালির অভ্যেষ্ট সাধন বলিয়া ভিনি ঘেষেণা করিলেন

বেদায়োক অবৈত্যাদের শ্রেষ্ট সমূত্তি লাভ কৰিয়াও স্বামীন্ত্রী জগংকে মিধ্যা বলিয়া উপেন্দা কৰিয়া ভাষার প্রতি উদাদীন শাকেন নাই। ব্যুনাধায়ণেয় লেবার নিজেকে ভিনি নিঃশেষে বিলাইরা দিয়াছিলেন। দকলকে শিখাইরাছেনও ভাষাই:— 'ব্ৰহ্ম হতে কটিপ্ৰমণ্ড স্বস্থুতে সেই প্ৰেম্মর, মন প্রাণ শতীর অর্পন কর সথে এ সহার পায় 🗸

দৈৰতে দলাৰ্গণ-বৃদ্ধিতে নিভাম কৰ্ম ও উপাদনা বাবা চিত্ত গুৰু হুইলে ভখনই সাধ্যক্ষ ত্ৰুৱে আনুষ্ঠিজানা ভাগে ও প্ৰমাৰ্থতত্ত্ব নাধকের হৃদরে ক্রিত হয় – ইকাই বেলাক্সবাস্থের জন্ত খোৰণা। পূৰ্বপূৰ্ব মূগে চিত্তভদ্ধির ক্ষম্ভ আচাৰ্যগ্ৰ শান্তবিহিত নিভানৈমিত্তিক কর্ম, অখিছোডাদির কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান বুগে বর্ণাপ্রম শর্ম বিলুপ্ত প্রায়। এখন সে স্ব করিবার করের ও অবদৰ কাছাতও নাই। ডাই আচাৰ্য বামী বিকেকানশ বুপোপধোগী সংধ্যের বিধান ক বিলেন :

বছরণে মুখুখে ভোমার,

ভাতি কোণা পুলিছ উপর ? भीत रक्षम करत यह सन.

সেই জন সেবিছে উপর।' জীব-নিব, নিববৃদ্ধিতে জীবদেবা থারা চিত্র-ভাত্ম কর টতার মগাচার্টের অভিনর বাবী। এই মহানু আমুৰ্টি নিজেও জীবন হাবা তিনি ८एथाहेमा शिमारस्त । निकाय स्मृता भावा भन्न চুট্রার প্রোগ প্রদান করত: ঈশরট সাধ্রের নিকট জীবরণে উপথিত-এই জানে দেবা করিতে পারিকে দেট কর্ম ও উপাদনার আর কোন পাৰ্থকা থাকে না। কৰ্ম ওখন উপাসনাৰ পর্যবিভ। শ্রদ্ধার সহিত এই সাধনের রারা হৃষ্ণত স্বঁপাপ, ভোগবাসনা ও চিত্তবিকেপাদি দুর চট্যা গেলে সাধকের সারিক জ্বর তথন শাস্ত্র, অন্তম্প ও জালুনিট হইরা পড়ে এবং व्यक्तित्वरे ७ व्यक्षाचारमरे द्वमाञ्चविद्याय व्यवद्वाक মাকাৎকারে সাধক তথ্য কড়ার্য হটরা থাকেন।

উপ্তৰ্মণে প্ৰত এই সাধ্য-বৃহস্ট স্থালের কলাবের জর তিনি মুক্তকঠে বোষণা করিয়া সিয়াছেন প্রাচার্যগ্রের তলনার ইচা বামীজীর বুগোপযোগ্য একটি বিশেষ ভাবদান।

জীয় বলিডেন,—"দেৱা গুধু খাওয়ান-পদ্মান নছ ৷ জীবকে সাক্ষ্য নাবাৰণ জেনে ভাৰবেসে ুসরা। থেমন মাত্র নিজের জনকে ভাল্বালে, নিধেকে ভালবাদে : নিজেব তথ-খাজ্পোর মত অপবেরও কর । নিঞ্মে বার্থ, ভোগবৃদ্ধি থাক্ৰে না ভবে হল নিজাম কৰ্ম দেখ সাহালী কেমন ছিলেন। স্বপতে এত মান পেরে ফিবে এসে এক কৌবীন প'বে আছেন। শব দিয়ে দিলেন গুৰুভাইদের। **ভক্তদে**র লিখনে খাপনার আমার থাওয়া-পরার জোগাড় কৰে দিন আমি জিকা কৰে থাছি। পুৰের ক্লায় সেয়াবের গাড়ীতে পাঁচ পরসা দিরে ব্যানগর খাভারাত করলেন। থালি পা হটুহটু করে চলছেন · বামীলী কালিকমলি-বাবার কথা বলতেন। বলতেন-'ঠিক ঠিক নৈছাম কমী ঐ একটি সাধুকে দেখেছি, টাদা করে লাখ লাখ টাকা তুললেন, ভা দিয়ে উত্তরাখন্তের দৰ বাজ্যঘাট, ধর্মশালা, সদাত্রভ कवारमञ्जा क्रमीरकरण मध्यमञ्जा তিনি নিজে জল তুগতেন, আটা ঠাবতেন, কটি সেঁকতেন ঋণর পোকও দহোম্য করও। नाबुद्धार स्मार्ट क्याँग सिर्व्हन निद्धान नाबुद्धार মুকে দাড়িরে সেই কটি ভিকা নিজেন। এছিকে উলক। এক কালো কমল গায়ে। কাল বখন ঠিক চলতে লাগলো তথন কোধার উধাও হরে গেলেন। আঞ্ও তার খোল কেউ লানে না। এর নাম নিভাম কর্ম। কোন আসন্থি নাই।<sup>১৫</sup>

# 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা'

# सामी धीरतभानम

গীতামাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে:
গীতা স্থগীতা কর্তব্যা কিমক্তিঃ শাস্ত্রবিস্তবৈ:।
যা শ্বয়ং পদ্মনাভশ্ম ম্থপদ্মান্তিনিংস্তা ॥
গীতাই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য, অহা বহু
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কি ফল ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন্ গীতাপাঠের কথা এখানে বলা হইতেছে? কারণ 'গীতা' তো বছ আছে—অবধ্তগীতা, রামগীতা, শিবগীতা, পাশুবগীতা, গুরুগীতা ইত্যাদি। উত্তরে বলা হইয়াছে: যা স্বয়ং পদ্মনাভশ্য ম্থপদ্মাদিনিংকতা।

— অর্থাং যে 'গীতা' পদ্মনাভ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীক্ষণের ম্থকমল হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাই স্বাধ্যায়-প্রবচন করা কর্ত্বা। তাই ইহার নাম 'শ্রীমন্তগবদ্গীতা'। 'গীতা' ভগবানের গীত—ভগবানের স্বভাব সংসার- তৃংথাত্র, শতসংশ্যাকৃল জীবকে সদা স্থমধ্রম্বরে পর্মানন্দধামের বার্তা গাহিয়া শোনানো। যে-কেহ ভাগ্যবান্, সেই শুনিতে পায়।

জীব সংসারচক্রে নিম্পেষিত হইয়া সদা শোকে মৃহ্মান, সদা ক্রন্সনে রত। শতহুংখে কাতর হইয়া, শত চুর্দৈবের পাষাণচাপে পিট্ট হইয়া, নিতাস্ত অনক্রশরণ হইয়াই মান্ত্রষ ভগবানের শরণ লয় ও তাঁহার দিবাগীত-শ্রবণে প্রয়াসী হয়। অর্জুনের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আসর য়ুদ্ধে আয়ীয়-য়জন, পুত্র-মিত্র সকলের সম্ভাবিত নিধনাশক্ষায় ভীত ও শোকগ্রস্ত হইয়াই অর্জুন ভগবানের শরণ লইয়াছিলেন ও এই দিবাগীত-শ্রবণে অন্তিমে কৃতক্রতাতা লাভ করিয়াছিলেন। বিষাদের মধ্য দিয়াই অর্কুনের ভগবানের সঙ্গে যোগ হইল।
তাই কি 'গীতা'র প্রথম অধ্যায়টির নাম—
'বিষাদযোগ'? এবং 'গীতা'র প্রথমেই অর্কুনের
বিষাদ বর্ণিত ?

'গীতা' যদিও শ্বতিশাস্ত্র, তথাপি ইহাতে
সংগৃহীত বিষয়সমূহের গান্তীর্য ও দার্বলৌকিক উপাদেয়তা-দর্শনে ইহাকে শুতিকুলা সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া যায়:

'ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাত্ব উপনিষৎত্ব বন্দবিন্তায়াং যোগশান্তে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে-----অধ্যায়ঃ'॥'—এই পঙ্ক্তিটি বিচার করিলে গীতার বিষয়াদি অনেক তথা জানা যায়। পর্মপুরুষ ভগবান্ শ্রীরুক্ষের মুথনি:স্ত গীতাকে 'উপনিষং' বলা হইয়াছে। যে তত্ত্বজান যাবতীয় সংসার-জ্ঞ মূল-অজ্ঞানসহ বিনাশকরত জীবকে পরমানন্দস্বরূপে—পরব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, তাহাই 'উপনিষং'। 'গীতা'ও তাই। 'গীতা' এথানে 'উপনিষৎ' শব্দের বিশেষণ। 'উপনিষৎ' শব্দ স্ত্রীলিক। তাই বিশেষণ 'গীতা' শব্দটিও জ্রীলিক। বিশেষণদারাই বিশেশ্বকে যথন বোঝানো হয়, তথন লোকে আর বিশেয়ের প্রয়োগ করে না। এইজন্ম ভুধু 'গীতা' বলা হয়। 'গীতা' অর্থ যাহা গান করা হইয়াছে। উপনিষহক বন্ধবিগাই শ্রভগবান্ এই গ্রাছে স্মধ্র হবে গান করিয়াছেন। তাই ইহার পুরা নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষং'। সংক্ষেপে 'ভগবদ্গীতা' বা 'গীতা'। 'গীতা'তে বন্ধবিষ্ঠাই আলোচিত হইয়াছে। কারণ শোক-মোহাদি সংসার-ছ্:থ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহাই

একমাত্র উপায়। ইহাই 'যোগশাত্র'— কর্মযোগের তত্ত্ত্তাপক শাস্ত্র। 'গীতা'তে পুনঃ পুন: নিষাম কর্মযোগের মাহাত্মা কীর্তিত হইয়াছে; উহাও ব্রন্ধবিভারই অন্তর্গত। পুন: বলা হইয়াছে: 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'— শ্রীকৃষ্ণার্জুনের পরশার কথোপকথনরপে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্ম নিষাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও भारथा-পाতवनामि नाना भारताक माधन, नाना বহুত্তকথা এথানে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অত্যাত্ত দর্শনশাঙ্কের রীভিতে রচিত হয় নাই। हेश वृष्यप्रत- छक्नियात कालानकथन; অর্কুনের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাহাই তিনি জিজাসা করিয়াছেন এবং ভগবান্ও তাহার যথায়থ উত্তর দিয়াছেন। সম্পর্কে কৃষ্টী শ্রীক্লফের পিতৃষ্দা—অর্থাৎ অর্জুন শ্রীক্লফের পিসভুতো ভাই। বাল্যাবধি উভয়ের পরস্পর প্রীতি অপরিদীম। অর্জুন ভগবান্কে—সমপ্রাণ স্থারূপে, স্নেহ্ময় ভাতারূপে এবং গীতায় দেখিতে পাই তবোপদেষ্টা গুরুরপে—নানা ভাবে পাইয়া ধতা হইয়াছিলেন। প্রিয় বন্ধুর প্রতি, একান্ত শরণাগত ভক্তশিশ্বের প্রতি ভগবানের প্রীতিময় এই জ্ঞানোপদেশ বড়ই মধুর। নানাপ্রকারে তত্তজানের কথাই এখানে আগ্নন্ত আলোচিত। কথনও ভগবান্ বন্ধুভাবে অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, কথনও বা গুরুরূপে তাঁহাকে সাবধান করিতেছেন।

> 'নৈতং অ্যাপপ্ততে' (২।৩); 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষদে' (২।১১); 'ভজোহদি মে স্থা চেতি' (৪।৩); 'মতেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া' (১•।১);

'ন খোশ্বসি বিনঙ্ক্যসি' (১৮।৫৮); 'যথেচ্ছসি তথা ক্রু' (১৮।৬৩); 'প্রতিদানে প্রিয়োহসি মে' (১৮।৬৫)। —ইত্যাদি বহুন্থলে আমরা দেখিতে পাই, কথনও বন্ধুভাবে, কথনও বা গুকুভাবে ভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন।

অর্জনের প্রশ্নেও এই তুই সম্বন্ধ হস্পষ্ট।
'শিক্সন্তেহহং শাধি মাং আং প্রপন্নম্' (১) );
'বৃদ্ধিং মোহয়সীব মে' (৩) ১);
'তন্মে জ্রহি হ্নশিভত্তম্' (৫) ১);
'ব্রমেবাত্মনাত্মানং বেথ তং পুরুষোত্তম'
(১০) ১৫

'দর্শ্বাত্মানমব্যয়ম্' (১১।৪); 'সথেতি মতা প্রসভং যত্তক্ম্' (১১।৪১); 'করিয়ে বচনং তব' (১৮।৭৬)

—এইপ্রকার বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়,
কোথাও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বজ্ঞানে, গুরুজ্ঞানে
শরণার্থী হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, কোথাও
বা প্রিয়সথার গ্রায় নিঃসফোচে মনের কথা
খুলিয়া বলিতেছেন। গুরু-ভাষার গান্ধীর্য ও
বন্ধু-ভাষার মধ্রতা—এই উভয় একত্র মিলিত
হইয়া 'গীতা'র ভাষাকে এক অপরূপ আকার
প্রদান করিয়াছে।

'গাতা' শীক্তফের কটকলিত রচনাবিশেষ
নহে—আয়যোগসমাহিত অবস্থায় উচ্চারিত।
ইহা তাহার অফভূতিসম্জ্ঞল স্বতঃকূর্ত বাণী।
ক্কক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কালান্তরে অর্জুন পুন: ঐ
উপদেশ শুনিতে চাহিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন,
'যুদ্ধপ্রারম্ভকালে তুমি বিষাদগ্রস্ত ছিলে এবং
আমিও আয়সমাহিত ছিলাম—তাই তৎকালে
ঐ উপদেশ আমার ম্থ হইতে বাহির
হইয়াছিল। এখন তোমার ও আমার উভয়েরই
সেই পূর্বাবস্থা আর নাই, তাই এখন আর সে
উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে।'—ইহা হইতেই
'গীতা'র মহত্ত আমরা অন্থমান করিতে পারি।
কর্ষিত ভূমি ও উত্তম বীজের সম্মিলনে যেমন
শস্তাদি উৎপন্ন হয়, গুরু ও শিক্ক উভয়ের

উপযুক্তায় তদ্রপ ধর্মতক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অর্থনের আয় সর্বগুণাধার শিক্ত ও ভগবান্

শীক্ষের আয় গুরু একত্র মিলিত হইয়াছিলেন,

তাই আল এই 'গীতা'রূপ তবোপদেশ লাভকরত

দগদ্বাদী ধ্যা হইয়াছে।

'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'—সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গীতার প্রথিত। ভারত-সংস্কৃতির অমৃল্য রত্ন 'গীতা' বিশ্বসংস্কৃতি-ভাগ্তারের অপূর্ব শোভা বর্ধনকরত তাহাকে মহনীয় করিয়াছে।

'ছমং গীতামতং মহং'—গীতাকে ছম্মরপ

শম্তের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মৃত

বা মাথন বলা হয় নাই। তাহার কারণ—য়ত

লাভ ছধ হইতে হয়, মৃত হইতে তত হয় না।

ছধ হইতে দিধি-পনীরাদি—সব কিছুই পাওয়া

যাইতে পারে। বাল্যাবস্থা হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত
লোক ছধ থাইয়া পুত্ত হয়। অর্জুনের হদয়েও

বিবেকরপী শিশুর জন্ম ভগবান্ এই গীতারপী

ছম্মের বাবস্থা করিলেন। গীতার বিষয়ে ভগবান্

নিজ্মেই বলিয়াছেন:

গীতাশ্রমেংহং তিঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানম্পাশ্রিতা ত্রীন্ লোকান্ পাল্যাম্যহম্।
—গীতাই ভগবানের আশ্রম, গীতাজ্ঞানসহায়েই
তিনি সকলের পালক ও পোষক। সমগ্র
বেদ-বেদান্তপাঠে যে-জ্ঞান লাভ হয়, এক
গীতাধায়নেই নি:সন্ধিম্বরূপে সেই ফল লাভ হয়।
সর্ব বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী বিষয় ইহাতে
পাওয়া যায়। গীতা সর্বতোম্থী।

গীতার আঠারোটি অধ্যায়। কেই কেহ
শহা করেন, 'কেন? আঠারোটি অধ্যায়
কেন? সতেরো বা উনিশটি অধ্যায়ও তো
হইতে পারিত।' ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন,
'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'—বিভার অষ্টাদশ প্রস্থান।
চার বেদ, চার উপবেদ, ছয় বেদাস, ধর্মশাস্ত্র,
গ্যায়শাস্ত্র, পূর্বশীমাংদা ও উত্তর্মীমাংদা—এই

অষ্টাদশ প্রস্থানের সারাংশ লইয়া রচিত বলিয়াই
গীতার অধ্যায়-সংখ্যা আঠারো, তন্ত্রন বা
তদ্ধিক নহে। অর্জুন যেন সমগ্র মানবজাতির
প্রতীক। প্রিয় শিশ্ব অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়াই
ভগবান্ সকলের কল্যাণের জন্ত যোগসমাহিত
চিত্তে এই অমূল্য উপদেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ম্বলীধর, আবার চক্রধরও বটেন। তিনি কেবল প্রেমের বানী বাজাইয়া ব্রন্থবাদিগণের মনোহরণ করিয়াই আপন কর্তব্য সমাপন করেন নাই, স্থদর্শনচক্র ধারণ করিয়া অর্জুনপ্রম্থ সকলকে অধর্ম অক্সায় ও অত্যাচারের বিকন্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও উৎসাহিত করিতেছেন। যুদ্ধন্দেত্রে তুমুল কর্মোগমের মধ্যেও আত্মনিষ্ঠ প্রশান্তি—এই কর্মযোগ, এই অনাসক্তিযোগই নিজ জীবনে প্রকৃষ্ট আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অনাসক্তিযোগভ্জাদে শত বিপদ্ ও ভোগের মধ্যেও পুরুষ অবিচলিত থাকেন, সাংসারিক সর্ব কর্ম করিয়াও তিনি অন্তরে নিঃস্পৃহ শান্ত সমাহিত থাকেন। কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি-জনিত স্থণ-তুঃথ তাঁহাকে প্রদর্শন্ত করিতে পারে না।

শিকারে বহির্গত ঘোর জঙ্গলে পথল্লান্ত এক রাজা বনমধ্যে নিবাসকারী এক মহাত্মার আতিথেয়তায় পরিতৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্ধরাজ্যা প্রবৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্ধরাজ্যা পরিতৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্ধরাজ্যা করিয়াছিলেন। মহাত্মাও তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্ম রাজতুলা ঐত্যর্ধের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর রাজা বলিলেন যে, এখন তাঁহার ও মহাত্মার মধ্যে কোনই পার্থকা নাই। মহাত্মা উত্তর দিলেন, 'চল বাজন, আমরা আবার সেই জঙ্গলে যাই।' কিন্তু ভোগাসক্ত রাজার সে সামর্থ্য কোথায়? তিনি ইতপ্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কিন্তু তথনই তাঁহার সেই কন্ধা-কমণ্ডলু লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজ্য ঐত্যর্ধ—সব পড়িয়া

রহিল। দেখাইলেন—পার্থক্য কোথার!

এইরূপ বৈরাগ্যের অত্যুজ্জন প্রভায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোকিত। অত সাধের, অত প্রিয় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর কর্মকেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ম তিনি মথুরায় চলিয়া গেলেন। কংসবধের পর মপুরারাজ্য স্বীয় করতল্-গত হইলেও উহা তিনি হুণনং তুচ্ছ জ্ঞানকরত কংদের পিতা উগ্রদেনকেই দেই রাজ্যের রাজিশিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। দারকাতে রাজা স্থাপন করিয়াও তিনি নিজে রাজা হইলেন না। জরাসন্ধ বধ করাইয়া মগধরাদ্যাও তিনি निष्क গ্রহণ করেন নাই, জরাসম্বপুত্র সহদেবকেই म्हे वाका अमान कवित्वन। मह्मव-अम्छ অপরিমিত ধনরত রাজস্ম-যক্ত করিবার জন্ম यू थिष्ठिवरक ममर्भन कविल्लन। सम्मानवरक निमा ইন্দ্রপ্রস্থের জন্ম অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ क्वारेश फिल्न। निष्क्र क्या किछूरे ठारिलन ना। এই সবই প্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্য বা অনাসক্তির স্থাপ্ট পরিচয় প্রদান করে। শ্রীকৃঞ্জের অনাস্ক্রির প্রকৃষ্ট প্রমান—যত্বংশনাশ। সমর্থ হইয়াও তিনি স্বকুলরক্ষণার্থ কোন প্রচেষ্টা করিলেন তিনি দেখিয়াছিলেন ना। তাঁহারই সবলভুজ্বয়র্কিত, আখ্রিত যুত্কুল ধনমদে মত্ত ও ঐশর্যের চরম দীমায় পৌছিয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজে ধরাধাম হইতে বিদায় লইবার পর ইহারা সকলের ভীতিশ্বরূপ হইয়া পড়িবে ও সাধুজন নিগৃহীত হইবে। তাই ধন, অসংযত ভোগ ও ঐশর্যের চরম পরিণতি যে বিনাশ-এই আদর্শও তিনি লীলাসংবরণের পূর্বে দেখাইয়া গেপেন। অদৃষ্টের স্থানিয়ন্ত্রিত বিধানে তাঁহার সম্প্ৰেই যহুকুল বিনষ্ট হইল। এই সব দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ধীর, শাস্ত, নির্বিকার ও অনাসক্ত।

পর্বাবস্থাতেই তিনি অবিচলিত। ইহাই

শীক্ষ্চবিত্রের বিশেষর। গীতায় যে অনাসক্তিযোগের কথা তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহার
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—তাহার নিজের জীবন। দৈনন্দিন
জীবনে তাহার নিতা নিয়মিত জ্বপ, সন্ধাবন্দনা,
হোম, অতিথিসেবা, ত্রাহ্মণপূজন ইত্যাদির
কথনও বাতিক্রম হইত না। ভগবদারাধনা,
বাতীত শুধু কর্মবারা কথনও মানবজীবন দার্থক
হয় না। কর্ম ও উপাদনা একত্র অহুঠেয়।
অহুগত ভক্ত শিল্প অর্জুনকেও তিনি তাই
বলিলেন:

'মামফুলার যুধ্য চ' (৮।৭)—হে অর্জুন!
তুমি আমাকে দদা শাবণ কর ও স্বীয়
কর্তব্য অনলসভাবে করিয়া যাও।

-এই উপদেশ তিনি নিজেও পালনকরত আদর্শ

—এই উপদেশ তিনি নিজেও পালনকরত আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন।

গীতার পটভূমিটিও বড় স্থার, অপূর্ব।
উহার মধ্যেও আমরা কিছু রহক্ষের সন্ধান
পাই। গীতার উদ্ভবস্থল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-প্রাঙ্গণ।
যুদ্ধকামী বিবদমান ছটি পক্ষ পরম্পর মুখোমুখী
হইয়া দণ্ডায়মান। স্ববিধ্বংশী কাল্সমর আরম্ভ
হইতে আর বিলম্ব নাই। কেবল সংক্ষেত্রের
অপেক্ষা মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সার্বি।
এমন সময় অর্জুন বলিলেন: 'সেন্য্রোক্ষ্ণভয়োর্মধ্যে রঝং স্থাপয় মেহচ্যত।' (১।২১)

—হে অচ্যত! উভয় সেনার মধ্যম্বলে রথ

ম্বাপন কর। কারণ সেথান হইতেই অর্জুন মুক্
কামী সকলকে দর্শন করিবেন। সারথি ভগবান্

শীক্ষণণ্ড রথ চালিত করিয়া তুইদলের মধ্যম্বলে
রথ স্থাপন করিলেন। তুই দলের মধ্যম্বলে যে
ভূমিথত্ত, উহাকে নিরপেক্ষ-ভূমি (Neutral

Zone) বলা হয়। এখানেই সংঘটিত হইল
ত্তর্ক-শিক্ষের প্রশ্নোত্ররূপী কথোপকথন।

আসন্তর্ক্রপী কথোপকথন।

আসন্তর্ক্রপী কথোপকথন।

আসন্তর্ক্রপী কথোপকথন।

তাহা সকল অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাত্মরই অন্তরের

চিবস্তন প্রশ্ন। উহা কেবল অর্জুনের কণ্ঠে ধ্বনিত हरेग्राष्ट्— এই মাত্র। উহার উত্তরে ভগবান্ धैक्क वर्ष्ट्रनिक यांश वित्राहिन—डाशहे 'গীতা'। গীতার কথন ও শ্রবণ সবই হইয়াছে এই নিরপেক্ষ-ভূমিতে। কোন দলের মধ্যে বসিয়া ভগবান্ উপদেশ দেন নাই, এবং অর্জুনও ঐভাবে শোনেন নাই। গীতার উপদেশ আমাদেরও শুনিতে হইবে—অর্নের গ্রায় নিরপেক্ষ-ভূমিতে দাঁড়াইয়া; তবেই ইহা ফল প্রসব করিবে। মনকে রাগদ্বেষ, অহংতা ও মমতা রহিত করিয়া নিরপেক্ষ করিতে হইবে তবেই গীতাশ্রবণ দার্থক হইবে। অভিমানাচ্ছন্ন হইয়া, স্বীয় পরকীয় - এই ভেদবৃদ্ধি দারা অভিভূত হইয়া থাকিলে গাঁতার মর্ম উপলব্ধি হইবে না। অর্জুনও যথন অভিমানরহিত হইয়া নিরপেক হইয়াছিলেন, তথনই গীতাতর তাঁহার চিত্তমধ্যে সমুদ্রাদিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অস্তে 'নষ্টো মোহঃ শৃতিৰ্লনা ... করিবো বচনং তব।'

—আমার মোহান্ধকার অপস্ত হইয়াছে, আত্মস্বতি জাগ্ৰত হইয়াছে। হে মধ্সদন! এখন আমি তোমার আদেশ অকুঠচিত্তে পালন করিব।

–এই কৃতকৃত্যতার ধ্বনি তাঁহার কণ্ঠে ঝক্কত रहेशा छेठियाहिन। जगवान् श्रीकृष्ठ याग-সমাহিতচিত্তে অদক্ষ নিরপেক্ষ আত্মন্ত হইয়াই গীতাদি সর্বশান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতার পটভূমি—রণ-মধ্যভূমি—এই রহস্তেরই ইন্সিত দিতেছে। চিত্তে নিরপেক্ষ, সর্বপ্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ ও ব্যবহারের প্রতি উদাধীন ভাব আনমন করিতে না পারিলে অন্তরে ধর্মভাব বিকশিত হয় না, অন্তর্নিহিত অসক আত্মার কুরণ হয় না।— গীতার সবই মহরপূর্ণ।

বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যায়, যাবতীয় ভেদজানই ছ:থের কারণ। অনাজীয় ভাব

হইতেই শত্রুতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশ্ব-বন্ধুবের প্রথম সোপান—আত্মীয়ভাব। অনাত্মীয়-ভাব দূর না হইলে সংসার হইতে হিংসাগ্রক मर्वभवःभी युक्क अ मूत्र इट्रेटन ना। এই অनाशीय-ভাব হইতেই মহাভারতে কক-পাওব ফুদ্ধের স্চনা। গীতার প্রথম শ্লোকেও ইহাই স্চিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত। যুযুৎসব:।

মামকাঃ পাওবাকৈচব কিমকুর্বত সঞ্র॥ —এই প্রন্নটি দেখিয়াই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মহাভারতের সর্বসংহারী যুদ্ধ অবশ্রম্ভাবী ছিল, কারণ যে চক্রবর্তী রাজা ধুতরাষ্ট্র, যিনি বংশের প্রধান—'মামকাঃ' দুর্ঘোধনাদি আমার ও 'পাণ্ডবাঃ' য্ধিষ্টিরাদি ভাতার পুত্র, তাঁহারা ভিন্ন, আমার নহে—এরপ ভেদবৃদ্ধি রাখিতেন, স্পুত্ৰ ও ভ্ৰাতৃপুত্ৰগণকে এক সমদৃষ্টিতে দেখিতেন না, দেখানে ক্তিয়কুলবিধ্বংদী দমরান্ল প্রত্রালিত হইবে, ইহাতে আর আশ্র্য কি? ধৃতবাষ্ট্র কেবল চর্মচক্ষ্বিহীন ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার প্রজাচক্রও অভাব ছিল এবং দে জন্মই তিনি এই প্রকার অনাত্মীয় ভাব পোষণপূর্বক **স্বপ**রবিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। একতা আত্মীয়ভাব ভিন্ন সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সমজ্ঞানেই পরম শান্তি। সমগ্র বিশ্বকে আপন স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিলেই রাগ্রেষ্বিমৃক্ত হইয়া শাখত শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। मकल প्राणीरे पामाय क्रभ, मर्वभनार्थ र य-यक्रभ বলিয়া বোধ করিলে নিঞ্চের সঙ্গে তো আর কেহ বাগ-দেষ করিতে পারে না?

'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।' — আপন, পর—এই ভেদবৃদ্ধি নীচবৃদ্ধি লোকেরই হইয়া থাকে।

'উদারচরিতানাম্ভ বহুধৈব কুটুম্কম্।' —উদারচিত্তগণের নিকট সকলেই আপন।

ভেদজান হইতেই হঃখ, রাগ, বেষ উৎপন্ন হট্য়া থাকে। স্থ্রদাস তাঁহার কোন পদে গাহিয়াছেন যে, চতুর্দিকে দর্পণশোভিত কক্ষে প্রবিষ্ট কুকুর যেমন সর্বতঃ আপন প্রতিবিশ্বসমূহ দর্শনকরত ঘেষাবিষ্ট হইয়া চীংকার করিতে থাকে, এই সংসারে জীবের অবস্থাও তদ্রপ। মায়ারণ দর্শণে আপন প্রতিবিশ্বসমূহ দর্শন করিয়া জীবও রাগদেষবারা অভিভূত হইয়া জীবনে কত বিদদৃশ বাবহার করিয়া থাকে। কিন্তু মহয়ের পক্ষে সারমেয়দদৃশ আচরণ কথনই (गांडनोग नरह। जाहाद, निजा, रेमथून छ রাগদ্বেষপূর্ণ বাবহার ইতর প্রাণীতেও দৃষ্ট হয়। মাহুষের মহুয়ুত্বের বিকাশ হয় বিবেক-বিচারাদি-সহায়ে পরমার্থবস্তব প্রাপ্তিতে। গীতা সেই মার্গেরই সন্ধান দিয়াছেন। প্রমতত্ত্তানেই যথার্থ মহয়ত্বের বিকাশ। লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়, কোন- ছুৰ্বল ব্যক্তি আপন জ্ঞান-বিচারদহায়ে প্রভৃত ধনদম্পদের অধিকারী, অপর সরল ব্যক্তি জ্ঞানহীন হওয়াতে দারিদ্রা-পীড়িত। লোকিক জ্ঞানেরই যথন এরপ মহত্ব ও আদর, তথন অলৌকিক ব্রহ্মাব্যজ্ঞানের মহত্ত সহজেই অহমেয়। জ্ঞান অমূল্য নিধি।

অর্কুন গুড়াকেশ অর্থাৎ নিম্রাদ্যী। ইহার অর্থ এই যে, যতটুকু নিমা প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই তিনি নিদ্রা যাইতেন। লোকে অতিনিদ্রায় বৃথা আয়ুক্ষয় করে, কিন্তু নিদ্রা অর্জুনকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই; অর্জুনই নিদ্রাকে বশে রাথিয়াছিলেন। এই-প্রকার জিতেন্দ্রিয় সর্বপ্রকার দৈবীসম্পদ্সম্পন্ন এইপ্রকার কিংকর্তব্যবিমৃ হইয়। পড়ে। অর্জুন ভগবান্কে বলিলেন:

'শিশুন্তেইইং শাধি মাং আং প্রপন্নম্' (২।१) —আমি শরণাগত শিগ্র, আমাকে কর্তব্য নির্দেশ করুন। কিন্ত পরেই আবার বলিতেছেন—'ন যোৎস্তে' (২।১)—আমি যুদ্ধ করিব না। যথন তিনি নিজেই স্থির করিয়া-ছেন যে যুদ্ধ করিবেন না, তথন 'আমি প্রপন্ন, আমার কি কর্তব্য, তাহা নির্দেশ দিন'— এরপ বচন পরস্পর বিরোধী। নিজেই যখন কর্তব্য স্থির করিলেন, তথন আর শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ইহা দারাই প্রমাণ হয় —অর্জুনের বৃদ্ধি ব্যাক্ল, বিলাম্ভ, বিকিপ্ত, মোহগ্রস্ত।

'তৃফীং বভূব হ' ২।১—ইহা যথাৰ্থ তৃফীছাব, মৌনভাব নহে। যুদ্ধচেষ্টা হইতে অৰ্জুন বিশ্বত হইয়া বাহতঃ মৌন হইলেন বটে, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভ্রুঅতি বিশিপ্ত। বজনবধ-আশকায় শোকাকুল। এই শোক, মোহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিরপে ?—ইহাবই উপায় গীতা বলিতেছেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়টি উপোদ্ঘাতমাত্র। বিতীয় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক 'অশোচ্যানয়শো-চল্বম্'—হইতে আরম্ভ করিয়া 'সর্বধর্মান্ পরিতাজ্য ---- মা শুচঃ' (১৮।৬৬) — পর্যন্ত সমগ্র গীতাতেই মাহ্ধকে শোকরহিত করিবার উপায় वना रहेशाहि। जानित्व 'जानागान्' अ जार 'মা শুচঃ' বলায় পূৰ্বোক্ত সিদ্ধান্তই অবগত হওয়া যায়।

গীতার বাণী—'মা ভচঃ'—শোক করিও না। শোক হয় মোহ হইতে। অর্জুনের আত্মীয়-বজনবিষয়ে মোহ ছিল, তাই তিনি শোকাকুল অর্থনেরও যুদ্ধপ্রারম্ভে মোহাবিষ্টতা ও ভয় হইয়াছিলেন। বহুবিদ্ধা, পাণ্ডিত্য, বহুগুণ, বিশ্বয়কর বটে! সময়বিশেষে সকলেরই চিত্ত বিভাষান থাকিলেও শোকনিবৃত্তি হয় না। ছান্দোগ্য-উপনিষদে 'নারদ-সন্ফুমার'-সংবাদে ইহা স্পষ্ট। অশেষ বিছা অর্জন করিয়াও
নারদ শোকরহিত হইতে পারেন নাই এবং
সনৎকুমারের নিকট তর্জ্ঞানলাভার্থ গমন
করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন—'আমি
বহু বিছাধায়নদারা কেবল মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি,
এথনও আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। একমাত্র
আত্মবিংই শোকরহিত হইতে পারেন। হে
ভগবন্! আপনি শোকগ্রস্ত আমাকে শোকের
পরপারে লইয়া যান।' (ছাঃ উপঃ ৭1১-৩)

শোকের কারণ মোহ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তত্তজান ভিন্ন এই মোহ অন্ত কোন উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে না। গীতার ২।১১-৩০ স্লোক প্রযন্ত শোকনিবৃত্তির উপায় আত্মজান वर्गिं इहेग्राह्य। यथन এই উপদেশ धावना-করত অধুন শোকবিষ্ক হইতে পারিলেন না, তথন ভগবান্ ভাঁহাকে নিকাম কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কর্মযোগের আদর্শ ভগবান্ নিজে কুকক্ষেত্রের রণপ্রাস্থেও দেখাইয়া গিয়াছেন। সংগ্রাম স্থলের তুম্ল উত্তেজনার মধ্যে শান্তচিত্তে স্মাহিতভাবে গীতামৃত বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন; সংসারে থাকিয়া, সর্ব কর্ম করিয়াও মনকে সংসারের উদ্বে রাখিতে হইবে—ইহাই অনাসক্তিযোগ। এই নিকাম অনাসক্ত কর্মযোগই গীতার প্রধান শিক্ষা। কুরুপাণ্ডবগণের দেনামধ্যস্থলে যেমন অজুনের রথ উপহাপিত, দেইরপ মানবের भीवनवथि**छ आङ्वी ७ दिन्दीमन्भन्**कभ रमनाव यश्राष्ट्रल विवाक्रमान । जाक्ष्री भिनात विनार्णव জ্ব্য ভগবানের উপদেশ:

'তেলাৎ সর্বেষ্ কালেষ্ মামহন্দ্র যুধ্য চ'—
অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে সর্বদা ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া

যুদ্ধ করিয়া আহুরী সেনা পরাজিত কর। এই

যুদ্ধেও বিজয়ী হইয়া অর্জুন জানলাভে কতকতা

হইয়াছিলেন। লক্ষা করিবার বিষয় এই যে,
গীতোপদেশ চিত্রে দৃঢ়ভাবে অকিত না হওয়া

পর্যন্ত অর্জুন বিগতমোহ হইতে পারেন নাই।

অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাংকার লাভ করিয়াই অর্জুন

অন্তে বলিয়াছিলেন: নটো মোহ: শ্বতির্লিধা…'

(১৮।৭৩)—হে মাধব! তোমার ক্রপায় এখন

আমার অজ্ঞানজনিত মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে,

আত্মন্তি জাগ্রত হইয়াছে। এখন আমি ছিল্লসংশর। নিশ্চিন্তে আপন কর্তব্য করিয়া যাইব।—সংসারশোকনিবৃত্তির জন্ত গীতোপদেশ অমুষ্ঠান অপরিহার্য।

আচার্য বলিয়াছেন—'সা বিভা যা বিমৃক্তয়ে।'

— যে বিদ্বা বা জ্ঞান মৃক্তির কারণ, তাহাই
যথার্থ বিভা। জ্ঞানতুলা পবিত্র আর কিছুই
নাই।। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ
বিভাতে।' (৪০৬৮)

জ্ঞান মানবজাবনকে পরম পবিত্র করিয়া থাকে, মানবের সংপার-বন্ধন ছিন্নকরত তাহাকে ভূমা-য় বন্ধরূপে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

'পবে: সংসাবরপাৎ বজ্রাৎ তায়তে রক্ষতি
ইতি পবিত্রম্'—সংসাররপ 'পবি' অর্থাৎ বজ্রপাত
হইতে রক্ষাকর্তাকে 'পবিত্র' বলে। উহা
তত্ত্তান ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞানই
মহাপবিত্র বস্তু। সংসার হংশরপ—'হংথমেব
সর্বং বিবেকিনং' (যোগদর্শন ২।১৫)।

বিচারশীল বিবেকী সংসারকে তৃংথময় বলিয়াই
জানেন। একমাত্র আত্মজানই এই তৃংথ হইতে
মাথ্যকে উদ্ধার করিতে পারে, তাই
ভগবান্ গীতায় প্রথমেই অর্জুনকে আত্মতবোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সর্বশেষেও
তাহাই বলিলেন—'মামেকং শরণং ব্রদ্ধ' (১৮।৬৬)
—তৃমি মদেকশরণ হও। 'মাং' পদের সহিত
'একম্' পদ সংযোজিত হওয়াতে ইহাই হুচিত
হইতেছে যে, সর্বভূতের নিয়ন্তা স্বান্তর্যামী
পরমেশর সর্বত্র একইরূপে বিরাজিত। হে
অর্জুন! তৃমি সেই এক পর্মাত্মাতেই
মনোনিবেশ কর। তোমার সকল তৃংথ দ্ব
হেইয়া য়াইবে।

'সর্বধর্মান্ পরিতাজা' (১৮।৬৬)—অথাং দেহ,
মন, ইন্দ্রিয়াদির যাবতীয় শুভাশুভ বাবহার—
যাহা তুমি এতকাল লাস্তি-বশতঃ আত্মাতে
আরোপ করিতেছিলে, তাহা পরিত্যাগ কর।
মিথা ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম ইন্দ্রিয়াদিতেই নিক্ষেপকরত
সর্ববৈত-নিবৃত্তিপূর্বক তুমি আমার শরণাগত
হও অর্থাং বাভিন্নরূপে আমাকেই অবগত হও।
গীতায় ভগবান্ শ্রীক্লফের ইহাই শেষ উপদেশ।

# কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্থাম্

## यामी शैरत्रभानम

করারবিন্দেন পদারবিন্দং

মৃথারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্।
শ্রীমদ্যশোদাংকগতং প্রসঙ্গং

বালং মৃকুন্দং শিরদা নমামি।
ভাগাবতী মাতা যশোদার অংকশায়ী ও
করকমলবয়ধারা অরবিন্দসদৃশ চরণের অনুষ্ঠ
শীয় মৃথপদাবিবরে স্থাপনকারী, আনন্দবিগ্রহ,
বালম্তি, মৃক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভূল্জিতমন্তকে বারংবার প্রণাম করি।

শ্রীগোবিন্দপাদাপিতচিন্তা কোন ভাগাবতী গোপাঙ্গনা আপন স্থীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

শৃণু স্থি! কৌতুক্মেকং
নন্দনিকেতাঙ্গনে মন্না দৃষ্টম্।
ধূলিধুস্বিতাঙ্গো

নৃত্যতি বেদাম্বদিদ্বান্ত:॥

হে স্থি। শোন, নন্দের গৃহাঙ্গনে আমি এক প্রম আশ্চর্য বস্তু দুর্শন করিয়াছি। দেখিলাম, স্থোনে স্ব্রেদান্ত সিদ্ধান্ত স্ফিদানন্দ্রন নির্বিশেষ প্রব্রদ্ধ স্থ-মায়ায় বাল্বিগ্রহ্ধার্ণকরতঃ ধূলি-ধ্বর্বিতাকে মনোহর নৃত্যাদি ক্রীড়া করিতেছেন।

অক্ত গোপী বলিতেছেন—

ন থল্ গোপিকানন্দনো ভবান্

অথিলদেহীনামন্তবাআদৃক্।

বিথনদাখিতে। বিশ্বগুরাস্থা

সথ ! উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে। (ভাগঃ ১০ পু:।৩১।৪)

হে প্রাণদথা! তুমি কেবদ গোপিকানন্দন নহ,
তুমি দর্বপ্রাণীর অন্তর্গামী পরম পুরুষ। ত্রদাদি
দেবগণের ভীতিব্যাকুল প্রার্থনায় ভূভার হরণ

কবিবার জন্ম, হে নাথ! তুমি যাদবকুলে আবিভূত হইয়াছ।

গোপীগণের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাং পরপ্রন্ধ।
স্বমায়ায় তিনি নরাকারে অবতীর্ণ। গোপিকাগণের এরূপ কথন কি কেবল প্রেমাম্পদের প্রতি
প্রেমিকের প্রগাঢ় প্রেমজনিত নির্প্ক উচ্ছাস
মাত্র ?

গীতাম্থে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিতেছেন—
'ব্রহ্মণা হি প্রতিষ্টাংহম্' (১৪।২৭)—আমি
বেদান্তোক্ত শুদ্ধ নিগুল বন্ধের ঘনীভূত বিগ্রহ,
প্রতিমা। পুনরায় বলিতেছেন—

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মান্নবীং তন্তমাখিতম্।
পরং ভাবমজানতো মম ভূতমহেশরম্। (১।১১)
আমি পরমেশর, অন্তর্থামী আমার এই স্বরূপ
জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানাদ্ধ মৃঢ ব্যক্তিগণ
আমাকে কৃত্র মন্থ্যমাত্র কল্পনা করিয়া থাকে।

আনেকেই এরপ ভাবিতে পারেন। ভাবিতে পারেন, ইহা নিছক আস্তম্পতি মাত্র। সামাত্ত্র, সাধারণ মহন্ত্র নিজের মহন্ত প্রকট করিবার জন্ত নিজেই নিজের স্কৃতি করিয়া থাকে ও তদহুগামিগণও তাহার প্রশংসায় ম্থর হয়। অনেকে ভাবিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজে এবং তাহার অত্লনীয় রূপ-ও গুণ-ম্থা ব্রজাঙ্গনাগণও হয়ত তাহাই করিয়াছেন। কঠোর সমালোচক হয়ত বলিবেন—'দম্ভ ও দর্প মানবের সাধারণ হর্বলতা। আর ভক্তগণের কথা? নির্বিচার ভক্তি ও ভালবাসায় চক্ত্র আর হইয়া যায়। যথার্থ বিচার-দৃষ্টি প্রতিবন্ধ হয়। স্বতরাং কোন্ ভক্ত কি বলিয়াছে তাহাই প্রমাণবাকারপে গ্রহণ করা সমীচীন নহে'—ইত্যাদি। শ্রীকৃঞ্বের জীবনী-

সহায়ে এই বিষয়ে একট্ গভীর আলোচনা করিয়া দেখিলে এরপ ধারণা আর থাকিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ কি সাধারণ বা সর্বোচ্চ মানব, অথবা অবতার অথবা সাক্ষাৎ ভগবান্? ভারতের সর্বত্র তিনি ভগবদ্জানে পৃদ্ধিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা কি অম্বপরস্পরামাত্র? এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাহ্নদেব শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব ভগবান্। তিনি অবতার বা সর্বোচ্চ মানবমাত্র নহেন। তাঁহাকে সাধারণ মানবমাত্র বলা তো ধুইতা বাতীত আর কিছুই নহে।

মাছ্য যতই জানলাভ, যোগাভাাদ বা কর্ম করুক না কেন, তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না বা পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দর্বদিকে আদর্শ, তিনি লীলাপুক্ষোত্তম।

'ভগবান্' শক্ষতির অর্থ কি? অভিধানে 'ভগ' শব্দের অর্থ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়— ক্রশ্বস্থিত সমগ্রন্ত বীর্ষত্ত যশসঃ শ্রেয়ঃ।

আনবৈরাগ্যয়েশ্চিব বরাং ভগ ইতি পুতম্।
—অবাৎ ঐশর্য, বীর্ঘ, যশ, জী, জান ও
বৈরাগ্য—এই ছয়টি পরিপূর্ণ গুণ 'ভগ' শক্ষারা
স্চিত হইয়া থাকে। অভিত্র্লভ এই গুণ
সম্দয় একাধারে যাহাতে প্রক্রন্তরপে বিকশিত,
তিনিই ভগবান্। মাহুষে ইহাদের ছটি-একটির
প্রকাশ কচিৎ দৃষ্ট হয়। সকলগুলির একঅ-

প্রীকৃষ্ণচরিত্রে পূর্বোক্ত গুণগুলির পরিপূর্ণ প্রাকটা দৃষ্টিগোচর হয় কিনা, উহাই একণে আমাদের বিচার্য।

প্রথমতঃ (১) ঐশর্ষ ঃ— শ্রীক্তফের জায়
বিবিধ ঐশর্যশালী পুরুষ আঞ্চ পর্যন্ত ধরাবক্ষ
অঙ্গন্ত করে নাই। তাহার জায় ঐশর্য কোন
মানবে হওয়া অসম্ভব। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত
তাহার জীবন অলোকিক ঐশর্যপরিপূর্ণ।
অন্মকালে তিনি শ্রীয় জনক-জননীকে যে

ঐশর্য দেখাইয়াছিলেন তাহা দর্শনকরতঃ প্রিম্বপুত্রকে তাঁহারা পরমেশরজ্ঞানে স্বতি করিয়া
ধল্য হইয়াছিলেন। শৈশবে ও বাল্যে অবলীলাক্রমে সর্বলোকবৈরী অগণিত দানব-বিনাশ
তাঁহার অমানবী শক্তির—ঐশর্যের পরিচয় প্রদান
করিয়া থাকে। গিরিগোবর্ধন ধারণকরতঃ
তিনি ভীত ব্রদ্ধবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন;
অলোকিক শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মার গর্ম থর্ম করতঃ
বাল্যকালেই তিনি শীম্ম ঐশ্র্য সর্ব্যন্দমক্ষ
প্রকটিত করিয়াছিলেন।

তাহার অতুলনীম রূপও একটি ঐশ্ব। অমন রূপ মাত্রের হয় না। 'পাকারারথমরথং' (ভাঃ ১০।৩২।২ )—দাক্ষাৎ কামদেবেরও মনোমোহনকারী অলোকিক দৈহিক রূপ লইয়া তিনি আনিয়াছিলেন। দে শ্বিশ্ব রূপের আলোকে সকলেই আৰুষ্ট হইত। কামগন্ধ-বিহীন সেই দিব্যরপক্ষা পান করিয়া সকলে দেবজনত্র্বভ প্রেমলাভকরতঃ অমৃতত্ত্বের অধিকারী হইত। এই রূপে আরুষ্ট হইয়া গোপীগণের কামও বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। ( 'গোপ্য: কামাৎ'----ভা: গাগাত )। ঐ রূপদাগরে নিমগ্ন হইয়া সকলে প্রাণে পাইয়াছিল পরম আনন্দ, শান্তি ও কৃত-কুত্যতা। ব্রহ্মবাসিগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তিনি ছিলেন তাহাদের ক্ৰীড়াসঙ্গী।

গোপীগণসহ পূর্ণিমারজনীতে জ্যাৎশ্নাবিধোত যম্নাক্লে তিনি যে অলোকিক
রাসন্তালীলা করিয়াছিলেন, উহাও তাঁহার
যোগৈশ্বর্য ও পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করে।
উহা কামজর্জবিত-চিত্ত প্রাক্ত জনের নিন্দিত
কামবিলাসমাত্র কথনই নহে। এই গীলাদর্শনে
শ্বয়ং কামদেব্র স্বস্থিত হইয়াছিলেন।

'সিবেব আত্মস্তবক্ষ সোৱতঃ'

(ভা: ১০।৩৩/২৫)— উদ্ধারেতা হইয়া তিনি বাসন্তা-লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলায় কাম তাঁহাকে স্পর্ণই করিতে পারে ঘূৰ্বল মানৰ এই অবস্থা কল্পনাও ক বিতে পারে না। শাস্ত্রে 'অসিধার' এতের উল্লেখ আছে। সর্বগুণান্বিত যুবা পুরুষ সর্বস্থলকণা যুবতী স্ত্রী সহ যদি কামভাব পরিত্যাগকরতঃ সদা প্রসন্নচিত্তে বাস করিতে ,পারে, ভাহাকে 'অসিধার' ব্রত কহে। নিয়ত ঘূৰ্ণামান শাণিত তরবারির নিকট অক্ষত দেহে অবস্থানের স্থায় এই 'অসিধার' ব্রত অতি ছঃসাধ্য। প্রতি পদেই বিপদের সম্ভাবনা। সহম 'অসিধার'-বতত্লা এই বাদলীলা। মহাযোগী বাতীত আর কে এইরপ করিতে সমর্থ ?

একই কালে বহু সহস্র গোপীগণসহ বিহার

—ইহা কি কোন মহয়ে সম্ভব? রাসলীলা
কালে যোগমায়ার ঐশর্ষে যোড়শ সহস্র গোপী
ও রাথাল তিনি স্বৃষ্টি করিলেন। রাসলীলা
অত্তে রাত্রিশেষে কিছুই অবশেষ থাকে নাই।
বিনা উপাদানে যোগমায়াবলে তিনি ঐ বিচিত্র
সৃষ্টি করিলেন—ইহাই শ্রীক্তফের ভগবতার
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ মহা যোগৈশুর্যবান।

বালাকালে প্রীকৃষ্ণ যে সকল অসৌকিক কর্ম করিরাছেন উহা তাঁহার ঐশী শক্তিরই বিকাশ; ভেরিবাজি নহে। তৎকালে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষগণও তাঁহার ঐশবীয় লীলায় বিশাস করিতেন। ভীম তাঁহাকে শুতি করিয়াছেন— নমস্তে ভগবন্ কৃষ্ণ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ। তং হি কর্তা হাষীকেশ সংহর্তা চাপরাজিতঃ॥

(মহাভাঃ শাঃ পঃ ৫১।২ রাজধর্ম)
—হে ভগবান্ ঞ্রীকৃষ্ণ। তুমি সর্বলোকের

উংপত্তি ও প্রলয়ের অধিষ্ঠান, তোমাকে নমন্ধার।

হে হাধীকেশ! তুমিই জগতের স্বষ্ট- ও সংহারকর্তা। তুমি অপরাজেয়। আবার—

এষ বৈ ভগবান সাক্ষাদাতো নারায়ণঃ পুমান্।

মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গৃড়ক্তরতি বৃষ্ণিষ্
।

ভাগঃ ১১৯১৮)

—আপন মায়ায় সকলকে মোহিত করিয়া ঞ্রীক্তম্থ যাদবগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। ইনি ভগবান, সাক্ষাৎ আদি নারায়ণ।

নারদাদি মহর্ষিগণও প্রীক্ষের ঐশা ঐশর্ষে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। হর্ষোধনও তাঁহাকে প্রেষ্ঠজ্ঞানে স্তুতি করিয়াছেন। যথা— স হি পূজাতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথ্ললোচনঃ। ত্রয়াণামপি লোকানাং বিদিতং মম সর্বথা। (মহাভাঃ উঃ ৮৮।৫)

—বিশাললোচন শ্রীক্বফ ত্রিভূবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমপুজনীয়, ইহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি।

শ্রীকৃষ্ণ লোকোতরপুরুষ এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন।

পুণ্য ভারতভূমি তথন অধর্ম ও অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ সকলের নিপীড়নে কাতর হইয়া বিশ্বপ্রষ্টার চরণে মৃক আর্ত্তি জানাইতেছিল—ইহাও শ্রীকুফের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তথন তিনি অধর্মের প্রভাব দৃর করিতে প্রশন্ত কর্মক্ষেরে অবতীর্ণ হইলেন। মধুর গোকুল ও বৃন্দাবনে তথন কেবল বংশীবাদনেই তিনি কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। তাহার বৃন্দাবনলীলা ফুরাইল। অত্যাচারী নৃপতিবর্ণের উচ্ছেদার্থে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আয়েয়লন হইল এবং বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে দিয়াই তিনি এ কার্য করাইলেন। শীয় ঐশী শক্তি য়ারাই এ কার্য কলাইলেন। শীয় ঐশী শক্তি য়ারাই

পরিপূর্ণ চরিত্রটি দেখিতে পাইতাম না; স্থা ও ভক্ত অর্জুনের মহিমাও পূর্ণরূপে থ্যাপিত হইত না।

ক্রনী ঐশর্ষের বিকাশ শ্রীক্রম্ণের জীবনে ভ্রিভ্রি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার তিরোধানের পর বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যাদ্র রমনীগণের রক্ষণেও সমর্থ হইলেন না। স্বকীয় গাজীব ধফুটি পর্যন্ত তিনি উত্তোলনে অসমর্থ, প্রভৃত অস্ত্রবিল্লা বিশ্বত। কুম্ণের শক্তিতেই তিনি এতকাল এত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন। সে শক্তি স্বধামে গমন করিয়াছেন—তাই অর্জুন শক্তিহীন। রথের অগ্রভাগে শংখচক্রগদাপদ্মধারী যে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ভি অর্জুন দদা দর্শন করিতেন, তাহাও তাঁহার লোচনপথ হইতে তিরোহিত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কত অলোকিক উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন ভাহার বিবরণও আমরা মহাভারতে পাইয়া থাকি। ইহা তাঁহার মানবীয় শরীরে ঐশ্রেক শক্তির বিকাশ।

অর্জুন শ্রীক্ষের অমানবীয় ঐশর্ষে দৃঢ়বিশ্বাদী ও তজ্জা তাহাতে একান্ত অহ্বক্ত।
স্মন্তব-সভায় লক্ষাবেধকালেও দেখিতে পাই,
অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধন্থ্রহণকরতঃ
লক্ষ্যবেধপূর্বক পাঞ্চালীকে লাভ করিলেন—

প্রথমা শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভূম্।
ক্রমং চ মনসা রুখা জগৃহে চার্জুনো ধহুঃ।
(মঃ আঃ ১৮১।১৮)

মৃত গুরুপুত্রের পুনর্জীবনদান ও অশ্বত্থামার ব্রহ্মান্ত্রে উত্তরার গর্ভন্থ নিহত শিশু পরীক্ষিৎকে পুনকজ্জিবীকরণ—এ সকলও শ্রীক্ষের অলোকিক ঐশর্যের পরিচায়ক।

জয়দ্রথবধকালে সহসা যোগবলে স্থ্যগণ্ডল আছাদিত করিয়া অর্জুনকে দিয়া তিনি জয়দ্রথ-বধ করাইলেন; অর্জুনের প্রতিজ্ঞা বক্ষিত হইল—

ততোহস্ত্বৎ তমঃ কৃষ্ণ সূর্যস্থাবরণং প্রতি। যোগী যোগেন সংযুক্তো যোগীনামীশ্বরো হরিঃ। (জোণ-পর্ব ১৪৬।৬৭, ৬৮)

কৃষকেতের যুদ্ধান্তে অর্জুন প্রথম রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, তৎপশ্চাৎ প্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবামাত্রই সমগ্র রথ ভন্মীভূত হইমা গেল। দ্রোণ ও কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহের অবার্থ প্রভাব বাহ্মদেব এতদিন স্বীয় ঐশী শক্তিদ্বারা প্রতিহত করিয়া রাথিয়াছিলেন। স্বকার্যসমাপনান্তে সে শক্তি বাহ্মদেব শ্রীকৃষ্ণ নিচ্ছের মধ্যে উপসংহার করিয়া লইবামাত্র রথ ভন্মে পরিণত হইল— স দথ্যে দ্রোণকর্ণাভ্যাং দিব্যৈরক্তি মহারথং। অথাদীপ্রোহগ্রিনা হাত প্রক্ষাল মহীপতে। (শল্যপর্ব ৬২।১৩)

রথসহ অর্জনও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেন; তাই তিনি অর্জুনকে প্রথমে নামিতে দিয়া নিচ্চে পরে নামিলেন।

পাওবগণের বনবাসকালে দ্রোপদীর প্রার্থনায় সহসা উপস্থিত হইয়া পাত্রসংলগ্ন শাককণা ভক্ষণকরতঃ দুর্বাসাশাপভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন—

স্থাল্যা: কঠেছৰ সংলগ্নং শাকারং

ৰীক্ষ্য কেশব:।

উপযুদ্যাত্রবীদেনামনেন হরিরীশব:। বিশাল্যা প্রীয়তাং দেব স্তম্ভ্রণান্থিতি যক্ষভূক্। (বনপর্ব ২৬৩।২৪,২৫)

এইরপ বহু ঘটনার নিংদন্দিয়রপে ইহাই প্রতিভাত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ অচিন্তনীর যোগৈশর্যবান্। তাঁহার সমগ্র জীবনই অমানবীয় শ্রশ্বপরিপূর্ণ। কৃদ্র মহয়ের তো কোন কথাই হইতে পারে না, অবতারাদি পুরুষেও শ্রশ্বের এরপ সর্বাঙ্গীন প্রকাশ কোথাও দেখা যায় না। এখন আমারা তাঁহার বীর্যবিষয়ে আলোচনা করিব। ২। বীর্ষ ঃ—শারীরিক বলও শ্রীরুষ্ণের অপরিদীম ছিল। বছ বলী, ছরাচারী অস্বরগণকে তিনি অপরের সাহায্য বিনা একাই নিধন করিয়া খীয় অতুলনীয় দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কংগের রঙ্গভূমিতে প্রবেশকালে মত্ত হন্তী নিধন ও তাহার দন্তোংপাটন করিয়া যথন তিনি সেথানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তথন ভোজপতি ও অন্তান্ত রাজ্যাবর্গের সাক্ষাং প্রতীতি হইয়াছিল যে সমূথে দঙ্গাতা কাল উপস্থিত—

'মৃত্যুৰ্ভোঞ্পতে:' 'অসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা' ( ভা: ১০।৪৬।১৭ )

বালক অবস্থাতেই তাঁহার এরূপ অমানবীয় তেজ ও শক্তির বিকাশ যে, কেহই তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। অবলীলা-ক্রমে তিনি সেই সভাগৃহেই কংসকে নিধন করিলেন। রাজস্য যজ্ঞসভায় শ্রীক্রফের শ্রেষ্ঠ পূজালাভদর্শনে ইন্যাবিত হইয়া শিশুপাল তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে অশেষ নিন্দাবাদ করিতে লাগিল—ক্রীবে দারক্রিয়া যাদৃগদ্ধে বা রূপদর্শনম্। অরাজ্ঞো রাজবং পূজা তথা তে মধ্স্দন॥

— অর্থাৎ ক্লীবের পক্ষে কি বিবাহ শোভনীয়?

অন্ধ কি রূপদর্শন করিতে পারে? তদ্ধপ হে

মধুসদন! রাজা না হইয়াও তোমার এরপ
রাম্বৎ পূজা অশোভনীয়।

ধৃষ্টতা যথন চরমে উঠিল তথন স্বীয় বীর্যপ্রকাশ-করতঃ শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিলেন। সেই সভাতেই শ্রীকৃষ্ণের অসীম শারীরিক বল ও বেদ-জানের বিষয়ে পিতামহ ভীম বলিয়াছিলেন— পৃদ্ধাতায়াঞ্চ গোবিলে হেতৃ ঘাবপি সংস্থিতো। বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বল্ঞাপাধিকং তথা। নৃণাং লোকে হি কোহস্থোইস্তি

> বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে। ( মহাভাঃ সভাঃ ৩৮।১৮,১৯ )

( মহাভা: সভা: ৩৭া২৯ )

— অর্থাৎ গোবিন্দের সর্বজন-পূদ্যাতার কারণ; প্রথমতঃ তাহার বেদ-বেদাদের खान ও দিতীয়ত: তাঁহার শারীবিক বল। কিন্ত বলবান হইয়াও শক্তির অপব্যবহার ডিনি কথনও করেন নাই। নির্থক বক্তপাতের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। শান্তির দৃত হই**য়াই** তিনি পৃথিবীতে আদিয়াছি**লেন**। শান্তিরকাথ তিনি আপ্রাণ (ठहे। ক্রিয়াছেন। অতা স্ব্চেষ্টা বার্থ হইলে কেবল তথনই তিনি বলপ্রয়োগ করিতেন। মহাবীর অখ্থামা বহু চেষ্টা কবিয়াও তাঁহাৰ স্থদৰ্শনচক্ৰ ভূমি হইতে উত্তোলন কৰিতে সমর্থ হন নাই। অথচ সেই গুরভার চক্র তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিতেন। এইরূপে দেখা যায় যে তিনি অমানবীয় দৈহিকশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন।

 যশ:—শ্রিকফের ন্যায় যশসী দেখা যায় না। তাঁহার যশসোরভে সমগ্র জগৎ আমোদিত। তাঁহার দিবা জীবন- ও দীলা-কীর্তনে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা দাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে তিনি সর্বত্র পৃঞ্চিত আবহমানকাল ধরিয়া अर् হইতেছেন। পুথিৰীতে কত বীব, কত বাদা, রাজনীতিজ্ঞ ও বিধান্ জন্মগ্রহণ করিয়া সম্জের জলবুৰুদের ভাষ বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কে মনে রাথিয়াছে ? তাহাদের শোর্ঘ, বীর্ঘ, বৃদ্ধি ও বিভার কথা মনে করিয়া আজ কেহই তো আকৃষ্ট হয় না? শ্রীক্ষের ক্যায় যশোলাভ কোন মানবের ভাগোঁ সম্ভব হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাপনে তু:থমোহাকুল প্রিয়দথা অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে 'গীতা'-উপদেশ—তাহা সমগ্র মানবন্ধাতির প্রতিই তাঁহার অপূর্ব দান। মোক্ষগ্রন্থ গীতাই তাঁহার নাম জগতে অমর করিয়া রাথিয়াছে।

ধর্মজগতে গীতার স্থান অতি উচ্চে। নানা ভাষায় অন্দিত হইয়া একমাত্র এই একথানি গ্রন্থই দেশ-বিদেশে প্রীক্তফের বিমল যশ বিস্তার করিয়াছে, যাহা অন্ত কোন মানব বা অবভারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

৪। ৯:—বাজাব অধিক ধন ও ঐশর্থসম্পন্ন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবেই
তিনি দে সব ভোগ করিয়া গিয়াছেন।
বালাসথা দরিদ্র স্থলামাকে তিনি অতুলনীয়
ধনের অধিকারী করিলেন (ভাঃ ১০৮১।৩৩);
যাদবগণের বাসের নিমিত্ত সম্প্রমধ্যে অপূর্ব
ভারকানগরী নির্মাণ করাইলেন। পার্থিব
ধনাদিতেও তাঁহার ভাঙার সদা পূর্ণ ছিল। এ
বিষয়েও কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না।

৫। জ্ঞান: - জানবিজ্ঞানের অপূর্ব ভাণ্ডার মোক্ষপ্ৰৰ 'গাতা'ই শ্ৰীকৃষ্ণের অলৌকিক দিবা জানের সমাক পরিচয়। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। জ্ঞান- ভক্তি- কর্ম- ও যোগ-মার্গের এরপ অভাবনীয় সমাবেশ অতা কোন গ্রন্থে বিবল দৃষ্ট হয়। ইহা সর্বন্ধন-হ্রিদিত যে, কোন গ্রন্থোক জ্ঞানেতেই গ্রন্থকারের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিঃশেষিত চ্ইয়া যায় না। তদ্ৰণ গীতোক্ত জানেতেই শ্রীক্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান দীমিত, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। তাহার জ্ঞানের সীমা ছিল না। উজ্জ্মিনীতে গুৰুগৃহে বাসকালে মাত্ৰ ৬৪ দিনে তিনি বিভাব ৬৪ কলার সম্পূর্ণ পারদর্শী ছইয়াছিলেন (ভা: ১০।৪৫।৩৫)। অস্ত্রবিদ্যারও তিনি অতি স্পণ্ডিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে সেই কালে কেহই তাঁহার সমকক ছিল না। কুটনীতিতেও তিনি ছিলেন অধিতীয়। পিতামহ ভীন্মকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাদায় পরিপূর্ণচিত্ত অর্জুনকে উত্তেজিত কবিবাব উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই ব্ৰচক্ৰধাৰণ কৰিয়া যুদ্ধাৰ্থ ধাবিত হইলেন।

অর্জুন কথনই আচার্যবধ করিবেন না—ইহা वृक्षिए भाविषा भूनःभूनः उक्षाश्रथसागकावी ধর্মজ্ঞানবহিত আচার্য দ্রোণকে বধ করাইবার উদেশ্যে অখথামাবধ-বার্তা প্রচার করাইলেন। এই সকলই তাঁহার কুটনীতির সাক্ষা দেয়। কৌরবসভাম সন্ধিপ্রচেষ্টা বার্থ হইলে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি রাজ্যের লোভ দেখাইয়া কর্ণকে পাত্তবপক্ষে যোগদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। 'ভীম সেনাপতি থাকাকালে আমি মৃদ্ধ করিব না'— কর্ণের এরূপ প্রতিজ্ঞা গুনিতে পাইয়া যুদ্ধ-প্রারম্ভে কুক্শেত্রের সমরাদনেও তিনি কর্ণকে পাত্তবপক্ষে আনিবার শেষ চেষ্টা করেন। এইরপে দেখা যায়, ভেদনীতিতেও তিনি কুশল ছিলেন। ক্তিয়কুলসংহারী সমর আরম্ভ হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। মহাবীর কর্ণের বলে বলী দুর্ঘোধন কর্ণের অভাবে হতোৎসাহ ও যুদ্ধবিরত হইয়া শান্তিপ্রয়াসী হইবে, এই বিখাদেই তিনি ভেদনীতি গ্রহণপূর্বক শান্তির জ্যু শেষ চেষ্টা করিলেন। সাম, দান, ভেদনীতি वार्थ इहेटल व्यवस्थित वाधा हहेगा मखनीजिय আশ্রম লইলেন ও পাওবগণকে যুদ্ধার্থ প্রবোচিত কবিলেন। কৌববসভায় দৃতরূপে আগত এক্সফ ধৃতবাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

কুকণাং পাওবানাং চ শম: স্থাদিতি ভারত।
অপ্রণাশেন বীরাণামেতদ্ যাচিত্মাগত: ॥
(উজোগ পর্ব: ২০।৩)

—হে রাজন্! আমি এই প্রার্থনা লইয়াই আসিয়াছি, যাহাতে ক্ষত্রিয়কুলের সংহার না হয় এবং ক্রপাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

কিন্ত ধৃষ্ট দুর্যোধন জবাব দিলেন যে বিনা যুদ্ধে স্চ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দেওয়া হইবে না (উদ্বোঃ পর্বঃ ১২৩।২৫)। তথন আর অস্ত উপার বহিল না।

কংসবধের পর কংসের খণ্ডর জরাসদ পুনঃ পুন: মথ্রা অববোধ করিলে চ্ধোধনাদি সকলেই সে পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তেজ, বৃদ্ধি ও বলপ্রয়োগে সে আক্রমণ সকল প্রতিহত করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষেই অশেষ লোকক্ষ হইতেছিল। তথন ভীমেব বাবা मगगास्त्र ख्याम्य वर्ध क्याहेत्वन मःकन्न क्यिया প্রীকৃষ্ণ যাদবগণ সহ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে নবনির্মিত দারকাপুরীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। लोकिक पृष्ठिए हेहा छाहात्र काश्क्षण, ভীতিপ্রস্ত প্লায়নবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্ত তাহা নহে। কারণ, পরবর্তী কার্যপরশ্পরা ইহাকে তাহার সমরনীতি-কুশলতা বলিয়াই প্রমাণ করিয়া থাকে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাময়িক পশ্চাদপদরণ ভাবী দর্বদংহারী আক্রমণের পূর্বাভাগ বলিয়াই সমরবিশেষজ্ঞগণের অভিমত। একৃষ্ণ একাধারে জানী, নীতিমান্, বৃণকুশল, বাজনীতিজ্ঞ ও প্রম্যোগী। কৃট-রাদ্দনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ সমাধিতত্ত পর্যন্ত সর্বত্রই ভাঁহার অবাধ গতি। একাধারে এরপ অলোকিক গুণরাজির সমাবেশ কি কোন মান্বে সম্ভব হইতে পারে ?

৬। বৈরাগ্যঃ—বৈরাগ্যের অভ্তপ্র্ব
মহিমায় প্রীক্ষের জীবন চিরমহিমান্বিত। বিষয়ের
প্রতি পরিপূর্ণ অনাসক্তির পরিচয় তাঁহার
জীবনে আমরা সর্বত্র পাইয়া থাকি। কংসবধের
পর মথুরারাজ্য স্বীয় করতলগত হইলেও উহা
তিনি তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিলেন ও কংসপিতা
উগ্রসেনকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ভারতের
পশ্চিমপ্রান্তে স্বারকাতে রাজ্যস্থাপন করিয়া
সেথানেও তিনি নিজে রাজা হন নাই;
উগ্রসেনকেই রাজা করিলেন। সহদেবপ্রদত্ত
বহু ধনরত্ব নিজে গ্রহণ না করিয়া উহা রাজস্থয়
মুদ্ধা করিবার জন্ত মুধিষ্টিরকে প্রদান করেন

(महाजा: मजा: २८।६२; ७७।১७)। भग्राननरक দিয়া যুধিষ্ঠিরের জন্ম ইন্দ্রপ্রস্থে অপূর্ব সভাগৃহ निर्याप क्याहेश फिल्म। अञ्चल इहेशां छ নিজের জন্ম কিছুই চাহিলেন না (মহাভা: मजाः ১।১০, ১১)। — এই मकनरे छाँराव আদক্তিহীনভার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহার অনাসক্তির আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ---তাঁহার নির্বিকার সামিধ্যে যত্বংশনাশ। তাঁহার দৃষ্টির সমূথে সমগ্র যত্বংশ ধ্বংস হইয়া গেল। প্রমপ্রিয় আত্মীয়ম্বজন সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত हरेलन। এই युक्ननाम প্রতিরোধে নিজে সমর্থ হইয়াও তিনি উহার রক্ষার্থ কোন চেষ্টাই করিলেন না। ভবিতবা বলবান্। দেখিলেন ঐশ্ব্যদিরাপানে উন্মত্ত, তাহারই আশ্রিত যত্ত্ব পৃথিবীর ভারস্কপ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নিজেরও ধরাধাম হইতে বিদায় লইবার কাল অত্যাদর। অতঃপর এই যাদবগণ দকলের ভীতিশ্বরূপ হইয়া পড়িবে ও সাধুজন নিগৃহীত হইবে। তাই অসংযত ভোগ ও ঐশ্বর্যের চর্ম পরিণতি যে বিনাশ—এই সতাটিও তিনি মহাপ্রয়াণের পূর্বে দেখাইয়। গেলেন। তাঁহার मण्य्यहे यामवक्षाक विनष्ठे हहेए ए पिया छ প্রীকৃষ্ণ ধীর, শান্ত, নির্বিকার। সর্বাবস্থাতেই শ্ৰীকৃষ্ণ অবিচলিত। সতত-চঞ্চল ঘটনাপ্ৰবাহের মধ্যে থাকিবাও তিনি দদা আত্মসমাহিত। প্রমপ্রিয় গ্রন্থাম প্রিত্যাগ করিয়া আর তিনি শ্বিতীয়বার সেথানে পদার্পণ করেন নাই। মাধুর্যরসের লীলাস্থল জীরুন্দাবন ও জীড়াসমী গোপ-গোপিকাগণ তাহার কত প্রিয় ছিল! তাহাদের পরস্পর প্রীতি কত গভীর ছিল! কিন্তু জগংকল্যাণার্থ যথন তিনি বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ম যাত্রা করিলেন, তথন দে দ্ব কোপায় পড়িয়া বহিল! উহা যেন মন হইতে মৃছিয়া গেল। দে প্রসম্পত্ত আর করেন নাই। প্রীকৃষ্ণ আদর্শ ত্যাগী।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবনও যাপন করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ভাগবতে দেখিতে পাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্যসূচী। নিতা नियमिष्ठ ध्रेश, मस्तावन्यना, दशम, ष्विधिरम्या, ব্রাহ্মণপূষ্দন-এ সকলে তাঁহার কথনও ব্যতিক্রম হইত না। ভগবদারাধনা ব্যতীত গুধু কর্মধারা कथन भानवकीयन मार्थक हम ना-हेहाहे তিনি জীবনে দেখাইলেন (এ বিষয়ে মহাভাঃ শান্তিপৰ্ব ৫৩।২, ৭, ৮ শ্লোকও ড্ৰন্টব্য )। কৰ্ম ও উপাদনা একত্র অহুষ্ঠেয়। পরমপ্রিয় স্থা ও শিশ্ব অৰ্জুনকেও তিনি গীতাম্থে এই কথাই বলিয়াছেন—'মামহুশ্বর যুধ্য চ'—(৮।१)। অধাৎ হে অর্জুন! তুমি আমাকে সদা স্বরণ কর ও আপন কর্তব্যকর্মও অনলসভাবে করিয়া মাও। এইরপে সদা আমাতে অর্পিত-চিত্ত তুমি चार जामात्करे लाश रहेरव। এই উপদেশ নিচ্ছেও পালন করতঃ তিনি আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

লাক্ষাগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণের প্রচ্ছর
বাসস্থল বিরাটনগরীর কুম্ভকারগৃহেও নিজে
আসিয়া সকল বিষয় জানিয়া গেলেন এবং
লোকিক শোকপ্রকাশও করিয়া গেলেন।
লোকাচারও পালনীয় ইহাই তিনি দেখাইলেন।
সেই সময় 'আমি কৃষ্ণ' এই বলিয়া আত্মপরিচয়
প্রদানকরতঃ যুধিষ্টির ও কুন্তাদেবীকে চরণম্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতেও তিনি ভোলেন নাই।
লোকমর্যাদা-রক্ষার কি স্কল্ব দুপ্তান্ত।

তাঁহার হ্বদয় ছিল করুণার আগার। তঃথী,
নিপীড়িভগণের তুর্দশা, জৌপদীর ব্যাক্ল
কলন তাঁহার চিত্তকে একাস্তভাবে ব্যথিত
করিয়াছিল। রাজসভায় কুলবধু জৌপদীর
লাহনা তৎকালীন নৈতিক অবনতির প্রকৃষ্ট

প্রমাণ। ভীম, স্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ-ইহারাও কি তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না? কিন্তু স্থোপদীর আকুল আর্তি তাঁহাদের চিত্তেও করুণার উদ্রেক করিতে পারে নাই। অবশেষে বাহ্দেব শ্রীক্লফ অসহায়া নারীর মানরকা করিলেন।

এইরপে এখা, বীর্যাদি ছয় গুণের চরম,
পরিপূর্ণ সমাবেশ শ্রীক্ষের জীবনেই পরিলক্ষিত

হয় বলিয়া নিঃশংকচিত্তে বলা ঘাইতে পারে যে
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্। পূর্বাক্ত ছয়টি 'ভগ' বা গুণ
পরিপূর্ণরূপে থাহাতে আছে তিনিই ভগবান্—
গুরুমানব বা অবতার মাত্র নহেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র
ব্যতীত এরপ সর্বগুণের মিলনক্ষেত্র আর
কোথায় ? মানুষ ভগবান্ সম্বন্ধে ইছা অপেক্ষা
শ্রমিক আর কিছু খীয় পরিচ্ছিয় মনবৃদ্ধি-সহায়ে
কল্পনাতেও আনিতে পারে না। তাই শ্রীমন্তাগ্রতকার যথার্থই বলিয়াছেন—'কৃষ্ণস্তা
ভগবান্ স্বয়্ম্ণ'।

অতএব গোপিকাগণের শ্রীক্বফে ভগবদ্জান অথবা তাঁহার স্বম্থে স্বীয় ঈশর্ত্বগাপন কেবল নিছক ভাবোচ্ছাস বা দম্ভমাত্র নহে। উহা যথার্ধ।

আচার্য শংকরের পদাহুগ, জ্ঞানী, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ, শংকরোত্তরযুগে অবৈত্তবেদান্তদর্শন-রাজ্যের একজ্জাধিপতি সমাট, 'অবৈত্তিসিদ্ধি'-গ্রন্থকার স্বামী শ্রীমধুসদন সরস্বতীও শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরব্রন্ধজ্ঞানে আপন হৃদয়ের শ্রন্ধাপৃত অর্য্য প্রদান করিয়াছেন—

বংশীবিভ্ষিতকরান্নবনীরদাভাৎ,
পীতাম্বরাদকণবিষফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসদৃশম্থাদরবিন্দনেত্রাৎ,
কৃষণৎ পরং কিমপি তল্বমহং ন জানে॥
(গীতা, টীকা—১৫ অঃ)

-- বংশীবিভূষিত কর্যুগল, নবজলধ্রসদৃশ বর্ণ,

পীতাম্বরধারী, বক্তবর্ণবিশ্বফলতুলা অধরোর্ছ, পূর্ণ-চন্দ্রতুলা স্থলর বদন, কমলনেত্র প্রীকৃষ্ণাপেশা অধিক, উৎকৃষ্ট আর কোন তর আমি জানি না। আবার বলিয়াছেন—

> পরাক্তনমন্বন্ধং পরং ব্রহ্ম নরাক্বতিঃ। সৌন্দর্যসারসর্বন্ধং বন্দে নন্দাত্মজং মহং॥ (গীতা; টীকা—১৪ অঃ)

—আশ্রিতভক্তগণের সর্ববদ্ধবিনাশকারী, সর্ব-দৌন্দর্যঘনমূর্তি, নন্দ-নন্দন, নরাক্ষতিধারী গ্যোতির্যন্ত পরব্রহ্মকে আমি বন্দনা করি।

আলোকিক দিব্য লীলাবিগ্রহধারী
প্রীভগবানের নাম, গুণ ও মনোহর চেই।দি
চিন্তনে কাহার না চিত্ত আকৃষ্ট হয়? প্রাই।,
প্রোতা ও বক্তা সকলকেই প্রীবাহ্ণদেবকথা
সমভাবে পবিত্র করিয়া থাকে। ভগবানের
অনম্ভ মহিমা, অতি উৎকৃষ্ট লীলাবিলাস এবং
অপার কর্ষণায় মৃদ্ধ হইয়া আত্মারাম ম্নিগণও
তাহাতে ভক্তিপূর্বক মনোনিবেশ করিয়া
থাকেন—

আত্মারামাশ্চ ম্নয়ো নিগ্রস্থা অপ্যক্তমে।
কুর্বস্তাহৈতৃকীং ভক্তিমিশস্তগুণো হরি:
(ভা: ১।৭।১০)

ভাগবতকার বলিতেছেন যে অজ্ঞানাদিবন্ধনরহিত, অপরোকজ্ঞানী, আত্মারাম ম্নিগণপুর
যে প্রভিগবানে অহৈতৃকী ভক্তি অর্পণ করিয়া
থাকেন, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে; কারণ
অনম্ভকল্যাণগুণদাগর ভগবান্ প্রীহরির আকর্ষণ
হরতিক্রমণীর। এই আকর্ষণই যুগে যুগে স্বাদেশে
দকলকে বিষয়ভোগবিম্থ করিয়া টানিয়া
দইয়াছে, ভাহাদিগকে ভগবংপ্রেমে পাগল করিয়া
তৃলিয়াছে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বাদরায়ণ প্রীবেদবাাসও
এই আকর্ষণ অন্থভব করিয়াছিলেন। তিনিও
ইহার সর্বতঃপ্রদারী প্রভাব অভিক্রম করিতে
পারেন নাই। স্বব্দেবিভাগ, মহাভারত,

বাসদেব চিত্তে অপূর্ণতা ও অসভোষের অগিতে দ্য হইতেছিলেন, তথন দেবর্ধি নারদ তাঁহাকে বলিলেন—'হে মহর্ষে। আপনি সব কিছুই করিয়াছেন কিন্ধ প্রমহংসগণের পরমপ্রিয় শীভগবানের নির্মল যশকীর্তন যথেষ্ট করেন নাই। ধর্মাদি পুরুষার্থের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাহদেব শীক্তফের মহিমাবর্ণন করেন নাই। ইহাই আপনার চিত্তগত অসভোবের কারণ। আপনি সর্বদীবের বন্ধনমূক্তির জন্ত সমাধিমার্গে শীভগবানের লীলাসমূহ শ্বরণকরতঃ প্রেমের সহিত উহা কীর্তন করুন। উহাতে জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে এবং আপনারশ্বিত লান্তি আদিবে।'—(ভাঃ ১াং।১,১০)

দেবৰি নাবদেব আদেশে বাাসদেব শীভগবলীলাগুণগানতৎপর হইয়া জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের অপূর্ব গাথা শীনদ্ভাগবত রচনাকরতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন। উহার পূনরা-রতিকরতঃ ভগবলীলাবসাম্মতপানে তাহার চিত্ত মগ্র হইল। আজন্মসন্মাসী, মান্নানিম্ভি, পরমহংসাগ্রণী, প্রিম্পুত্র শুকদেবকেও তিনি এই দেবত্র্লভ অমৃতের স্বাদগ্রহণ, করাইলেন। পিতার নিকট পরমনির্তিপরামণ শুক শীমন্তাগবত অধ্যরন করিলেন।

যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীবক্ষে আত্মারাম তক অড়
ও ম্কের ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়ান। কোন
নির্দিষ্ট আশ্রম তাঁহার নাই। আত্মারাম,
আত্মপ্ত, আত্মকীড় তক দেহবোধ পর্যন্ত বিশ্বত
হইয়া বায়্তাড়িত তকপত্রথত্তের ন্যায় প্রারক্ষবেগে ইতন্ততঃ পর্যন করিতে করিতে গলাতটে
সেইশ্বানে আগিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে
শৃসীঞ্ষির শাপগ্রন্ত, সপ্তাহকালমাত্রাবশিষ্টপরমায়, অনশনব্রতী মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ববিবরভোগপরিত্যাগকরতঃ নির্বিশ্বচিত্তে মোক্ষ-

সাধন প্রমার্থজ্ঞানলাভের আশার অগণিত 
থবিমৃনিদ্দনপরিরত হইয়া উপবিষ্ট। পরীক্ষিতের
ভাগ্যাকাশে যেন সহসা বিমল পূর্ণচন্দ্রোদ্য
হইল। তিনি আন্ত মোক্ষসাধন-ক্ষিজ্ঞান্ত হইয়া
ভক্রের চরণে নিপতিত হইলেন।

আচার্য শংকর বলিয়াছেন— ष्पोठार्यचानि षदः नियमः यद्याग्रश्चाश्चमिक्श-निखात्रगप्रविषाप्रदाम्दरः। ( मृ: ১।२।১७ ) --- অর্থাৎ বিধিবং উপসন্ন, যোগা, সংশিশুকে **সংসাররূপ** অবিভাসাগর হইতে উদ্ধার করা আচার্বের অবশ্র কর্তব্য।—ইহাই সনাতন বীতি। বর্তমান ক্ষেত্রেও এই বীতির ব্যতিক্রম হইল না। গ্রীম্মনন্তপ্তা ধরিত্রীই প্রকৃতির অব্যভিচরিত নিয়মাহুসারে বর্ধার সানহথে পরিত্থা হইয়া থাকে। মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্তে অশান্তির দাবান্ল জলিতে-ছিল, রূপাঞ্চলধর শ্রীশুকের অপ্রাস্ত উপদেশবারি-বৰ্ষণে সে অগ্নি নিৰ্বাপিত হইল। মহারাজ সভা ব্রন্দনির্বাণ লাভকরতঃ কৃতকৃত্য হইলেন। শ্রীমন্তাগ্রতামৃত স্থাবতই মধুর, ঐভকমুখ-নিঃহত এই অমৃত মধুরতর। ভাগবতকার সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন -

অসারে সংসারে বিষয়বিষসকাকুলধিয়:
কণার্ধং ক্ষেমার্থং পিবত শুকগাথাতুলক্ষ্ধান্।
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজত কুপথে কুৎসিতপথে
পরীক্ষিৎ সাক্ষী স্থাৎ প্রবণগতমূক্ত্যুক্তিকথনে ॥
(ভা: মাহা: ৬।১০০)

— অসার এই সংসারে হে বিষয়বিষ-জীর্ণ বিক্ষিপ্তচিত্ত মানব, আপন ভাবী কলাাণের জন্ত কণার্ধও প্রভিকম্থনিংসত বাহ্নদেব ভগবান্ প্রক্রিক্ষের এই অতুলনীয় চরিতামৃত পান কর! কেন রুধা বিপথে কুমার্গে জ্রমণকরতঃ কই পাইতেছ? এই অলোকিক ভগবচ্চরিত্র শ্রবণের ফল—মৃক্তি। এই বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ সাক্ষী।

এক্ষণে তিক অনম্বপুর্মের (ত্রিবান্ত্রাম)
শ্রীমন্দিরনিবাদী ভগবান্ শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর
একনিষ্ঠ ভক্ত মহারাজ শ্রীকৃলশেথর আলোমারকৃত 'নুকুন্দমালা' হইতে উদ্ধৃত একটি
শ্লোকের মাধ্যমে এই আলোচনার উপদংহার
করিতেছি—

কৃষ্ণ ঘদীয়ে পদপংকজপিঞ্চরান্তে
অভিব বিশত্ মে মানসরাজহংস:।
প্রাণ-প্রয়াণসম্য়ে কফবাতপিত্তি:
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ শ্বরণং কৃতন্তে॥

—হে দীনবন্ধ, ভক্তবংসল, ভগবান্ প্রীকৃষণ!
তোমার চরণকমলরপ পিঞ্বরে আজই আমার
চিত্তরপ বিহঙ্গ প্রবেশ করুক, অর্থাৎ এই মৃহুর্ত
হইতেই আমার চিত্ত তোমার চিন্তায়, তোমার
ধানে নিমগ্র হউক। কারণ এইরপে দীর্ঘকাল
নিরম্বর ও সংকারসহক্ত চিন্তনে অভ্যন্ত না
হইলে অম্বকালে যথন বায়, পিত্ত ও কফের
বিকারে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিবে তথন
তোমাকে চিন্তা করার অবসর কোথায় ?

# 

# 

कार माण्य का अंग मिल भारत भारत भारत केष याम, त्वमान श्वाना मिता श्वामा मान (महनाह । थाक मन यावगानग भागा 

निवास वकार्य हैं कि करता महमानवासि बोर्च 

जारक, यकारक वा कारक स्था स्वान कारक हिन में दिन जी माम क्वान एन हता।

विवादा नारमंत्र जिल्लाको लोग्न पन पना गूर्य नाना उन्याय करते व माध्याय निया हिन : (म मक्न माधारा ध-गूर्न निवन हि कर विष्यान मान करिया थान भवाना । काराव जिल्ला (क्यान के दिव कवात है । बोबोबान-

कथोश वाल '(मर्ट्त स्थ श्राय भारत ग्राय स्थ উৎদাহ-উত্তমপূর্ণ বোধ হয়। সব লোক দেহ অন্ধকার দূর করতঃ প্রকাশ পাইতে চাও ভবে नहेबाहे वास, तगरून भूषि-नाधदन याश्व-विश्art laste no lowe and cannot live on bread alone—, कर्न (पर् नर्गारे भाष्ट्र निक निवास का जान मान विकित দরকার। তাই কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য, অবিছা নাশ ইইয়া থাকে। কারণ, তাহার। निया है जाति विवास भतिने अ eratea destable as to a site a नारेगा भारक बर्फ, किन अभिवास कर्म ना किन 

ग्राक्त शिशोदाभक्षामन विनादिन—'शंज्जानि नाय्यत षठिता निक। हेशदक्रे नमनिक বিয়ে সকালে ও সম্বাকালে হরিনাম করো, তা বলাহয়। একটি শবেই লোক চিরতরে শত शिल भव পাপতাপ 5'ला यादि। (यभन গাছের হয় এবং একটি শবেই भिज হইয়া যায়,—ইহা 

> 'नमारक्तिकित्याम् विनासामाकः ।' भारतात्वात अस्य यम्बर्गः विवाध स्य हेत निया जितन्य कि वागर ॥

' আগে লোকে যোগ্যাগ, তপসা করত; —শক্ষতি অচিন্তানায়। সেই শক্তিবলেই থান কলির জীব অমগতপ্রাণ, তুর্বল মন, এক জ্ঞানোৎপত্তির স্বারা অজ্ঞান নাল হয়। ইহা नियति योग्या वर्गाय वर्गाय वर्गाय मयन विचार समुख भूकरमय काश्य अरे वियर गय निया अर्थ अन्ति अवनिया, अधान प्रति। एफल जनवाम मिल्एंटरे कामानि वार्याना रहेमा यात्र । काराय जाराया प्रतिन, नारभव गांक 

> 'ताम'-- नवमावर जनकि गाम । तामकक

TANTA THE CHAINS ज्लमी जीजन निविद्या हिंच 

স্থাতা হইলে দেহ স্বচ্ছ বার্ঝারে, —হে তুলদী! যদি ভিভরের ও বাহিরের (मर्ब वाववनन विस्तिति नाम नाम कर्ण मानिव 

> एटिक वायकिन संस्था ज्यस्तित मनिग्रं ९ वा शित्र व वार्यत त्या जाता व ज्वन, चलन्त्रक नायाद न क विन

विकास का किल मा । तिल्ल का जा (नाकामत मासाम विभाग विभाग विभाग विभाग विध जाय भावन कि विषयि । स्थान -

এই নামগুলি ক চিব বৈচিত্রাবশতঃ বিভিন্ন ভাকেব বিধিও নাই। হে ভগবান, ভোমার এমনই 

निया निया कि ताम विविध निया । ं भारत विवाद विवाद वा छे भार ख्यामा। निका नाम भागा भागा भागा निकास विभाग जाय या ग्राह्म विभाग dalling all nationa, natural वास ग्रिशम विश्व है। विश्व -जार ( जिला ) भारभाधन के विद्वास ना वासी प्राप्ति । THE STATE STATE OF STATE OF HANDER BANGER ना जाना विभागता जानिए क्यून 

TITLE, DISCOUNT HAT STATE कर्नना, किन्न जामान जमार क्रिन क्रिन 

वह वर्षि नाम भारत के ताम नगर के लाग नक्ष माध्या प्रकृतिक विद्या नक्ष यनगाम क्रिला जिल्ला विकास विकास विकास 

निय तानानन- विकास का निया निया निया 

Fig Feld Case Serious IIII 45 To last medicine 579 

741 516 26-13-13-14, 37791. नायक्षां व वायक्षां विकास प्राप्त वायक्षां तिसार विव भागानिन भागानि जे विव

क्षात मजुलात्याल किति ज्ञाति ना अ अधित नत 

ज्यान निमान निमान निमान जनामा दल्लामा महाया महाया महाया । -(काम कार्यय क्लांगिक आंवदांगीय छेर्नेडि विश्व करन विश्व करने विश्व विविद्यान अर्थको साहिता (मर्कको नामिनासिन 

यम् विकास स्टाइन स्टाइन वार्षा कार्यन TO THE PIECE PICTY CAN विनेत जिल्ला विकित विनित्त जिल्ला मुश्र थि जिन विष्णाहित स्थारित भारत । - अजन स्थारिक नायुनम, यहर्णन तन्त्र । जना व नहान वाय-कीजन 

कार्गाय किंग्लिन किंग्लिन किंग्लिन किंग्लिन ष्यार खाना, यनार ययार व्यापार, यथा विषयिन। द्याभन भवाभिन भूमानीय (याय यन राण कार्य महात्वा प्राची कार्य के स्थानित करिया भारतात अस्मिति कर्ना कर्ना कर्ना क्या श्री हम। (नायन गुमेन क्वारिनान) जाति । न्त हर्द्य । त्नाभन मून प्रान्त असन्तर्गाति क्रिया के नामाना निक्रिक किर्मित विक्रिया किन्न किन्न मिनामा इन्ता हिट्ना क्रिक्ट MANUAL COLUMNICA पश्राम करिएको स्य अस्ति काम प्रक्रिय माम 'नार्गान नाम कर्नाम मान कर्नाम मुख्यान याम् विश्व पर्नत्म जग्र हो । इस्ता इस्ति का क्या हित्नन, 'नावाम 'नावाम वाम जाम जान जी जी जी

विकिन्त कर्मा जनति भाग करण पार्थानिक क्रिन "तिशिवास" अर्बाली अभिना अवित्रामिन

बारक जर्भर विचित्रं गिय 

भूत्य जिल्ला विकास विकास जिल्ला विकास छिल्याच कनाः जनाः जनाः । — विज्ञादिक्त मुश् दिखाग नमः वान । वाकिव वार्ड चित्राय वया अव निवास मिन्द्रिय न। तमाना । जाता । अपना । अपना । जाता । খার স্বয়ং প্রেক্তা নাই, ফুল্ল বস্তু বুঝিবার ফ্মতা নম: মন্ত্র জগ করিয়া থাকে। আর বিশ্বান नाक नियान नाः अर् उन गा वन कर्नन क्ष ज्ञायात्वा मुहिए एज्स्य क्लिए म्यपुना। कार्य जिल्लिक जावशाकी। (जारिका जिल्लिक जिल्लिक क्रिके याचा जिल्ला वास्त करवल वाक्तनाज जिन्म निर्मा कर्ना । (इ.ह. निय यथा निवाद भा ना ना प्राप्त 

विज्ञानिक मवर जान याम कार्य किन मर्ववर्गमा 'कानो श्रामाद्वर्गमा -वार्ग ard fails ara' | Stassafa Tennyson-वत निष्ठ नाम घटन जात मगाति क्या त्नांना যোগ উপস্থিত ইইলো নারদ তাঁহাকে বলিলেন যে, যায়। ঐ অবস্থায় সভাসকপের অমুভব তাঁহার की राज वार्ती कर नाकित कि मा कर वना या म वा वा उप एक नियम माध्य माध्य माध्य जार नियम छर्। य कामण्यन याजम-वास्त्र जाए। 

> garage at Tennyson acsa नाम सम्बद्धान करिया निर्देश महा उन्नित्त नार्ष्य । जिल्ला माप-कार्यना एक कारा निर्मित करिया किया । छ । अपन व मान्त्रका जिनि निश्वारितः 'बाबात वानाकान प्राक्त ययन बाबिन न्युन

আপন মনে নীরবে উচ্চারণ করে এই ভাবটি পুরেই উল্লেখিত হইয়াছে যে ভক্ত তাঁর ফচিও णामण इति यस वालिया अकैकवर्ग अ ভীব্ৰার ফলে ব্যক্তিত্বই লুপ্ত হয়ে এক দীমাহীন বাদতে পারেন। কিন্তু তাই বুলিয়া ভগবানের অনন্ত সম্ভায় ধীরে ঘীরে মিশে যেত। এবং এটি অন্যান্য নামের মাহাত্মা কম—এইরপ ধারণা কোন অজ্ঞানজনিত মৃচ অবস্থা নহে—বরং করা ভুল। একই ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ননাম সর্বভোভাবে ভাষার অতীত, স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতম, থাকে এবং তার মধ্যে যে-কোন এবটি নামে विनिष्ठ वय १८७ व विनिष्ठ ७ म, जवः युन त्याक जिम, तक्षामा स्याकत स्टिक स्याक्ष (यशास्त्र मृज्य किल स्थाय श्यापन वर्ष अमध्य । वालिएवन विन्धियार (मध्य स्वास्त्र) তথালি তাহা বিনাশরূপ না হয়ে দতা জীবন- তাঁর গ্রহণ করা কর্তা। আমরা যুগাবভার जाल हे ला कि को जा कि कि वर्ग कत् । भाषाय निष्कु । यापि विनि (य जे अवस नर्जानात जीव अर्जेन?' Quoted in Alfred Lord Tennyson, a memoir, by His Son, Hallan Tennyson, Macmillan 1897 Vol.1)

जना विचन साम जनवादा नाम व जन जिल्ला (यमन हिन्द्रान कर दन- दाम कर 'हति' 'ताती' 'बावाश' बिव'—हेणापि तहतिध त्मन्तित नाम औष्टानश्य क्ल कर्नन-"Ava maria, Jesus Christ my Lord have mercy on me, a sinner' | Appartant कल करत्व- जन अवस्ति जन अविजीत)', 'अजिता (स्यान्)', 'कदीम (यमाग्र)', 'कृष्य ( शविष )', 'या इस ( कीवनाएं))', 'का निस (बिक्सान)', 'क्वोन (अर्गन)', 'हारक्स (चित्रंबक), 'श्विम (मश्कान)), 'न्र (भारताक) -- रेटाराम भासाच २८६ थानिक बाब, जब (बाकान के मानभाष के जक भार कर 

जुन्दाः तथा महित्यि त्य सेत्न भारी न्य क्षान निमान भाष्ट्री कश्रीन प्र क्रेट्ल किन समस्य किन समस्य केर ज विषय विषय विकित्त विषय स्थाप्त लहार जाकरमहें भाषामा माजा मिना भाष, वहें कथ छन्नाचन किल्लिस (महेन्ने । में ब्रामिन नारमञ्हे भयान याश्चा— गरे छावि भवधावष कतिया जरकत कि छ जावास्याया नाम-विश्वाक नित्रमान क्लिय (प्राचित्र या किनिय या किनिय छेलामक इत्यां छ विचित्र नाम छ वास्य नाम-अन्तान कतिएकन। अरे जाति शहर करिया 5 निए भारति याम काम भारति विकास क तिपिय यकी क्रिक्टिनी व

भू विहे (यभन वन) इहेम्राह, जनविष्णनिव भाग नाम अधिमहत्र मधिन। नामाणी चंत्र, को जन, यात्र, भारतम्, याज्य, याज्य, हिंचा जिल्लामाध्या अधाय अभिविच याधा 'के जिय' अर्था ९ जगवादा वा मा अर्थ भारत है विस्था श्रीक्षां ग्राच विषय मान विषय विषय । विषय विषय । बार्यारे यमि व्यक्ति राज्य जिल्लि भगाय विना, সার্ব, দেবা, পূজারনা ইত্যাদির ভাব আদিতে भारत या । जनवाता लेज स्थाय जनवाता न मान्ध नाम किंदि करिए ज्यानः जिल्ल श्रीत जातामा वा तथा जाया जीया प्रा उत्ति 'तनाद मिनि' यशीद त्वन प्राणि विकास का । किया भारत न व ना व ना व या प्रकार का जार का क्तिक क्या श्री प्राप्त क्या । कश्च किंच छन्न करा नाम 

# পয়লা জানুআরি

# স্বামী ধীরেশানন্দ

ত্বার কালের অপ্রতিহত গতি ১৯৬৩
জীঠান অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ
করিল। মানবের সীমিত ক্র জীবন-নদীর
আর একটি বর্ষ-বৃদ্ধুদ অনাদি অনস্ত কালসাগরে
বিলীন হইল। জীবন-বাতার পথে শত আশানিরাশা, ত্ঃখ-দৈত্ত, ভাল-মন্দ, এবং অগণিত
অন্ত্রস্ত ও অপূর্ণ আকাজ্জাসমূহ আপন বন্ধে
ধারণ করিয়া আর একটি বংসর অতীতের
গতেঁ বিলীন হইনা গেল।

কিন্তু সতাই কি একটি বংসর নিশ্চিম্ন হইয়া
পোল ! বিচার-দৃষ্টিতে ভূত, বর্তমান ও
ভবিন্ততের সীমারেখা ঘূর্লকা ও কাল্লনিক।
বর্তমান কণমণ্যে অতীত হইরা বায় ও
ভবিন্তং কৃতকালে পর্ণবিদিত হইরা পড়ে।
নিমেব-মধ্যে ইন্তন্থিত কাল বেন কোপায়
অপপ্রিরমান, অদৃশ্য হইরা বায় । তাই
কালের কোন নিয়ভ রূপ নাই। কিন্তু
মান্ত্র ব্যাবহারিক জগতে চন্দ্র, গ্রহ,
নক্ষ্রাদির গতিবিধি সহারে দিবা, রাত্রি, পক্ষ,
মাস, ঋতু, অয়ন, বংসর – এইরূপে কাল গণনা
করিয়া পাকে। এই কাল ক্রিফু কাল।
মান্ত্র, পিতৃ ও দেবগণের বিভিন্ন কাল গণনা
আক্রত হইরা পাকে।

অনস্থকাল পড়িয়া রহিয়াছে সেইকালের সঙ্গুচিত চিত্রপটে কোপায় কি অন্ধিত আছে, তাহা কে জানে ? কাল যে চিত্রটি উল্মোচিত করিয়া আমাদের সম্পুরে ধরিতেছেন, আমরা তাহাই দেখিতেছি, দেখিয়া মুদ্ধ হইতেছি।

কিন্ত আমরা ভাবি না, আরও কত বিচিত্র দৃত্য উহাতে ওপ্ত হইয়া আছে, কালে উহা প্রকাশ পাইবে।

ক্রগদ্রপে রক্ষমঞ্চে ভগবাবের কালশকি নুত্যশিক্ষ। কাল সংসারে স্কল্কেই ব ব কর্মাত্রায়ী নাচাইতেছেন। কাল জগতের নিয়ামক। কালে অর্ণ্য জনপদে ও জনপদ আরণ্যে পরিণত হয়। কালে চন্ত্র, সুর্য, একা, বিফু, শিব পর্যন্ত লয় পান। এই কাল -ধালার সঙ্গে আমরা নিতা পরিচিত, ইহা প্রীভগবানেরই একটি বিভূতি। গীতামুখে শ্ৰীভগৱান্ ৰলিয়াছেন—'কাল: কলছতামহম্' (১০)৩০) —কালগণনাকারিগণের মধ্যে কাল-क्रभी धामि। हेहा छाहात अथवान, लोग, वा।वरादिक क्रथ। এই कान चार्करः कर হয়। কিন্তু এতদুধ্যে আর একটি কাল আছে, যাহা জ্রীভগবানের পারমার্থিক ক্লপ, উহা নিতা कान। गैडामूर्य डिनि—'धर्म्याक्यः कानः' (১০০৩) — আমিই অক্ষ কাল-এইরপ ক্থনপুৰ্বক সেই নিত্য কালক্ষপেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

অনিত্য থশু-কাল 'আগমাপায়ী'। উহা
বিগত হইহা নিত্য অনস্থ কালসহ আমাদের
পরিচয় করাইয়া দেয়া কিন্তু মোহবশতঃ
আমরা কালরূপী শ্রীজগরানের বাস্তব রূপটি
উপলব্ধি করিবার চেঠা করি না। ফুল্র কালসম্ম তুচ্ছ পার্থিব বিষয়সমূহ লইয়াই ভূলিয়া
থাকি। তাই আল্ল এই নববর্ষের প্রারম্ভে
আমাদের ভাবিবার অবকাশ আসিয়াছে বে.

ব্যতীত হইরা গেল, কিছ আমরা কোণার লিয়াছি। বে পথে আমরা জীবনবাত্রা জরু করিয়াছিলাম, তাহার কতদ্র অগ্রনর হইরাছি। চিন্তে শান্তিলাভ কতটা হইয়াছে? কতন্ত্র প্রতিবন্ধক এখনও আছে।—আছ এইরূপ হিসাব-নিকাশ করিবার দিন। যদি উদ্দেশ্যলাভে কিছুমাত্র প্রপ্রার ক্রন। যদি উদ্দেশ্যলাভে কিছুমাত্র প্রথার হইতে না পারিয়া কেবল বেম, হিংসা, কলহ, মার্থপরতাতে ও নাম, প্রতিষ্ঠালাভের বার্থ প্রয়াসেই বিগত বংসর বাতীত হইয়া থাকে—তবে আজ সেজ্ল ত্থে করিবার দিন। কারণ বৃথাই জীবনের একটি প্রমূল্য বংসর বিনষ্ট হইয়া গেল।

এক প্রোচ়া বড় আন্দের সহিত সাধু-মহা হা ও গরীব-ছঃখীদের মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছিল। এক সাধু এক্লপ করার নিমিত্ত জিজ্ঞানা করিলে বুদ্ধা উত্তর দিল-'মহারাজ। আজ বড় আনক্ষের দিন। আজ আমার প্রিরতম পুরের বোড়শ জনতিথি। তাই আমি আজ মিটার বিতরণ করিতেছি।' এ-কথা ওনিবা সাধ্টির মন চিম্বাক্রান্ত ও দৃষ্টি বিভান্ত ছইয়া উঠিল। হঠাৎ এইক্লপ ভাৰাত্তর হইবার কারণ জিজাসা করিলে অশ্রপূর্ণ নেত্রে সাধু বলিলেন. ─'बाठाकी। कि चाक्रवं। वळ्डः (वथात्न শোক ও গুঃখ অহুভব করা উচিত, সেবানে তুমি আনন্দ করিতেহ ় তোমার প্রির পুজের নিদিষ্ট প্রমার্ব আর একটে বংশর কালকর্তৃক অপশ্বত হইল ৷ মৃহ্যু স্নিকট হইল – ইহা কেন ব্ঝিতেছ না !'— সাধুর এই কথা প্রোচা বুঝিল না, বুঝিতে চাছিল না। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জগতের কেহ ভাবে না, মাতাও পূর্বে ভাবেন নাই। প্রতিটি বংসর বিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুজের মৃত্যু সরিকট

হইতেছে —এ-কথা তিনি ভাবিতে চাহিলেন না। দেহভোগৈৰসৰ্বৰ জগতে এ-কথা কেহ ভাৰিতে চাহ না।

কিন্ত মুমুকুদের কথা খতল। সদা মৃত্য-চিন্ত্ৰন তাহাদের বিষয়-বৈয়াগ্যের জনক ও শংরক্ক। তাই মুমুকু সাধকের পক্ষে আছ সাংবংশরিক ছিলাব-নিকাশের দিন। কিঙ অভীতের অসফলতার প্রতি দৃষ্টপাত করিয়া মুমুকু নৈরাভাবাগরে মজসান হন না, বরং সমুবে অনত সভাবনাপুৰ্ব নববৰ্ষের আগমনে পুলকিতচিত্তে তাহাকে অভার্থনা-করত काश्रयद्वीदाटका (याक्रमाधन छावम्लान्दन প্রাপেকা অধিকতর সচেট হন। এইক্লপে অতীতের অনবধানতা ও অসফলতাই সচেতন মুমুকু সাধকের ভাবী কল্যাণের অ্যুচ় বুনিয়াদ হইয়া থাকে। স্তরাং সাধকের জীবনে रेनबारचात्र व्यवकान काशाहर कीवरनद अक्षि दरमत व्यापण्ड रहेरम मृङ्ग निकर्वेवडौ रहेम, এইক্লপ ভাবিহা সাধক তাঁহার সাধনার चिथक्षक भर्मानिष्य करवन ।

কল্যাণ্যনমৃতি শ্রীজগবানের অপার কুপারাশিও সাবহিত সাধককে স্ব-স্থ্যপে উন্নীত
করিবার জন্ম সদা উদ্বুধ হইরা রহিয়াছে।
সেই ষ্ষ্টেণ্ডেও আজ একটি বিশেন আনন্দের
দিন। কারণ যে ঐশা করুণাশক্তি স্বতঃকুর্তগতিতে শ্রীমারুক্ষ-দেহাবলম্বনে কোন কোনা
ভাগাবানের প্রতি কালবিশেষে প্রকটিত হইয়া
তাহাদিগের জন্মমূহাবদ্ধন হিল্ল করিয়া দিত,
আজ এই নববর্ষের দিনে (১লা জাম্আরি,
১৮৮৬) উল্লাশত্বা বিজ্লেরিত হইয়া আল্লপ্রকাশকরত নিবিশেষে অকাতরে কাশীপুর
উল্লানবাটীতে ১৮৮৬ বঃ সমবেত সকলের প্রতি
অভ্যনান করিয়াছিল।

'ভোমাদের সকলের চৈত্য হউক'—

যুগাবভাবের সেই অমোদ আশীর্বাদ কেবল সেই দিনটিতে সমবেত ভক্তর্মকে লক্ষা করিয়াই উচ্চারিত হর নাই, উহা পুদ্র-প্রশারী ভাবিকালের অগণিত অনাগত ভক্ত-গণের উদ্দেশ্যেও বর্ষিত হইরাছিল। আজ শ্রীপ্রভূর এই বাণীটিই বিশেষ করিয়া সরণ-

—বধন জীবনসংগ্রামে শত বাত-প্রতিঘাত, বেষ, হন্দ ও বিচ্ছেদে মৃত্যান হইয়া চতুর্দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িব—তখন 'তোমাদের সকলের চৈত্ত হউক'—তাহার এই বাণী সকলকে আশার আলোক প্রদর্শন করিবে।

— যখন চিজন্ধপ অরণ্য ছবস্ত ইন্দ্রিয়ন্ত্রপ হিংক্র সাপদক্লের যথেচ্ছ ছব্যার আক্রমণে অস্ত বিক্ষ হইয়া উঠিবে — তখন তাঁহার এই বাণী সকলের চিত্তে অনন্ত শক্তিও সাহস প্রদান করিবে। — ধধন অনবধানতা ও অসাফল্য প্রতি পদে পদে আমাদিগকে বিপথগামী করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে তথন করুণাময় শ্রীপ্রভুর এই আশিস্-বাণী আমাদের পথের নির্দেশ প্রদান করিবে।

— যথন অধ্যান্ত ভীবনের শতবিদ্বসক্ল বন্ধর পথ অতিক্রম করিতে গিয়া খলিতপদে আমরা সর্বাঞ্চ কতবিক্ষত হইরা পড়িব ও মহামোহ-অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধরার বথন জীবনের দিক্চক্রবাল সমাজ্য়করত আমাদিগকে নিতাত বিপ্রাত্ত করিয়া ফেলিবে— তখন যুগাবতারের এই অমোঘ অভয় আশাদবাণী আমাদের দৃষ্টি লক্ষ্যের প্রতি আক্ষরকরত সর্ব প্রতিকৃল অবস্থা হইতে আমাদিগকে সমৃষ্ট্র করিয়া ভূলিবে।

'ন নো ব্ৰাণ ওভৱা সংখ্ৰজু'---

—তিনি আমাদের সকলকে সন্মার্গপ্রবৃত্তির অস্কুল গুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

### ই শ্রীমায়ের একটি কথা

স্বামী ধীরেশানন্দ

উংখাধন হইতে প্রকাশিত "ীত্রী মান্ত্রের কথা—২য় ভাগা" পড়িতে পড়িতে একখানে আমিয়া বিশ্বরে তর হইলার কোন প্রশ্নের জবাবে ইন্দ্রীমায়ের উত্তরপানের অভিনবত্ব ও তাহার গভীর তাৎপর্বদর্শনে। মায়ের বাণী বভারতই প্রসন্থ কিছু অতি গল্পীর, কথাটি এই: ৪ পৌব। জন্তবামবাটি। (বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)

"ভাজে সাথের খবে কথা হইতেছে। বেদান্তের কথা উঠিয়াছে। —আনার স্কটির কথা উঠিল।

মা—চিত্রকর যেমন তুলি লিয়ে চোথটি,
মুখটি, মাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি
তরের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি করে
ফাই করেছেন? না, তাঁর একটা শক্তি আছে
তার 'হা'তে অগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোগ পাছে । যা হয়েছে সব এককালে হ্রেছে।
একটি একটি করে হয়না"

পুনবায় ঐ মায়ের কথা, ২র ভাগ, পৃষ্ঠ ♦১-৬২ ৷

শ্বামি—ভাব ভো শ্বরৎ, বেমন ভারতে ভারতে শেষে ভাই শ্বর দেখছে

মা—স্বপ্ন বৈকি। জগৎই স্বপ্নবং। এটাও ( এই স্বাগ্রহ জবদা ) একটা স্বপ্ন।

আমি—না, এতটা হার নায়। তা হলে পদকে ভাষত। এ যে অনেক জন্ম ধরে হয়েছে

মা—ভা হোক। তথ্য বই আর কিছু নয়। এই যে গ্রেহে হপ্ত দেখেছ, এখন তা নাই। (বান্তবিকট গত বাত্তে আমি একটা আশ্বর্ধ ব্রপ্ন দেখেছিলমে ) চামা ব্রপ্ন দেছে,ছিল— বান্ধা হয়েছে, আট ছেলের বাপ হরেছে ব্রপ্ন ভেলে গেলে বলেছিল, দেই আট ছেলের জন্ম কাঁদক, মা এই এক ছেলের জন্ম কাঁদক গুণ্

নগতের স্ঠে বিসন্ধে নান। মত দেখা যায়।

শীশ্রীমা বলিলেন, এই জাগ্রাংকালীন
জগতেটা একটা জগ এবং সব স্টেই একই
কালে উৎপন্ন হইয়াছে। 'একটি একটি
করে হয়নি।' এই বিষয়ে একট প্রাদাস্কি
ভালোচনা প্রয়োজন, কারণ বিষয়তি অভি গ্রীধ

জগতের কিরপে উৎপত্তি চ্ইয়াছিল—এ বিষয়ে বেদ, দর্শন, পুরাণাদিতে নানা প্রকার প্রক্রিয়া বণিত চ্ইয়াছে। সাধারণত: তিন প্রকার মতবাদ বিভিন্ন দর্শনা দতে প্রক্রিছ আছে। হথ

আরম্ভবাদ, পরিশামবাদ ও বিবর্তবাদ।

— ন্যায় বৈশেষিক মতে পরমাপুরপে দিনিত আদি
চারি ভূত, আকাল, দিকু, কাল, মন, ও আল্লা,
এই নয়টি নিত্যপ্রবা মানা ছয়, জীবালাসমূহ
ইংগে তির পরমালা পরির প্রবিদ্ধে এ পরমালুসমূহকে সংযোগ করেন। এ পরমালুসংযোগেই
বিভিন্ন পরার্থির হারি ছইতে থাকে। পরমালুসংযোগ আরম্ভ হওয়াতেই হারি হার বলিয়া ইহার
নাম আরম্ভবাদ।

সেশর সাংখ্য ও যোগদর্শন বিভিন্ন প্রমাণ্ড সম্থকে স্টের কারণ বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বলেন ত্রিশুগান্ত্রিকা প্রকাতই অগ্রকারণ। উপরেক্ষায় ভ্র প্রকৃতিই অগ্রক্তপে বিকশিত হয় বা পারণাম প্রাপ্ত ইয় ইয়াই পারিপা মবাদ পুনঃ শ্রীষ্থ অংকরাচাইপ্রস্থ অগ্র বেলান্ত্রী

দেবক স্বামী অরপানশান্রাদ বিং রী মহাইলি )

আচাৰ্বগণ এক ইট্ডে পূণক্ প্রমাণ, প্রকৃতি বা তাহার কার্বের কোন বাস্তব স্তা হামেন না। তাঁহারা বিংউবাদ লাবাই ক্ষির ব্যবস্থা করিছা থাকেন সভাবন্ধর বাস্তব পরিবর্তন বা কুপান্ধরকে পরিশাম বলে আছার সভ্যবন্ধর ল্মকণতঃ কুপান্ধরকবিশামকে বলে বিক্তিবাদ।

স্ষ্টিতে বাহামের সভাববোধ দৃঢ় রহিয়াছে ভাহাদিগকে দগভূৎপত্তির তথ্যকথন প্রদক্ষে ক্রমণ: কাৰ্য হইতে কারণ, পুনঃ ভাছার কারণ এইক্লপে মৃত কাৰণ প্ৰকৃতি পৰ্যন্ত স্ট্য়া নিহা, এক অবিভীয় চিৎস্কলে ঐ মূল প্রাকৃতিও একাক্ত অসং, ইচা যোষণা করতঃ এক ছহিতীয় ব্রন্ধই প্রতিষ্ঠিত **হট্যা পাকেন। এ মতে** কৃষ্টি আছির বর্ণন ক্ষেবল অধ্যাবোপমাত্র উহ অপ্রাদপুর্বক পর্য জানদাভে চিংকরণে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় রূপেই উক্ত বর্ণনের সার্থকতা। জগৎ ব্রথে অধ্যন্তমাত্র এই অধ্যন্ত জগদ্রেল পরিণাম কি প্রকাবে হর লে বিষয়ের ধারাবাহিক্তা যে ৰূপেই হউক না কেন ভাহাতে বিবৰ্তবাদীদের কোন আপদ্ধি নাই। অধ্যক্তের অপবাদপুর্বক বরপোপলরিভেই ফ্যার্ব ভাৎপর্ব স্প্রিবর্গরে ষ্টাহারা কোন ডাৎপর্য জীকার করেন म्

এভিছিদ্ধ কৃষ্টি বিষয়ে আরও বহু মত আছে।

শ্বিদীমাংলা এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বেলান্তিগণও

শীবের অদৃষ্টকে কৃষ্টির কারণ বলিয়া শীকার
করেন। কেছু কেহু কৃষ্টি কালের জীড়া, দৈব ইজ্ঞা,

শীবের লীলা ইত্যালি বলিয়া থাকেন ডজ্জগণের

দৃষ্টিতে এই চরাচর জগৎ শীভগবানের লীলামাত্র।

শীবকর্ম ও ভাহার ফল—সবই শীভগবানের লীলা

ভক্ত প্রতিক্ষণ, কৃষ্ণ হুঃগ দ্বাবস্থায় শীভগবানের

লীলাদর্শন করত: প্রিয়ত্মের অবনেই মর্ম
পাকেন। ভাহার দৃষ্টিতে জাগতিক স্থথ-মুখের

শার অভিন্তই থাকেনা। জীবের অদৃষ্টই জগং-

ক্রিটিক হেতু এ সড়েও ইহাই দিয়ান্ত যে, জীবকে দংগারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ক্ষোগ প্রদান করিবার জন্মই ক্রণাম্য্র প্রমেশ্বর এই জ্বগৎ স্প্রটি করিয়াছেন।

বেদান্ত কেভিতে পাই **স্টির ক্র মিক বর্ণনা।**(তৈ: উপ:, ২।১।৩) 'উক্ত এই আন্দা হইতে
আকাশ উৎপন্ন হইল আকাশ হইতে বায়,
বাঁয় হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে
পৃথিবী পৃথিবী হইতে ওধিসমূহ, ওধি হইতে
অন্ন এবং আন হইতে পুক্ষ উৎপন্ন হইল '

পুৰা পঞ্চত্তসমূহ প্রশাৰ একত্রীভূত (পঞ্চীকৃত) চইরা মুল পঞ্ভূত ও তাহা হইতে এই ভৌতিক হাই। এখানে হাইর একটা হশাই ক্রম লক্ষিত হয় ওড়বিজ্ঞানও বলেন, প্র্যান পুল্ম নীহারিকামগুলী ক্রমণ: স্থুলীভূত হইয়া প্রহ-উপপ্রহ নক্ষরোধি লোভিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। হালুর আতীত হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যাবক্ষে প্রাণের বিকাশও একটা ক্রমিক শছ্জিতেই বর্তমান অবস্থায় আদিয়া পৌছিয়াছে। বিকানমতে ক্রমবিবর্তনবাদের ইহাই হোষণা।

আকার ক্রমণ্টির অন্ত প্রকার কথাও বেলাতে পাওয়া যায়। যথা—(হাঃ উপা, জাহাও) 'তিনি লং, ডেজ কৃষ্টি করিলেন। উক্ত ভেজ (ডেজকুশী লং) জল কৃষ্টি করিলেন। উক্ত জল (জলকুশী লং) আমু অর্থাং পুরিবী কৃষ্টি করিলেন।'—এই প্রকল শুডিতে কৃষ্টির একটা স্কুশাই ক্রম লক্ষিত হয়। অর্থাং একটির পর একটি কৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রীমার কথা কিন্তু এই ক্রমিক কৃষ্টিকে সম্প্রন করে না।

( মুখ্ৰৰ উপা:, ১।১।৮) বৈশ্ব হইতে অব্যাকৃত প্ৰথান আত হয়, প্ৰধান হইতে হিৱণাগণ্ড, হিৱণাগণ্ড হইতে মন, মন হইতে পঞ্চভূত, তাহা হইতে ক্ৰমে শোকসমূহ (ভাহাতে ক্ম) ও কৰ্ম-দকল হইতে ক্মকল উৎপন্ন হয়।' ইহাও ক্ৰমস্টি-বিধায়ক আণ্ড এইকশ বহু আভি স্টিখ একটা ক্ষা বৰ্ণনা কৰিয়া থাকেন শ্ৰীশীমা কিন্তু এই সকল শ্ৰান্তি হট্ডে ভিন্ন অন্ত মত প্ৰকাশ কৰিবেন

প্রভাষতে আছবা দেখিতে পাই, কতকণ্ডলি শতি আন্তন্ম স্থিতির - অধাৎ প্রীপ্রিয়া যেমন এক কালীন স্থিতির কথা বলিয়াছের তক্রণ স্থাইর—কথাও বলেন। যথা—( মু: উপা:, ২০১,১) 'মেরপ সমত্ব প্রজাতি অনন সুইতে তাহ র সজাতীয় সহত্র সহত্র অধিকণা নির্মাত হয়, তক্রণ, হে মৌমা, অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উমুত হয় এবং ভাছাতেই বিনীন হয়।'

(বৃহঃ উপঃ, ২,১)২০) 'মাকড্না মেমৰ তত্ত্ব অবসমনে বিচরণ করে, কিংবা অগ্নি হইতে বেমন ক্ম ক্লিমনকল ইওড়াঙ: বিকীর্ণ হল, ঠিক তেমনি এই আন্না হইতে নকল ইন্দ্রির, নকল দোক, নকল দেবলা, সকল প্রাণী বিবিধরণে উৎপন্ন হয়।'—এই সকল শ্রুতিবাক্য মা র কথার স্মর্থক।

যোগবালিষ্ঠ গ্রন্থেও বলিষ্ঠন্দী বলিয়াছেন,— 'শ্বিকাৰোনলো ভাষাঃ ধর্বেমী বৃদ্ধা ইব।

কণ্মুমুন্ন গছান্তি জানৈকজনধো লন্নমূহ'

—সমূত্রে বৃত্বের ক্রায় অবিলোপের মর্ব পলার্থ জানসমূত্রে কণমধো উৎপন্ন হইবা পুন: তাহাডেই লয় প্রাথ হয়।—এইবলে দেখা যায় শাত্রে ক্রান্ত্রান্ত্র করা করাই এবং জক্রে মন্ত্রি অর্থাৎ এককালীন ক্রি, উভয়বিধ বাকাই বিভানান। হহার তাৎপথ কি শুস্টে মন্ত্রি স্বার্থি করেই উৎপন্ন হইন্নাছে, ইহা বলিতেই হইবে। কিন্তু শুক্তি উভস্ববিধ ক্রির কথা বলিরা বিষয়টি দল্পেহাকুল ক্রিয়া দিয়াছেন ।

এই সন্দেহের নিরদনে উত্তর্গন্ধণে ইহাই বলিতে ছর যে, হাই একান্ত মিগ্যা, মিগ্যাবন্তর প্রতিপাদনে ব: বর্ণনায় শ্রুতির বিশেষ মাগ্রাহ নাই। যথার্থ সভাবন্তর — ক্রম প্রতিপাদনেই শুভির ভাৎপর। মিগ্যাবন্তর হাই যেরপভাবে হয় ছউক ভাহাতে কোন সার্থকতা নাই শ্রুতিবালীন বৈতসভাত্যবোধপুট ম'নদে ক্রম্মটির কথা উপাদের হুইয়া খাকে, কিন্ধ বিচারবানের শুদ্ধচিত্রে স্বপ্রশালার্ফের ন্যার, বৈত্তবস্তর এককালীন স্টির কথাই অদিক রম্মণীর বলিয়া প্রভিন্নাত হয়।

শীন্ত্রীয়া আজিত দেবকের প্রাণ্ণের উরবে ইহারই ইপিত কবিজেছন নাকি 

গাব পাঁঠি এককালোই হইন্নাছে। একটি একটি করে হয়নি 

গাবার রিশেষ করিয়া ব্রিডেছেন —'বল বইকি। জগাহ ই প্রথাবধ। এটাও (জাগ্রেধ অবস্থা) একটা প্রপাণ 'বল্প বই প্রাণ্ড কিছুই নয়।'

ই ইমা জগৎটাকে, জাগ্রাদবন্ধাকেও একটা স্থা বলিতেছেন। ঐতবেদ্ধ উপনিধাদেও ঠিক এই ধানিই গুনিতে পাই (১ গা১২) 'এই জীবভূত আন্ধান তিনটি বাসস্থান এবং (এই) তিনটিই স্থা (জাগ্রাৎ, স্থা ও স্থা উল্ভিন্ট স্থা)!

বংগ্ন আমাদের কল্লনায় স্ববন্ধ, স্ব্প্রাণী একট্ কালে মানস্পটে পরিদ্পামান হইরা থাকে। উহাতে কোন কাৰ্য্যারপরস্পরা দৃষ্ট হয় না। পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র স্বই একট্ কালে বিলান, অদুপ্ত হয়য়া হায় । অবনেধে থাকেন এক চেতনমন্তা, বাহার উপর কিছুকালের কল্প বিচিত্র দৃশা প্রেপঞ্চ প্রকাতিত হয়য়াছিল উহা তৎক'লে মত্য বলিয়াও মনে ইইয়াছিল এবং উহা কত স্থা-ছ্ংখ, য়ায় অপ্রান, হাসি-কাল্লার খেদা ক্রেখ্ট্রাছিল। জাত্রতে কিছিয়া আসিলে স্বল্লের ঐ বিচিত্র খেলা যেমন নিঃকেকে বিলম্ব হইয়া যায়, জাত্রৎ ভগৎটাও ঠিক তেমনি ভশ্বজানের উদয়ে কোথার ধেন মিলাইয়া য়ায় । উহার আবে চিত্রাত্রও অবনেধ থাকে না।

এই নিয়ত পরিবর্তনশীল, বিকারী, ত্থেময় → অভএব মিধ্যাভূত জগৎটা স্থেম নায়ে একার- ভাবে আমাদের সমেরই একটা কলনামাত্র। ইহাই। শ্রীশ্রমা বলিলেন

অধৈত বেদান্তেও এই খতি উত্তম **পিছান্ত** ভারস্বরে গোমিত হইয়াছে:

ন কলিক্ষায়তে জীবং সন্তব্যেক্স ন বিদাতে।
এভন্তপুরুমং সভাং যাত্র কিঞ্চিত্র জায়তে।
—জীব বলিয়া কিছু বস্থান্ত জাত হয় নাই,
জগভেরও বান্তব্ উৎপত্তি কোনকালে হয় নাই
এক নিপ্তবি; নিবিশেষ প্রবন্ধ আপ্ন মহিমার
স্থা আপনি বিব্যক্তিত, জ্বা-মৃত্যু এই সব আবিদাক
মিগ্যা করনামাত্র। ইহাই স্বেভিন্ত স্থান্ত্র বিদ্যান্ত।

আমাদের ইট্রিমা গ্রামা পরিবেশে নানিডা, পালিতা, বর্ধিতা। সুলত: লেখাপড়াও বিশেষ লানিতেন না। তাঁহার পরমপ্রিয় আজিত স্ম্ভান সদা বালককভাব, অধুনা বৃদ্ধ সামী গৌরীবরামন্দ-জীব মুখে ভনিয়াছি মার পুথিগত বিভাব পবিধি ছিল বাংলা বর্ণপরিচয়ের বিতীর ভাগের ঐক্য, বাক্য ইউ্যাদি শব্দ প্রবস্ত । শংকা হয়, তাঁহার মুখ मित्रा त्वरारखद এই সৰ উচ্চ उद्दरूश। राहिद एरेल কি করিয়া ? বর্ণপরিচ্যের ঐ পর্যন্ত বিদ্যার পর তে। আর ভাঁহার অধিক বিয়াভ্যাদের কোন স্থোগ বা স্বিধাই হয় নাই। বেদবেদান্ত পড়া ভো দূরের কথা : উত্তরে বলিভে হব, শুকুনির্মল দৰ্পণে আদিত্যের প্রকৃত্তি প্রকাশের নাগর জীলীয়ার ক্তম অন্তঃকরণে জ্রীনিস্কুরের লিক্ষার বেলাস্তের **শতি উক্ত তত্ত্বসূত্র অপ্রোক্ত অভূতবন্ধনে প্র**কাশ পাইয়াছিল। সেই অক্তব্যেজ্ন বাণীই তাঁহার मूथ हहेटल च तः क्युवित हहेप्राहित ।

षश्रपृष्ठि सन्तामकालान रुष्ठे छेहा रुश्च पर्नात्म शृद्धे बोटक ना, यश्रष्ठक्रव शद्म व वान्त ना, द्वरण पश्चकालाई छेहात छाडोछि इहेता आदा साज । जाश्चनदश्चक खक्का रुश्च विश्वि एपायनाक्ष्म क्षेत्र क्षेत्र हैन्हें खकान क्षित्नन द्व, पर्यात कात्र साश्चन्त्रश्चन विन्तृह्व क्रमा वर्षाः প্রাণীতিকালা ডিবিক্স কোন সন্তা নাই , প্রীপীনার কলায়ও শুনিতে লাই,ত চি এই ফ্রাডি নিদ্ধান্তেরই প্রতিধানী বেলাভোক্ত চরম অক্তৃতিসম্পান স্কল ব্যক্তিগণের এই একই অক্সুড্ব

স্টি প্রতিষ্ঠিক নকালীন -ইহাই বেরাজে দৃষ্টিস্থিকীক। ইহা লংকর-পরবর্তী গুরুগর আচার্বগরের স্বক্রালকারিও কোন সভবারশ্রাত্ত নহে ইহা অকৈও-বেলাকের চবম নিজাক্ত।

আচার্ব শংকর বলিয়াছেন:

'গপের প্রভাবে যেমন নিজের অন্তঃক্
(কল্লিড) বছাই বহির্ভাগে দ্বিত বলিয়া মনে হর,
তেমনি মায়, ভার বিশ্ব বহির্ভাগে বিবৃচিত হইলেও
যিনি উলাকে দর্পণে দৃশুমান (প্রভিবিদিভ)
নগবের ক্লাল আপনার মধোই অবস্থিত বলিয়া
ভানেন এবং সমানি অব্যায় আপনার অন্তিতীয়
স্বর্পমান্তেকেই প্রভাক্ষ করেন, সেই গুরুত্বপধারী
শীদক্ষিণাম্তিকে আমার ন্মকার।'—(দঃ মৃঃ
ভোল, ১)

জগৎকে স্বপ্তবং বিধ্য জানিয়াও অচোধ শংকর কত লোকহিতকর কার্য করিয়া নিয়াছেন। ভাঁহাকে বলা হয়, বিশ্বমজন্থাপথাচার-ভর্মজ-বেলাছের ভিব্তিডে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, পূর্ব, গবেল a কাতিক-এই মেবদেবীগণের উপাদনা ও খন্দির নির্যাণ ডিনি ভারতের দ্বঁত প্রটনকালে প্রচার করিয়া অধেষ লোককল্যাণ সাধ্য ক্ষিত্রাছেন। ইহা ওঁ।হার নিজের জন্মনছে। মন্ট প্রোপকারার্থে জ্বংকু ক্পুরুৎ মিধ্যা বলিলে জগতের প্রতি উলাদীয়া, নির্মতা ও কর্মপুরার। ইন্দ্রর বলিয়া ব। হারা মনে করেন उँहा १९४३ है। प्राप्त धारणी। नर प्रश्न कान्टिन छ ল্বব্যের কোমল বা কঠোর বৃত্তিপ্রলি ব্যবহার-কালে থাকেই! ভাহার ভাহাদের কাল ক্রিয়া षात्र । व्यशः वर्षः व्यवस्थानम् अः अक्ट्रे दृःश मूत कविदाय मर्बश्रकाय क्रिकेट डीहावा क्रक्त ।

হ্ব কাং দৃষ্টিক্টি সিদ্ধান্ত অনুস্কান প্ৰথম দেৱ কাং দিবা অধিয়া মোহদুল্প নানবেৰ অশেষ হুৰ্বলা দেখিয়া উল্লেখ্য মন কৰণায় ভবিব্ৰ যায় দিবলৈক্ষতে সভালাভিনিবেশ কৰ্মান পোৰক্ষতে সভালাভিনিবেশ কৰ্মান পোৰক্ষতে সভালাভিনিবেশ কৰ্মান পোৰক্ষতে কভ কইই কা পাইভেছে, ইহা ভা বন্ধা উল্লেখ্য মন হুন্যভাৱা কাছ হইয় ভাঠ কমি কইয়া ভাইদেৰ কাণ্ডা দেখিয়া প্ৰীমাৰ অইলালি। যা বলিভেছেন—'কি মহাযায়া মাহা গে,! অন্তঃ পৃথিবীটা পড়ে আছে, এও লড়ে থাকবে। জীব এইটুকু আৰু বুকতে পাৱে না!' 'ওৱা চাম টাকা, ভাই দি।' কৰ্মণায় আজেশ কৰে আন্তিভা কন্ধা নাধুকে বলছেন—'নাহি, আমাৰ কাছ থেকে ভূই কিছুই নিলি নি? ভোৱ মাৰ গুণ্ট কৰ্ম্ব নিলি নি? ভোৱ মাৰ গুণ্ট কৰ্ম্ব নিলি নি?

খারে প্রার্থনা করিভেছেন—'শীর বাবা! আমার গো—কে ভাল করে লাভ বাবা।' সেহমরী না লাল মে কি আকুল প্রার্থনা। বনে রাখিডে হইবে যে, এই ম ই আমাদের বলিয়াছেন যে মুলবুটা একটা অপ্ল হাড়া আল কিছুই নহে। মুলবুটা গুলং অপ্ল ভালের সঙ্গে সংস্কেই স্থায়ের কোমল বুভিঞ্জ অধ্যইয়া যান না।

এ প্রসঙ্গে শ্বরামীজীর বাণীও শ্বরণ করি:

'ভঠ, জাগ, ষপ্ত নহে আবে।

মপ্ত বচনা শুধু ভবে।— …

অভ' হও, দাড়াও নিউন্নে

সভাগ্রহী, দভোব আত্তবে,

মিশে গভো মান্ত এক হ'বে,

বিগা, কর্ম-মপ্ত মূচে মান্ত—

কিংবা পাকে অপ্তলীকা যদি,
হের সেই, সভো গভি মাত,
পাক্ অপ্ত নিকাম সেবার
আরে পাক্ প্রেমা নিরব্যি।

# শ্রীশ্রীমারের একটি কথা

#### স্বামী ধীরেশানন্দ

#### শ্রীরামকুক-সংক্রে অন্যতম প্রকীপ বিদ**ংখ** সম্রাসী।

শ্ৰীশ্ৰীমা **একটি ভাগী ভক্ত সন্তানকে** বলিভেছেন তাৰ আবাৰ গৱৰ কিলেও? যভ বড় দেহখানাই ( শ্রীশ্রীয়ায়ের কণা, ২ ২৮৬): "যেমন ফুল নাড়তে হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। ভাকে চাড়তে আৰু বেৰ হয়, চন্দন ঘনতে ঘণতে গন্ধ বের হয়, তেথনি ভগবতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে ভত্তজানের উদয় হয় নির্বাদনা যদি হতে পার এক্ষরি হয়।"

সংদার ব্যান মুক্তি বিষয়ে পুন: একটি খ্রীভক্তকে শ্ৰীশা ৰণিয়াছেন: "স্বামী কল, পুত্ৰ বল, দেহ বল-শব মালা। এই শব মালার বন্ধন কাটতে না পারলে পার পাওয়া যায় না। দেহে যায়া দেহাত্মবৃদ্ধি, শেবে এটাও কাটতে হবে। আৰাত্ত ভাৰতামা! হতিবোল, হতিবোল…," ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১১১৬ )

শ্ৰীশীমায়ের কথাওলি অভি প্রদান, দর্ল, মধুর, মৰ্মশৰ্মী ও সাবলীন কিন্তু উহার তাৎপৰ্য অতি গন্ধীর। তাই এই বিষয়ে বেদান্ত কি কলেন আমরা তাহাই কিঞিৎ আলোচনা করিব।

ন্দ্রীমার বাণী —"ভগবন্ত**র আলোচনা** করতে করতে তবজ্ঞানের উদর হয়।" ভগব**তত্ত** ষালোচনা অর্থ-তত্ত্বিচার। তত্ত্ব অর্থাৎ (তৎ ও কিলের দেহ, মা, দেড় দের ছাই বইতো নয় ? হয় ) পরমান্তা ও জীবান্তার স্বরুপবিষয়ক বিচার।

বেলাতের কোবণা—"বিচালাৎ জালতে জানন্,
জ্ঞানাৎ মোক্ষমবাপাতে "—ওল্ববিচার প্রভাবেই
জ্ঞান উৎপত্ন হল এবং একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ
প্রাপক।—বেলাতের এই কথাটিরই সমর্থন বা
ইন্দিত মারের কলাতে পাওলা যাইতেতে

ঠাকুর শ্রীরাসকৃষ্ণদেবত বলিয়াছেন: "মাছব

আপমাকে চিনতে পাংলে ভগবানকে চিনতে
পারে। 'আমি কে'—ভাল করে বিচার করলে
দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে জোন জিনিদ
নেই! হণড, পা, বজ, মাংল ইত্যাদি—এয়
কোনটা 'আমি' ? বেমন পাঁছের খোলা ভাড়াতে
ছাড়াতে কেবল খোলাই বেবোম, নাম কিছু থাকে
না, সেইরপ বিচার করলে 'আমি' বলে কিছু
পাইনে। লেবে যা থাকে ভাই আমা—চৈডজ
'আমার' আমিব' দ্ব হলে জগবান দেখা দেন।"
(জীপ্রামকৃষ্ণ উপদেশ, ১০১) — সাকুরের এই
উপদেশটিডেও আমরা দেহাআর্ভিড্যাগের স্কলর
বিচারধারা লক্ষা করিতেছি। ইহাও বেলান্ডোজ
বিচারধারাবই প্রতিধ্বনি—ইছা আমবা পরে লক্ষা
করিব।

বিচাৰই বেদান্তের একসাত্ত মুখ্য সাধন।
বেদান্ত বলেন, দেহেতে আত্মববৃদ্ধিই সর্ব বছনের,
সংসার ক্ষেত্র মূল। মাসাপ্রভাবে আমধা নিজ
পার্মাণিক নিজা স্ভিলানন্দ অরপটি ভূলিয়া
নিজেকে দেহমনবৃদ্ধি বিশিষ্ট ক্ষেত্র পরিচ্ছিল জীব
বলিয়া নিশ্চন করিয়া বসিয়া আছি ও সংসারসমুলে হাব্ডুর পাইভেছি –ইছাই আশ্চর্ম

শ্রুতি বলেন, খিনি নিজেকে অভয় একরণে
ভানেন ভিনি অভয় একরণ ই হইয়া যান। গুল
স্প্রদায়সিদ্ শ্রুত্যকল্রণ আচার্যগণ ঘোষণা
করিয়া থাকেন বে, শ্রুতিনিটিট প্রক্রিয়া ব, উপায়
অবলয়নেই বিচার সহায়ে জানোদরে জীবের
মিধান দেহা মুর্দ্ধি দ্র হইয়া আকী ছিডি লাভ
ইয়া থাকে।

#তির মুখা উপদেশ- 'নেতি, নেতি'। যাহ।
কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাক্ত দৃশ্য পদার্থ আমের। গ্রহণ করিতেতি উহার কোনটিই শতা নঙে। সর্বদৃশ্যপ্রপঞ্চ
এইরূপে নিবিদ্ধ ছইনা গেলে সর্বনেবে নিবেধের
(বা বাধের) অযোগা যে বন্ধ থাকেন ভাহাই
বন্ধ। ভাহাই বন্ধপতঃ ভূমি।

এই বিষয়ট ব্ৰাইবার জন্মই শ্রুতি প্রথম ব্রহ্ম হইতেই জনতের স্পত্ত-শ্লিভি আদি করনা করিয়া আত্মতে ক্রিয়া কারক ফলাদির অধ্যাবেশপ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আত্মা ( ক্রীর ) পুণা-পাপাদিকর্মের কর্তা ও হস্তপাদা দিসান লগীবদারী, এহরপ আরোপ করিয়া থাকেন পুনা বিচার সহাছে ঐ আরোপিত বিশেষভাসমূহ নিমেধ অর্থাৎ 'অপবাদ' করিয়া জীবকে শুরু তর্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। যেমন কাগজ, কালি, রেথা প্রভৃতি সহায়ে অক্লরজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু কাগজ, কালি কোনটাই অক্লর নহে। তন্তপ জগভের উৎপত্তি-স্থিতি-আদির মূল কারণ এফ ব্রন্ধ ইহা ব্রাইয়া কল্লিত স্ববিশেষভার নির্ভির প্রস্তু প্রতি, নেতি'—এই উপদেশ সহায়ে স্ববিশ্বর অপবাদ করিয়া থাকেন।

এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ'-রূপ প্রক্রিয়াই বেদান্তোক্ত সর্বপ্রক্রিয়া বা বিচারখারার মূল। ব্রহ্মাক্তিক্রবাধ উৎপাদন করাইবার জন্ত এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ' ভিন্ন জন্ত কোন উপাদ্র বা প্রক্রিয়া বেদান্তে নাই আচার্য শংকরও বন্ধত ভান্যাদিতে ইহা বত্বার উল্লেখ করিয়াছেন।

বেলাভ্যতে এক নিতাপ্রাপ্ত ও দর্ববিশেষণসহিত। দ্বাহা এম কোন দাধনমারা প্রাণা ন
চ্ট্রেও প্রাণ্ডি ভাহাতে প্রাণাম ম্বারোপ করির
গাকেন। দিকবল্প ক্রম নিভাপ্রাপ্ত হট্রেও
অজ্ঞানবশত: লমে উচ্চ অপ্রাপ্তের রার প্রতিভাত
চ্ব , ক্রম, জ্ঞান ভিন্ন মন্ত কোন সাধনমারা নিবৃত্ত
চ্টতে পারে না। ক্রম নিবৃত্ত হট্রেট ক্রম মেন

পুনা প্রাপ্ত হন। এইরপে ব্যাহর প্রাপাত্ত অধ্যারোপিত ও জ্ঞান তিয় অন্য সাধনের অথবাদ করা চইরাছে।

ব্ৰহ্ণকৈ কোর বল হয়, ইছারও ভাৎপর্য এই
বে, ব্ৰহাভিবিজ্ঞা আব কিছু ক্ষেয় নাই। ব্ৰহ্ণ
ক্ষেয়বের আবোপ ও ব্ৰহ্ণভ্ৰঃ স্বপদার্থের
ক্ষেয়বের অপবাদ ব্বিভে ছইবে। ব্ৰহ্ণ দর্বকারণছও আবোপিত, উহারারা কার্য্যের নিষেধ
অভিন্যেত । এইরূপে কারণছও নিষিদ্ধ হইলে
ক্রেণেষে সর্বনন্তর স্বরূপ এক ব্রহ্ণ ক্রেণেষ

বেদান্তোক বিভিন্ন প্র'রিয়া বা বিচারধারার একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

্(ক) **সামাক্ত বিশেষ প্রাক্রিয়া** : বুহুদারগ্যক উপনিধৰে ছুমুডি (তেরী), শংখ ও বীণার দ্টান্ত দৃষ্ট হয় ঐ সকলে আঘাতজন্ম সামানুকানি ও বিশেষকানির তেল থাকিলেও সামাপ্তপ্তবি হইতে পৃথকু কবিয়া বিশেষক্ষনিকে প্রহণ করা খায় না, কারণ দামায়ুলবনি হইডে অভিবিক্ত কোন বিশেষধানি ইইতেই পারে না नय भाभाग । वहरिष हहेए भारत । भूनः ये স্কুল লম্বামান্ত একটি শব্দ মহানামান্ত হইতে পৃথক নছে। স্কুপ্রদাদি বিষয়েও এরুপ ধোধবা। পরিশেষে ইছাই যুক্তিনিক্ক নিকাম্ভ হয় যে, এক শ্বস্থায় চ্টতে ভিন্ন অয় কোন সামায়বিশেষ-ষ্ঠাৰ হইতেই পাৰে না। দৰ্বস্ততেই এক দস্ত অকুগভ । উহাই আছো। জাঞাদাদি অধয়াজয়ে এক আন্তান্ধপ সত্তা স্থাতাৰে একরপে বিভূমান। এংক্রে দেও যায় বিবেস সত। করিত ও এক স্থান্যান্তই সভা। বিশেষ শতার অপ্রার স্বারিত এক সন্তাসামাক্সভাবও কল্লিড ব অধ্যারে।পিত, 🗠 রণ জ্বৃত্তি প্রবয়াদি। কালে এক আত্মা বিষয়ান পাকিনেও উহাতে সন্ত্যস্থানুভাব বলিয়া কিছু পাকে না। 'শতএব

সন্তাসামান্ত বলির। কিছু বিশেষ বন্ধ নাই।
উহাও একটা অধ্যালোপ মাত্র। এক আন্থাই
আছেন। চিন্বস্তবাভিত্তিক সামান্তবিশেষভাব
বলির। কিছু নাই। সামান্যবিশেষভাব
রহিত
চিদাত্মাতে বৃদ্ধির প্রবেশ করাইবার জনাই এই
সামান্যবিশেষভাবের কল্পনা ইহা 'অধ্যারোপঅপবাদ' প্রক্রিয়ার একটি অবাত্তর ভেদ, এইরপ
বৃদ্ধিতে হইবে।

গ) দৃগ্দুশাবিচার প্রক্রিয়া, দৃর্দ্ধ নিবেধ করিবার জনা আত্মাতে এই দ্ব আরোপিত হয়। ইহার দৈতরাহিত্য ব্যাইবার উদ্দেশ্ধে একটি উপায় মাজ এই দ্ব জনবাধ উৎপাদনের একটি উপায়। জন্ত একমাজ জয়, ইহা লামা ম্বাম। ইহার একটি অধ্যারোশ। স্বশেষে এই আরোপিত ক্রমুজ্র নিষিদ্ধ হইয়া এক দৃগ্ মাজ্র হৈতনাবর্গ ক্রমুছ অবংশর গাকেন।

रेखियानि नहारश वाक्विययमम्ह व्याधना অমুক্তর করিয়া গাকি। এ স্থলে চেতন জীব ইটা ও জড় বিষয় দৃশ্য। বিচার **যা**রা দৃশ্য বিষয় **ংইডে** পুখকু করিয়া দ্রটোর সক্রপ নির্ণয় করাকেই দৃগ্ पृश्चविर्दक' भार्य बना **रहे**ग्र क्षांटक । ख**ें। प्रवंश** 'बहर' वा 'बाबि'-এই বোধের বিষয়, बाद एक 'ইদং' বা 'ইছা'—এইরণ অনুভাবের বিষয় ছইয়া बारक: अहा कथमा दिनः' चर्वाच, मृक्टकाहित অন্তর্ভ হল লা। স্পি এই। কথন্ও দৃশুবর্গের অক্তৰ্ভ হন ভবে ভাহা গৌণ বা মিগা এটা। বেমন বলা হয় যে, রাজা চররূপ চক্ষায়া দর্শন করেন। এখানে বস্তুতঃ চর্ছ দ্ব দর্শন করে। বাল্লার শুটাত্ব একলে গৌণ, মুখা নছে ৷ (मरक्षियां नि पर्नेस् करत, अथारम (मरकक्षियां पित उदे च मिला, त्नोच बट्ट। त्वट्ट खिदावि वर्षना দ্রার নহে। জরু হলেন চেতন আছা। দেহে জিয়াদি জড়, উহারা জন্তী হইতে পারে না। হৈতহাবরণ আবার মভাবভূত জান বা দৃষ্টিই

পার্মার্থিক এট্রখ। গৌকিক ঘটপটাদির জ্ঞান-ত্মণ দৃষ্ট অস্তঃকরণ বৃদ্ধিরূপ। বুলিয়া উহা শ্বনিভ্য । বিষয়াকারা বৃত্তি উৎপন্ন হটলেই চৈতন্য বাাপ্ত হটর উল্লাভ চিদাভাস উৎপন্ন হওয়াতে সকলে উছাকেই জ্ঞান বা দৃষ্টি বলিয়া পাকে অন্তঃকরণ-বৃদ্ধির আবোপের অপেকাতেই লৌকিক এই,ৰ হট্যা থাকে ৷ দেহ্যন ইঞ্জিলানিতে অভিযান-বশতই আন্মচৈতনো প্রমাতৃত্ব বা এই দ আহোপ হয়। লৌকিক দ্রষ্টা হৃষ্প্রাদি অবস্থাতে থাকে মা: তথ্য জাতা জান-জ্যেরণ গ্রিপুটা বিভাগ-স্বহিত সৰ্বব্যবহাৰাতীত এক জ্ঞানস্বরূপ একই ধাকেন। উহাই পরমান্তার অনুগুত্ত দ। এই জান হইলে ভ্রষ্টা দর্শন-দৃশুরূপ বিভাগ অপবাদ অর্থাৎ নিবাকরণ হইয়া যায় জাগ্রৎ স্বথে এক হৈতন্যজ্যোতিকেই উপাধিদার। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি বা জ্ঞান ৰলা হয় যাত্ৰ উহা আখোর পরিচিত্র রূপ, মিথ্যারপ, কারণ উচ্চ উপাধিক। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিকাতই আত্মাতে ভিন্ন ডিল নাম, রপ ও কর্মের আব্রোপ হট্যা থাকে , কেবল জ্ঞাপ্তি ব নির্বিশেষ জ্ঞানবন্ধপ আত্মাই পারমার্থিক দ্রঙা।

(গ) পঞ্চকোশবিচার প্রক্রিয়া উপনিষ্দে পঞ্চকাশবিচারের বিদন্ন বলা হইয়াছে
সম্মন্ধ, প্রাণমন্ধ, মনোম্যাদি কোন্দে কুমনঃ
আত্ম অধ্যাদ্রোপ করিয়া পূর্বপূর্ব কোনের
আত্ম নিরাক্তর হইয়াছে। এইরপে বুঝানো
হইয়াছে যে, আত্মা পঞ্চকোশাতীত ও স্বব্ধৈতকল্পনার হিড। ঘণা: তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রন্ধের
সভা, জান, অনন্ত—এইরপ সক্ষণ বর্ণন করিয়া
তৎপর বলিয়াছেন যে,এই ব্রন্ধকে বুদ্ধিরপ গুহাতে
জানিতে হইবে তদ্ধনন্ধর ব্রন্ধ ইততে আকাশাদি
ক্রেমে জ্বন্থ ও দেহাদি স্করের বর্ণনা করিয়াছেন।
স্কর হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভৌতিক দেহকে অনস্ক্রমন্থ অন্ধন্মর কোশ বলা হইরাছে
শোকে এই দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন

এই আব্বোপের অন্থবাদপূর্বকট শ্রুডি বলেন বে, ইহা আংলানহে। ইহা হইতে ভিন্ন ও আৰুর প্রাণমর কোনই আত্মা। এইরুদে অন্নমর কোশে গুরীত স্থাভাবিক আত্মবুদ্ধি প্রাণময়ে সঞ্চারিত কবিরা থাকে। ক্রমণ: বীরে ধীরে মনোময়, বিজ্ঞান্সয় ও আন্সাম্য কোশরণ আছা বর্ণন করিয়া সর্বশ্বে উহার পুচ্ছত্রণ রক্ষের নিত্তপণ করিয়াছেন ও উচাই দ্বাস্তর আত্মা এইরপ নির্দেশ দিয়াছেন। বিচার্ক এই বে, পুরুষের পাঁচটি আত্মা হয় বা বহির<del>ক কোনে আ**অ**বৃদ্ধিকে, অন্তর্</del> কোনে ও সর্বধেষে সর্বান্তরতম ব্রন্ধে জীবকে পরিনিষ্টিত করাই এখানে ঐতির ভাৎপর্ব। এই প্রক্রিয়ায় উত্তর উত্তর কোলে আত্মবৃত্তি আরোগ করতঃ পূর্বপূর্ব কোশের অত্মেমবৃদ্ধি অগবাদ করা হইয়াছে সর্বশেষে এক রমেই আঅবৃদ্ধি নিশ্চিত-ৰূপে প্ৰমাণিত ছতন্ত্ৰায় এই পঞ্চোশবিচারও প্রস্থাবগতির একটি উপায় বা প্রক্রিয়া বলিয়া গণ্য हरेगां शास्त्र।

অ খন। দেখিয়াছি জীপীমা বলিয়াছেন: "দেহাপ্প বৃদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" শীপীঠাকুনের বাণীতেও আমরা এই কথাই সক্ষা করিয়াছি, উভয়বিধ বাণীতেই শুভাক্ত 'পঞ্চকোশবিচারের' কথাই পাই উল্লিখিড হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীপীমা ও ঠাকুন কথিত পুলদেহ বা অলময়কোশ এই হলে পঞ্চকোশের উপলক্ষণ, ইহাই বৃনিতে হটবে।

ান) ভাবস্থা ক্রম্মবিচার প্রাক্রিয়া:
জীবের তিনটি অবস্থা প্রদিদ, জাগ্রৎ, স্থাও
হবুত্তি। স্থাও জাগ্রতে দর্শনাদি ক্রিয়া হর, কিন্ধা
হবুত্তিতে ভাহা হয় না চৈতক্তরণ আত্মার
আগ্রেই এই তিন অবস্থার সন্তা ও প্রতীতি হইর।
থাকে। স্বস্থাসন্থ পরিবর্তনশীর। কিন্তু অবস্থাগত
ধর্ম ইইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পূণক্ ও উহাদের দহিত
অসংধ্য চৈতনাত্ত্বপ আত্মা দ্বাবস্থাতে অনুগত

ধাকেন, আত্মতৈতন্য বিনা উক্ত অবস্থান্ত্রের ও তাৎকালিন প্রগঞ্চের উপলব্ধিই ইইডে পাতে না অতএব এক আত্মাই সভা ও ভদ্ধির অবস্থানি নব বিধ্যা। অবৃধিতে জীব প্রসাত্মাস্থ একীভূতে ইইয়া অবস্থান করে প্রভ্বাং এক নিভাগক সংস্কৃত্র আত্মাই ছীবের খ্যার্থ স্বরূপ —ইচা নিভিত অবগত হওয়া যায়

কান্যরপ আছা হটতে ভিন্নপে স্থাব জাপ্ততের কোন পদার্থের অভ্তনট্ চইতে পারে না। ঐ দকল বস্তুসমূহ জ্ঞান চইতে ভিন্ন নহে ভিছা জানস্থলপই সৃষ্ঠিকালে জীব দংসহ এক হটয় যায় ঐকালে ব দীন হট্য়া যায় বলিয়াই ঐ অবহার নাম 'বলিভি'। যদিও দ্বাবহাতে আয়া নিবিশেষ জানস্থপেই অবহান করেন, ভবাপি অবহাদমূহ প্রভাব প্রকে অপর্টিভে পাকে না। এজনাই অবস্থানগুলি রজ্ভুতে কল্লিভ দর্শের নাায় মিধা। আর জ্ঞানস্থপ আত্যা দর্শবিহাতে অব্যক্তিরভিন্নপে বিশ্বসান থাকেন বলিয়া সভা।

বপ্থে কল্পিড দেহাদিতে ও জাপ্রাদবস্থাতে মুল দেহেপ্রিয়াদিতে অভিমানী বলিয়া জীবের প্রথাত্ব অর্থাতে ঐ অভিমান ন খাকাবলতঃ প্রমাত্বও থাকে না। এজনাই শ্রন্থি বলেন যে, স্বস্থিকালে জীব আপনবরূপে লয় হইয়া যায়! বরপ হইতে বিচ্যুতি কাহান্ত্রও হইতে পারে না অভএব অপ্প ও জাপ্রতের প্রমাত্ব একট, আভাস বা প্রভীতিসাত্র। ম্পাবস্থার প্রমাত্ব যে একট মিপা, প্রভীতিশাত্র এ বিবেধে সকলেই নি.সন্দিধ , ইহা সর্বসমত যে, স্থাবন্ধায় শরীর ইলিয়াদিনহ আজার কোন বান্তব সমন্ধ হয় না। তথাপি জাপ্রতের প্রাদ্ব শে অবস্থায় জীবের প্রোভ্র, জ্যাক্রাদি সবই প্রভিভাত হয় অভএব অ্বরের ক্রায় জাপ্রতের প্রধাত্ব। দিও মিথা, উপাধিকত।

উভয় অবস্থাই সহঁতোভাবে তুনা। স্বপ্পার্থায় স্বপ্প কাপ্রাত্তর মতোই মুনে হয়।

অৰু প্ৰিতে জীব দদাঝাদৰ এক হইয়া যায় 🗢 এই <sup>#</sup>তি জীবের স্বাভাবিক অবস্থাবে!ধক। লাগ্ৰহ ও স্বপ্নকালে অবিয়াকল্পিড প্ৰমাতৃত্ব ও অক্তরণথারি মিখা৷ ইহার সহিত তুলনা কবিয়াই ভূষ্প্রিশত স্বরপক্রাপ্তর কথ বলা रहेबाटह। यहें क्रमाहे यहे व बबन छा शि ध भरत्रभ शासिर कथा 'ख्यार्ताण-**च**भराह' अकियात अध्नाद्वर वन। स्य डेशाव **डेरमड** द्रशादेशक्ष्रताम छेरलास्य हाजा जाव किंदूहे महरू। जाराद । यक्षावदाश डेलाधिनसम्बन्धाः আবার যেন প্ররপপ্রাপ্তি হয়। উহার অপেকাতেই জমু প্রিতে সর্বাপ্রাপ্তি বলা হয় সাত্র, কারণ এই অবস্থাতে আবার কোন উপাধি**দপর্ক** থাকে না বঞ্জতঃ দর্বাবস্থাতেই আত্ম বরূপক্তঃ নিকলাধিক নিবিশেষ চৈতন্যক্রপেই বিভয়ান থাকেন। স্বপ্নে দেহেন্দ্রিয়াদি কিছু না গাকিলেও মুহর্তমধ্যে যেনন কন্ধিত দেহেন্দ্রিয়াদি ও তচ্চনিত বাবহারাদি অমূভব হুইয়া পাকে, জাগ্রতের **उस्त** 

অবস্থাত্তম প্রক্রিয়া সহায়ে বিচার বাখা ইহাই
কৃতি হর যে, আত্ম দব অবস্থা হুক্তে বিলক্ষ্ম বা
পৃথক্ এই পৃথকত্বকেই ত্রীর বলা হয়। ত্রীয়
কোন অবস্থাবিশেষ বা অজ্ঞাত বস্তবিশেষ নহে
অবস্থাত্তম হুক্তে পৃথকত্বই আত্মার ত্রীয়ত্তা।
তিন অবস্থার বর্ণনা, এই তিন অবস্থাসহ আত্মার
মায়িক সমলজ্ঞাপন। ইহাই অধ্যায়োপ ) ও পুন:
উহার নিষেধ (অপবাদ ) বারা ঐ সম্হ অবস্থায়
অতীত দর্ব অবস্থাবিহীন আত্মার প্রতিপাদন
উদ্দেশ্যেই করা হুইয়া থাকে।

এইরপে দেখা যায়, ক্তি নান। উপায়ে এখ-ধরণ অববাধ করাইবার ওদেকে প্রথম দেহে শ্রম দ যাবভয় নুধ্যপ্রথক অবারে প করিয়া তৎপর চহার অপবাদ ( নিরসন বা নিষেধ

অর্থাৎ মিথা বা, প্রেডিপাদন করিতেছেন। এই
প্রক্রিয়াপম্ছের মে কোন একটির বিচার করিকে

অবশেষে বৃদ্ধি সর্বপদার্থের অভাবদারা উপলক্ষিত

একমান শুদ্ধ প্রকাশ, চৈংনাধ্যাপ রক্ষাপেই

থাকিয়া যায়। 'অধ্যাবোপ অপবাদ' প্রক্রিয়

বাতীত ব্রহাব্যোধ্য আর অন্য কোন উপাধ

নাই।

দেহাত্মবৃদ্ধির ভ্যাঞ্জাভা অর্থাৎ অপবাদ ঘোষণা করিয়া উট্রিম বেগাঞ্জাক্ত 'অস্যাবোপ-অপবাদ' কণ প্রক্রিয়ার কথাই সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিকেন না কি? শ্রীমীঠাকুরের বাণীভেও স্থামরা উহাই লক্ষ্য করিশ্বাধাতি

বেদাক বলেন, এল দকলের আত্মা। উইণ
দলা অপয়োক শভাব হললেও অবিয়াবলতঃ জীবের
নিকট আচ্ছালিত বা ব্যব্ছিত হট্ছা আছে। এই
অবিয়ানিবৃত্তির একমাত্র উপায় এলজ্ঞান অহার
বিষয় প্রারক্তে প্রীশীনার কথার উল্লেখ কলা
হট্যাছে প্রীবের অন্তপ-বিশ্বরণকারী অবিহার
নাশ কবিবার আরু অনা কোন লাখন বা উপায়
নাই তল্পবিচারই এই জ্ঞানলাভ করিবার
একমাত্র লাখন

किन्न यांचारमत हिन्न निमन्न स्वाभवामनात वाता कर्मृषिक, छाहारमत भरक तमारखत धट्ट छह विहासमार्ग भर्माख नरह । विहासमत भर्कोन खरमरम खाहारमत मन खार्यक्षेट्र किन्निरम भर्कोन खरमरम खाहारमत मन खार्यक्षेट्र किन्निरम मन खार्यक्षेट्र किन्निरम मन खार्यक्षेट्र किन्निरम स्वाभावामि नामा खेलात स्वित्य किन्निरम रामानिरमा किन्निरम किन्निरम प्रमाणि हम मा। छन्नामना किन्निरम स्वाभावास्त हम स्वाभावास्त स्वा

আচরণবিহান পুরুষের কথনত জ্ঞানলাভ ধর না কঠি উপ্নিধন্ত এই কথাই ব্লিয়াছেন: "নাবিরলভা তৃশ্চবিভাৎ । । (১২২০)

গন্তঃকরনের মন, বিক্ষেপ ও আবরণ এই
জিবিধ দ্যোগর জন্তই ভর্নিচারে মন নিবিই হয়
না এবং ভতজানের উদয়ও হয় না। সল
(পাপাদি ও বিষর-ভোগবাসনার সংস্কার),
বিক্ষেপ বিষয়চিমালনিত চাঞ্চ্যা) ও আবরণ
(অজ্ঞান) এই তিনটিই প্রধান প্রভিবন্ধক।
মলবিক্ষেপর হিড শুধু আবরণমাত্রাবানির সাধকই
বেগাজোক বিচারখার্গের অধিকারী।

নিকামকর্যায়য়্রানে থাছার চিন্ত মগ্রেন্সের ইত হইয়া কপ কিং শুদ্ধ ও সন্তমু ব হইলাছে, ভাহারই উপাসনাতে অধিকার, কারণ উপাসনা মানস্-সাধনা। বিধরবিশিশু চিন্ত ভারা উপাসনা হয় না। কথাঞ্চং শুদ্ধনিও ও অন্তমু থ পুরুষের গক্ষেই উপাসনা সন্তব্যর। উপাসনা হারা বিক্লেপ ঘূর হইয়া চিন্ত একাঞা হইনা থাকে। একাঞ্জিত পুরুষই বেলান্তবিচারসমর্থ। এরপ অন্তর্মু ব সাধকের সক্ষ কর্ত্যক অমানিস্থালি (মুক্তক উপনিষ্দ্ধ, ১২ ১০। ও শৃত্যক অমানিস্থালি (মীতা, ১৬)৭—১১) ভবস্থানের সাধ্যক্ষপে নিশিপ্ত ইইয়াছে

শ্বণ, মনন ও নির্দিখ্যাসন তব্জানের সাক্ষাৎ
অন্তরক সাধন নির্দানকর্ম থাক প্রতিধক্ষক দূর
করে মাজ। শুক্তির সাধকের পক্ষে শ্বদমাদি
সাধন অতি ক্লত। পূর্বস্থ্যাস্থপ্তিত নির্দান
কর্মাদির হার, ওজচিত পূক্ষের আর বর্তমান
জন্মে নির্দামকর্মাদি শ্ববশ্ব অন্তর্গ্য নহে। কর্ম
জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক বলিয় প্রশ্পরাক্রমে
মোক্ষের সাধ্যা।

উরম্বিক'র র উপ্দেশবাকা প্রবণসাত্ত জ্ঞান ও কুডাথতা হইরা থাকে। ভাগার খার কোন কর্তবা খাবেনৰ থাকে না। একবার বেদাস্বাকা শ্রণমাত্র মাধাস্ব বাকাথিছিত্ব হয় না, তাহার পুনং পুনং বাক্যশ্রবণ ও চিত্তপত সংশ্রাদিদোষ দ্ব করিবার জন্ত মনন অর্থাৎ ভর্তান্ত্রক বিচার প্রয়োজন, যে পর্যন্ত জানোদর না হয়। মন্দর্প্ত অধিকারীর এইরপ অভ্যাদবলেই জ্যানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়টিই শ্রীপ্রিমা ফ্লার দৃৱান্ত সহায়ে বলিয়াছেন: "যেমন ফ্লা নাড়তে চাঙ্তে প্রাণ বের হয়, চন্দন ঘয়তে ঘদতে স্থান বের হয়, তেমনিই ভর্বিচার করতে করতেই তর্জানের উপয় হয় "

শ্রবণ ও মনন বারা তর ভাতার অদমর্থ পুরুষের নিদিধশদন প্রয়েজন। শমদম, অমানিরাদি ঞাতি মৃত্যুক্ত সাধন সকলের অভ্যাস যাবজ্জীবন প্রয়োজন, কারণ উহা ছারা জ্ঞান পরিপক হইরা পাকে। দদা আহিয়কপ্রতাই জ্ঞান্নিয়ার লক্ষ্য জ্ঞানমার্গে নিদিধাাসন অর্থ অক্ত বস্তু হইতে মনকে বাব্রিক করিয়া বঞ্চশানার্থ প্রবন্তমাত্র। উহা যোগ-**শাগ্রদমত** ধানে নহে। স্তুপরীক্তক যেমন বার-বার রত্ন নিরীক্ণ করিব পালেন, নিরিধ্যাসনাভা-দীও ভদ্রপ ব্যুত্ত্রিক্রার্থ একাপ্রভাসহকারে **বস্তুতেই** চিত্ত স্থাপিত করিয়া বস্তুমিরীকণ করিয়া शास्त्रचा बखुविषर्य एउ निश्वय क्रेय या प्याब নামই আচান আলেলাৎপত্তিৰ পর আৰু কোন কর্তব্য অবশ্বেষ খাকে না। তথনই জীবের প্রমানক্ষরপ্রাপ্তি বা এক্টেছিডি লাভ হট্যা ধাকে। রোগী ভাষা জীব যেরপ রোগনিবৃত্তির পর স্বস্তুতা অনুভব্ করে ভদ্দপ ভূংখন হৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হট্লে অর্থাৎ উহা একাল মিথা। একটা স্ত্রাষ্ট্র প্রতীতিমার ইং নিশ্চিত হইপে জীবের দেহাধ্যাদঘূলক যাবত"য় সংগাবছুংগ চিব্রতরে নিকুত্ত হইয়া যায়। ইহাই জানের প্রয়োজন তথন জীব স্লানে যে ভাহার ছুঃখ কোনকালেই ছিল না। साखिरन्छहे त्म अङकान निरम्रक इःथी, कर्छा, ভোক্তা মনে করিয়া নিজের মধার্থ পরমানশ্ব-সকলট ভূপিয়া ছিল একপ অবস্থাকেই সকপা-ব্যান বাপরতাপ্তিব। জালী হিডি বলাহয়।

এই অপূর্ব ছিতির বিষয়টিই শ্রীশ্বীয়া জাঁহার কথার শেবে ব্যক্ত করিলেন "হরিবোল, হরি-বোল" বলিয়া। অর্গাৎ প্রলয়ে যিনি সর্বজগতের হবণ বা উপসংহার নিজেতে করিয়া থাকেন, কার্মপ্রশেষর উৎপত্তি, ছিতি ও বিনাশের সেই একমাত্র কারণ হরি বা ব্রহাই একমাত্র সভ্যা বস্তু, আর সব মিথা, এই সভা বস্তু বস্তুরক জানা ও জাঁহাতে ছিতিই জীবের একমাত্র কামা। এত সংবের নিজ সেহটিও কতকগুলি হাই ছাড়া আর কিছুই নয়। গৌতিক বাবহারে ছাই শব্দ তৃক্তভা বা অভাববোধক। শ্রীশ্বীমা ভাহাই ইন্থিত করিলেন যে, নেহ দি সর্বস্বার্থ একটা সন্তাবিহীন প্রতিষ্ঠিয়াত্র

তর্জানী প্রবহর বাধিত পৃষ্ রবণনং পূর্ব
প্রজানী প্রবহর হাধিত পৃষ্ রবণনং পূর্ব
প্রবহ আমি স্থী, আমি তৃংখী এরপ বাবহার
করিলেও ভাষা হারা ভীষার আনের কোন হানি
হ্ন না লেকেকলাগার্গ কর্ম করিলেও ভাষার
কোন কর্মবন্ধন হল না মুমুক্দের ১উপদেশাদি
প্রদান কালেও ভাষার কোন বান্তবিক 'কর্মুমুদ্ধি
থাকে না। ইহাই জীবনাক্ষের স্থিতি জীবন্ত জানী বরীরে বিল্লয়ান থাকিয়াও বস্তুতঃ অবক্ষিমী,
কারণ ভাষার দেহে আমুন্ধি নাই। দেহাব্রুদ্ধি
হইতে মুক্ত হইয়া ভিনি এখন অমুচ্মরণ। ভাই
দ্বীলা বলিকেন:

"দেহে মার। দেহাবাবুদ্ধি, শেষে এটাও
কাটতে হবে " "কিসের দেহ মা। দেড় সের
হাই বই ভো নর । ভার জাবার গরব কিসের দ্
যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের
হাই। ভাকে আবার ভালবাদা। হবিবোল,
হবিনাল ।" এক হবি বা দর্বভাবে জ্বাই
চিন্তনীয়। তাঁর কথাই বলা, তাঁকে জ্বাই
কর্তব্য। ভাহা হইলেই মানবজীবন সার্থক হইবে,
জীবন মধুমর হইবে ইংটে ফ্রিন্মায়ের কথার
ক্তিপ্রায়

## 'স্থাধের লাগিয়া এঘর বাঁধিহু'

স্বামী ধীরেশালন্দ -

ভাবুক বৈক্ষৰ কৰি গাহিমাছেন:

'আমি লগের লাগিয়া এঘর বাদিত, মনলে পুডিয়া গেল 1 —ইহা ব্যক্তিবিশেষের বার্থতার খেলোভি নতে, ইতা যে সংসাধে সকল প্রাণীবই চিত্তন ম্মডেদা ক্রন্ত, হতাশার হালাকার লবি! মাধুৰ কভ আশার বুক বাধিয়া অশেব करहे अर्थ मक्टब करत, यह देग्रास, शुक्रकणाह বিবাচ দেহ এবং মনে কৰে যে অভংগৰ সকলকে নট্রা নিবিয়ে নিল্ডন্তে প্রম শাস্ত্রিত, মহাস্থ্য ছিলাভিপাত করিবে। কিছু অলক্ষে ভাতার चपुडेरन्व १(रम्भ) चपुरहेर चलः घनोत्र नित्रस्य নিষ্ঠয় নৈত্বের রুচু, নির্মণ কলামাতে সাভবের এট ভথকপু একদিন যেন ভাষের ঘরের চঠাং অপ্রতাগশিওভাবে ভাকিয়া থার। ভালার বভ সাথের সালানো বাগান হেন অ্কুল্ড ভুক্টেরা যায়। **एक श**ास ভাছার অশাভ, শোকম্কমান চিক্তে কেবল নৈবাঞ্জের করুণ সুরটিই বাজিতে খাকে জীবন ত্ৰিক্ত জুঃখ্যত বলিয়া মনে কয় यामीली বলিতেন —'ছঃখেব মৃক্ট মাধার পড়িছা সংদারে ত্ব আদিরা মাসুবের নিকট উপস্থিত হয়। ইছা হ্বঃ বান্তব। তথ ও ছঃখ যাত্তবে নিতা-মত্য ব

দেখিতে পাওয়া যায়, সংসাবে সকলেই নিমেব সমুক্স ব্যাট কামন। করে এবং বার্থবিরোধী প্রার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ মুখপ্রদ চ্টলে কোন বছকে সে গ্রাছ মনে কথে এবং ত্রিপ্রীত অর্থাৎ ছাখপ্রদ প্রার্থকে সে ডালো বলিয়া জানে।

মাণুষ কি চার না, অর্থাৎ কোন্টি ভাহার আবং ইহাই প্রথম বিচার করা ঘাউক। এ কগা

একবাকো সকলেই স্বীকার করিবে যে দু:গ কেহ চাম্বা কিন্তু ছঃখ জিনিস্টা কিং ডঃখ বলিয়া জগতে কোন পদাৰ্থ আছে কি : মনে হইবে, কেন, সৰ্প বাজে আছি পঢ়াৰ্থ কণ্ড ড:খপ্ৰদ। কিছ বখাও: তাহা নহে। সাপুড়ে নাপের খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে। স্পাভাষাৰ নিকট কত প্ৰিয়া কত যুদ্ধে সে উহামের প্রতিপালন করে। জনিতে পাওয়া যায়, থেহাম্পদ করার বিবাহকালে সর্বাপেকা क्षान वर्षाः विषय मुर्निष्ठे, द्यना क्रियाहेवा वर्ष উপাৰ্কনেৰ ঋষ্ট সে জামাভাকে যৌত্ৰুবৰূপ खनान करता। मार्कामस्यादा द्वारवद (धना ८मथाडेका यथ जेलार्कन करता नाम छ'हार উপার্কনের সাধন, ভাই ব্যার ভাহার নিকট ধাালীৰ নিকটও বাাল কভ প্রীডির বয়ন প্রিয়। সর্পব্যালাদি কোন কিছুই একান্ত ভংগপ্রেম নতে। সর্বধা হেরা বা ওলাল্য এরণ কোন পদাৰ্থই ভগতে পাওয়া যায় না। খ্যোদের নিকট যাহা খুভি ছুণিড, ভাহাও কোন কোন সীবের ভোজারণে ব্রিয়।

এভাবে যদি ইহাও বিচাব কৰা যায় বে

সগতে সকলে কি চায়, তাহা হইলে সকলে
একবাকো বলিবে হ্য চাই, আনন্দ চাই।
ধনী-ভিখারী-নিবিলেবে সকলেই হুও বা আনন্দ
চায়। অগতে সকলেই হুওব পশ্চাতে ধাবমান।
কিন্তু এই হুও জিনিস্টি কি ্ব হুও বলিয়া কোন
পদার্থ আছে কি ্ব লোকে মনে করে, কেন
স্তী, পুঞা, ধন, বাহন, আন—এই সবেতেই তো
হুও। কিন্তু তী যদি সদা হুওভলই হইত তবে
সে-প্রী কোন বিগৃহিত কর্ম ক্রিলে লোকে
ভাহাকে ভাগে করে কেন। পুঞা ঘদি নিগুঙ

মৃথপ্রদৃষ্ট চুইত তবে অধ্যোগ্য, অবাধ্য ও নিশিতকর্মকারী পুত্রের মুখনপ্রিও লোকে করিতে চাচ্চে
না কেন ? ধনেই বদি মুখ থাকিত তবে অশেবঐশর্ষপালিত চ্টরাও লোকে ছ:খী কেন ?
এটরণে দেখা যার যে, কোন প্রার্থই একাম্বভাবে সুখপ্রদ্বা সুখরণ নচে।

এখন জিল্লাভ এই যে বাছিরে ভূথতু:খ बनिष्टा बन्दि काम भन्नार्थहे सगरू मा थारक, ভবে লোকে বে স্বর্থ পঞ্চৰ করে ভাষা কি :--ইচাব উত্তবে বলা বাব, স্থদু:খেব শক্তর হয় মনে। অতএব, উহা মনেরই স্থপন্তংগ বলিয়া কোন জিনিস বাহিবে নাই উহা মনের একটি ভাবনামার ে একই, বস্ত মনে বিভিন্ন ভাবনা স্থানিতে পাৰে ্বৰুসহ আংমি কোধাও যাইভেছি। সমুথে একটি বৃদ্ধকে स्मिन्ना च्यांत्र 'शा' विनवा क्षेत्रात हवरन পতিত হইগাম। বন্ধুর নিকট ডিনি সাধারণ একজন মহিলা ছাড়া আৰু কিছুই নব এক বাজি আদিয়া উন্থাকে ভিনিনী বলিয়া সম্বোধন কবিল। কেউ বা ওঁছোকে 'কলা'কণে বা অন্য কোনরূপে দেখিল। এখন এই নারীটি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নিকট বিভিন্নপ্ৰণে প্ৰস্তীত হইতেছেন মাজা 'মা', 'ভগিনী', ইভাগি বাহিবে কিছুই নাই, এগুলি স্বই বিভিন্ন ব্যক্তির মনোহয়ী কচনা। বাহিবে কেবল একটি ছল দেহমাত্র বিশ্বমান। ভাষাকেই মাম ভাবনপ্রেলামী কেছ সাতৃত্তপে, কেছ বা কণিনীরূপে, কেছ বা ক্লারেপে বর্ণন করিতেছে। তেমনি তথ্য:খ বলিয়াও কোন প্দাৰ্থই লগতে নাই। নাহিংব विनाम करार मुख्या विष्यास्य এवः या समार्थ ধ্বন আমাৰ অফুকুৰ বলিছা মনে হয় তথনট দেটি আমার সুধপ্রদ বলিখা প্রতীত হয় খাতা। সেই ममावंहे भवभूद्रार्ट वा कालाक्षरत काजिकृत भाग ছইলে ছ:খপ্রদ বলিয়া ভাল হয়। বিষয় কিন্তু নিবিকার বিষয়ের প্রতি বর্চিড অন্তর্গতা-বা প্রতিক্লতা বৃদ্ধিই আমার প্রথম্ব অন্তবের কারণ ৷

কিন্তু হব বা চঃধ বধন আমৰা অভ্নতৰ কবি, দে অহন্তবধ ভো ছায়ী হয় না। হথ মহুদ্রর করিভেছি কিন্তু চিত্ত মত্ত ব্যাপারে ব্ধন্ট লিপু ধ্ইল ডখন্ট দে জুখাতুভ্ৰও বিল্প হটল। ওঞ্জপ দৃঃথ অফ্রন্তব কবিতে করিতে হথনট চিত্র বিধয়াভাৱে থাবিত হইক তঃথও ভথনই অদৃশ্র হইব। ভাচা হইলে দেখা ঘাইভেছে যে অভ্ভবকাণেই কেবল হুধহুংধ বিভয়ান। ঐ অভভবের পূর্বে বা পরেও ভাছা নাই। অস্থ দেহবাথায় কাতর ব্যক্তিও যথন মৃদ্ভি বা নিম্রিভ চ্ট্রা পড়ে তথ্য আহু ভাহার সে জঃগবোধ থাকে না। কিন্তু পুনঃ জাগ্রানবছার किविया कांशिताव शत्य शत्य है तम काताव सहगांप কান্তরোক্তি কবিতে থাকে পুরশোকান্তরা মাতাও গভীর নিজাকালে প্রমহুথে মহ হইয়া থাকে, তথ্ন কোন শোক, কোন দুঃথবোধৰ ভাহার থাকে না ভংগবোধ করিবার করণ মন্টিও ভখন নাই। কিন্তু নিদ্রান্তকে জাগ্রডে মন উদয় হইবার সঙ্গে দক্ষেই আবার সেই শোক, ভু:ধবোধ ফিবিয়া আলে - স্বভরাং ক্থড়:খ লল:সমকালীন। অর্থাৎ যথন যে অবস্থায় মন আছে তথ্যই সেই অবধায় ক্রথড়ার আছে, আৰু ৰণৰ খন নাই ডেখন সুণজ্যৰও নাই। অঞ্ভৰ বা জানকালেই ত্থতু:খের বিভাগানডা বা সন্তা। অভ্নতবের পূর্বেও ইহা নাই এবং भरवन्छ हेंद्रा अंध्य मा इंशाक्टे (वनाटक বলে 'জ্ঞাত দত্ত ' বা 'জ্ঞানদমকালীন দস্তা' বা 'প্রাতিভাবিক সত্রা'। অর্বাৎ স্থপন্থবাদি কেবল একটা দাময়িক প্রতীতিয়াত, স্তরাং উহা মিখ্যা দ্রাস্থ্যরপ আমাদের নিভা প্রভাক মুপুরে

প্রস্থা মাউক। প্রপ্রেকত কি থিচিত্র স্বাষ্ট্র, কড

पिछनव श्रांशिक्ष स्व कहना कि तिहा शांक १ कि है ने मकल शहार्थ विष्ठ । कि हुई नाई प्रान्त क्षान कार्यक्ष क्षान कार्यक्ष क्षान कार्यक्ष क्षान कार्यक्ष क्षान कार्यक क्षान कार्यक क्षान कार्यक क्षान कार्यक क्षान कार्यक कार्य

দেইবর্প ঘণন অপাছতব হয় তথন জাত্রথ প্রার্থন্ড আর থাকে না এবং উহার অহতবেও হয় না, অপাত্রকে স্থাপ্তং অবস্থার মন উদরের দলে মলেই জাত্রাৎ স্পষ্ট ভাসিরা উঠে। পুনরায় মন ঘার্থস্টি কল্পনা করিতে থাকিলে এই বিশাল লাগ্র্যথেশক আর থাকে না। স্বৃধি-অবস্থায় ধনন মন বিশীন হয় তথন প্রোক্ত উভন্ন স্থানি এবং তদক্তবেও আর ভান হয় না। এইবলে দেখা গোল থে জাগ্রথ ও খরা উভন্নই মনঃসমকানীন বা অহতবেসমকানীন। অভানৰ এই উক্তম্ব মবস্থা এবং অবস্থাগত পদার্থসম্থত জ্ঞাতসভা অর্থাৎ গ্রাতিভাস্কি, শুধু একটা সাম্মিক প্রতীতিষ্যাত্র, মিখা।

কিছ 'আমি' থাকি, এই নিগত-পরিবর্তন্দীল তিন অবহার 'আমি' সভত বিল্লমান। অবহাগুলি প্রশার পৃথক, এক অবহার অন্ত অবহা থাকে না, কিন্তু 'আমি' এই স্থাব্যাগুলির হয়ে একভাবে 'অহগত' হইমা আছি অভএব আগ্রদাদি অবহা ও ভাহার হুধভূংথাদি ধর্ম হইডে 'আমি' পৃথক, ইছাই শুট অহভব হয়।

স্বৃতিতে বহা আনল, মহা কথ সকলেই আহুতৰ কহিছা থাকে জাগ্ৰং ও প্ৰেপ্ত সংখ্যাতীত মানঅভিমান, আলানৈরাক, ভাল-মল, স্থত্থে নিবল্প অহতৰ ক্ৰিয়া জীব পরিপ্রাক্ত ছইয়া পড়ে ও একট স্বৃদ্ধিস্থের জন্ম লালায়িত হয় কটলন প্রভুত যনেব বিনিময়েও বে একট পুরুপ্তিত্বথ লাভার্থ ব্যাকুল হয় ও দেলত কত চেষ্টাই না দে কৰিয়া থাকে ৷ স্বৰ্থিতে এত আমশ্য আমে কোষা হইতে ? সমুখ্রিতে কোন দ্র:খ ধাকে না , ভাচার কারণ ছাথের নিমিত্ত দেছ, ইভিয়, মন, বৃদ্ধি, **ष्यर्काद-- अहे त्रत । कहुई स्मथास्य माहे সেখানে থাকি কেবল একা 'আমি'** ভাষা হইলে ইচাই প্রমাণিত চ্টল যে গ্থন আমাতে একমার 'আমি' থাকি তথ্যই সুথ অর্থাৎ হুও আয়াবই স্বরুণ জগতের কোন হুথই হুষ্থি-হুণতুলা নতে, মন বুদ্ধি আদি আগত্তক উপাধিওলি আসির হাঞ্চির হইলেই য়ত **ভূগেন্দ্র আদি**য়া উপস্থিত হয়। তথন 'আমি' তাহাদের দহিত জড়িত হইয়া নিজেকে স্থী-চু:খী, কড়া-ভোকা মনে করিয়া সংসার-মাগবে খাৰুডুৰু থাইতে থাকি।

শংকা হইতে পাবে যে, সংগারেও তেন লোকে হ্রথ ভোগ করে। ইা, করে, কিন্ত ভাষা কডটুকু ; দেখিতে দেখিতে উচা বেন কপুরের স্থায় উবিহা যায় এবং পরিণামে হু:এই দিরঃ থাকে। দাংসারিক তথ যেন বিষদংপুক্ত মিটার। সামুবের চিত্ত বিবয়-ভোগলালসার দদ। **ठक्क, खाहे (म दृ:बी। ठाक्कारे घृ:ब। अकु**ख আয়াদে প্রাথিত বস্তব প্রাধিতে চিত্র যথন কণিক শান্ত হয় তখন সেই শান্তচিত্তে যে জ্থ অহুক্ত হয় ভাহাই বিষয়ানদ বা বিষয়স্থ किस शृद्वेहे दिशांन दहेबारू (य, जानम विषदा নাই। শান্ত চিত্রে যে আনন্দ অনুভূত হয় ভাল। আমার সমরপড়ত আনম্বেট শক্ট প্রতিবিধমার। চক্তর জবের উপরিভাগে বেমন চন্দ্ৰবিদ্যমাক প্ৰতিবিধিত হয় না, দ্বি ফলই সমাক প্রতিবিধ্ধারণে সমর্থ, ইহার তজ্ঞণ।

কিন্ধ এই বিষয়াসকও নিকিড, বিমাণী ও ভূথেরপ বিষয়স্ত্রারী বলিয়া বিনাশী ও দুৰ্বণা ভাষের। ৬%মর্পণতলে প্রভিবিশিভ মৃথখণ্ডলই সকলের প্রিয় হট্যা মঙ্চিপদার্থপূর্ণ ভাঙে বা হুবাপারে প্রতিবিদ-দর্শনে কেই কৃষ্টি প্রকাশ করে না, বিষয়ানকও বিষয়ানকও শত্রপানকেরই অভি কুম্বতম অংশ। ঐ স্ক্রপানকেরই অধিক প্রকাশ হয় হয়ুখিতে কিছ উচাও অকান-বাব্ছিত বলিয়া পরিপূর্ণ আনক্ষরপটির পূর্ব **শন্তিব্যক্তি ভখনও হয় না বিশ্ব যেটুকু হয়** ভাহাতেই সৰ্বমীৰ পনিতৃত্ত, এবং উহাৰ তুলনা ছগতে পাওয়া বার না। জাগতিক কোন আনন্দই হ্যুপ্তির আনন্দণ্ড ভূলিত ছইতে পারে না, ইহা প্ৰথমপ্ৰতাক। আখাৰ, বিচাৰজনিত জ্ঞানস্ত মন যথন স্বরূপে ক্রিড হয় তথ্ন নিৰৈতি ও অজ্ঞানাব্যণবিবৃহিত যে বন্ধগানক অভিব জ হয় ভাহা বৰ্ণনাতীত। ত্ৰুপ্তিয় আনন্দও ভাহার নিকট তৃচ্ছ

হতবাং দেখা গেল অসকণে হিত থাকাই
হব। ব্যরণ-বিচাতি ঘটিলেই ছংগ। দুটাও
দেওৱা বাইতে পারে, সাহব ঘথন হব থাকে,
ভাল থাকে, তখন ভালাকে, 'কেন ভাল আছ'
বা 'কেন হথে আছ'—এরপ প্রস্ন কেই আছি'
বিভ কটে দিন কাটিভেছে'—ভখন লোকে
ভালার ছংথের কারণ বিষয়ে চিক্রাসাবাদ করে।
ঘালা আভাবিক অবস্থা, সে বিষয়ে কালারও
শংকা হয় না। আরি উক্ষ। ভালা কেন উফ
এরপ প্রস্ন কালারও মনে হাসে না। জল
শীতক। উলা কেন শীতল, এ প্রস্নও কেল্ করে
না। কারণ উল্প খালাবিক। কিন্তু যদি
বিশ্বীত হয় ভবে লোকে প্রস্ন করে বিদ্

করিবে, কি করিয়া উহা সম্বাহ হইল, কোন্
নিমিন্তবশতং উহা ঘটিল। সেইকণ কথে ধাকাই
লীবের অভাব। কাবণ স্থা ভাহার শ্বন্ধ।
১াই স্থা থাকিলে অধাৎ স্বরূপে থাকিলে কোন
প্রায় হয় না, নিজের মনেও কোন অনাম্মি ছাগে
না। ছংখ অধাৎ স্বরূপবিচ্যুতি ঘটিলেই প্রায়
হয়, অখাতি হয়— কেন ওরপ হইল এই শংক।
মনে লাগে। অভ্যাব স্বস্থতাই স্থাও শ্বাহ্ণা

এখানে একটি প্রস্ন হইতে পারে থে, স্বর্থা 
ফ্রন বল্লাংশে সম্ভাবলভঃ একটি প্রম 
আনন্দম্ম অবস্থা, তথন উহাই কানা এবং 
ক্সুকর্পের ভাগে সকলের কেবল হর্পা হইসা 
থাকিবারই চেরা করা উচিত। কিন্ত ভাগা 
ভো সন্থন নহে। উহাত একটি স্ফ্রানম্য 
অবস্থাবিশ্ব। ভাগ্রং-ও স্থা-ভোগপ্রস্ন কর্মস্বায়ে 
ফ্রুগ্রি-অবস্থা জীবের স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া 
উপন্থিত হইয়া থাকে এবং উহা জীব স্বেচ্ছার 
ক্রিতে পারে না। চেরা ক্রিলেও কেই 
ইচ্ছাম্যত স্বৃধ্য হরতে পারে না। চেরা ক্রিভে 
গোলে স্থাই বৃদ্ধি পাইবে, তুর্গ্রি আসিরে না।

করিতে পারে না। ব্যবহারকালে যে 'অহং'

—'আমি' 'আমি' করে, সে 'অহং'ও তো

মুছ্ডিতে থাকে না কিন্তু 'আমি' তথন

একেবারে বিদ্পুর হইলা যাই কি ৮ কখনই

নহে। 'আমি' থাকি - ইহাও সকলের অমুভব
শিল্প কথা। মন, বৃদ্ধি, অহংকার রহিত সেই
'আমিই আদল 'আমি'। উহাকে ভাষায়

কনি৷ করা হাছ লা, উহা অমুভবমান্তেজনপ

সেই 'আমি'ই ভাতাৎ ও অধ্যে আগন্তুক মন্তুরি

সহ অভিত ইইলা মিথ্যা অহংকারের রূপ হারণ
করি এবং তথন সংগারে অলেব ত্যুথের জোতে
ভাসিরা চলি।

বেদাশ্বশার বিচারপ্রস্থার আনহারা 'ভূদম্-অ'রভেদের' কথা বলিরাছেন, এই প্রস্থিতেদ इट्रेंश्ट्रे नर्बनः नय हुत हुय, भानश्रुण नरकथ कीन ধা, প্ৰহুংথনিকৃতি হয় এবং পুৰুষ প্ৰস্কুপে স্থিতি ব'ভ করিয়া পর্য আনক্ষম্য অবস্থালান্তে কুত্তপুত্য हत। अधन अहे 'क्षमक् ग्राहिएक्टरमव' व्यर्थ कि ? ৰত লোকে ইহাৰ কত বিভিন্ন ন্যাথ্যাই দিয়া বাকেনঃ স্বল স্থল কৰাৰ বলিতে সেলে বলিতে হয়-ভদৰ অৰ্থ মন বাবুভি। উহার एक्स वर्ष छेदाव नाम वर्षाय छेदाद व्यवस्थाताय, बन, वृद्धि आणि वक्क माहे, उहेरि आना। বন্ধতঃ মন, বৃদ্ধি আদি কোন পদাৰ্থট যে নাই, এন্ডলি প্রাতিভাষিক, একটা মিখ্যা প্রভীতিমাত্র, এবং একমাত্র আবাই--'আমিট সরাবভার একরপে নিবিকার থাকিয়া সদা বিভয়ান এইটি দানাৰ নামই 'হৃদয়গ্ৰন্থিভেদ :'

কিছ মন বৃদ্ধি আদির বিভয়নে দুশান্তে নথাৎ আগ্রন্তে ( মধ্যের মন ও ভারার কার্য দব কিছুই প্রাতিভাগিক ইংগ স্বালোকসম্মত, ভাই কেবল আগ্রন্তের কথাই ধরা হইল ) যতই কেহ বিচার ককক না কেন যে মন আদি বস্বতঃ নাই, একটা মিখা। প্রতীতিহাত্ত, সে জ্ঞান কথনও অপ্রোক হইবে না,--উহা প্রোক্ট থাকিয়া যাইবে। কারণ ভংক লে, নিচারকালে সাক্ষাৎ মন বহিমাছে, স্থানাং কি কবিষা বোঝা যাইবে যে মন নাই ; দেইল্লন্ত ভংকালে সাধকের এফন একটা অবস্থার क्षांत्राक्षन, यथन जन चांक ना ; स्थान क्ष्यृश्चि বা স্থাধি। স্থাধি তো আৰু সকলের ক্য না ? কিন্তু স্বত্বপ্তি অন্নথিক্তর সকলেরই হয়। স্থাপ্তিকালে মন বহীন আমি' থাকি। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ সেই প্রত্যক্ষের শ্বতিশহ যদি জাগ্রন্তে কেহ বিচার করেয়ে জাগ্রন্তেও মন বন্ধতঃ নাই ত্র চইপেই জাঞ্ছলবেও মনের মতার প্রতাক অভতর ইট্রে ও মন-বহিত্ত এক প্ৰশাস্ত্ৰণ 'আমি'ই অবশেষ থাকিয়া যাইব। এই বিষয়ে ক্টিক ও ক্ৰাকুস্মের দ্টান্ত দেওয়া যাইতে পাথে। যে কথনও चम्ह ऋषिक चन्नकारम स्मर्थ नाहे, कृष्टिकश সমুখে জনাকুত্য যতকৰ থাকিৰে ভতকৰ দে কথনই এবং কোন প্রকারেই বৃথিতে भावित्य ना ६६ काठेक चक्छ, नान नत्छ। ভাষাকে অন্তন্ত শ্বন্ধ ক্ষটিক দেখাইলে পৰ সেই শুভিবলে দে নিভিডরপে বৃধিতে পাবিবে যে क्षत्रिक चन्छ, अवाकुक्ष्य-म'द्रिश्या वरक क्षत्रिक দু∌মান হইলেও ফটিক বক্তবৰ্নহে, ক্টিকের বজিমা জ্বাকুল্লমন্ত্র উপাধিনিবশ্বন মিথা প্রতীত হইয়া বাকে মাত্র। তথনই ক্টাকের বচ্ছভার অপ্রোক জান ভারার হই,ব।

এইরপ বিচারসহায়ে দেহাদি সর্পদার্থের পার্মাণিক সত্যত্ত্ব্দির নিংশেষে বিলোপ ঘটিয়া থাকে এবং অবরপভূত ও হ্রথহরপ আবাতেই ফিডিলাভ হয়। এই অরপদ্ভিই মোক। প্রমানকপারি বং স্বত্ঃথ্নিবৃত্তি ইহারই নাম।

অভএব দেখ গেল যে, অধবৃদ্ধি বিষয়ে 
মত্তবেবৃদ্ধি মতক্ষণ আছে ততক্ষণ হংখনিবৃদ্ধি হয়

ना। म्हापि विषय चाहि, हैरा मछ। अहे वृद्धि भोकिताहे छःश च्यक्कारी। बाक् विषय ख महापि भागी किह्हें दश्रहः नाहे, क्यान धिद व्यक्षेत्रिमान हेरा कानित्य भावित्य छत्त्रहे यक्षार्थ द्रश्रद्धार्थि, बाज्जिक्षि वा छःश्रनितृति हथ अक्षाहे काम ७०क भूक्ष चीम च्यक्ष्यव्यक्ष बुक्त करिहाहकन : -

> 'ন জাবা জাবোগা জব্তক্ নজাবা নামরপোকা। ম জব্ জাবো নজধ তব্তক্ নিঠুব ছাথ চুইকী।'

—বতক্ষণ পর্যন্ত নানারপাল্যক থৈতের নক্ষণ অর্থাৎ সভঃবৃদ্ধি জানাগ্নিতে ভক্ষভুত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিচূৰ ধৈত-ভূগে কথনই নিবৃত্ত হইবেনা।

অর্থবৃদ্ধি না করিলে অর্থাৎ অর্থাধ্যাস জ্যাগ করিলে থাকে তথু জগতের প্রতীতিমাত । প্রাতীতিক জগৎ লইয়া ব্যবহাবে তথু বিমোদই হয় অর্থবৃদ্ধি অর্থাৎ বিষয়েশ্ব মত্যুত্ত্তিই হংথের হেতু। অর্থবৃদ্ধি না থাকিলে বিজেপ, অলান্তি, হংথ কোথাছ। বৈত ছাড়িশ্বা মানুষ যাইনে কোথায় । যাইবার তো আগগা নাই।

মৃতরাং দৈত নাই, অর্থাৎ উহার সত্তমবুজিত্যাগাই বৈতের ত্যাগা। হংখন হৈতের
হাত হইতে শ্বিগ্রাণ পাইবার একমান্ত উপার

এই ত্যাগ ইংগই ধর্ব বেদাল্লও একবাকে;
ঘোষণা করিয়, থাকেন। তথন কেবল আনন্দ।
প্রতীতিমাত্র, মিধা হৈতের খেলা দর্শনে তথন
আনন্দই হয়, কোন বিজেপ বা হুংখ হইতে
পারে না । ঐত্যনাবিকের মিধা কীড়াদর্শনে

শকপের বিনোদমাত্রই হয়, কোন বিজেপ বা
হুংখ কাহারও হয় কি )

জাগ্রৎ, স্থা ও ক্ষুপ্তি—এই অবশ্বের
আমানের প্রাকৃতিক পাঠাশালা। এই পাঠশালার অসমানের শিক্ষণীয়—এই বিচার। এই
বিচার কোন দেশ, কাল বা সম্প্রদার বিশেষে
আবদ্ধ, সীমিত নহে। ইহা সার্বজনীন।
শাহুভূত এই অবশ্বার্তরের বিচার সহায়েই ধর্ম ও
সম্প্রদায় নিবিশেষে জগতের সকলেই স্বতরূপশ্বিতরূপ প্রমধ্যেশ পৌছিয়া কৃতরূত্য হইতে
পারেন। ইহাই বেলাজ্যেক অসাম্যাদিক
সাধন এবং ইহাই মার্বজনীন শ্রেয়েমার্গ শাক্ত

# শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথাঃ 'ভক্তি-পথ সহজ পথ'

#### স্বামী বীরেশানন্দ

#### एकपुर बर्धन दावीन मान्डस नदारानी ।

ঠাকুর শীরামক্লঞ্চদেন বলিয়াছেন—'ভজি-পদ দিরে জীর কাছে নহজে যাওয়া যার', 'ভজিনোগ মৃগধর', 'কলিযুগের পকে নারদীয়া ভজি- ইত্যাদি।

অন্যায় যোগসহারে সিদ্ধিলাত করা এ সমরে কটনাধা, কিন্ধু ভক্তি-পথ সেরপ কটনাধা নহে এবং ভক্তি-পথেই দব পাওরা যার—একথা প্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসাদে বারংবার তাঁহার কথাযুভপিলাস্থ শ্রোভ্বর্সের নিকট বাক্ত করিয়াছেন।

ভজিপথের বিশেষত্ব কি এবং উহা কেন সকলের পক্ষৈ স্থগম, এ বিষয়ে ভজিলার কি বলেন ভাহাই আমরা একটু আলোচনা করিব।

অভৈতকোৰের মতে বক্ষই একমাজ

ত্রিকালাবাধিত দতা বন্ধ ও লগং মিগ্রা। জীব

বর্মপত বন্ধ। অবিভাগ্রভাবেই জীবের লন্ধ
নবপদ্দশ দংশারবান্তি হইয়া থাকে। অবিভাগ্রভাকত জিওগাত্মক অভ্যকরণরূপ উপাধি সহ

মিগ্রা ভালাত্মকেতাই জীব অলেব হুংখ প্রাপ্ত

হয়। জবাকুম্বন্ধ সংযোগে ফ্টিকের নানিমার

ভার এই উপাধি সংযোগ থাকিলে হুংখ হইবেই।

এই উপাধি মিবৃত্তি হইলেই হুংখনিবৃত্তি সন্তব।

অবৈভ্যবদাত্ত বলেন—উলাধিজনিত এই হুংখ

প্রতীতি একটা লান্তিমাত্র। একমাত্র আত্মভান

হারাই এই লান্তি নিবৃত্ত হয়।

ভক্তিমিদ্বান্ত কিছু অন্তরূপ। সে মতে পরমেশ্বর সভা ও ঠাঁহার শক্তিও সভা। পরমেশ্বরের সভা শক্তি হইতে উৎপত্ম জগদাদি যাবভীয় পদার্থ মিখ্যা হইতে পারে না। সংসার ইশ্বরের সংকর। সভা সংকর ইশর্বই সংসার মিখ্যা নহে, উহা সভা। যদি সংসার মিখা। নহে, উহা সভা। যদি সংসার মিখা।

একটা প্রান্তিমাত্র হইত তবে তাহা আব্যক্তান নাই হইত। কারণ অব্বকার নিবর্তক দীপপ্রকাশের স্থার একমাত্র জানই প্রান্তি বা অক্ষানাম্বকার নিবর্তক ইছা সর্বজনকীকত। সংসার সভ্যা, অতএব উহার নিবৃত্তি জ্ঞানসাধা নহে। ক্ষান সভ্যা বস্তুকে নাখ করিতে পারে না। সংসার-নিবৃত্তি একমাত্র ভগবন্তক্তি দারাই হইমা পাকে। জ্ঞানিক তিজপূর্বক ভগবানে বৃত্তির লাম ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি বীকার করেন না। মতেরা অত্যক্তাক সংসার-নিবৃত্তি বীকার করেন না। মতেরা অত্যক্তাক সংসার নিবর্তক নহে। আত্মান অন্তঃকরণগত অপ্রক্তা সংশ্রাদি সনের নিবৃত্তি করিমা পাকে মাত্র। তথন প্রমান আলক্ষ অভিমান প্রভৃতি অনাস্বান্তর বহিত হইমা, নির্মল হইয়া লীব প্রভিগ্নানের প্রপদ্ধ বহিত হইমা, নির্মল হইয়া লীব প্রভিগ্নানের প্রপদ্ধ বা শরণাগত হইয়া থাকে।

ভগৰান পরম ঐশ্বৰণালী। ভাঁছার স্বপ্রপের ভায় এই ঐশ্বনভিত্ত অবাধিত। এই শক্তি ও শক্তিমান উভরে মিলিত হইয়া জগৎ কারণ হইয়া থাকেন। এই উভয়ই সভা। অবৈভবেদাক্তের ভায় শক্তিকে এ মতে মিধ্যা মানা হয় না। ব্যক্তাক্তি অসম্বর্গই মানা হয়।

ক্ষার কর্মফলদাতা, এ বিবরে উত্তর মীমাংসা বা অবৈতবেদান্ত ও ভক্তি মতের কোন মতানৈক্য নাই। ভক্তি বেদ প্রতিপাতা। শাখিলা শ্ববি বলিয়াছেন—'ভক্তিং প্রমা শ্রুতিস্তাঃ, পুরাণেতিহাসাভ্যাম্ চ'—শ্রুতি, পুরাধ ও ইতিহাসাদি সহায়ে ভক্তির বরূপ জাতবা। শ্রুপ্রেদে পরমেশ্বকে মাতাপিতার ক্সাম বন্ধক বর্ণন করা হট্যাছে; ইশ্রুপিতা ও শ্রেষ্ঠ স্থারণে বর্ণিত হট্যাছেন।

ভক্তি কি ? এ বিষয়ে বলিতে গেলে বলিতে

ছয় পরমেশবের প্রতি পরম অন্তরাগই ভক্তি। মারদ বলেন—ভক্তি পরমপ্রেমরূপ ও অমৃত্সরূপ। শাণ্ডিল্য অমৃতকে ভক্তির ফল বলিরাছেন।

ক্ষি শঙ্কিরার মত এই যে, স্নেহ, প্রেম ও শ্রহ্মার আভিশয্যে উপ্তরের প্রতি অলৌকিক অস্তরান্তের নামই ভক্তি, ইত্যাদি।

ভক্তির শ্বন্ধপ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও ইহা নির্বিবাদে বলা যায় যে, ঈশ্বরে পরম অন্তরাগ বা প্রীতিই ভক্তি। কিন্তু এই অন্তরাগ বস্তটি ভো সসংবেছ, স্বর্থাৎ ইহা একমাত্র নিজেই সানা যায়। বগার্থই ঈশ্বরের প্রতি কাহারও অন্তরাগ হইয়াছে কিনা ভাহা অপরে সানিবে কি প্রকারে? অপরের পক্ষে ইহা জানা কঠিন, ইহা সভ্য বটে, ভধাপি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভক্তির পরিচম স্বরূপে বিভিন্ন আচার্নস্পরের মত উরোগ করা যাইতে পারে।

ব্যাসদেব বলেন যে, জগবানের পূজা আদিতে অফুরাগ হওয়াই ভক্তির লক্ষণ। বাঁহার প্রতি প্রেম হয় তাঁহার সেবাতেই আন্তরভক্তির পরিচয় পাওয়া বায়।

গগাঁচাৰ্য বলেন—মাহার প্রতি প্রেম হয় উাহার চরিত্র, নাম, গুণাদির সঞ্চল শ্রণ, বর্ণন ও তাহার আবৃতিই আন্তরভক্তির পরিচায়ক। আর্থাৎ বাহিরে এসব দেখা গেলেই বৃষ্ণিতে হইবে বে, সে ব্যক্তির চিত্রে ভক্তির বিকাশ হট্যাছে।

শাণ্ডিস্য বলেন—যে কোন প্রিয় বস্তুতে ইশ্বের সন্তা চিন্তন করিয়া তাহাতে তর্ময় হইয়া যাণ্ড্যার নামই ভক্তির লক্ষণ।

ভরশাল বলেন—প্রমানত্থে মগ্ন ছইয়। ইপারের মহিমাগাপিন করার নামই ভক্তি। অর্থাৎ গাঁহার প্রতি প্রেম হয় জাঁহার মহিমা থাপিন।

কশ্বপ বলেন—আপনার ত্বকিই ভগবানে সমর্পন করার নাম ভক্তি। অর্থাৎ যাহা কিছু আমি কণি ভাহাই ভগবানের প্রসমতা ও সেবার্থ। শৌচ স্নানাদির দারা শুক্ত হইয়া ভগবানের সমীপে যাওয়ার নামও ভক্তি বনিয়া কথিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষকদেব, প্রধলাদ ও বনিষ্ঠাদি মুনিগণের মত এই যে, দর্বঞ্জন, শ্রীভগবানেরই একটি স্কপ —এই বৃদ্ধিতে দকলের দেবা করার নামই ভক্তি।

দেববি নারদ বলেন—নিজের দুর্ব আচরণ ভগবানে অর্পন করা ও ভগবদ্ বিশ্বরণে পর্ম ব্যাকুগভার উদয়ের নামই ভক্তি।

ব্ৰন্ধবাদিগণের মতে—স্বীয় মতি, রভি, গভি, জীবন, প্রাণ—সব কিছু ভগবানে লীন করিয়া দেওগাই ভক্তি।

এই দ্ব লক্ষণই সাধকের চিত্ত অন্তিমে ভগবানে বিলীন হট্যা যাস—ইহাই ব্রুটেয়। থাকে।

এখন ভক্তি হয় কি প্রকারে ইহাই বিবেচা।
ইহা নিংসন্দেহ যে, ভক্তিদিন্ধান্তের সার সর্বস্থ
হচ্ছেন জগতের অভিন্ননিমিন্ত্রোপাদান কারপ
সর্বজ্ঞ, সর্বপত্তিমান, অধ্যেষ কল্যাণ গুণাকর
ইশরে। শ্লীর ও জগৎ ইশরস্থ অভিন্ন। অভ্যাব ইশরের অথবা ইশরাভিন্ন ভক্তজনের অম্প্রাহ-বিনা ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু ঐ অম্প্রাহ-লাভ জীবের নিয়েজর আয়ন্ত্রাধীন নহে। এই
অম্প্রহলাভের জন্ত সাধ্যকের বাাকুল অধ্যাের প্রতীক্ষা প্রয়োজন। এজন্তই নারদ বলেন যে,
মহৎকাে বা ভগবংক্রপালেশবশতাই ভক্তির উদয় হয়।

কিন্তু ভব্তির উদয়ের জন্ত করেকটি উপাছের কথাও ভক্তিশান্ত বর্ণন করিয়া গাকেন। যথা— ভগবানের নামের আশ্রয়। নামই ভগবান, এই বৃদ্ধিতে নামকীউন, শ্রপ, শ্রবণ, ধ্যান, শ্রবণাদি ছারা দ্বদয়ে ভগবানকে প্রকাশ করিবার চেটা করা।

ভগবানের রূপের আশ্রম অর্থাৎ ভগবানের

রূপে শ্রীতি ও তর্মন্বতা। উহা দারা ক্রমে মনরূপ উপাধির বিলয় ও ভগবানের সহিত একতাবোধ হট্যা অস্তঃকরণ পরমেশ্বরে বিলীন হট্যা যায়।

দিখাবের বিভূতিদর্শন অর্থাৎ—অস্তারে ভগবানের ধান ও বাহিরে ব্যবহারকালে প্রত্যেক বভাত নামিপূর্ণ ভগবানের বিশেষ প্রকাশ চিন্তন। এইরপে সন তল্পয় হইয়া বায় ও ভগবানের সহিত মিশিয়া এক হইয়া বায়। সর্ব-পদার্থের শক্তিরপে ভগবানই বিভয়ান, এইরপ চিন্তনেও মন ক্রমে পরমান্ত্যাতে বিলীন হইয়া থাকে।

গুণের বর্ণন,—সন্থাদি গুণাত্রর ও তাহার কার্য স্বাই ইশ্বনমিন্ত্রিত, এরণ চিম্বনেও মন ত্রিগুণের অতীত গরমেশ্বরে বিলীন হয়।

পরমাজ্মভাবনা, সর্ববস্থতে অন্তি, ভাতি, প্রিয়রূপে সক্রিদানশের দর্শন জ্ঞাস করিলে জাচিরেই মন প্রিয়তম ঈশ্বরসহ অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

এইদৰ দাধন পরিপক হইলে তথন এক প্রভূ ও জাঁহার শক্তিই অবশেষ পাকেন। এই প্রকার স্বর্জনাম্ভবে দ্যাধি ও ব্যবহার এক ইইয়া যায়।

ভক্তির পরিপক অবস্থায় বাছ বাবহার কিরপ হয় তাহাও ভক্তিশাস্ত্র বিভিন্ন প্রকারে বর্ধন করিয়া থাকেন। যথা—সম্মান প্রদর্শন। অর্দ্ধন থে অবস্থাতেই থাকুন না কেন প্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেই তিনি অতি প্রেমের সহিত দ্বায়মান হইতেন। ভক্তও ভগবদ্বিগ্রহ বা অন্ত ভক্ত দর্শনে ভক্তপ করিয়া থাকেন। রাজা সক্ষাকৃ ক্ষল, মেঘ প্রভৃতি দর্শনে কমলনম্বন মেঘগ্রাম প্রভিগবানের অরপে ময় হইয়া তাহাদেরও সংকার বা প্রীতির চল্লে দেখিতেন। অথাৎ যে যে বঙ্গ দর্শনে প্রিয়ত্মের অরণ হয় ভাছাদিগকে সংকার

বা দম্মান প্রদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন

--- ওদের কিরপ ভজি । গুরু বা গুরুবংলের

সকলকে সংকার তো করেই থাকে, গুরুব দেশের

বিড়ালটাকেও পর্যন্ত সংকার করে। শ্রীশ্রীচৈতর

দেব মেড় প্রাম পতিরুম কালে, এই প্রামের

মাটিতে কীউনের বান্ধ খোল নিমিত হয় শুনিয়া

ভগবদভাবে আবিট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যথার্থ ভকেরও সামান্ত বন্ধ দর্শনে ভগবদভাবাবেশ

হইয়া থাকে। প্রতিকূল অবস্থাতেও ভক্ক

বিচলিত হন মা, সহল্ল বিপদের সংগ্রেও তিনি

ভাহার পরমন্ত্রিয় আবাধা দেবভার মঞ্জমন্ত্র

হস্তের স্পর্শই অনুভব করিয়া থাকেন।

সর্বশাস্তই অধিকারী নির্ণয় করিয়। থাকেন। জানকাতে অৰ্থাৎ বেদায়ে সাধন-চত্তইয়দপ্সন ব্যক্তিই অধিকারী। অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, समस्भाषि । भूमकृष ना पाकिल (कह दवनान्त माধনের অধিকারী হয় না। কর্মকাণ্ডেন্ড দেখা যার আহ্বণ বৃহস্পতি সব, অগ্নিছোঞানি কর্মে অধিকারী, রাজস্য মজে নহে। ক্তির রাজস্য অধ্যমেধানি কর্মে অধিকারী, বৃহস্পতি যক্ত আদিতে নহে, ইত্যাদি। শান্তীয় কর্মে অধিত, সামর্থ্য ও শারদারা অমিধিদত্ব থাক। নিভান্ত প্রয়োজন। কিছ ভক্তিতে সকলেরই সমান অধিকার। ইহা ভক্তিমার্গের একটি প্রধান বিশেষতা। ভবে ভগবানের নাম উজারণে সমর্থ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিই ব্যবিদারী। বাস্তে, মন্ত্রান্তে বে অবস্থাতেই হউক না কেন, ভগবানের নাম উচ্চারণ कत्रित्नहे डाहात क्ल ज्यक्ताती। शृत-জনীয় দংকারও ভক্তি উদয়ের কারণ হটতে शांद्र ।

নিজের মাতাপিতার দেবার অধিকার থেমন শকলেরই আছে শেইরপ ভগবানকে ভক্তি, দেবা করিবার অধিকারও শকলেরই আছে। নীচ-শ্রাতি চগুলাদিও ভক্তির অধিকারী। নাম

ज्ञेन कीर्डनामि छाताहे मर्वधानघटकात कनना ह হইবা থাকে। ভক্তপথের মধ্যে জাতি, কুল, রূপ, বিষ্ণা, ধনাদি হারা কোন ভেদ হয় না। অন্ত শাধনমার্গে বিচিত্র অধিকারী ভেদ বিশ্বমান, কিন্তু ভক্তিমার্গে তাহা নাই। ইহা ভক্তিপপের একটি মহান বিশেষত্ব। কর্মকাত্তে কর্মান্তর্ভানের বিদেব স্থান, কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে, থেমন बिषिडे फिटक दमित्व, बिषिडे द्वारम ও भगत्य। ভক্তিদাধনে এগৰ কিছুবই প্রয়োজন নাই। পূর্ব সীমাংদক ঈশ্বর মানেন না। ভাঁহার। कर्रावहे लाक्षान चीकांत्र करतम । कर्मरे कन-দাতা। কিন্তু ভক্তিমতে ইশ্বরই দর্ব য়। ইশ্বরের অত্তাহ, কঞ্বা, প্রসন্মতাই জীবের সর্বস্থ । স্বতরাং যখন ইচ্ছা, যেভাবে হউক, যেখানে হউক জীব **ঈশা**র চিন্তা করিছে পাবে ও ঈশ্বর রূপায় তাহার হাদয় মধ্যার হটরা হার। ভগবছাম, গুণ, লীলাদি চিন্তনে তন্মতা মেভাবেই ছউক ভাছাই উত্তম সাধন।

সংকেত পরিহাসাদি যে কোনভাবে ভগবরাম উচ্চারণ করিলেই ওন্ধারা জীবের পাপ নাশ হইয়া থাকে। কৰুণাময় উপরই 'নাম'রপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। খাহাদের নামে বিশাস নাই ভাদের হুলুই পাস্তে পাপনাশক বছবিধ প্রায়শ্চিত্র কর্মের বিধান। নামের এই অপুর্ব মহিমা কর্মবাদ বা স্কৃতিয়াত্র নহে। নাম একটি নিমিন্তমাত্র। এই নিমিন্ধাবলম্বনে ভক্তের উপর শীভগবানের অভ্য কুপা ব্যবিত হয় ।

ভক্তির অপর একটি বিশেবৰ এই যে, উচা অন্ত:করণকে শুক করে, দঙ্গে দক্ষে আরোধাবস্তু-विश्वक अकाटनच आवहनड धीरत वीरत कर করিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া পাতে। অপ্রন বস্কুর চিন্তন ছারাই চিন্ত অন্তন্ধ হয়, এবং কাছবস্ত চিন্তানেই চিত্ত কৰু হয়। তাই সতংনিমণ একস্কল

প্রভিগবানের পরিত্র নাম উজারণ ও চিন্তন অপেকা চিত্তভিভিকারী জার জন্ম কোন শাধনই ইইতে পার্থে না।

ভদ্ধিসাধনের জগমতা উল্লেখ এইরূপে করিলেও ঠাকুর শ্রীরামকুক্ক ইছা ও আমাদের সভক করিতে ভোলেন নাই যে, উহা অভি হলত নহে। माशावभक्तः लाएक भक्तित अभाभापि कता, চরণাম্বত গ্রহণ ও নিবেদিত মিটারাদি গ্রহণকেট ভক্তি বলিয়া মনে করে ও ভাছাতেই নিজেদের কুভার্থ বোধ করে। ঠাকুর বলিয়াছেন- ভিক্তি-পথ সহজ পথ, তথে (ডমন সহজ নম্ভ)' ভগৰানের প্রতি ভালবাস বা অন্তরাগই ভক্তির একমাত্র পরিচয়। আমরা টাকা-পর্যা, খ্রী-পুঞ্জ পরিক্ষর, স্বোপরি নিজের শরীরকে যেরূপ ভারবাসি ভগবানের প্রতি আমানের দেরপ ভালবাদা আছে কি ? ভাষার প্রতি ফথার্থ ভালবাদা গাকিলে দশ্পদে বা বিপদে দর্যাবস্থায় দে ভালবাদা অক্স থাকিবে। জীতীমহাপুরুষ মহাবাজ (জ্বিতামকুষ-দেখের প্রিয় শিক্স স্বামী শিবানক ) বলিয়াছেন-

'ধ্ব প্রেমের সহিত ভার <del>ডলন</del> কর—পরম<sup>ান</sup> শান্তি পাইবে। সেই প্রেমে সংসারের জালা মন্ত্রণা সব সঞ্চ করিতে পারিবে। কোন চিছা নাই। সংসারের জালা যন্ত্রণা আছেই, তবে ভার প্রেমে যে ভক্ত সে দবই আনন্দে দহা করিয়া যায় —মেই ঠিক ঠিক ভক্ত। ছংখ কট পেয়ে জাকে হলে যা হয়। — মতি নিমন্তরের ভক্ত।'—

'বিপদে ভক্ত তাকে আরও প্রাণভবে ভাকে। এঞ্জন্ত সংসারে বিপদের শৃষ্টি। ভা না হলে কেউ ভাঁকে ডাকিত না। দংগারের দম্পাদে দকলেই তাঁকে একেবারে বিশ্বত ধ্রুমা যাইভ।'

শীশ্রিমাকুর এককথায় ভক্তির সারকধা বলিয়া [#]]/54

'কথাটা হচ্ছে এই যে ভাকে ভালবাদতে হবে।'

4

39

4 117